কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী

শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম. এ., ডি. ফিল্.
কর্তৃক সম্পাদিত
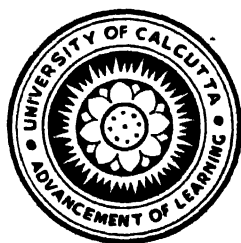
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫৮

মূল্য—দশ টাকা

আচার্য শ্রীসুকুমার সেন

করকমলেষু

মুখবন্ধ

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি কৃষ্ণরাম দাসের রচনাবলী জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পুথি হইতে উদ্ধার করিয়া সম্পাদন করিয়াছি। এ যাবৎ কৃষ্ণরামের পাঁচটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে দুইটি (কালিকামঙ্গল ও রায়মঙ্গল) সুপরিচিত। কৃষ্ণরামের কাব্যগুলি কবিত্বে যথেষ্ট সমৃদ্ধ না হইলেও এগুলিতে বাংলা দেশের লৌকিক দেবদেবীর স্বরূপ ও পূজাপদ্ধতি-বিষয়ে ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক গবেষণাকারীর ব্যবহারযোগ্য মালমসলা প্রচুর আছে। সুতরাং সাহিত্যের দিক্ দিয়া তো বটেই বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক্ দিয়াও কৃষ্ণরামের রচনাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষ্ণরামের প্রত্যেক গ্রন্থে বর্ণিত দেবদেবীর কাহিনীর ঐতিহাসিক আলোচনা যথাসম্ভব করিয়াছি, পাঠভেদ দিয়াছি এবং ভাষাবিচারও করিয়াছি। ভূমিকা-অংশে কৃষ্ণরামের কালনির্ণয়, বংশপরিচয় ও তাঁহার রচনার তুলনামূলক ও নিজস্ব আলোচনা বিস্তৃতভাবে করিয়াছি। পরিশেষে অপরিচিত দেশী ও বিদেশী শব্দের নির্ঘণ্ট দিয়াছি।

পুরাতন বাংলাসাহিত্যের লেখকদিগের মধ্যে কৃষ্ণরামই সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে হিন্দী ও উর্দু রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রায়মঙ্গলে বড় খাঁ গাজীর সংলাপে উর্দু জবান আছে এবং কালিকামঙ্গলে ভাট ও কোটালের মুখে এবং শীতলামঙ্গলে মদনদাস জগাতির উক্তিতে হিন্দী রচনা আছে। প্রাপ্ত পুথিগুলিতে উর্দু ও হিন্দী অংশ অতিশয় অশুদ্ধি-পূর্ণ। সেগুলিকে যথাসম্ভব শুদ্ধ করিয়া দিয়াছি। কোন কোন স্থলে পাঠবিকৃতি শুদ্ধির অসাধ্য, এগুলি "যথাদৃষ্টং তথালিখিতং" রহিয়া গেল।

এই গ্রন্থসম্পাদনার সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া সমাপ্তি পর্যন্ত আমার পূজনীয় অধ্যাপক আচার্য শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের নিকট যে সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছি তাহার তুলনা হয় না। আমার অপর অধ্যাপক পূজনীয় শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যে উপকার করিয়াছেন, সামান্য কৃতজ্ঞতা-স্বীকারের দ্বারা তাহা পরিশোধ হইবার নয়। ছাত্র-হিসাবে আচার্য সেন

ও অধ্যাপক দাশগুপ্তের নিকট আমি নানাভাবে ঋণী। এই গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রকাশের ব্যাপারে সেই ঋণের পরিমাণ কিছু বাড়িল মাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকেও আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালার শ্রীসুকুমার মিত্র ও শ্রীরবি মিত্র (বর্তমানে অন্যত্র নিযুক্ত), বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ও এসিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষগণ প্রয়োজনমত পুথিপত্র ব্যবহারের সুযোগ দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থের প্রুফ দেখার বিষয়ে শ্রীবিজয়কুমার ভৌমিক মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আমাকে ঋণী করিয়াছেন।

তাড়াতাড়ি প্রকাশের তাগিদে যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও গ্রন্থমধ্যে বিস্তর ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিয়া গেল। আশা করি, পাঠকেরা সেগুলি নিজগুণে মাপ করিয়া লইবেন।

২০শে জুন, ১৯৫৮
কৃষ্ণনগর কলেজ,
কৃষ্ণনগর

সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

ভূমিকা

কৃষ্ণরামের রচনার উপাদান

কবি কৃষ্ণরাম দাসের রচিত পুস্তকের সংখ্যা পাঁচটি—কালিকামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও কমলামঙ্গল। কালিকামঙ্গলের চারিখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটির গ ৩৭২৮ সংখ্যক পুথিখানিই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। পুষ্পিকায় লিপিকর বলিয়াছেন —"ইতি সমাপ্ত ॥ এই পুস্তক শ্রীযুত ব্রজবল্লভ বাবুজির ইহা জানিবা ॥ স্বাক্ষর শ্রীআত্মারাম ঘোষ কায়েস্ত সাং কলিকাতা, সুতানুটি চড়কডাঙ্গার পশ্চিম। ইতি সন ১১৫৯ সাল··· ॥ ইহার দক্ষিণা একজোড় কাপড় আর দুই তঙ্কা আড়কাট ॥" ইহা হইতে জানা যায়, প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে পুথিটি লিখিত হইয়াছিল। পুথির আকার ১১½×৪" ইঞ্চি। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১-৬১। ৫২ ও ৫৩ সংখ্যক পৃষ্ঠা নাই। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮।৯ লাইন। পুথির লেখা পরিষ্কার। অক্ষরের ছাঁদ প্রাচীন। 'ল' ও 'ন' একরূপ। 'স', 'কু', ও 'ষ'-এ পার্থক্য নাই। 'ষ', 'স' নির্বিচারে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'শ' নাই, 'স' কম, অধিকাংশ স্থলেই 'ষ' ব্যবহৃত হইয়াছে। যুক্তাক্ষরের মাথায় রেফ এবং 'য'-এর স্থলে 'জ'-এর ব্যবহার দেখা যায়। 'ড়', 'ঢ়'-র তলায় বিন্দু নাই। চ, ড ও ঢ প্রায় একরূপ। 'চ' ও 'ছ'-এ কোন পার্থক্য নাই। 'পূর্ণ'র জায়গায় 'পুন্য' এবং 'পুণ্য'র জায়গায় 'পুন্ন' দেখা যায়। লিপির দোষে সংস্কৃত হিন্দী ও ব্রজবুলী অংশের পাঠোদ্ধার কষ্টসাধ্য। সংস্কৃত ও হিন্দীতে পাঠভ্রান্তি সবচেয়ে বেশী।

কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলের দ্বিতীয় পুথি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত ২৩৭৬ সংখ্যক পুথি। পুথির আকার ১৫"×৫"। প্রত্যেক পাতা ভাঁজ করা। প্রত্যেক ভাঁজে দুইটি পৃষ্ঠায় লেখা, কিন্তু একটি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত। এই ভাবে ১-৩৩ পত্র আছে। ৩৪ পত্রের সামনের পৃষ্ঠায় পুথি সমাপ্ত। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দশ লাইন লেখা। হস্তাক্ষর সুন্দর। শ, ষ, স-র ব্যবহার আছে, তবে নিয়মানুযায়ী নয়। 'ন' ও 'ল'-এর পার্থক্য সামান্য। 'তু' ও 'গু' প্রায় সমান। 'ণ' ও 'ন'-র ভেদ নাই। সমসাময়িক কথ্য ভাষার প্রভাবজনিত ক্রিয়াপদে অপনিহিতির প্রয়োগ

লক্ষণীয়। পুষ্পিকায় লিপিকর বলিয়াছেন—"ইতি পুস্তক সমাপ্তি॥ স্বাক্ষর শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী। সাকিম আজিজনগর বিনাম চটকবাড়িয়া সন ১২৪৩ ফাল্গুন রবিবার। সকাব্দা ১৭৫৮ সক সাঙ্গ হইল।" পুথিটি একশত বৎসরের কিছু পূর্বে লেখা।

কালিকামঙ্গলের চারিটি পুথির মধ্যে শুধু এই পুথিতেই গ্রন্থের রচনাকাল হেঁয়ালিতে দেওয়া আছে—

সারসাসানের নেত্র ভীমাক্ষি বর্জিত মিত্র
তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে।
বিধুর মধুর ধাম রচনাতে কহিলাম
বুঝ শক বিচারিয়া সভে॥

ভীম মহাদেবের একটি নাম। তাঁহার তিন অক্ষি অর্থাৎ চোখ। মিত্র অর্থাৎ দ্বাদশ সূর্য হইতে তিন বাদ গেলে থাকে 'নয়'। সারসাসান অর্থাৎ ব্রহ্মার নেত্রসংখ্যা 'আট'। ঋষির অর্থাৎ সাত হইতে পক্ষ অর্থাৎ দুই ত্যাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে পাঁচ। বিধু অর্থাৎ এক। সুতরাং রাশিগুলি হইল ৮৯৫১। 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' রীতি অনুসারে শকাঙ্ক হয় ১৫৯৮। ইহার সহিত ৭৮ যোগ করিলে ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। গ্রন্থটির রচনাকাল ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দ। এই পুথির অপরাপর উল্লেখযোগ্য অংশ হইতেছে কবির দীর্ঘ আত্মপরিচয়, গ্রন্থশেষে অষ্টমঙ্গলা ও ফলশ্রুতি অংশ।

কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলের তৃতীয় পুথি এসিয়াটিক সোসাইটির গ ৫৬৭৩ সংখ্যক পুথি। পুথির আকার ১৩″ × ৪২/১″ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ২৬। প্রতি পত্রে এক পৃষ্ঠায় লেখা। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১১-১৩ লাইন। বানানে শুদ্ধতা একেবারে রক্ষিত হয় নাই। হস্তাক্ষর অতিশয় কদাকার। হস্তাক্ষরের সমতা দেখিয়া ষষ্ঠীমঙ্গলের প্রথম পুথি, শীতলামঙ্গল ও এই পুথির লেখক একই ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। অক্ষর ও শব্দ যেখানে সেখানে পড়িয়া গিয়াছে। মূল পুথি না দেখিয়া পুথিটি কাহারও মুখ হইতে শুনিয়া লেখা বলিয়া অনুমান করি। পুথির সূচনা-অংশে অন্য পুথি হইতে পার্থক্য লক্ষিত হয়। ইহাতে ঘটনার গোড়া উদ্ধারের চেষ্টা দেখা যায়। বানান ও হস্তাক্ষর লিপিকরের অজ্ঞতা সূচিত করে। হস্তাক্ষর

হইতে পুথির কাল নির্ধারণ করা মুশকিল। তবে ভাষার নবীনতা হইতে ইহাকে উনবিংশ শতাব্দীরই কোন সময়ে লিখিত বলিয়া অনুমান করা যায়। পুথিটি বস্তুতঃ মূল পুথির সংক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত সংস্করণ।

কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলের চতুর্থ পুথি শান্তিনিকেতন পুথিশালায় রক্ষিত ২৫৮ সংখ্যক পুথি। পুথির আকার ১৩½"×৫", পত্রসংখ্যা ১১, (১-০, ১৪)। লিপিকর গোকুল সেন। লিপিকাল জানা যায় না, পুথিও অত্যন্ত খণ্ডিত। প্রাপ্ত পুথিটি দেখিয়া ইহাকে খুব পুরাতন বলিয়া মনে হয় না।

বর্তমান সম্পাদনায় কালিকামঙ্গলের প্রথম পুথির পাঠই গ্রহণ করা হইয়াছে। অমিলস্থলে দ্বিতীয় পুথির পাঠও উদ্ধৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণরামের দ্বিতীয় গ্রন্থ ষষ্ঠীমঙ্গল। এসিয়াটিক সোসাইটির গ ৫৬৭৪ সংখ্যায় দুই বিভিন্ন লিপিকরের লেখা দুইখানি ষষ্ঠীমঙ্গলের পুথি আছে। দুইটি পুথিই খণ্ডিত। প্রথম পুথির পত্রসংখ্যা ৫ হইতে ১২। আদ্যন্ত খণ্ডিত। আকার ১০॥"×৪॥" ইঞ্চি। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ লাইন। দ্বিতীয় পুথির পত্রসংখ্যা ৮ হইতে ১৫। ৯,১৩ এবং ১৪ সংখ্যক পাতা নাই। আকার ১৪॥"×৫" ইঞ্চি। পৃষ্ঠায় লাইন-সংখ্যা ৯। লেখা বড়ছাঁদের। দ্বিতীয় পুথির ৮ পাতার আরম্ভ প্রথম পুথির ৫ পাতা হইতে। সূচনার দুইটি লাইনে সামান্য তফাৎ দেখা যায়। সমাপ্তিতে প্রথম পুথি অপেক্ষা বেশী বিবরণ থাকিলেও পুথিটি অসমাপ্ত। পুথি দুইটিই অতিশয় অযত্নলিখিত। অক্ষর এত বিকৃত এবং বানানের শৈথিল্য এত বেশী যে, মনে হয় লিপিকর অত্যন্ত অশিক্ষিত ছিলেন। তাহা ছাড়া শব্দগুলি প্রায়ই এমন অসম্পূর্ণ এবং ভাঙ্গা ভাঙ্গা যে, মনে হয় পুথি দুইটি শুনিয়া লেখা, সামনে অন্য পুথি দেখিয়া লেখা নয়। এই কারণে পুথি দুইটির মধ্যে লেখকের মূল রচনার ভাষার পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। গ্রন্থ-রচনার কাল এইভাবে দেওয়া আছে—

কবি কৃষ্ণরাম বলে ষষ্ঠীর মঙ্গল।
মহীশূন্য ঋতুচন্দ্র শক সংবৎসর॥

ইহা হইতে ১৬০১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়।

কৃষ্ণরামের তৃতীয় রচনা রায়মঙ্গল। বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালায় রক্ষিত ১৭৯৮ সংখ্যক পুথি। কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলের অপর কোন পুথির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পুথির পত্রসংখ্যা ১-২৫। অসম্পূর্ণ। আকার ১৪"×৫" ইঞ্চি। পৃষ্ঠায় লাইন-সংখ্যা ৮-১৫। মাত্র একটি পৃষ্ঠায় ৮ লাইন আছে। পুথিটিতে দুই-তিন জনের হস্তাক্ষর দেখা যায়। কোন কোন স্থানের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর। সেই সুন্দর অংশগুলির শেষে প্রায়ই "হরমোহন দত্ত"-এর স্বাক্ষর আছে। মনে হয়, এই অংশগুলির লিপিকর হরমোহন দত্ত নামক কোন ব্যক্তি। এক স্থানে পৃষ্ঠার শেষে লেখা আছে—"স্বাক্ষর শ্রীযুক্ত মদনমোহন দেব সাকিম মুড়াগাছা হাস্নটি।" মনে হয়, এই অংশের লেখক মদনমোহন দেব। একস্থানে গ্রন্থাধিকারীর নাম আছে—"শ্রীযুক্ত বাবু গোপীমোহন বাহাদুরের পুস্তক।" তাহা ছাড়া "শ্রীযুক্ত বাবু বাহাদুর" শব্দ কয়টি আরও কয়েক-বার দৃষ্ট হয়। লিপি মোটামুটি পাঠযোগ্য। উর্দূ অংশে কিছু গোলমাল দেখা যায়, তাহা লিপিকরের উর্দূজ্ঞানের অভাবই সূচিত করে। পুথির রচনাকাল জানা যায় না, তবে গোপীমোহন বাহাদুর অর্থাৎ গোপীমোহন দেবের উল্লেখ হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে পুথিটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অথবা ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকে লেখা হইয়াছিল।

পুথিতে বর্ণাশুদ্ধি যথেষ্ট। ন, জ, র, য, শ, ব প্রভৃতির ব্যবহারে কোন নিয়মই রক্ষিত হয় নাই। পদান্তের 'ল' ও 'ন' একরূপ। পদ-মধ্যস্থিত 'য়' ও 'অ'-র মধ্যে কোন নিয়ম রক্ষিত হয় নাই।

পুথিতে গ্রন্থ-রচনার কাল এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে—

কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল।
বসু শূন্য ঋতু চন্দ্র সকের বৎসর॥

ইহা হইতে ১৬০৮ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়।

কৃষ্ণরামের চতুর্থ গ্রন্থ শীতলামঙ্গল। এসিয়াটিক সোসাইটির গ ৫৬৭৫ সংখ্যক পুথিখানি ছাড়া দ্বিতীয় পুথি পাওয়া যায় নাই। পুথির আকার ১৩×৪½ ইঞ্চি। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১-১৩ লাইন। পত্রসংখ্যা

১৯। পুথিখানি খণ্ডিত, শেষের দুই-একটি পাতা নাই। লিপি অতি অপরিষ্কার। কালিকামঙ্গলের তৃতীয় পুথি ও ষষ্ঠীমঙ্গলের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি এই পুথির সম্বন্ধেও অনুরূপ অভিযোগ করিতে হয়। প্রায়ই শব্দের অংশ, পঙ্‌ক্তির অংশ পড়িয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থলে হঠাৎ একটি পদের উপর আর একটি পদকে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। উদাহরণ-স্বরূপ হৃষীকেশ সাধুর হিরণ্যপাটনে উপস্থিতি ও রাজার সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাতের দুইটি পদের উল্লেখ করিতে পারি। একই অংশের দুই তিন বার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। জগাতি মদন দাসের সহিত বসন্তরায়ের হিন্দীতে কথোপকথনের পরপর দুইবার উল্লেখ, ব্যাধিগণের আপনাপন বীরত্বকথন-প্রসঙ্গের কতকাংশের পরপর দুইবার উল্লেখ এবং হৃষীকেশ সাধুকে রাজার বাণিজ্য-যাত্রায় আদেশ দানের প্রসঙ্গে সাধুর একই কথার পরপর দুইবার উল্লেখ বিশেষ লক্ষণীয়। বিশেষ অসাবধানতা ও অযত্নই ইহার কারণ। শ্রুতিলিখন এবং লিপিকরের শিক্ষাহীনতাও এজন্য দায়ী হইতে পারে। পাঠ অনেক স্থলেই দুষ্পাঠ্য, কোন কোন স্থলে পাঠোদ্ধার একেবারেই অসম্ভব।

পুথিতে গ্রন্থ-রচনার কিংবা পুথি-নকলের তারিখ নাই।

কৃষ্ণরামের পঞ্চম গ্রন্থ কমলামঙ্গল। আবিষ্কারক শ্রীঅজয়কুমার কয়াল। বর্ধমান সাহিত্য-সভার পুথিশালায় গ্রন্থটি রক্ষিত আছে। পত্রসংখ্যা ৪-২৮। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৯। প্রত্যেক পত্রে দুই পৃষ্ঠায় লেখা। শুধু ২৮ সংখ্যক পত্রে ১ পৃষ্ঠায় লেখা। ১, ২, ৩ সংখ্যক পত্র নাই। আকার ১৪″×৫″ ইঞ্চি। সাধারণতঃ পৃষ্ঠায় ১১টি করিয়া লাইন আছে। কোন কোন পৃষ্ঠায় অক্ষর অত্যন্ত বড়, সেখানে পৃষ্ঠায় ৮ লাইন পর্যন্ত দেখা যায়। লেখার টান একরূপ হওয়ায় পুথিটি একই ব্যক্তির নকল বলিয়া অনুমিত হয়। ৪ হইতে ৯ পর্যন্ত পত্র মধ্যখানে কীটদষ্ট, লেখা একেবারে উদ্ধার করা যায় না। ১, ২ করিয়া যেমন পত্রাঙ্ক দেওয়া আছে, তেমনি পত্রের অপর পাশে ⁄০, ৵০ করিয়াও পত্রাঙ্ক দেওয়া আছে, এইভাবে ২৮ পত্রে ১৸০ লেখা দেখা যায়। পুথিতে গ্রন্থ-রচনার কোন কালের উল্লেখ না থাকিলেও পুষ্পিকায় পুথি-নকলের কাল এইরূপে দেওয়া আছে—

"ইতি যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং
লিখ্যতে দোষঃ নাস্তি।
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গঃ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥
ইতি সন ১২৩৬ সাল তাং ৯ কার্ত্তিক॥"

পুথি-নকলকারীর নাম কিংবা তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। অক্ষর মোটামুটি পরিষ্কার।

শীতলামঙ্গল ও কমলামঙ্গল গ্রন্থ দুইখানি কবি কৃষ্ণরাম দাসেরই রচনা কি না, সে সম্বন্ধে জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় না। উভয় গ্রন্থেরই রচনাকাল জানা যায় না। কবির জন্মস্থান নিমিতাগ্রামের উল্লেখ দুইটি গ্রন্থেই নাই। কবির অপরাপর সকল গ্রন্থেই গ্রন্থ-রচনাকাল এবং ভণিতায় জন্মস্থান নিমিতাগ্রামের উল্লেখ দেখা যায়। শীতলামঙ্গল ও কমলামঙ্গল উভয় গ্রন্থই খণ্ডিত। লুপ্ত কোন অংশে গ্রন্থ-রচনার কাল উল্লিখিত হয় নাই, জোর করিয়া তাহা বলা যায় না। শীতলা-মঙ্গলের এই দুইটি ছত্র—

রায়ের মঙ্গল কবি কৃষ্ণরাম গায়।
কেবা কি করিতে পারে শীতলা সহায়॥

প্রমাণ করে, রায়মঙ্গল-রচয়িতা কৃষ্ণরাম দাসই শীতলামঙ্গল রচনা করেন। রায়মঙ্গল-রচয়িতারূপে অপর কোন কৃষ্ণরাম দাসের পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং নিমিতার কৃষ্ণরামই ইহার রচয়িতা হইতে পারেন।

কমলামঙ্গল সম্বন্ধে এ ধরনের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে একাধিক কৃষ্ণরাম দাসের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তথাপি নিমিতার কবি কৃষ্ণরাম দাসই যে কমলামঙ্গলের রচয়িতা কয়েকটি কারণের উপর নির্ভর করিয়া তাহা বলা যায়—(ক) নিমিতার কবি কৃষ্ণরাম দাস কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার কায়স্থপ্রীতি সকল গ্রন্থেই অল্প-বিস্তর পরিস্ফুট। এ গ্রন্থেও যে তাহার অভাব নাই এই ছত্র দুইটিতে তাহা প্রমাণিত হয়—

আগুনবান গুনফুলি আকই মরিচশালী
পানিকলস শীতল জটা।

সকল কাএস্ত কত দেখ ভাই প্রকাশ যত
কে জানে ধান্যের নাম কটা ॥

ধানের বিস্তৃত বর্ণনা দিতে গিয়া কবির শুধু কায়স্থ-সম্প্রদায়ের কথাই মনে পড়িয়াছে। কায়স্থগণ কৃষিজীবী নন, তথাপি 'কেতাবৎ নিপুণ কায়স্থগণ' সম্পর্কে তাঁহার গর্বের অন্ত নাই। বিস্ময়ের বা আনন্দের কিছু ঘটিলে লোকে আগে আপনজনকেই স্মরণ করে। কবির কায়স্থগণের কথা মনে হইয়াছে। কবির কায়স্থপ্রীতির ইহা অপেক্ষা বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে ?

(খ) কবির গ্রন্থগুলির ক্রমিক রচনাকাল আলোচনা করিলে দেখা যায়, কালিকামঙ্গল ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, ষষ্ঠীমঙ্গল ১৬৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে এবং রায়মঙ্গল ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। শীতলামঙ্গল যে রায়মঙ্গলের পর রচিত হইয়াছে, শীতলামঙ্গলে রায়মঙ্গলের উল্লেখ হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কৃষ্ণরামের কোন রচনার পরিচয় পাওয়া যায় না। মনে হয়, এই কয় বৎসরের মধ্যে কবি কমলামঙ্গল রচনা করেন। ষষ্ঠীমঙ্গলের ষষ্ঠীর দাসীরূপিণী নীলাবতীর সহিত কমলামঙ্গলের বৃদ্ধারূপিণী কমলার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কমলারও সখীর নাম নীলাবতী। ষষ্ঠীমঙ্গল গ্রন্থখানি হুবহু ব্রতকথার ছাঁদে লেখা। ষষ্ঠীর পরেই কবি কমলামঙ্গলে হাত দেন, গ্রন্থটি অনেক-খানি মঙ্গলকাব্যের ধাঁচ পাইয়াছে। রায়মঙ্গল ও শীতলামঙ্গল পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যের রীতিতে লেখা। ষষ্ঠী ও কমলা উভয়েই গৃহদেবতা, মেয়েরা এই দুইটি দেবতাকেই সর্বাধিক ভক্তি করে। কৃষ্ণরাম ষষ্ঠী, রায় ও শীতলার কথা লিখিবেন আর কমলা বাদ যাইবেন, তাহা ভাবা যায় না। বিশেষ করিয়া প্রাপ্ত কমলামঙ্গলে যখন কৃষ্ণরাম দাসের বহুবার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তখন নিমিতার কৃষ্ণরামই যে ইহার রচয়িতা, নিঃসন্দেহে একথা বলা যায়।

(গ) কমলামঙ্গলের ভণিতাতেও কৃষ্ণরামের পরিচিত ভণিতার আভাস পাওয়া যায়—

পাঁচালি সরস কবি কৃষ্ণদাস গায়।
কিন্তু না করিহ কিছু কমলা সহায় ॥

"ইতি যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং
লিখ্যতে দোষঃ নাস্তি।
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গঃ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥
ইতি সন ১২৩৬ সাল তাং ৯ কার্ত্তিক॥"

পুথি-নকলকারীর নাম কিংবা তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। অক্ষর মোটামুটি পরিষ্কার।

শীতলামঙ্গল ও কমলামঙ্গল গ্রন্থ দুইখানি কবি কৃষ্ণরাম দাসেরই রচনা কি না, সে সম্বন্ধে জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় না। উভয় গ্রন্থেরই রচনাকাল জানা যায় না। কবির জন্মস্থান নিমিতাগ্রামের উল্লেখ দুইটি গ্রন্থেই নাই। কবির অপরাপর সকল গ্রন্থেই গ্রন্থ-রচনাকাল এবং ভণিতায় জন্মস্থান নিমিতাগ্রামের উল্লেখ দেখা যায়। শীতলামঙ্গল ও কমলামঙ্গল উভয় গ্রন্থই খণ্ডিত। লুপ্ত কোন অংশে গ্রন্থ-রচনার কাল উল্লিখিত হয় নাই, জোর করিয়া তাহা বলা যায় না। শীতলা-মঙ্গলের এই দুইটি ছত্র—

রায়ের মঙ্গল কবি কৃষ্ণরাম গায়।
কেবা কি করিতে পারে শীতলা সহায়॥

প্রমাণ করে, রায়মঙ্গল-রচয়িতা কৃষ্ণরাম দাসই শীতলামঙ্গল রচনা করেন। রায়মঙ্গল-রচয়িতারূপে অপর কোন কৃষ্ণরাম দাসের পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং নিমিতার কৃষ্ণরামই ইহার রচয়িতা হইতে পারেন।

কমলামঙ্গল সম্বন্ধে এ ধরনের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে একাধিক কৃষ্ণরাম দাসের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তথাপি নিমিতার কবি কৃষ্ণরাম দাসই যে কমলামঙ্গলের রচয়িতা কয়েকটি কারণের উপর নির্ভর করিয়া তাহা বলা যায়—(ক) নিমিতার কবি কৃষ্ণরাম দাস কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার কায়স্থপ্রীতি সকল গ্রন্থেই অল্প-বিস্তর পরিস্ফুট। এ গ্রন্থেও যে তাহার অভাব নাই এই ছত্র দুইটিতে তাহা প্রমাণিত হয়—

আগুনবান গুনফুলি আকই মরিচশালী
পানিকলস শীতল জটা।

সকল কাএস্ত কত দেখ ভাই প্রকাশ যত
কে জানে ধান্যের নাম কটা ॥

ধানের বিস্তৃত বর্ণনা দিতে গিয়া কবির শুধু কায়স্থ-সম্প্রদায়ের কথাই মনে পড়িয়াছে। কায়স্থগণ কৃষিজীবী নন, তথাপি 'কেতাবৎ নিপুণ কায়স্থগণ' সম্পর্কে তাঁহার গর্বের অন্ত নাই। বিস্ময়ের বা আনন্দের কিছু ঘটিলে লোকে আগে আপনজনকেই স্মরণ করে। কবির কায়স্থগণের কথা মনে হইয়াছে। কবির কায়স্থপ্রীতির ইহা অপেক্ষা বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

(খ) কবির গ্রন্থগুলির ক্রমিক রচনাকাল আলোচনা করিলে দেখা যায়, কালিকামঙ্গল ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, ষষ্ঠীমঙ্গল ১৬৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে এবং রায়মঙ্গল ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। শীতলামঙ্গল যে রায়মঙ্গলের পর রচিত হইয়াছে, শীতলামঙ্গলে রায়মঙ্গলের উল্লেখ হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কৃষ্ণরামের কোন রচনার পরিচয় পাওয়া যায় না। মনে হয়, এই কয় বৎসরের মধ্যে কবি কমলামঙ্গল রচনা করেন। ষষ্ঠীমঙ্গলের ষষ্ঠীর দাসীরূপিণী নীলাবতীর সহিত কমলামঙ্গলের বৃদ্ধারূপিণী কমলার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কমলারও সখীর নাম নীলাবতী। ষষ্ঠীমঙ্গল গ্রন্থখানি হুবহু ব্রতকথার ছাঁদে লেখা। ষষ্ঠীর পরেই কবি কমলামঙ্গলে হাত দেন, গ্রন্থটি অনেকখানি মঙ্গলকাব্যের ধাঁচ পাইয়াছে। রায়মঙ্গল ও শীতলামঙ্গল পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যের রীতিতে লেখা। ষষ্ঠী ও কমলা উভয়েই গৃহদেবতা, মেয়েরা এই দুইটি দেবতাকেই সর্বাধিক ভক্তি করে। কৃষ্ণরাম ষষ্ঠী, রায় ও শীতলার কথা লিখিবেন আর কমলা বাদ যাইবেন, তাহা ভাবা যায় না। বিশেষ করিয়া প্রাপ্ত কমলামঙ্গলে যখন কৃষ্ণরাম দাসের বহুবার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তখন নিমিতার কৃষ্ণরামই যে ইহার রচয়িতা, নিঃসন্দেহে একথা বলা যায়।

(গ) কমলামঙ্গলের ভণিতাতেও কৃষ্ণরামের পরিচিত ভণিতার আভাস পাওয়া যায়—

পাঁচালি সরস কবি কৃষ্ণদাস গায়।
কিন্তু না করিহ কিছু কমলা সহায়॥

পূর্বোদ্ধৃত শীতলামঙ্গলের ভণিতার সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখা যায়। কমলামঙ্গলের ভাষা কবির অপরাপর গ্রন্থের ন্যায় সরল ও অনাড়ম্বর। কমলামঙ্গল যে নিমিতার কবি কৃষ্ণরাম দাসেরই রচনা, ইহা হইতে তাহা প্রমাণিত হয়।

কেহ কেহ শীতলামঙ্গলকে রায়মঙ্গলের পরিশিষ্ট বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।[১] শীতলামঙ্গলের পূর্বোদ্ধৃত ভণিতা হইতে সেরূপ অনুমান করা যায়। বাঘ ও বসন্তব্যাধি উভয়ই বিপজ্জনক। রায়মঙ্গল লেখার পর বাঘের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া গেলেও বসন্তের ভয় থাকিয়া যায়। শীতলামঙ্গল লেখার পর আর সে ভয় থাকিল না। কবি উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

রায়ের মঙ্গল কবি কৃষ্ণরাম গায়।
কেবা কি করিতে পারে শীতলা সহায়॥

রায়মঙ্গল ও শীতলামঙ্গল উভয়ই অন্তখণ্ডিত। আদিতে উভয় গ্রন্থেই স্বতন্ত্র সূচনা দেখা যায়। পরিকল্পনাও স্বতন্ত্র। পূজা বা মহিমাপ্রচার উভয় দেবতারই উদ্দেশ্য, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। রায়মঙ্গল-গ্রন্থের মূল ঘটনা একটি—পুষ্পদত্ত সাধুর বাণিজ্য-যাত্রা। ঘটনায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। ধনপতি সাধুর সন্ধানে পুত্র শ্রীমন্তের সিংহল-যাত্রারই ন্যায় পুষ্পদত্তের দক্ষিণপাটন-যাত্রা। এখানে ধনপতির ন্যায় পুষ্পদত্তের পিতা দেবদত্তের স্বতন্ত্র বাণিজ্য-যাত্রার বর্ণনা নাই। কবি মনে হয় ইচ্ছা করিয়াই এ অংশ বাদ দিয়াছেন। পুষ্পদত্তের মা গর্ভপত্র দিয়াছে ছেলের হাতে, পিতাও তাহা দেখিয়া পুত্রকে চিনিয়াছে। সকল ঘটনাই একরূপ, শুধু মূল ঘটনার মধ্যবর্তী বাউল্যা রতাইয়ের কাষ্ঠ-সংগ্রহের কাহিনী এবং রায়-গাজির সংঘর্ষের কাহিনী নূতন সংযোজনা। শীতলামঙ্গলে তিনটি স্বতন্ত্র কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম দুইটি কাহিনী—জগাতি মদন দাস ও কাজির কাহিনীর সহিত রায়মঙ্গলের কাহিনীর সাদৃশ্য

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ) পৃষ্ঠা ৫৫৮, ডাঃ সুকুমার সেন।

নাই। শেষের কাহিনী হৃষীকেশ সাধুর বাণিজ্য-যাত্রা হুবহু রায়মঙ্গলের ছাঁচে রচিত। হৃষীকেশ সাধুর যাত্রাপথ দীর্ঘতর। সে অজয় নদ বাহিয়া আসিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে। তারপর বহুস্থান অতিক্রম করিয়া বড়দহে আসিয়াছে। ইহার পর হইতে যাত্রাপথের বর্ণনা উভয় গ্রন্থে প্রায় একরূপ। রায়মঙ্গলে কর্ণধারের প্রশ্নের উত্তরে সদাগর পুরী ও রামেশ্বরের বর্ণনা করিয়াছে। শীতলামঙ্গলে কর্ণধারই সদাগরের ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য এই দুইটি স্থানের বর্ণনা দিয়াছে। অনেক স্থলে বর্ণনার ভাষা পর্যন্ত উভয় গ্রন্থে একরূপ। রায়মঙ্গলে রাজদহে পুষ্পদত্ত সাধু মায়াপুরী দেখে এবং তারপরই সুরথ নৃপতির দেশে পৌঁছিয়াছে। শীতলামঙ্গলে হৃষীকেশ সাধু রাজদহ অতিক্রম করিয়া মায়াদহে পড়িয়াছে এবং এখানে মায়াপুরী দেখিয়া হিরণ্যপাটনে চন্দ্রভানু রাজার দেশে পৌঁছিয়াছে। হৃষীকেশ বাড়ীতে পিতামাতাকে রাখিয়া আসিয়াছে। সুতরাং পিতার সন্ধান তাহার উদ্দেশ্য নয়। রাজকন্যা বিবাহ করিয়া সে গৃহে ফিরিয়াছে।

কৃষ্ণরামের আদর্শ ছিল মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-গ্রন্থ। রায়মঙ্গলে অন্ততঃ যাত্রাপথের দিক্ দিয়া সে আদর্শ সিদ্ধ হয় নাই। শীতলামঙ্গলের হৃষীকেশ সাধুর কাহিনীতে সে উদ্দেশ্য কিছুটা সিদ্ধ হইয়াছে। হৃষীকেশ অজয় নদ বাহিয়া আসিয়াছে। শীতলামঙ্গলের হৃষীকেশ সাধুর কাহিনীই সে হিসাবে রায়মঙ্গলের পরিশিষ্টরূপে গৃহীত হইতে পারে।

কবি কৃষ্ণরাম দাসের জীবনী

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের অধিকাংশ লেখকের ন্যায় কবি কৃষ্ণরাম দাসেরও কোন পরিচয় ঐতিহাসিকের রচনায় স্থান পায় নাই। এমন কি বাংলা-সাহিত্যের প্রথম সার্থক ইতিহাস-রচয়িতা ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থেও কৃষ্ণরামের নাম উল্লিখিত হয় নাই। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (অষ্টম সংস্করণ) গ্রন্থে কৃষ্ণরামের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে 'কালিকামঙ্গল' ও 'রায়মঙ্গলে'র রচয়িতা এবং অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদক-রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রথম দুইখানি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা

হইলেও শেষেরটি তাঁহার অনুবাদ নয়। কৃষ্ণরাম দাসের প্রথম সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়, ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫৪২)।

কৃষ্ণরাম দাসের নাম বাংলা-সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা-সাহিত্যের এই প্রাচীন পর্বটিকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) প্রাচীন যুগ, (খ) মধ্যযুগ। তুর্কীবিজয় ও তাহার পূর্ববর্তী যুগকে প্রাচীন যুগ বলা যায়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী একশত বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি পর্যন্ত কালকে প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের মধ্যযুগ বলা হয়। এই মধ্যযুগটিকে আবার তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়—(ক) আদি মধ্যযুগ (১৪০০-১৫০০ খ্রীঃ), (খ) অন্ত্য মধ্যযুগ (১৫০০-১৭০০ খ্রীঃ) এবং (গ) নবাবী আমল (১৭০০-১৮০০ খ্রীঃ)। কবি কৃষ্ণরাম দাস এই অন্ত্য মধ্যযুগের একেবারে শেষাংশের কবি।

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের পটভূমিকায় কৃষ্ণরাম দাসকে একজন যুগ-প্রতিনিধি কবি বলা চলে। তিনি পাঁচটি গ্রন্থের রচয়িতা—(ক) কালিকামঙ্গল, (খ) ষষ্ঠীমঙ্গল, (গ) রায়মঙ্গল, (ঘ) শীতলামঙ্গল, (ঙ) কমলামঙ্গল। একমাত্র কালিকামঙ্গল ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থের তাঁহার পূর্ববর্তী কোন রচয়িতার রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। রায়মঙ্গল-গ্রন্থের উৎপত্তির কারণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে কৃষ্ণরাম বলিয়াছেন—

> পূর্ব্বে করিল গীত মাধব আচার্য্য।
> না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য্য॥

ইহা হইতে তাঁহার পূর্ববর্তী একজন রায়মঙ্গল-রচয়িতার শুধু নাম জানা যায়। মাধব আচার্যের গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাহা ছাড়া ষষ্ঠী, শীতলা কিংবা লক্ষ্মী সম্বন্ধে মঙ্গলকাব্যের কোন পূর্ববর্তী রচয়িতারও সন্ধান মেলে না। তথাপি কৃষ্ণরামকেই এগুলির আদি স্রষ্টা বলা যায় না। তিনি এই গ্রন্থগুলির যুগোপযোগী প্রচলনের সহায়তা করিয়া তৎকালীন

সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার রচিত গ্রন্থের অনুসরণে একাধিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের কবিগণের জীবনী উদ্ধারের জন্য তাঁহাদেরই গ্রন্থের দুইটি বিষয়ের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করা হয়—(ক) কবির নাম-সংবলিত ভণিতা, (খ) কবিপ্রদত্ত আত্মবিবরণী।

(ক) ভণিতা—ভণিতার ব্যবহার প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের কবিগণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। পদ বা কবিতার কবির নাম সংবলিত শেষ দুইটি পঙ্‌ক্তিকে ভণিতা বলা হয়। সাহিত্যে কখন হইতে ভণিতার প্রচলন হয়, সঠিকভাবে বলা যায় না। বাংলা-সাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি চর্যাপদগুলিতেও ভণিতার সন্ধান পাওয়া যায়। চর্যাপদগুলি গুরুর শিষ্যের প্রতি ধর্মোপদেশ মাত্র। মনে হয়, লিখিতভাবে মনের ভাব প্রকাশের অন্য কোন উপায় না থাকায় এই-সকল ছোট ছোট পদের সাহায্যে তাঁহারা ধর্মোপদেশ দিতেন। পদের শেষে গুরু তাঁহার নামটি জুড়িয়া দিয়া শিষ্যের নিকট নিজের পরিচয়টি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতেন। জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দের গানগুলিতে ভণিতার উৎকৃষ্টতর প্রয়োগ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ভণিতায় তাঁহার নাম ছাড়া জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব গ্রাম, পত্নী পদ্মাবতী ও স্ব-রচনার বিশেষত্বও উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী বাংলা-সাহিত্যে ভণিতার ব্যবহারে তাঁহারই অনুসরণ দেখা যায়। প্রধানতঃ দুইটি কারণে ভণিতার ব্যবহার প্রাচীন কবিগণের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল—(এক) কবিরা ভণিতায় নিজের নামের ছাপ মারিয়া দিয়া গ্রন্থে নিজের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতেন। (দুই) কবিগণ পদের শেষে নিজের নাম জুড়িয়া দিয়া নিজের কাব্যটিকে অন্যের অনুরূপ কাব্য হইতে পৃথক্ করিতে চেষ্টা করিতেন।

যাহা হউক, সাহিত্য-ঐতিহাসিকের নিকট এই ভণিতাগুলির মূল্য অত্যন্ত বেশী। কবির জন্মভূমি, পিতার ও পুত্রের নাম, বংশ-পরিচয় প্রভৃতি এই ভণিতা হইতে জানিতে পারা যায়। অনেক কবি ভণিতাতেই গ্রন্থ-রচনার কাল উল্লেখ করিয়াছেন। কোন্ রাজা, নবাব বা জমিদারের আদেশে কবি গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হন, ভণিতা হইতেই

তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি কোন্ দেবতার পূজক ছিলেন, সেই দেবতার প্রতি তাঁহার আসক্তি কতখানি ছিল, ভণিতা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই-সকল কারণে কবির জীবনী রচনায় ভণিতা-গুলি বিশেষ কাজে লাগে।

(খ) আত্মবিবরণী—কৃত্তিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনেক কবিই স্বরচিত কাব্য-মধ্যে দীর্ঘ আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই আত্মপরিচয় দেওয়ার প্রেরণাটি তাঁহারা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন, বলা দুষ্কর। নিছক প্রয়োজনবোধ হইতেও এরূপ আত্মপরিচয়-দানের রীতির প্রচলন হইতে পারে। সাধারণতঃ গ্রন্থের প্রথম দিকেই আত্মপরিচয়-অংশ থাকিত। ক্রমে আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করা কবিদের মধ্যে একটি সাধারণ রীতিতে দাঁড়াইয়া যায়।

আত্মপরিচয়-অংশে কবির সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারা যায়। গ্রন্থের মধ্যে এই একটিবারের জন্য মাত্র লেখক-পাঠকে মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ ঘটে। সুহৃদ্ পাঠকের কাছে মনের আবেগে অকপটে কবি অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যই প্রদান করিয়া থাকেন। কবি নিজের গ্রামের সুখদুঃখের বর্ণনা, নিজের পিতামাতা আত্মীয়-পরিজনের বর্ণনা, সমসাময়িক শাসনকর্তা ও শাসনবিধির বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ-রচনার কারণ উল্লেখ-পূর্বক আত্মপরিচয়-বৃত্তান্ত শেষ করিয়া থাকেন। এই আত্মপরিচয়-অংশে শুধু কবির সম্বন্ধেই নয়, তৎকালীন দেশের অবস্থা সম্বন্ধেও অনেক-কিছু জানিতে পারা যায়।

কবি কৃষ্ণরাম দাসের জীবনী আলোচনায় তাঁহারই রচিত পুস্তকের ভণিতা এবং তাঁহার কালিকামঙ্গলের দ্বিতীয় পুথিতে প্রদত্ত আত্ম-বিবরণীটির উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

কালিকামঙ্গলের দ্বিতীয় পুথির আত্মবিবরণী হইতে জানা যায়, সরকার সপ্তগ্রামের কলিকাতা পরগনায় নিমিতা-নামক গ্রামে কবি বাস করিতেন। গ্রামটির বর্তমান নাম নিমতে, কলিকাতার চারি ক্রোশ উত্তরে বেলঘরিয়া রেলস্টেশনের আধক্রোশ পূর্বে অবস্থিত। আত্মবিবরণীতে কবি প্রথমে স্বগ্রামের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়া বলিয়াছেন—

সেই গ্রামের মধ্যে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়েস্থ কুলেতে উৎপতি।
তাহার তনয় হই নিজ পরিচয় কই
বয়ঃক্রম বৎসর বিংশতি॥

কবির পিতার নাম ভগবতী দাস। জাতি কায়স্থ, গ্রন্থ-রচনাকালে তাঁহার বয়স ছিল কুড়ি বৎসর। গ্রন্থের রচনাকাল কবি হেঁয়ালীতে দিয়াছেন—

সারসাসানের নেত্র ভীমাক্ষি বর্জিত মিত্র
তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে।
বিধুর মধুর ধাম রচনাতে কহিলাম
বুঝ শক বিচারিয়া সভে॥

ইহা হইতে ১৫৯৮ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ১৬৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ-রচনাকালে কবির বয়স কুড়ি বৎসর হইলে আনুমানিক ১৬৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল-কাব্যের একটি ভণিতায় পাওয়া যায়—

কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের আদেশে।
কৃপা করি রাখ প্রভু নীলকণ্ঠ দাসে॥

রায় ঠাকুরের নিকট কবির সকাতর মিনতি হইতে মনে হয়, নীলকণ্ঠ দাস তাঁহার পুত্র অথবা বিশেষ স্নেহভাজন কোন আত্মীয় ছিল। নীলকণ্ঠ দাসের উল্লেখ আর কোথাও নাই।

কালিকামঙ্গলের আত্ম-বিবরণী অংশে নিমিতা গ্রামের গর্বমিশ্রিত দীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়। ভাগীরথী নদীর পূর্বকূলের অদূরে গ্রামখানি অবস্থিত। গ্রামের কথা বলিতে গিয়া কবি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন—

বসতি করয়ে তথি সদাচারী শুদ্ধমতি
ধীর ধরাদেবগণ সুখে।
হেন দেখি মনে লয় নারদ আদি মুনিচয়
অবতার কৈল কলিযুগে॥

জননী ও জন্মভূমি যে স্বর্গ হইতেও গরীয়সী, এখানে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থেই একটি ভণিতায় কবি বলিয়াছেন—

গ্রাম নিমিতা গঙ্গার পূর্বকূল।
সাবর্ণচৌধুরী সব যাহাতে অতুল॥
গোমহিষ পশুপক্ষ বৃক্ষ পর টাট।
রম্য সরোবরতীর সানবান্ধা ঘাট॥
নগর রাজার হাট দেখিতে সুন্দর।
কৈলাস শিখরে যেন দেব পুরন্দর॥
ভগবতী দাস নাম তথায় বসতি।
কৃষ্ণরাম বিরচিল তাহার সন্ততি॥

কলিকাতার নিকটবর্তী এই গ্রামখানি, মনে হয়, একসময় খুব সমৃদ্ধ ছিল।

শাসক-শ্রেণীর উন্নততর শাসন-প্রণালীর ফলেই প্রজার সুখশান্তি বৃদ্ধি পায়। আত্মবিবরণী-অংশে কবি তৎকালীন শাসকগণের এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

অরংসাহা ক্ষিতিপাল রিপুর উপরে কাল
রাম রাজা সর্ব্বজনে বলে।
নবাব সায়িস্তা খাঁ আদি করি সাতগাঁ
বহু সরকার করতলে॥

সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের এতখানি সুখ্যাতি করার মূলে দুটি কারণ থাকিতে পারে—(এক) বাংলা দেশের মোগল-যুগের ইতিহাসে নবাব শায়েস্তা খাঁর শাসনকাল সুশাসনের জন্য অতিশয় সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। লোকের ঘরে যেমন অন্নের অভাব ছিল না, আর্থিক সচ্ছলতার জন্য মনেও শান্তি ছিল প্রচুর। যে নবাব এতখানি সুখসমৃদ্ধির সৃষ্টি করিতে পারেন, তাঁহার মনিব বাদশাহ না জানি আরও কতবেশী মঙ্গল-সাধনে সক্ষম—এমনি একটা ধারণা হইতে মনে হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবির কণ্ঠে ঔরঙ্গজেবের প্রশংসা ধ্বনিত হইয়াছে। (দুই) কবি অথবা তাঁহার পোষ্টা হয়তো সুবেদার সরকারের কর্মচারী ছিলেন।

তাহা ছাড়া গ্রামের শাসনকর্তা ছোট ছোট জমিদারগণের

সুব্যবস্থাপনায় গ্রামেও সুখশান্তি বিরাজ করিত। আত্মবিবরণী-অংশে কবি তাঁহার স্বগ্রামের চৌধুরীবংশীয় জমিদারগণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধার্মিক, কেহ বা দানে কল্পলতার ন্যায়, কাহারও মহিমার জ্যোতি সূর্যকিরণের ন্যায় ভাস্বর। জমিদারগণের এবংবিধ বর্ণনায় অতিশয়োক্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়, তথাপি স্বগ্রামের সমৃদ্ধির যে বর্ণনা তাঁহার কাব্যে পাই এবং অকুণ্ঠচিত্তে নবাব-বাদশাহের যে প্রশংসা তাঁহার কণ্ঠে শুনি, তাহাতে মনে হয়, এই বর্ণনার অনেকাংশই সত্য।

কৃষ্ণরামের কাব্যাবলীর প্রকৃতি

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য মুখ্যতঃ পাঁচালি ও পদাবলী। পাঁচালি দ্বিবিধ—অনুবাদ ও মৌলিক রচনা। মৌলিক রচনাগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—মঙ্গলকাব্য ও লৌকিক প্রণয়কাব্য। মঙ্গলকাব্যের কতকগুলি বৈষ্ণব-সাহিত্য, ভাগবতের ধারা অনুসরণে রচিত। এগুলি বর্তমান আলোচনার অন্তর্গত নয়। বাকী মঙ্গলকাব্যগুলি লৌকিক। এগুলি লৌকিক, কেননা অপৌরাণিক। সোজা কথায় এগুলি পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব গ্রহণ করে নাই। এই লৌকিক কাব্যের সৃষ্টি-তত্ত্বের সহিত বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্বের মিল আছে। এগুলিকে লৌকিক বলার আর একটি কারণ, আর্যীকরণের বহু পূর্ব হইতে দেশীয় লোক-সমাজে এগুলি প্রচলিত ছিল। এগুলি ধর্মীয়, কারণ দেবতা এগুলিরও বর্ণনীয় বিষয়। এই সমস্ত দেবতা বাংলা দেশেরই নিজস্ব। আর্যেরা আসারও পূর্বে ইহাদের অস্তিত্ব ছিল। ইহাদের অনেকে পুরাণে স্থান করিয়া লইয়াছে, তথাপি ইহারা অপৌরাণিক। প্রকৃতির জলহাওয়া-মাটির সহিত ইহাদের সম্বন্ধ। মেয়েদের কাছেই ইহাদের মহিমা সম্যক্ প্রকটিত। পাথর, বৃক্ষশাখা, মাটির ঢিবি এখনও ইহাদের দেবমূর্তি। ইহাদের পূজার উপকরণের মধ্যে প্রাক্-আর্যযুগের ছাপ বর্তমান। এই-সকল দেবতাকে লইয়া সাহিত্য অবশ্যই ধর্ম-সাহিত্য। তথাপি অনুবাদ অথবা বৈষ্ণব-ধর্মসাহিত্যের সহিত ইহাদের পার্থক্য আছে। অন্যান্য ধর্ম-সাহিত্যে ধর্মের একটি মার্জিত সংস্করণ দৃষ্ট হয়। ধর্ম এখানে

দার্শনিকতার স্তরে উন্নীত হইয়াছে। দেবতা ও ভক্তের মধ্যে জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারবন্ধন স্থাপিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বৈদিক ধর্মের অনেক অনুশীলনের পর যে রূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহারই অনূদিত অথবা উন্নততর ভক্তমনোভাবের দ্বারা সৃষ্ট ভাবের প্রকাশই সাধারণ ধর্ম-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। লৌকিক ধর্মসাহিত্যে কিন্তু ধর্মের আদিম রূপের ছাপ বর্তমান। ভয় থেকে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব থেকে সকল ধর্মের সৃষ্টি। লৌকিক ধর্মের দেবতা তাই যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ কিংবা ভগবান্ রামচন্দ্র নন। যাহা হইতে ভয়ের সৃষ্টি হয়, যাহার কাছ হইতে উপকার পাওয়া যায়, তাহাদের উদ্দেশ্যে স্তবগানই লৌকিক ধর্মের লক্ষ্য। মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী তাই লৌকিক দেবতা। সাপের ভয় বাঙ্গালীর মজ্জাগত। বনদেবী চণ্ডীর উপাসনা করিলে সবলের হাতে দুর্বল পরিত্রাণ পাইতে পারে। ষষ্ঠীর প্রয়োজন সৃষ্টির জন্য। বসন্তরোগ নিবারণের দেবতা শীতলা। ইহাদের লইয়া ছড়া, ব্রতকথা বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল। লোকের মুখে মুখে গানে গানে তাহার প্রচার ছিল সর্বত্র। মাধব আচার্যের চণ্ডীমঙ্গল রচনার পূর্বেই যে চণ্ডীর গান প্রচলিত ছিল, চৈতন্যভাগবতের উক্তি তাহার প্রমাণ। মনসার গানও তেমনি নানাস্থানে নানাভাবে প্রচলিত ছিল। বিপ্রদাস পিপিলাই রচয়িতা অপেক্ষা সংকলয়িতা ছিলেন ভাল। মঙ্গলকাব্যের স্তরে মনসার কাহিনীকে তিনি উন্নীত করিয়াছেন। সকল লৌকিক মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তিই এইভাবে হইয়াছে। লোকের ধর্মবিশ্বাস, কামনা-বাসনা ছড়ার আকারে, ব্রতকথার আকারে লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। সেই লোকসমাজের প্রচলনকেই সাহিত্যে রূপদান করা হইয়াছে বলিয়া ইহারা লৌকিক সাহিত্য। লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতার আর একটি প্রমাণ ইহাতে সমসাময়িক ঘটনাবলীর ছাপ। হাসান-হোসেন পালা প্রথম মনসামঙ্গল-কাব্যেও স্থান পাইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলের বাস্তবতা সর্বজনবিদিত।

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল-কাব্যের রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দী। এই কাব্যটি শুধু আদি মনসামঙ্গল-কাব্যই নহে, ইহা বাংলা সাহিত্যের প্রথম লৌকিক মঙ্গলকাব্য। সমসাময়িক ঘটনার ছাপ ও পৌরাণিক প্রভাব বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাই হইতেছে পূর্বপ্রচলিত

এজাতীয় ব্রতকথার পরিণত রূপ। এই ব্রতকথাও যে কখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই, জোর করিয়া তাহা বলা যায় না। গানে, ছড়ায়, সংক্ষিপ্ত ব্রতকথামূলক পাঁচালিতে তাহার প্রচলন অবশ্যই ছিল, কিন্তু তাহার অস্তিত্বের সন্ধান মেলে না। এর কারণ মনে হয়, মুসলমান-শক্তির প্রথম আবির্ভাবকালীন প্রায় দুই শতাব্দী ব্যাপী রাজনৈতিক ঝড়-বিপ্লব। লোকের জীবনের নিরাপত্তা নাই, সাহিত্য, কলার চিন্তা তখন আসে নাই। এই বিপ্লবের মধ্যে পূর্বেকার অনেক কিছু লোপ পাইয়াছে, পরবর্তী সৃষ্টিমুখও খোলে নাই। ইলিয়াস শাহী বংশের আমল হইতে দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। আবার সাহিত্য-সৃষ্টির সূচনা হইয়াছে। রামায়ণ বা ভাগবত রাজানুগ্রহে রাজপৃষ্ঠপোষকতায় অনূদিত হইতে আরম্ভ করে। গ্রাম্য কবি পূর্বধারার অনুসরণে মনসা-মঙ্গল রচনা করিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে হঠাৎ মনসামঙ্গল রচনায় সেইজন্য বিস্ময়বোধ করিবার কিছু নাই। ছড়া, গান, ব্রতকথায় প্রচলিত কাহিনীকে পৌরাণিক ও সমসাময়িক ঘটনার ঝালমশলা দিয়া কবিত্ব-শক্তির প্রেরণায় কবি বিপ্রদাস মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন এবং এই সঙ্গে মঙ্গলকাব্য রচনার গোড়াপত্তন করিয়া দেন। ব্রতকথা কাব্যে উন্নীত হয়, ছড়া, গান কাহিনীতে সন্নিবদ্ধ হইল।

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গলের একস্থলে 'মঙ্গল' শব্দের এইরূপ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়—

রত্নময় সিংহাসনে মনসা বসায়।
দুই বধূ লইয়া মঙ্গলগীত গায়॥

মঙ্গল অর্থাৎ শুভ। যে গীত বা গানের দ্বারা শুভ হয় তাহাই মঙ্গলগীত। দেবতার উদ্দেশ্যে বা দেবতাকে যুক্ত করিয়া এই গীত গাওয়ার অর্থ হইতেছে, দেবতা মঙ্গল করিবেন। এখানেও আদি মানবসমাজের দেব-পূজার বিশেষ উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দেবতা মঙ্গল করিবেন এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার পূজা, ব্রতকথা, এমন কি দেবতাসৃষ্টিও। আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতিসাধনই মানুষের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। প্রত্যক্ষ কার্যকারণ-জ্ঞানের অভাবে কাল্পনিক দেবতার সৃষ্টি করিয়া এক সময় মানুষ এই লক্ষ্যে পৌছিতে চাহিয়াছিল। মানব-সভ্যতার

প্রথম বিকাশ দেবতাসৃষ্টিতে। দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া নিজের সুখ দুঃখ আকাঙ্ক্ষার বিবৃতি দিতে দিতেই সে তাহার ভাষাকে সমৃদ্ধ করিতে থাকে। কালক্রমে এইভাবেই সাহিত্য সৃষ্ট হয়। আবার দেবতার উদ্দেশ্যে মানবসুলভ কামনা-বাসনার অভিব্যক্তি হইতেই কালক্রমে মানব-জীবনের সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। মানুষই দেবতার সৃষ্টি করিয়াছে। দেবতার উদ্দেশ্যেই সে তাহার কামনা-বাসনার রূপ দিয়াছে। প্রথম যুগের সাহিত্য তাই ধর্ম-সাহিত্য। সাহিত্যের সহিত ধর্মের যোগসূত্র ছিন্ন হয় মানুষের বাস্তব-জ্ঞান-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। ইংলণ্ডে চতুর্দশ শতাব্দীতে Canterbury Tales দেখি, বাংলা দেশে পঞ্চদশ শতাব্দীতে মনসামঙ্গল। Canterbury-র সহিত church-এর সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং গল্পগুলি তীর্থযাত্রীদের। গল্পের মধ্যে ধর্মভাব অল্প হইতে পারে, কিন্তু Chaucer church-কে বাদ দিতে পারেন নাই। তাঁহার গল্প জমানোর জন্য পাঠক আকর্ষণের প্রয়োজনে church আনার প্রয়োজন হয়। মানুষ তখন ধর্মকেই বুঝিত। ধর্মের সহিত যাহার সম্পর্ক তাহাকেই সাদরে গ্রহণ করিত। বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ও ধর্মমূলক বই। তবে ধর্মই এখানে একমাত্র বর্ণনীয় নয়। দেশের সমাজ, রাজনীতি, ধর্মব্যবস্থা সমস্তই ধর্মের আবরণে গা ঢাকা দিয়া প্রবেশ করিয়াছে। কবি বিপ্রদাস ধর্মকে লইয়াছেন, অন্যথায় পাঠক তাহাকে গ্রহণ করিবে না কিংবা গ্রহণ করিলেও অন্তর দিয়া বিশ্বাস করিবে না। ধর্মবিশ্বাসের প্রাথমিক স্তর তখনও অতিবাহিত হয় নাই। ধর্মবিশ্বাসের আবরণে লোকের চোখ আচ্ছন্ন, খুব সম্ভব কিছু পরিমাণে লেখকের চোখও। 'মঙ্গল' শব্দের মোহে লোকে আকৃষ্ট হইবে। আদি দেবমানব-সম্বন্ধ তখনও বর্তমান আছে। দেবতার সঙ্গে তখনও মঙ্গলের সম্পর্ক মানুষের। সপ্তদশ শতাব্দীতে কাশীরাম দাস মহাভারত-অনুবাদ-প্রসঙ্গে পাঠকমন তৃপ্ত করিবার জন্যই বলিয়াছেন—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

বিপ্রদাস মঙ্গলকাব্যের সূচনা করেন। পরবর্তী অধিকাংশই কবি

লৌকিক ও পৌরাণিক ধর্ম-বিষয়ক কাব্যকে মঙ্গল নামে চিহ্নিত করিয়াছেন।

লৌকিক মঙ্গলকাব্যের ক্রম-পরিণতির ধারা আলোচনা করিলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রথমতঃ দেখা যায়, প্রধান লৌকিক দেবতাগুলির বিষয়ে কাব্য একই সঙ্গে রচিত হইতে আরম্ভ হয় নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মনসামঙ্গল, ষোড়শ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল, সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গলের কাব্য বা পাঁচালিরূপ সৃষ্ট হইয়াছে। প্রাচীনতম মনসামঙ্গল অর্থাৎ বিপ্রদাস পিপিলাই-এর গ্রন্থে চণ্ডী ও ধর্মের যেভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, ইহাদের কেহই প্রাচীনত্বে মনসা অপেক্ষা কম নহেন। মনসা শিবের কন্যা, চণ্ডী তাঁহার সৎমা। চণ্ডীর সহিত তাঁহার কোন্দল লইয়াই মনসাবিজয়ের সূত্রপাত। চাঁদ সদাগরকে উপলক্ষ্য করিয়া শিব ও চণ্ডীর একটা পরোক্ষ বিবাদও কাব্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লৌকিক দেবতাদের উপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে খানিকটা রেষারেষি হয়ত ছিল, ইহা হইতে তাহাই মনে হয়। মনসা-মঙ্গলের শিব-মনসার দ্বন্দ্ব চণ্ডীমঙ্গলে শিবচণ্ডীর বিবাদে পরিণত হইয়াছে। চণ্ডী ছিলেন পশুদেবতা বা বনদেবী। সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লোকে তাঁহাকেই খুব সম্ভব 'কান্তারদুর্গা' বলা হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মনসামঙ্গল রচিত হইয়াছে, অথচ এ শতাব্দীতে রচিত চণ্ডীমঙ্গলের সন্ধান মেলে না।

বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে শিব বল্লুকার তীরে তপস্যা করিতে যান ধর্মের নিকট বর লাভের আশায়। ধর্মের এই শ্রেষ্ঠত্ব ধর্মঠাকুরের অধিকতর প্রাচীনত্বের প্রমাণ, অথচ সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত ধর্মমঙ্গলের সন্ধান পাওয়া যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গলের অনস্তিত্বের কতকগুলি কারণ নির্দেশ করা যায়—(ক) খুব সম্ভব পঞ্চদশ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গলের এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গলের খুব প্রতিভাবান্ কোন কবি জন্মান নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মনসামঙ্গলের কবির প্রতিভা অন্য দুই কাব্যের কবিপ্রতিভাকে হারাইয়া দিয়া লোকসমাজে দ্রুত বিস্মৃত হইয়া যাইতে সাহায্য করিয়াছে। মুকুন্দরাম এবং রূপরামের আবির্ভাবই

চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গলকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে। (খ) বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যের অসামান্য প্রভাব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত লৌকিক সাহিত্য-গুলিকে পুষ্ট হইতে দেয় নাই। এই সময়ের মধ্যে লৌকিক মঙ্গলকাব্য বলিতে শুধু মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলই রচিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কিন্তু সাহিত্য-ধারার পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

মঙ্গলকাব্যের ক্রম-পরিণতির ধারার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে, যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিভাব ও ধর্মবিশ্বাসের ক্রম-অবনতি। সমাজ-জীবনের ক্রম-পরিণতির ধারাতেও এ লক্ষণ সুস্পষ্ট। বিস্ময় ও একান্ত দৈবনির্ভরতার ধোঁয়াটে ভাব কমিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিপ্রবণ মনের বিকাশ ঘটিতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গলের শিবদুর্গা ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের শিবদুর্গার পার্থক্যই ইহার প্রমাণ। ভক্তি ক্রমে ব্যঙ্গের স্তরে নামিয়াছে। দৈববিশ্বাস ক্রমে একান্ত অবিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। রাধাকান্ত মিশ্রের বিদ্যাসুন্দরে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। ভারতচন্দ্র ও রাধাকান্ত মিশ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর। সপ্তদশ শতাব্দীতেই যে অধর্মীয় ভাবের সূত্রপাত হইয়াছিল, কবি কৃষ্ণরাম দাস তাহার প্রমাণ।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই লৌকিক মঙ্গলকাব্যের তিনটি প্রধান ধারা, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের রচনা শেষ হইয়াছে। পদাবলী-সাহিত্য ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতে একঘেয়ে সৃষ্টির পর অবসাদের ভাটা পড়িয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ তাই নূতন অনুশীলনের যুগ। অনুশীলনও আবার নূতন খাতে প্রবাহিত হয় নাই। পুরাতন জীর্ণ অট্টালিকারই সংস্কার-সাধন করিয়া নূতন নূতন ছোটখোটো গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে। এ যুগের সাহিত্যের দুইটি প্রধান লক্ষণ—(ক) পুরাতন লৌকিক মঙ্গলকাব্যের ছাঁচে নূতন নূতন দেবদেবী লইয়া কাব্যসৃষ্টি (খ) ভক্ত-মনোভাবের বিলোপ। কৃষ্ণরাম দাস একাই একাধিক দেবদেবী লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। কোন-একটি বিশেষ দেবতার যে তিনি ভক্ত ছিলেন না, ইহা হইতে তাহাই প্রমাণিত হয়। তাহা ছাড়া, লৌকিক ধর্ম-সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক প্রণয়কাব্যও তিনি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তিভাবের অভাবের

ইহাও একটি প্রমাণ। কৃষ্ণরাম নূতন নূতন দেবদেবীকে লইয়া কাব্য-রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার ভক্ত-মনোভাব অপেক্ষা বৈষয়িক মনোভাবেরই বিশেষরূপে পরিচয় দিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের ন্যায় তিনি দেবতার প্রতি বিরূপ মনোভাব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত না করিলেও, এইরূপ অভিব্যক্তির পথ যে তিনিই প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণরাম তাই প্রাচীন লৌকিক মঙ্গলকাব্যের ধারার সহিত অর্বাচীন মঙ্গলকাব্য-ধারার সমন্বয়স্থল।

লৌকিক মঙ্গলকাব্যের ধারায় কৃষ্ণরামের প্রভাব দুইভাবে কার্য করিয়াছে। প্রথমতঃ লৌকিক প্রণয়কাব্যকে তিনি শুদ্ধ সামাজিক স্তরে উন্নীত করিয়াছেন। যে প্রণয়কাহিনী নবাব-দরবারের অশুচি অন্তরঙ্গতার বেষ্টনে আবদ্ধ ছিল, তাহাই সকলের নিকট আদরণীয় হইল। ধর্মের সহিত লৌকিক প্রণয়কাহিনীর যোগসূত্রও স্থাপিত হইল। প্রণয়-কাহিনী লৌকিক মঙ্গলকাব্যের অঙ্গীভূত হইয়া কালীর মাহাত্ম্যসূচক পাঁচালিরূপে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যাকাশ ছাইয়া গেল। এক সময় চণ্ডীর গান, শিবদুর্গামনসার গান সর্বসাধারণের অবসরবিনোদনের সঙ্গী ছিল। তখন ছিল ধর্মবিশ্বাসের যুগ। দেবতার মহিমা-কীর্তন শ্রবণেই শ্রোতার চিত্ত তৃপ্ত থাকিত। ক্রমে যুগমানসের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ধীরে ধীরে বিদেশী বণিক্-গণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে এক বাণিজ্যিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। পাঠানমোগল-আমলের দরবারী জলুস এবং সর্বপ্রকার নারকীয় চিত্তবিনোদনের উপকরণও আর লোকচক্ষুর অগোচরে নাই। নূতন বণিক্‌সম্প্রদায় নবাবী-কায়দায় না হইলেও এমন এক ভাবে চিত্তবিনোদন করিতে চায় যাহার সহিত আদিরসের অন্ততঃ কিছুটা সংযোগ থাকে। মনসাচণ্ডীর দেশে তাই প্রমোদবিলাসের উপকরণরূপে কালীর সহিত বিদ্যাসুন্দরের যোগসূত্র স্থাপিত হইয়া এক অভিনব কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কৃষ্ণরাম দাসের বিদ্যাসুন্দর কাব্য যুগমানসোপযোগী এক অভিনব সৃষ্টি। মঙ্গলকাব্যের ধারায় বিদ্যাসুন্দর এক বিচিত্র সংযোজনা।

কৃষ্ণরাম দাস কয়েকটি নিতান্ত লৌকিক দেবদেবীকে সাহিত্যের আসরে মহিমময় আসন দিয়া মঙ্গলকাব্যের ধারায় নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। অত্যন্ত কাছের, অত্যন্ত পরিচিত অথচ সাহিত্যক্ষেত্রে

অবহেলিত বহু দেবদেবী সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। মঙ্গল-কাব্যের অনেক লক্ষণ হইতেই এই-সকল দেবদেবীর কাব্য বঞ্চিত। সংক্ষিপ্ত ব্রতকথাজাতীয় কাব্যগুলি কিন্তু আরও বহু দেবদেবীকে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতে সাহায্য করিয়াছে। বস্তুতঃ কৃষ্ণরাম দাসের অনুকরণে গঙ্গা, বিষ্ণু, সরস্বতী, সত্যনারায়ণ প্রভৃতির বিষয়ে মঙ্গলকাব্য রচিত হইতে থাকে। সাহিত্যক্ষেত্রে সকল দেবতার অবারিত প্রবেশাধিকার দানই কৃষ্ণরামের মঙ্গলকাব্যের ধারায় দ্বিতীয় প্রভাব।

কৃষ্ণরাম যে গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশেরই তিনি আদি রচয়িতা। কালিকামঙ্গলের পূর্ববর্তী রচনা পাওয়া গেলেও প্রথম সম্পূর্ণাঙ্গ কালিকামঙ্গল তাঁহারই রচনা। পরবর্তী বিদ্যাসুন্দর ধারার প্রবর্তন তিনি করিয়া গিয়াছেন। রায়মঙ্গল, কমলামঙ্গল, শীতলা-মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গলের পূর্ববর্তী রচনার পরিচয় পাওয়া যায় না। রায়মঙ্গলে কবি দেবতার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

পূর্ব্বে করিল গীত মাধব আচার্য্য।
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য্য॥
মশান নাহিক তাহে সাধু খেলে পাশা।
চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা।
মোর গীত না জানিয়া যতেক গায়ন।
অন্য গীত ফিরাইয়া গায়ে জাগরণ॥
ফাকুটীনাকুটী আর করে রঙ্গীভঙ্গী।
পরম কৌতুকে শুনে মউল্যা মলঙ্গী॥

এই বর্ণনা হইতে জানা যায়, কৃষ্ণরামের পূর্ববর্তী রায়মঙ্গল-রচয়িতা মাধব আচার্য। তিনি কোন্ এবং কবেকার মাধব আচার্য তাহা জানা যায় না, তাঁহার রচিত গ্রন্থেরও পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে মন্তব্যটি বোধ হয় বাংলা-সাহিত্যে এক কবি কর্তৃক আর এক কবির কাব্যের প্রথম সমালোচনা। কৃষ্ণরাম রায়মঙ্গলের আদি রচয়িতা না হইলেও পূর্ববর্তী গ্রন্থের অভাবে তাঁহার উপর আদি রায়মঙ্গলের প্রভাব জানা যায় না। তাঁহার পরবর্তী দুইটি রায়মঙ্গল-গ্রন্থের পরিচয়

পাওয়া গিয়াছে—১। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২২৬৬ সংখ্যক পুথি—রচয়িতা রুদ্রদেব। পুথিটি অতিশয় খণ্ডিত। ২। বিশ্বভারতীর পুথি-পরিচয়ের প্রথমখণ্ডে উল্লিখিত (পরিশিষ্ট-খ) রায়মঙ্গলের পুথি সংখ্যা—৪৫,৫১,৫৫,৭২—রচয়িতা দ্বিজ হরিদেব (একটিতে বলরামের ভণিতা আছে)। পুথির রচনাকাল—১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দ। রুদ্রদেব ও হরিদেবের গ্রন্থে কৃষ্ণরামের প্রভাব সুস্পষ্ট।

শীতলামঙ্গল, কমলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গলের পূর্ববর্তী রচয়িতা অথবা রচনার কোন পরিচয় মেলে না। এগুলি সম্বন্ধে দ্বিবিধ মন্তব্য করা যায়—১। কৃষ্ণরামের পূর্বেও এ-সকল পুথি রচিত হইয়াছিল, কৃষ্ণরামের প্রভাবে সেগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ২। কৃষ্ণরামই এগুলির আদি রচয়িতা। শীতলামঙ্গল ও ষষ্ঠীমঙ্গল সম্বন্ধে শেষের মন্তব্যটিই সমধিক সমীচীন মনে হয়। এই গ্রন্থ দুইটি কৃষ্ণরামের হাতে খাঁটি ব্রতকথার আকারেই আছে। তাঁহার পরে অসংখ্য ষষ্ঠী ও শীতলার ব্রতকথা রচিত হইয়াছে। কৃষ্ণরামের প্রভাব সত্ত্বেও সেগুলি লুপ্ত হয় নাই। কৃষ্ণরামের ষষ্ঠী ও শীতলার ব্রতকথা খুব জনপ্রিয় হইলে অবশ্যই ইহাদের অনেকগুলি পুথি পাওয়া যাইত। আজ পর্যন্ত তাহা পাওয়া যায় নাই; যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাও অতিশয় অযত্নলিখিত, অশিক্ষিতের অমার্জিত বিকৃত শব্দ ও অক্ষরে পরিপূর্ণ। সুতরাং কৃষ্ণরামকে এই দুইটি ব্রতকথার আদি রচয়িতা আখ্যা দেওয়া যায়। কমলামঙ্গলের সুসজ্জিত ও দীর্ঘ কাহিনী দেখিয়া মনে হয়, একার অনুশীলনের ফলে কোন গ্রন্থের এ রূপ দাঁড়ায় না। অবশ্যই পূর্বে কমলামঙ্গল রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কৃষ্ণরামের কোন রচনারই পূর্ববর্তী রচনার পরিচয় পাওয়া না গেলেও কৃষ্ণরামের উপর পূর্ববর্তী কবির প্রভাব পড়ে নাই এমন নহে। বরং একজন কবির প্রভাব তাঁহার উপর এত বেশী মাত্রায় পড়িয়াছে যে, সহজেই তাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই পূর্ববর্তী কবি হইতেছেন, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম। কৃষ্ণরাম নানাভাবে মুকুন্দরামের অনুসরণ করিয়াছেন। কালিকামঙ্গলের বিমলা মালিনী চণ্ডীমঙ্গলের দুর্বলা দাসীর আদর্শে রচিত। পূর্ববর্তী বৈষ্ণব অথবা অবহট্‌ঠ হইতে তাহার কুট্টনী

স্বভাবের আদল লওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহার চাতুর্য, সুন্দরকে ঠকানোর বিশেষ পদ্ধতি সমস্তই চণ্ডীমঙ্গল হইতে লওয়া।

রায়মঙ্গল গ্রন্থটি পশুদেবতাবিষয়ক। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু উপাখ্যানের বনদেবীই এখানে ব্যাঘ্রদেবতায় পরিণত হইয়াছে। তাহা ছাড়া রায়মঙ্গলের পুষ্পদত্ত সাধুর এবং শীতলামঙ্গলের হৃষীকেশ সাধুর বাণিজ্য-যাত্রা চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি ও শ্রীমন্ত সাধুর বাণিজ্য-যাত্রার অনুকরণে রচিত। বাণিজ্য-যাত্রার পথের বর্ণনা প্রায় একরূপ। পথের সমস্ত ঘটনা, মায়াদৃশ্য প্রভৃতি সব এক। সাধুগণের বিপদ্ এবং বিপদ্ হইতে উদ্ধারেও বৈচিত্র্য নাই।

চণ্ডীমঙ্গলে সাধু অজয় নদ হইতে যাত্রা করিয়া গঙ্গা বাহিয়া সমুদ্রে পৌছিয়াছে, তারপর সিংহল পর্যন্ত গিয়াছে। রায়মঙ্গলে বড়দহ হইতে যাত্রা করিয়া গঙ্গা বাহিয়া সমুদ্রপথে সিংহল ও রাজদহ অতিক্রম করিয়া সাধু দক্ষিণপাটনে উপনীত হয়। শীতলামঙ্গলে সাধু আবার অজয় নদ হইতে যাত্রা করিয়া রায়মঙ্গলের পথে সিংহল, রাজদহ, মায়াদহ অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থলে পৌছিয়াছে। রায়মঙ্গলে উত্তরের যে পথটুকু বাকী ছিল, শীতলামঙ্গলে তাহা পূর্ণ হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলের যাত্রাপথই যে কৃষ্ণরামের লক্ষ্য, ইহা হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়।

কমলামঙ্গলে বৃদ্ধার বেশে কমলা বল্লভ সাধুকে রক্ষার নিমিত্ত আসিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলে জরতী-বেশে চণ্ডীর আগমনের ছায়া অবলম্বনে ইহা রচিত।

কৃষ্ণরামের কবিত্ব ও ভাষা বিচার

কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থসংখ্যা পাঁচটি। তন্মধ্যে চারটি দেবতা-বিষয়ক ও একটি প্রণয়কাহিনীমূলক। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের আর কোন কবিই এতগুলি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন নাই। এই বৈচিত্র্য কৃষ্ণরামের রচনার প্রথম বৈশিষ্ট্য। এই বৈচিত্র্য হইতে কৃষ্ণরামের ব্যক্তিস্বরূপের একটি পরিচয় লাভ করা যায়—তিনি তাঁহার বর্ণিত কোন দেবদেবীরই ভক্ত ছিলেন না। তাঁহার কাব্য হইতেই তাঁহার ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে দুইটি তথ্য লাভ করা যায়—

১। তিনি ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, ২। ধর্মক্ষেত্রে তিনি সমন্বয়ের পক্ষপাতী ছিলেন।

যেখানেই বৈষ্ণব-সংক্রান্ত কথা আসিয়াছে সেইখানেই তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন। কালিকামঙ্গলে দিগ্‌বন্দনা অংশে এইভাবে তিনি বৈষ্ণববন্দনা করিয়াছেন—

যথায় কীর্তন হয় চৈতন্যচরিত্র।
বৈকুণ্ঠ সমান ধাম পরম পবিত্র॥
তাহে গড়াগড়ি দেয় যেবা প্রেমে নৃত্য করে।
জীবনমুকুত তার ধন্য দেহ ধরে॥
হেলায় শ্রদ্ধায় জীব কণ্ঠী ধরে যত।
তাহা সবাকারে মোর প্রণাম শত শত॥
শ্রীকৃষ্ণগুণ শ্রবণে পুলক যার হয়।
তাহারে পুণ্যবান বলি বেদ মিথ্যা নয়॥

শীতলামঙ্গলে কবি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন—

মধ্যখানে রঘুনাথ বামেতে জানকী।
দক্ষিণে লক্ষ্মণবীর দুর্জয় ধানুকী॥
এইরূপে কৃষ্ণরাম দিবানিশি ভাবে।
কাজী লএ গীত শুন অতঃপর সবে॥

কবির ধর্মবিশ্বাসের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি তাঁহার সমাজ-সচেতনতার পরিচায়ক। সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছিল। দীর্ঘদিন হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করার ফলে প্রতিবেশি-শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সামাজিক জীবনে সুস্থতা সৃষ্টির জন্য এই দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া ওঠার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। ধর্মমঙ্গলকাব্যে ধর্ম ফকিরের বেশ ধারণ করেন। পরে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণে ইহার পরিণতি হইয়াছে। কৃষ্ণরাম দাস তাঁহার গ্রন্থে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক ও ধর্মকে লইয়াছেন। শীতলামঙ্গলে শীতলার নিকট তিরস্কৃত কাজী বলিয়াছে—

বিচার করিএ দেখি কোরাণ পুরাণ একি
সারদা বসতি সর্বঘটে।
হিঁদুকি মোচোলমানে পয়দা একই স্থানে
আচারেতে জুদাজুদা বটে॥

রায়মঙ্গলে হিন্দুর ঠাকুর দক্ষিণরায় ও মুসলমানের দেবতা গাজী সাহেবের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি কাহাকেও স্পর্শ করে নাই। যে দেবতা গাজী-দক্ষিণরায়ের বিবাদ মিটাইতে আসিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গে যুগপৎ হিন্দু-মুসলমানের ছাপ—

অর্দ্ধেক মাথায় কালা একভাগে চূড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি হাথে।
ধবল অর্দ্ধেক কায় অর্দ্ধ নীল মেঘপ্রায়
কোরাণ পুরাণ দুই হাথে॥

ঈশ্বর গাজীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

যেই তুমি সেই রায় বর্ব্বর লোকেতে তায়
ভেদ করে দুঃখ পায় নানা।
একমাত্র সবে সার যত কিছু দেখ আর
সকল মিথ্যাকার খেলা॥

বাস্তবতা কৃষ্ণরামের কাব্যের একটি বড় গুণ। কোথাও কোথাও সামান্য দুই-একটি পঙ্‌ক্তিতে কৃষ্ণরাম সুন্দর বাস্তব-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, যথা—লুব্ধ ব্রাহ্মণ জাতি সহজে ব্রাহ্মণী। (কালিকামঙ্গল) ব্রাহ্মণের লোভী স্বভাবের সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট পরিচয় এখানে রহিয়াছে। তাঁহার কাব্যে প্রবচন-বাক্যের ছড়াছড়ি তাঁহার বাস্তব অভিজ্ঞতারই প্রমাণ। অনেকগুলি প্রবচন কালে খুব প্রচলিত হয়। দৃষ্টান্ত-হিসাবে এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা হইতেছে—

১। হাতি হাতি ঝকড়া, ভাঙ্গে নল খাকড়া।
২। পিপিড়ার পালক ওঠে মরণ লাগিয়া।
৩। গাঁয় নাই মানে জেন আপনি মণ্ডল।

৪। নীচলোক বাড়িলে আকাশে মারে লাথি।
লছমি ছাড়িলে শেষে দুঃখ নানাজাতি॥

৫। চাঁদ কিনা চেনা জায় তারাগণ সাথে।

৬। কাচের সহিত নাকি সুবর্ণ মিশায়।

৭। জ্বলন্ত অনলে জেন ঘৃত দিল ঢালি।

৮। গুণী সে গুণীর পূজা ভালমতে জানে।

কৃষ্ণরামের বাস্তবানুরাগের প্রকৃষ্টতম প্রমাণ পাওয়া যায় কন্যার শ্বশুরালয়-গমনের বর্ণনায়। হিন্দুর ঘরে কন্যার শ্বশুরালয়-যাত্রার দৃশ্য বড় করুণ। তখনকার দিনে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য দূরে শ্বশুরালয় হইলে পুনরায় সাক্ষাতের আর কোন সম্ভাবনা থাকিত না। তাই পরম আক্ষেপের সহিত মাতাকে বলিতে শুনা যায়—

কান্দে রাজা বলে মাতা বড় অবিচার ধাতা
কেন সৃষ্টি করিল এমন।
কোন দেশে জনমিয়া কাহার বসতি গিয়া
এ জনমে নাহি দরশন॥ (কমলামঙ্গল)

কোথাও বা কন্যা অভিমানভরে বলে—

দূরে বিভা দিলে মোরে সাগরের পার।
কাঁদিলে এখন তবে কি হইবেক আর॥ (রায়মঙ্গল)

মা অবোধ কন্যাকে তাহার শ্বশুরালয়ের কৃত্য সম্বন্ধে উপদেশ দেয়—

তুমি বিদগধ আমি বুঝাইব কিবা।
করিও যতনে অতি শাশুড়ীর সেবা॥
দাসদাসীগণ যতো যতনে পালিও।
জনকজননী বলি সবাকে ডাকিও॥
রোষ না করিহ কভু না কহিও বড় কথা।
তবে সে সবার ঠাঞী যশ পাবে তথা॥
দারুণ পরের মন তিলে তিলে ফিরে।
আপনি হইলে ভালো ভয় কিবা কারে॥
করিও স্বামীর সেবা সদা একমনে।
পতিবিনে গতি নাই জীবন মরণে॥ (রায়মঙ্গল)

উপদেশগুলি শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে কণ্বমুনির উপদেশের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

পিতার বাড়ীর প্রতিটি জিনিসের প্রতি কন্যার মমতা অপরিসীম। তাই শ্বশুরগৃহে যাত্রার পূর্ব্বে

অষ্ট দিন পূর করি নয়ানে শ্রীমুখ হেরি
দেখে রামা বাপের নগর। (কমলামঙ্গল)

কন্যাদান করিয়া পিতাই যেন মহাদোষী। তাই জামাতার মনস্তুষ্টি সাধনে শ্বশুরের যত্নের অবধি নাই। প্রথমে জামাতাকে রাজদণ্ড তুলিয়া দিতে চাহিয়াছে, কন্যা তাহা হইলে নিকটেই থাকিবে। জামাতা তাহাতে রাজী না হওয়ায় নানাবিধ যৌতুক দান করিয়া অবশেষে

তিতিয়া নয়নজলে জামাতা করিয়া কোলে
বিনয়বচনে বলে রায়।
পূর্ব্ব যতো অপবাদ না লবে দীনের নাথ
অনুগত জানিয়া আমায়॥ (কালিকামঙ্গল)

সমস্ত কাব্যের মধ্যে কন্যার শ্বশুরালয়-গমনের দৃশ্যই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। পিতামাতা, কন্যা, আত্মীয়স্বজন সকলের মনের ভাবই সুন্দররূপে ফুটিয়াছে। বস্তুতঃ সকল বাঙ্গালী-ঘরে অদ্যাবধি এ দৃশ্যের রূপান্তর হয় নাই। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণরামের কাব্যে দার্শনিকতার স্বরও কোথাও কোথাও ধ্বনিত হইয়াছে। সুন্দর শ্বশুরকে বলিয়াছে—

সারেতে অচলমন কেন তবে অকারণ
খেদ কর বেদবিজ্ঞজনে।
জায়াপুত্র পরিবার যতেক যাহার আর
জেন যেন জলবিম্বগণে॥

রায়মঙ্গলে দাসীও রাণীকে এই উপদেশ দিয়াছে—

অকারণে কাঁদ রাণী শুন দেখি বলি।
মনেতে ভাবিয়া দেখ সংসার সকলি॥

কেবা কার পুত্রকন্যা কেবা মাতাপিতা।
জ্ঞানবান জন তার না থাকে মমতা॥
তুমি জনমিলে কোথা বসতি কোথায়।
সংসার এমনি দেখ মোহিত মায়ায়॥

শেষের চার লাইন এই প্রসিদ্ধ সংস্কৃত শ্লোকটির অনুবাদ মাত্র—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ॥
কস্য ত্বং বা কুতঃ আয়াতঃ
তত্ত্বং তদিদং চিন্তয় ভ্রাতঃ॥

সংস্কৃত ভাষার ভাবরাশি অনুবাদের আকারে বাংলা-রচনায় ব্যবহার কৃষ্ণরামের কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। অন্য একস্থলেও এইরূপ ব্যবহার দেখা যায়।

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশেদেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥

এই শ্লোকটি সংক্ষেপে বাংলার এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন—

যদি করি পরিণয় বহু পুত্র কন্যা হয়
সহোদর ভাই নাহি মিলে। (রায়মঙ্গল)

যুগের বৈশিষ্ট্য কবির মানসপটে ধরা পড়ে। জীবনের প্রতিটি সঙ্গীন মুহূর্তে এক সময় মানুষ সংস্কৃত-শাস্ত্রাদি অনুসারে চিন্তা করিত। এখানে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃষ্ণরামের কাব্যে বাস্তবতার পরিচয় আরও কয়েকটি স্থানে দৃষ্ট হয়। মদন জগাতির কাহিনীতে নদীপারাপার-সময়ে শুল্ক-আদায়-পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। শুল্ক আদায়কারীর মর্যাদাবোধ ও যাত্রী সাধারণের উপর নির্যাতনের সুন্দর ছবি এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেশের রাজশক্তি যতই শক্তিশালী হউক, দেশের অভ্যন্তরে রাজ-কর্মচারীরাই যে সব, তাহার পরিচয় শীতলামঙ্গলের এই স্থানটিতে এবং কালিকামঙ্গলে কোটালের নগরভ্রমণ দৃশ্যের মধ্যে মেলে। ষষ্ঠীমঙ্গলে একটি বধূর প্রসাদ চুরি করিয়া খাওয়ার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

তৎকালে খুব সম্ভব বধূরা ভাল ভাল সামগ্রী আস্বাদনে বঞ্চিত হইত। কবি সুকৌশলে বেনেবউয়ের চৌর্যবৃত্তির মধ্যে এই অবস্থারই রূপ দিয়াছেন। ভাষা-প্রয়োগেও কবি কৃষ্ণরামের বাস্তব-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কাব্যের পাত্রগণের মুখে চরিত্র-অনুযায়ী ভাষা দেওয়া হইয়াছে। গাজী বলে উর্দুতে কথা, কোটাল বলে হিন্দীতে, আবার ফকিরেরাও অবাংলায় কথা বলে। মুসলমান গাজী ও ফকিরের ভাষা অবাংলা হওয়াই স্বাভাবিক। এখনকার দিনেও মুসলমানের বাংলায় আরবী-উর্দুর প্রাধান্য বেশী। তখনকার মুসলমানী আমলে সাধারণতঃ আরবী-উর্দুতেই তাহারা কথা বলিত। কোটাল খুব সম্ভব পশ্চিমীরাই নিযুক্ত হইত। কমলামঙ্গলে কৃষ্ণরাম বহুপ্রকার ধান্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার বাস্তব অভিজ্ঞতারই সূচক। তাঁহার গ্রন্থে কায়স্থগণের সামাজিক মর্যাদার কথাও জানা যায়। "কিতাবৎ নিপুণ কায়স্থগণ লিখে" অর্থাৎ যাবতীয় লেখাপড়ার কাজ ছিল তাহাদের। কবি নিজে ছিলেন কায়স্থ। তাঁহার গ্রন্থে কায়স্থপ্রীতি সুস্পষ্ট।

রায়মঙ্গলের বালাণ্ডা, বালিয়া, পাইঘাটী, মেদনমল, ময়দা, বরিদহাটী, মাগুরা, বেহালা প্রভৃতি স্থানগুলি সুন্দরবনের উপকণ্ঠস্থ গ্রামের নাম। এখনও এ গ্রামগুলি ঐ নামেই পরিচিত। বাণিজ্য-যাত্রা-পথে উল্লিখিত স্থানগুলি প্রায়ই চণ্ডীমঙ্গলের অনুরূপ। দুই-একটি নূতন নামও পাওয়া যায়, যেমন বড়দহ। সমুদ্রান্তর্গত দহ (হ্রদ)-গুলি কবি-প্রসিদ্ধির অন্তর্গত, রূপকথার রাজ্য।

নিছক কবিত্বের পরিচয়ও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। বিদ্যাসুন্দরে কন্যার গর্ভবার্তা জানিয়া রাণীর রাজসমীপে যাওয়াকালীন রূপের বর্ণনা এমনি এক কবিত্বপূর্ণ স্থান। কালীর রূপবর্ণনাত্মক পদগুলিতে বস্তুতঃই ভীষণা ও করুণাময়ী এক মাতৃমূর্তির আভাস পরিস্ফুট হইয়াছে। পিঙ্গল-ছন্দের এই পদটিতে শব্দ-ঝঙ্কারের মধ্য দিয়া রূপসৃষ্টির পরিচয় সুস্পষ্ট।

জুহ লোলনা সঘন লার
লিহ পিবই রুধির ধার
তুঙ্গবদন মুখবিথার
অসুর বিসর মোহিনী॥ ইত্যাদি

রায়মঙ্গলে শব্দঝঙ্কারের মধ্য দিয়া বাঘের প্রচণ্ড রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে—

বেড়াজাল বেকাল বাজাল কাল যায়।
বাতাল বেতাল তনু দাবানল প্রায়।
উগ্রচণ্ড প্রচণ্ড অখণ্ড দণ্ডধর।
নাটুয়া সাটুয়া হুড়া তিন সহোদর॥

বাঘিনীদের বর্ণনায় এ উদ্দেশ্য আরও সফল হইয়াছে—

তোমরি তোবলি তিরি তিবির গমন।
সাকিনি ছাকিনি হুকী লোকের শমন॥
ঝমকি চমকি চিনি তিনি লোকনকি।
নাগিনিগহনি ধনি ফণী ফকফকি॥
উদামী উদাম দামি চাতকি চলনি।
জাবক পাবকমুখি ঘোঘোর ঘেরিনি॥ ইত্যাদি

বাঘেদের বীরত্ব-বর্ণনা-অংশে কবিত্বের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়—

প্রথমে আইল বাঘ নাম রূপচাঁদা।
সুমুখের দন্ত তার সোনা দিয়া বাঁধা॥

এই বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বাঘের রূপটি চোখের সামনে ঝলমল করিয়া ওঠে। বিরাট ব্যাঘ্রবাহিনীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবির এ উক্তিটি সার্থক—

প্রলয়ের কালে যেন সাগরের ঢেউ।
ফুকরে নিশান তার চারিদিকে ফেউ॥

বাঘবাঘিনীর বীরত্ব বর্ণনাও বেশ উপভোগ্য—

মারিয়া পালের ষাঁড় পিঠে লইয়া তুলি।
মানুষের শিরে যেন তুলাভরা ডুলি॥

অথবা—

গাঝাড়া মারিলে হই পর্ব্বত দেউল।
ছপকি মারিলে হই খুদিয়া নেউল॥
ভূতলেতে আমার নামেতে হাঁড়ি ফাটে।
থাড়া যেন খুরধার ছুঁতে মাটি কাটে॥

বাঘেদের কণ্ঠে আক্ষেপের সুরও শোনা যায়—

বিশ্ব পরাজয় মোর তার সন্দ নাই।
সবে মাত্র হারিলাম মউল্যার ঠাঞী॥

অথবা—

মায়্যে মানুষের নামে মোর নমস্কার।

অথবা—

গোয়ালের ভিতর গেলাম বাছুর খাইতে।
দুয়ারে লাগিল টাটী না পারি বাহিরাতে॥

* * *

পাঁজর ভাঙ্গিল মোর ষাঁড়ের গুতায়।
মড়ার আকার হইয়া রহিলাম ছুতায়॥
প্রভাতে গোয়ালাগণ বলে মড়াবাঘ।
টানিয়া ফেলিল দূরে গায়ে বৈসে কাক॥
কুকুরে ঘিরিল যতো গিধিনির রেলা।
উঠিয়া দিলাম রড় দেখাইয়া কলা॥

কবি কৃষ্ণরাম কোন দিক্ দিয়াই অসাধারণ ছিলেন না। তাঁহার কাব্যের বিষয়ীভূত দেবতাগুলি যেমন অতি সাধারণ এবং পরিচিত, তাহাদের কাব্যরূপ-দানেও তেমনি কবির সহজ সরল সাধারণ কবিত্ব-মহিমার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিবিধ ছন্দের ব্যবহার কৃষ্ণরামের কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁহার কাব্যে এই ছন্দগুলির ব্যবহার দেখা যায়—পয়ার, দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী, চৌপদী, একাবলী, মালঝাঁপ, পিঙ্গল, তোটক। তাঁহার পূর্বে বাংলা-কাব্যে এত বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার আর কোন কবি করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। তোটক ছন্দের পদ দুইটি ও মাধব ভাটের গানটি ব্রজবুলীতে রচিত। কোটালের গানটি হিন্দীরচনা।

কৃষ্ণরামের ভাষা সরল, অনাড়ম্বর কিন্তু প্রসাদগুণ বঞ্চিত নয়। ভাষার জটিলতা ও দুরূহতা এবং অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘতা সাধারণতঃ

পূর্বানুসরণের ফলরূপে ঘটিয়া থাকে। একই বিষয় বিভিন্ন কবি ব্যবহার করিলে নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য এগুলির সৃষ্টি হয়। কৃষ্ণরাম নিজেই নূতন বিষয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং বাক্‌সংযমের সুযোগও তাঁহার মিলিয়াছে। নূতন বিষয়কে পুরাতনের ছাঁচে ফেলিয়া গড়িতে গিয়া প্রাচীন কবি মুকুন্দরামের অনেকস্থলেই অনুসরণ করিয়াছেন। তথাপি বিষয়ের নূতনত্বের জন্য বর্ণনা জটিল বা দীর্ঘ না হইয়া সংক্ষিপ্তই হইয়াছে। সহজ সরল প্রকাশভঙ্গী তাঁহার কবিত্বশক্তিরই পরিচায়ক। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়স হইতে তিনি কাব্যরচনা শুরু করেন। তাঁহার প্রথম রচনা কালিকামঙ্গলে কবিত্বপূর্ণ অলঙ্কার ও দুরূহ শব্দবহুল ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা বয়স ও অনুশীলনের অল্পতাহেতু। পরবর্তী কাব্যে আর তাহার পরিচয় মেলে না।

কৃষ্ণরামের কাব্যে আরবী ও ফার্সী শব্দের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। তাহাদের প্রয়োগে কৃষ্ণরামের কৃতিত্ব লক্ষিত হয়।

অবিলম্বে উত্তরিল রাজার নগরে।
বালকে ফারসী পড়ে আখোন হুজুরে॥
সোনার কলম কানে দোয়াতি সম্মুখে।
কিতাবৎ নিপুণ কায়স্থগণ লিখে॥
তারপরে বিহন্দে আছেন নরনাথে।
দুয়ারে দুরআনি কারে না দেয় যাইতে॥

এখানে আখোন (ফার্সী আঁখুন), কিতাবৎ (আরবী), বিহন্দ (ফার্সী বন্দ্‌) প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে বর্ণনার উৎকর্ষই বাড়িয়াছে। কিংবা গাজীর বর্ণনা—

আকাশে উঠিল বেগে আসিয়া গাজীর আগে
মজুরে হুজুরে খাড়া থাকি।
ইন্দ্র যেন স্বর্গমাঝ বড়র্থা গাজীর সাজ
দেখিয়া জুড়ায় দুটি আঁখি॥
গীরিদা হেলান গা মউর পুচ্ছের বা
খাবাসে তুলিয়া দেয় পান।

মাথায় চিকন কালা হাথে ছিলিমিলি মালা
গাজী পড়ে বসিয়া কোরাণ ॥

আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহারেই যেন বর্ণনা সার্থক হইয়াছে। কোথাও বা কথাবার্তার ভঙ্গী—

কেহ টুটা নহ বটে কি কাজ মিছা হটে
পিরীতি উচিত এই ভালো।

অথবা

আমরা ফকির তবু এত্তেক ফৈজত।
তোমারে পাইলে করে না জানি কেমত ॥

বাংলার সহিত অবাংলা শব্দের এমন সার্থক ব্যবহার তাঁহার পূর্বে আর কোন কবির কাব্যে পাওয়া যায় নাই।

'আমার ঘর' 'তোমার ঘর' কথা দুইটির ব্যবহার কৃষ্ণরামের কাব্যে একাধিকস্থলে দৃষ্ট হয়—

মারিয়া আমার ঘর খেদাড়ে দিলেক। (রায়মঙ্গল)

অথবা

সন্তান তোমার ঘর শিকার সদাই নাই পাবে। (রায়মঙ্গল)

'আমাদিগকে' অর্থে 'আমার ঘর'-এর ব্যবহার একসময় চব্বিশ পরগনা, হুগলী অঞ্চলে চলিত ছিল। 'রোজ রোজ' অর্থেও 'ঘর' শব্দের প্রয়োগ রায়মঙ্গলে দেখা যায়, যথা—"মারিয়া বনের হাথি জার ঘর ভক্ষ।"

'রাড়' ও 'রড়' শব্দ দুইটির ব্যবহার বহুস্থলে দৃষ্ট হয়—

ঘরের ভিতর গিয়া আমি বড় রাড়।
একে একে সমস্ত গুলির ভাঙ্গি ঘাড় ॥ (রায়মঙ্গল)

অথবা

রড়াইয়া আগে যায় পবনের আগে। ঐ

অথবা

কুকুরে ঘিরিল যতো গিধিনির রেলা।
উঠিয়া দিলাম রড় দেখাইয়া কলা ॥ ঐ

'ব্লাড়' ও 'রড়' শব্দের এই অর্থে প্রয়োগ বড় দেখা যায় না।

'মেনে', 'বেনে' প্রভৃতি কথ্যভাষার টান বহুস্থলে লক্ষ্য করা যায়—

বলে রামা এড়োমনে একবার নই। (কালিকামঙ্গল)

কেহ বলে বিদ্যাবেনে এখনি মরুক। (কালিকামঙ্গল)

কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল

প্রথমে গণেশ, সরস্বতী ও কালীর বন্দনা। তারপর দিগ্‌বন্দনা। আত্মবিবরণীতে গ্রন্থ-রচনার কাল ও কারণের উল্লেখ। তারপর কাহিনীর আরম্ভ।

স্বপ্নে বিদ্যার কথা জানিয়া তাহাকে পাইবার আশায় কবিপণ্ডিতের বেশে সুন্দর কাহাকেও কিছু না বলিয়া বীরসিংহপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। পথে নানাবিধ ভয় ও প্রলোভন দেখাইয়া দেবী কালিকা ছলনা করিলেন। সে সকলে অবিচলিত থাকিয়া নির্বিঘ্নে সুন্দর বীরসিংহপুরে উপনীত হইল।

প্রথমে নগর-দর্শনের পালা। চৌহাট নগরের লোক দেখিতে দেখিতে নানা গড় অতিক্রম করিয়া সুন্দর একটি সরোবরের তীরে উপস্থিত হইয়া কদমতরুতলে একটি বেদীর উপর বসিল। সেখানে বিমলা মালিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং বিমলারই আগ্রহাতিশয্যে তাহার গৃহে আশ্রয় লইল। বাহিরে ভগিনী-তনয় বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইল।

বিমলা স্বয়ং রাজকন্যা বিদ্যাকে ফুল ও ফুলের মালা জোগায়। একদিন মালিনীর হইয়া সুন্দর মালা গাঁথিয়া দিয়া কেতকী ফুলে নিজের পরিচয় লিখিয়া দিল। বিদ্যা সেই পরিচয় পড়িয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। মালিনীর সহায়তায় বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়ালাপ চলিতে লাগিল। দেবী কালিকার বরে সুন্দরের ঘর হইতে বিদ্যার ঘর পর্যন্ত সুড়ঙ্গ নির্মিত হইল। রাত্রিতে সুড়ঙ্গপথে সুন্দর বিদ্যার ঘরে আসিল। প্রথমে পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা লওয়া হইল। তারপর সখীগণের সহায়তায় গন্ধর্বমতে বিবাহের পর বিদ্যাসুন্দরের বিহার আরম্ভ হইল। বিহারের

পর বিপরীত বিহার, মান-অভিমান প্রভৃতিতে কয়েকদিন মহাসুখে কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে বিদ্যার গর্ভসঞ্চার হইল। সখীরা ভয়ে ভয়ে রাণীকে জানাইল। রাণী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার নিকট অভিযোগ করিল। কোটালের তলব হইল। রাজা চোর ধরিয়া দিবার জন্য কোটালকে ছয়দিন মাত্র সময় দিলেন।

কোটাল মহা আড়ম্বরে চোর অনুসন্ধানে রত হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। বিদ্যাসুন্দরের নৈশলীলা সমানেই চলিতে লাগিল। অবশেষে ভাই শক্তিধরের উপদেশে গোপনে কোটাল বিদ্যার বিছানায় সিন্দূর ছড়াইয়া আসিল। ধোপাদিগকে কাপড়ে সিন্দূর দেখিলেই সংবাদ দিতে বলা হইল। রাত্রিতে সুন্দরের কাপড়ে সিন্দূর লাগিল। মালিনী সে কাপড় ধোপাকে দিলে সে তাহাকে ধরাইয়া দিল। সুন্দর সুড়ঙ্গ-পথে পলাইয়া গিয়া বিদ্যার সখীগণের মধ্যে নারী সাজিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

সুড়ঙ্গ কাটিয়া ফেলা হইল কিন্তু সুন্দরের সন্ধান মিলিল না। কোটাল তখন এক অভিনব পদ্ধতি বাহির করিল। বিদ্যার সখীগণকে একটি ছোট খন্দক পার হইতে বলিল, সঙ্গে সঙ্গে দিব্য দিল—

সবদি দিলাম তায় পার হও বাম পায়
পুরুষ হইয়া যেই জন।
শত ব্রহ্ম বধ লাগে সপ্তম পুরুষ ভাগে
হবে তার নরকে গমন॥

সুন্দর দক্ষিণ পায়ে খন্দক পার হইয়া ধরা দিল। বন্দী সুন্দরকে দেখিয়া নরনারী সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। রাজসভায় সুন্দর আত্মপরিচয় দিল না, উপরন্তু নয়টি চৌরপঞ্চাশিকার শ্লোক আওড়াইয়া রাজার বিরাগভাজন হইল। রাজা সুন্দরকে মশানে লইয়া গিয়া কাটিতে আদেশ দিলেন, তবে

কোটালেরে বলে রাজা বিরলে ডাকিয়া।
চোরেরে দেখাও ভয় মশানে লইয়া॥
গুণবান সুন্দর কাটিতে দুখ লাগে।
ভয় পাইয়া পরিচয় দিব সবার আগে॥

মশানে সুন্দর কালীর উদ্দেশ্যে চৌতিশা স্তোত্র পাঠ করিল এবং দেবীর ভরসা পাইল। ইতিমধ্যে মাধব ভাট আসিয়া পৌছিল। মশানেই কোটালের সহিত তাহার বচসা হইল। গালাগালি খাইয়া সে রাজার নিকট হাজির হইয়া চোরের প্রকৃত পরিচয় দিল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া সুন্দরকে জামাতা-রূপে গ্রহণ করিলেন।

সুন্দর সুখে শ্বশুরালয়ে দিন কাটাইতেছিল। স্বপ্নে দেবী আবির্ভূত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলেন। বিদ্যা অনেক কাঁদাকাটি করিল, বারমাস্যা শুনাইল। শ্বশুরশাশুড়ীও মিনতি করিলেন। কাহারও কথা না শুনিয়া বিদ্যাসঙ্গে সুন্দর স্বদেশযাত্রা করিল।

যথাসময়ে বিদ্যা একটি পুত্র প্রসব করিল। সুন্দর একদিন স্বপ্নে তাহার পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত জানিল।

তারকের পুত্র ছিলা নাম সুলোচন ॥
তোমার প্রমদা এই তারাবতী সতী।
শিবশিবা ভিন্নভাব হইল কুমতি ॥
তে কারণে শাপহেতু জন্ম ক্ষিতিমাঝ।
শাপান্ত হইল হেথা থাকিয়া কি কাজ ॥
ক্ষিতিতলে খেয়াতি করিয়া মোর পূজা।
কৈলাসে গমন কর বলে চতুর্ভুজা ॥

বিশাল স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করিয়া সুন্দর কালী প্রতিষ্ঠা করিল। তারপর সন্তান বড় হইলে তাহার হাতে রাজ্যভার দিয়া পত্নীসহ স্বর্গে গেল। 'অষ্টমঙ্গলা' বর্ণনার পর গ্রন্থ শেষ হইয়াছে।

কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলের লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে, ইহাতে বর্ধমানের উল্লেখ নাই এবং সুন্দরের রক্ষার্থে কালিকাকেও আসিতে হয় নাই। দ্বিজ শ্রীধর ও সাবিরিদ খাঁয়ের গল্পাংশ জানা যায় না। তাঁহাদের প্রদত্ত নাম কৃষ্ণরাম গ্রহণ করেন নাই। কৃষ্ণরামের গল্পের আদল পরবর্তী প্রায় প্রত্যেক বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতাই ঈষৎ ইতরবিশেষ করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রন্থের উৎপত্তি-বিষয়ক অংশে কবি স্বপ্নে শুনিলেন—

বলে কৃপামই দেবী শুন কৃষ্ণরাম কবি
গীত কর আমার মঙ্গল।

দক্ষযজ্ঞভঙ্গ কথা প্রথমে রচহ গাথা
পুরাণ প্রমাণি এ সকল ॥
জন্ম হিমালয় গিরি কামদেব ভস্ম করি
বিবাহ করিল পুনঃ হর ।

অষ্টমঙ্গলাতেও ইহার উল্লেখ আছে অথচ গ্রন্থে দক্ষযজ্ঞের কোন পরিচয় পাই না। কৃষ্ণরামের আদর্শ ছিল মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-গ্রন্থ। এখানেও কি সেই আদর্শের ছায়া পড়িয়াছে? না প্রাপ্ত পুথিতে মূলের এই অংশ বাদ গিয়াছে?

বিদ্যাসুন্দরের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ও তাহাতে কৃষ্ণরামের কৃতিত্ব

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা দেশে প্রণয়কাহিনীর যে পরিচয় পাওয়া যায়, বাস্তব লৌকিক প্রেমের মাপকাঠিতে তাহাকে নগণ্যই বলা চলে। জয়দেবের "বিলাসকলাসু কুতূহলম্" মন্তব্যের সহিত লৌকিক প্রেমের গন্ধ মিশ্রিত থাকিলেও, হরির স্মরণমাত্রেই তাহা ভক্তিতে উন্নীত হইয়া উঠে। চর্যাগীতির দুই-একটি পদে কিন্তু বাস্তব প্রেমের আঁচ লাগিয়াছে মনে হয়।

কইসনি হালো ডোম্বী তোহরী ভাভরী আলি
অন্তে কুলীনজন মাঝে কাবলী।
তঁই লো ডোম্বী সজল বিটালিউ
কাজ ন কারণ সসহর টালিউ।

কাহ্নপাদের এই পদটিকে সেকালের প্রেমের কবিতার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা যায়। শবরের লেখা একটি পদে শবর-শবরীর প্রেমলীলার রূপক গ্রহণ করা হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক পদ জয়দেবের পূর্বে অপভ্রংশ অবহট্‌ঠের মধ্য দিয়া প্রচলিত ছিল, প্রাকৃত-পৈঙ্গলে তাহার পরিচয় রহিয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অনেকটা লৌকিকভাবাপন্ন। তথাপি শুধু প্রেমের অভিব্যক্তি এ-সকল কাব্য বা কবিতায় বিশেষ দেখা যায় না।

অপভ্রংশে লেখা মাধবানল-কামকন্দলার কাহিনী এক সময় সমগ্র আর্যাবর্তে প্রচলিত ছিল। পূর্বভারতেও যে সে কাহিনী অজ্ঞাত ছিল না, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মাধবানল ও কামকন্দলার প্রেমলীলার কাহিনী একটি খাঁটি প্রেমের কাব্য। এই কাব্যের একজন পুরাতন রচয়িতা গণপতির কাব্য রচিত হয় ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে।[১] জৌনপুরের শর্কীবংশীয় শেষ সুলতান হোসেন শাহ দিল্লীর বাদশাহ বহলুল লোদী ও সিকন্দর লোদী কর্তৃক পরাজিত হইয়া বাংলায় পলাইয়া আসেন ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে।[২] তাঁহারই সঙ্গে আসিয়া কবি কুতবন বাংলার সুলতান হোসেন শাহের দরবারে বসিয়া হিন্দীতে 'মৃগাবতী' নামে একটি রোমান্টিক কাব্য রচনা করেন ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে।[৩] ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি হোসেন শাহের পৌত্র ফীরুজ শাহের এক অনুচর দ্বিজ শ্রীধর বাংলা ভাষায় "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করেন।[৪] ইহাই হইতেছে প্রথম বাংলা ভাষায় রচিত খাঁটি প্রেমের কাব্য।

দ্বিজ শ্রীধরের পূর্বে বাংলায় কিংবা অন্য কোন ভাষায় কেহ বিদ্যা-সুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরে কবি বিহ্লণ চৌরপঞ্চাশিকা অথবা চৌরসুরত-পঞ্চাশিকা নামে একটি কাব্য রচনা করেন। দ্বিজ শ্রীধরের যে খণ্ডিত পুথিটি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও চৌরপঞ্চাশিকার সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চৌরপঞ্চাশিকার একটি শ্লোক এইরূপ—

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নিম্
অঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥

দ্বিজ শ্রীধরের রচনার একস্থানে পাই—

আজি নহি এড়ে কালকূট বিষ হরে।
কূর্ম পৃষ্ঠ ধরণীর হএ গুরুতরে॥

১ ইসলামি বাংলা সাহিত্য—ডাঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১২
২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড ২য় সংস্করণ) ডাঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৫৬২
৩ ঐ
৪ ঐ পৃঃ ৫৬৪

বাড়বাঅনলে মহোদধি নাহি ছাড়ে।
সুকৃতিজনের বাক্য কভু নাহি নড়ে॥
মহাজনবাক্য জেন গজেন্দ্রদশন।
হীনজন বাক্য কুম্ভ কুণ্ডের লক্ষণ॥[১]

চৌরপঞ্চাশিকার প্রভাবে যে ইহা লিখিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দ্বিজ শ্রীধরের কাব্য ও তাঁহার ঠিক পরবর্তী সাবিরিদ খাঁয়ের কাব্য সংস্কৃতের অনুবাদ বা মূল কোন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুসরণে লিখিত বলিয়া মনে হয়। যে সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর-গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতিশয় অর্বাচীন। দ্বিজ শ্রীধরের পূর্ববর্তী কোন সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের সাক্ষাৎ মেলে নাই। চৌরপঞ্চাশিকা-গ্রন্থেও বিদ্যা ও সুন্দর নাম পাওয়া যায় না। তবে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর অনুরূপ একটি কাহিনীর পরিচয় সেখানে পাওয়া যায়।

লক্ষ্মীমন্দির-নামক রাজ্যের রাজার কন্যা যামিনীপূর্ণতিলকা যুবতী, সুন্দরী, সুচতুরা ও প্রগলভা। বিহ্লণ-নামক একজন রসিক কবি তাহার শিক্ষক নিযুক্ত হইল। শিক্ষক জানিল শিষ্যা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, আর শিষ্যা জানিল গুরু অন্ধ। উভয়ের মধ্যে পর্দার অন্তরাল রহিল। তারপর এক পূর্ণিমার রাত্রিতে মুগ্ধ কবি চন্দ্রের বর্ণনা আরম্ভ করিলে রাজকুমারী যবনিকা সরাইয়া কবিকে দেখিল। তারপরই উভয়ের প্রেমলীলা আরম্ভ হইল। রাজা জানিতে পারিয়া কবির বধাজ্ঞা দিলেন। তখন কবি পঞ্চাশটি শ্লোকে নায়িকার স্তবগান করিল ও রেহাই পাইল।

জৈনকবি রাজশেখর সূরির এক কাহিনীতে অনুরূপ একটি ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। বিশালকীর্তির শিষ্য মদনকীর্তি ছিলেন একজন খুব বড় পণ্ডিত। কুন্তীভোজ রাজার প্রাসাদে শ্লোক রচনা করিতে করিতে পর্দার অন্তরালে অবস্থিতা রাজপুত্রীর সহিত তাঁহার প্রণয় জন্মে। রাজা জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। তখন রাজপুত্রী ও তাহার সহচরীদের চেষ্টায় মদনকীর্তি বাঁচিয়া গেল। এই কাহিনীর সহিত বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর যোগসূত্র খুবই ক্ষীণ। বাংলা বিদ্যাসুন্দর-

১ সা, প, প—৪৪ এবং ভারতবর্ষ ১৩২৫ আষাঢ় সংখ্যায় আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কাহিনীর সুন্দরের কবিপণ্ডিতের বেশের পরিচয় প্রথম কাহিনীতেই রহিয়াছে। আর গোপন মিলনও সেখানে ঘটিয়াছে। নায়কনায়িকার প্রহেলিকাবিলাস অপভ্রংশ-সাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। বিদ্যা-সুন্দর-কাব্যে নায়কনায়িকার প্রহেলিকাবিলাস-অংশে যে শ্লোকগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অপভ্রংশে প্রচলিত ছিল।

মাধবানল-কামকন্দলার কাহিনীতে নায়িকা কামকন্দলা নৃত্যপটীয়সী ও সুচতুরা। মাধবানলের রূপের খ্যাতি অতুলনীয়। সুন্দরী কলানিপুণা নায়িকার সহিত সুন্দর নায়কের প্রণয় বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর একটি অংশ। মাধবানল-কামকন্দলার প্রভাব এখানে অস্বাভাবিক নয়। নায়কনায়িকার অসামাজিক ও গোপনমিলন রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীর মধ্যে রহিয়াছে এবং গীতগোবিন্দের পূর্বেও ইহার প্রচলনের প্রমাণ আছে। বিদ্যাসুন্দরের উপর রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর প্রভাব পড়াও স্বাভাবিক।

দ্বিজ শ্রীধরের কাব্যের দুইটি পুথি পাওয়া গিয়াছে চট্টগ্রাম-অঞ্চলে। পুথি দুইটিই অত্যন্ত খণ্ডিত। "একটি পুথির ২-৮ এবং ২৭ সংখ্যক পত্র মাত্র বিদ্যমান। অপর পুথিটির একটি মাত্র পত্র মিলিতেছে। প্রথম পুথিটি অত্যন্ত প্রাচীন এবং কীটদষ্ট। পুথির আকার ২১×৮ অঙ্গুলি পত্রের উভয় পৃষ্ঠায় লেখা।"[১] পুথিটি যে বেশ বড়, ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়। পুথিটি একান্ত খণ্ডিত হওয়ায় রচনার কাঠামোটি সুস্পষ্ট-রূপে জানা যায় না, তথাপি ইহা যে পরবর্তী বিদ্যাসুন্দর-কাব্যের ন্যায় কলিকামঙ্গলের ছাঁদে রচিত হয় নাই, কয়েকটি কারণ হইতে তাহা অনুমিত হয়। প্রথমতঃ দ্বিজ শ্রীধরের কাব্যের যে ভণিতা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কোনটিতেই কালীর উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়তঃ মুসলমান নৃপতির ছত্রচ্ছায়ায় বসিয়া সংস্কৃত হইতে অনুবাদ ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গল জাতীয় লৌকিক কাব্য রচিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। তৃতীয়তঃ তখন গৌড়রাজের ছত্রচ্ছায়ায় বসিয়া অনেক কবিই প্রণয়কাহিনী লিখিতেছিলেন। চতুর্থতঃ দ্বিজ শ্রীধর বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর বাংলা ভাষায় প্রথম রচয়িতা। কোন কাব্যের প্রথম রচনাটি

১ আবদুল করিম সাহেবের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মঙ্গলকাব্যের ছাঁচে প্রকাশিত না হওয়াই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ দ্বিজ শ্রীধর যুবরাজ ফিরূজ শাহের চিত্তবিনোদনের জন্যই এই প্রণয়কাহিনী-মূলক কাব্যটি লিখিয়াছিলেন। তবে পরবর্তী বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর অনেক বৈশিষ্ট্যই দ্বিজ শ্রীধরের কাব্যে চোখে পড়ে। এই গ্রন্থে সুন্দরের পিতার নাম গুণসার ও মাতার নাম কলাবতী, রাজ্যের নাম বিজয়ানগরী রত্নাবতী; বিদ্যার পিতার নাম বীরসিংহ, মাতার নাম শীলা, রাজ্যের নাম কাঞ্চী। এই নামগুলির অধিকাংশই পরবর্তী বিদ্যাসুন্দর-কাব্যে গৃহীত হইয়াছে। দ্বিজ শ্রীধরের কাব্যে যে বিহ্লণের চৌরপঞ্চাশিকার প্রভাব পড়িয়াছে তাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় পরবর্তী বিদ্যাসুন্দর-কাব্যের ঘটনাংশের সহিত এই কাব্যের মিল ছিল। পরবর্তী বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতারাও সুন্দরের মুখ দিয়া চৌরপঞ্চাশিকার একাধিক শ্লোক বলাইয়াছেন। দ্বিজ শ্রীধরের কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষণীয়। কাব্যে অনেক সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে 'মাধব ভাটরূপগুণং বিস্তার্য কথঅতি', 'কন্যা কথঅতি' প্রভৃতি সংস্কৃত বাক্যের প্রয়োগও দেখা যায়। গ্রন্থটিকে একটি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ মনে হয়।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের দ্বিতীয় রচয়িতা বলিয়া যাঁহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তিনি একজন মুসলমান কবি, নাম সাবিরিদ খাঁ।[১] চট্টগ্রাম-অঞ্চলে সাবিরিদ খাঁর গ্রন্থের একটি আদ্যন্ত খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে। "পুথির ৮টি মাত্র পত্র বিদ্যমান। প্রাচীন তুলট কাগজের দুইপিঠে লেখা। কাগজের আকার ১২"×৭" ইঞ্চি। পত্রাঙ্ক না থাকায় উভয় দিকে গ্রন্থের কত পাতা নষ্ট হইয়াছে, বোঝা যায় না। ইহার প্রতিলিপিকাল কিংবা লিপিকরের নামও জানা যায় না। পুথিটি একশত বৎসরের অধিক পুরাতন নয় বলিয়া মনে হয়।"[২] কবি সপ্তদশ শতাব্দীর এদিকের নহেন। হোসেন শাহের এক সেনাপতি লস্কর পরাগল খাঁ চট্টগ্রাম জয় করিয়া সেখানেই শাসনকর্তা-রূপে বাস করিতে

১ আবদুল করিম সাহেবের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২ ঐ

থাকেন। তাঁহার ও তাঁহার পুত্র ছুটি খাঁর উৎসাহে চট্টগ্রামে এবং আরাকন-অঞ্চলেও এক সময় সাহিত্যচর্চার জোয়ার আসিয়াছিল।[১] মনে হয়, দ্বিজ শ্রীধরের বিদ্যাসুন্দরের পুথি ইঁহাদের আমলেই চট্টগ্রামে নীত হয় এবং হয়তো ইঁহাদেরই উৎসাহে কিংবা কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে সাবিরিদ খাঁ বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী রচনা করেন। পরবর্তী কালে বলার কারণ, সাবিরিদ খাঁর প্রাপ্ত পুথিতে ছুটি খাঁ কিংবা তাঁহার পিতার কোন উল্লেখ নাই। সমগ্র পুথি পাওয়া গেলে কি মিলিত বলা যায় না। উপস্থিত আমরা নিরাপদে সাবিরিদ খাঁকে সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকের কবি বলিতে পারি। এরূপ অনুমানের আরও দুইটি কারণ আছে। প্রথম কারণ হইতেছে, সাবিরিদ খাঁর গ্রন্থের ভাষায় বেশ প্রাচীনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষায় স্পষ্টতঃই ষোড়শ শতাব্দীর ছাপ বিদ্যমান।[২]

পরবর্তী বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর অনেক বৈশিষ্ট্য তাঁহার কাব্যেও দেখা যায়। এখানে সুন্দরের জন্মস্থান রত্নাবতী নগরী, পিতার নাম গুণসার, মাতা কলাবতী এবং বিদ্যার জন্মস্থানের নাম উজানীনগর কাঞ্চীপুর, পিতার নাম বীরসিংহ। মাধব ভাটেরও সন্ধান পাওয়া যায়। মাধব ভাট সুন্দরকে গিয়া বিদ্যার পরিচয় দান করে। তাহার কথায় সুন্দর বীরসিংহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সাবিরিদের বিদ্যার রূপবর্ণনা পরবর্তী কাহারও বর্ণনা অপেক্ষা অলঙ্কার-বাহুল্যে ন্যূন নহে। সাবিরিদের গ্রন্থটিও দ্বিজ শ্রীধরের ন্যায় কোন মূল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বলিয়া মনে হয়।[৩] সাবিরিদ খাঁকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের ভাবিবার দ্বিতীয় কারণ হইতেছে, এসময় চট্টগ্রাম-আরাকান-অঞ্চলে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী অত্যন্ত পরিচিত ছিল। দৌলৎ কাজির "লোর চন্দ্রানী" কাব্যে এইভাবে বিদ্যাসুন্দরের উল্লেখ আছে—

> চন্দ্রানীর তোমার মিলন মনোরম।
> বিদ্যা সঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম॥

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ) পৃঃ ৭৪

২ ঐ পৃঃ ৫৪৫ এবং আবদুল করিম সাহেবের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩ ঐ পৃঃ ৫৯৯ এবং ঐ

দৌলৎ কাজির কাব্য-রচনার নিম্নতম সীমা ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ।[১] আলাওলের "ছয় ফুল মুলুক বদিওজ্জামাল" গ্রন্থে বিদ্যাসুন্দরের উল্লেখ এইভাবে আছে—

বিদ্যার সুরঙ্গ আদি
সিন্ধু জগন্নাথ নদী
একে একে সব বিচারিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে এই কাব্যটি রচিত হয়। বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর প্রায় সমগ্র রূপটিই যে ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম-অঞ্চলে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল, এই উক্তি হইতে তাহাই প্রমাণিত হয়। দ্বিজ শ্রীধর ও সাবিরিদ খাঁয়ের রচনাই এই পরিচয়-সৃষ্টির মূলে দায়ী।

বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর তৃতীয় লেখক প্রাণরাম চক্রবর্তী। অধিকাংশ সমালোচকই প্রাণরামকে ভারতচন্দ্রেরও পরবর্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মন্তব্যের কারণ, প্রাণরামের রচনা বলিয়া বিবেচিত এই কয়টি পঙ্‌ক্তির ভ্রান্ত পাঠ—

বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ।
তদন্তর (বা তারপর) কৃষ্ণরাম নিম্‌তা যাঁর বাস ॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা নাই ॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে ॥

উল্লিখিত সমালোচকগণ দুইটি ভুল করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ এই ছত্র কয়টি প্রাণরামের রচনা নয়, তাঁহার গ্রন্থের প্রকাশক কবিবর রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ইহাদের রচয়িতা।[২] দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা "তদন্তরে"র স্থলে "বিরচিলা" এই ভুল পাঠ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ কবি তাঁহার গ্রন্থেই রচনাকাল উল্লেখ করিয়াছেন এইভাবে—

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ) পৃঃ ৫৬৫

২ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৫০, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের "প্রাণরাম চক্রবর্তীর কালিকা-মঙ্গল" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বসুদ্বয় বাণচন্দ্র শক নিরূপণ।
কালিকামঙ্গল গীত হৈল সমাপন ॥

ইহা হইতে ১৫৮৮ শক (অর্থাৎ ১৬৬৬-৭ খ্রীঃ) পাওয়া যায়। প্রাণরামের গ্রন্থের সামান্য অংশমাত্র পাওয়া যায়। সুতরাং তাহার আলোচনা করা সম্ভব নয়। শুধু একটি কথা এসম্বন্ধে পরিষ্কাররূপে বলা যায়, তাহা হইতেছে—বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কাহিনী কালিকামঙ্গলের ছাঁচ পাইয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রাণরামের গ্রন্থ যে কোন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ নয়, কবির মূল রচনা, তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায়।

গোবিন্দদাস নামক এক কবির রচিত 'কালিকামঙ্গল'[১] অনেক সমালোচক ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষাংশের রচনা বলিয়া অনুমান করেন। পুথিতে কবির যে রচনাকাল দেওয়া আছে, তাহা এতই বিকৃত যে তাহা হইতে কবির সময় উদ্ধার করা যায় না। পুথির লিপিকাল হইতেছে সন মঘি ১১১৬ তারিখ ফাল্‌গুন, সুতরাং ১৭৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দ হইবে। কাব্যটির রচনাকাল যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পর নয়, ইহা হইতে অনুমান করা যায়। গ্রন্থটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। ইহাতে সুন্দরের পিতার নাম গুণিসার, মাতা কলাবতী— সাবিরিদ খাঁয়ের অনুরূপ। সাবিরিদ খাঁয়ের গ্রন্থে সুন্দরের জন্মস্থান ও বীরসিংহের রাজধানী যথাক্রমে রত্নাবতী ও কাঞ্চননগর, গোবিন্দদাসের গ্রন্থ সুন্দরের জন্মস্থান ও বীরসিংহের রাজধানী যথাক্রমে কাঞ্চননগর ও রত্নপুর। কবি নিজেও চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন, সুতরাং সাবিরিদ খাঁয়ের অনুসরণ তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। কবির চৌতিশা-অংশ অন্য সকল বিদ্যাসুন্দর-গ্রন্থ হইতে ভিন্ন। এই অংশে সুন্দর শুধু বিদ্যারই উদ্দেশ্যে স্তব করিয়াছে। তাহা ছাড়া গ্রন্থমধ্যে বৈষ্ণবীয় ভাব অত্যন্ত প্রবল। সুন্দরকে বিদ্যা প্রথম দেখিল নগর-সংকীর্তনের দল-এর মধ্যে। তাহা ছাড়া সুন্দরের দুর্গতিতে বিদ্যার কষ্টের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে,

বিদ্যা ক্ষণে মূর্চ্ছিত হয় ক্ষণেক ভাবনা।
ক্ষণে চমকিত ক্ষণে করেন করুনা ॥

১ এসিয়াটিক সোসাইটির ২১ সংখ্যক পুথি। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৯।

তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের ভাবে তন্ময় বিরহিণী রাধার ছাপ সুস্পষ্ট। বিদ্যার বিলাপ শুনিয়া কোটালও বলিয়া ওঠে,

"হরি হরি কিবা বিধি কৈলা পরমাদ।"

এইরূপ হরিভক্তির চিহ্ন গ্রন্থমধ্যে যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থটি মূলতঃ বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কবির কালিকামঙ্গল গ্রন্থখানি একটি বৃহৎ কাব্য। ইহা চারটি খণ্ডে বিভক্ত— ১। দেবগণ-সমাজে কালীমাহাত্ম্য প্রচার, ২। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের উপাখ্যান, ৩। বিক্রমাদিত্য উপাখ্যান, ৪। বিদ্যা-সুন্দরোপাখ্যান। কবি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেকার নহেন, তাহা অনুমান করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ প্রাপ্ত পুথিতে কাব্যের ভাষার যে নমুনা পাই, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর ওদিকে যায় না। যদি ধরা যায়, পুথি নকলের সময় ভাষার পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, তাহার উত্তরে বলা চলে, যে গ্রন্থের ভাষার এতখানি পরিবর্তন ঘটে, তাহার একাধিক পুথির অস্তিত্ব থাকাই স্বাভাবিক, কারণ তাহা খুব জনপ্রিয় গ্রন্থ। দ্বিতীয়তঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে যখন বিদ্যাসুন্দরের কালিকামঙ্গলে রূপান্তরিত হওয়াই অস্বাভাবিক, সেক্ষেত্রে কালীমাহাত্ম্য প্রচারের নিমিত্ত অপর কয়েকটি ঘটনার সহিত মিলিত হইয়া প্রকাশিত হওয়া একেবারে অসম্ভব। গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ পূর্বের অনেকগুলি বিদ্যাসুন্দর-গ্রন্থের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু পূর্ব আলোচনায় দেখিয়াছি, দ্বিজ শ্রীধর ও সাবিরিদ খাঁ ব্যতীত অপর কবির বিদ্যাসুন্দর-গ্রন্থের পরিচয় পূর্বে পাওয়া যায় নাই। তাহা ছাড়া, এ দুইখানি গ্রন্থও তখন অনুবাদের স্তর অতিক্রম করিতে পারে নাই। তৃতীয়তঃ পুথির বিকৃত পাঠের উপর নির্ভর করিয়া কোন গ্রন্থকে খুব প্রাচীন ভাবিবারও কোন যৌক্তিকতা নাই। গ্রন্থে প্রদত্ত গ্রন্থরচনাকালের পাঠ বিকৃত।

কবিকঙ্ক নামক এক কবির কাব্যকে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর আদি-কাব্য বলিয়া অনেকে মনে করেন।[১] কাব্যটি আসলে একটি সত্যনারায়ণ পাঁচালী। কবি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

১ ১৩২৪-২৬ সালে "সৌরভ" পত্রিকায় এই গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশিত হয়।

গুরুর আদেশে গাহি পীরের পাঁচালী।

কবিকে প্রাচীন ভাবার কারণ কাব্যের অন্তর্গত এই দুইটি লাইন—

কবে বা হেরিব আমি গৌরার চরণ।
সফল হইবে মোর মনুষ্যজনম॥

এখানে শ্রীচৈতন্যের প্রতি কবির যে আকুতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই কবিকে অনেকে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ভাবিয়া থাকেন। চৈতন্যদেবকে বর্তমানেও অনেক ভক্ত অমনি ভাবেই ভাবিয়া থাকেন। সুতরাং ভক্তির উচ্ছ্বাসকে কালনির্ণয়ের মাপকাঠি করা অযৌক্তিক। তাহা ছাড়া যে সত্যপীরের কাহিনীর আবরণে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী লিখিত হইয়াছে, সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষাংশের পূর্বে তাহার অস্তিত্বই ছিল না। পৌরাণিক দোহাই দিয়া সত্যনারায়ণ পাঁচালীর প্রাচীনত্ব প্রমাণ করা যায় না। সত্যনারায়ণের পাঁচালী সংস্কৃতে অনূদিত হইয়া কখনও স্কন্দপুরাণের, কখনও বা ভবিষ্যপুরাণের অংশ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতেও অনেক বিষয় পুরাণের অন্তর্গত হইয়া পৌরাণিক মাহাত্ম্য অর্জন করিয়াছে। সুতরাং কবিকঙ্কের কাব্যকে চৈতন্যদেবের সময়ে রচিত না বলিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা, কি আরও পরের রচনা বলাই অধিকতর সমীচীন হইবে।

কবি কৃষ্ণরাম দাসের "কালিকামঙ্গল" কাব্য বাংলা ভাষায় রচিত চতুর্থ বিদ্যাসুন্দর-কাব্য। দ্বিজ শ্রীধর, সাবিরিদ খাঁ, প্রাণরাম চক্রবর্তীর পরেই কৃষ্ণরামের স্থান।

বিদ্যা ও সুন্দর শব্দ দুইটি বহু পুরাতন। "রূপিণী গুহ্য জ্ঞান" অর্থে প্রথম বিদ্যার ব্যবহার পাই মনুসংহিতায়।[১] আবেস্তায়ও এই অর্থে বিদ্যা শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।[২] কবি শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকে বধ্যভূমিতে আনীত চারুদত্তের কণ্ঠে বসন্তসেনাকে দেখিয়া ধ্বনিত হইয়াছে—

১ শারদীয় জনসেবক (১৩৫৯) ডাঃ সুকুমার সেনের প্রবন্ধ, "বিদ্যাসুন্দরতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।
২ ঐ

কুতো বাষ্পাম্বুধারাভিঃ স্নপয়ন্তী পয়োধরৌ।
ময়ি মৃত্যুবশং প্রাপ্তে বিদ্যেব সমুপাগতা ॥ [১]

বসন্তসেনাকে হত্যার অপরাধেই চারুদত্তকে শূলে চড়ানো হইতেছিল। স্বয়ং বসন্তসেনা বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে রক্ষা করিল। অতএব বসন্তসেনা সঞ্জীবনী বিদ্যা। মহাভারতে "বিষহরী বিদ্যা" রূপে এই বিদ্যারই পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধতন্ত্রে জাঙ্গুলী দেবীকে বিদ্যা-শ্রেষ্ঠ বিষনাশিনী বলা হইয়াছে। মহামায়ূরী মূর্তি এই বিদ্যারই এক প্রাচীনতম রূপ। দশমহাবিদ্যার পরিকল্পনার মধ্যেও কোন অঘটন-ঘটনপটীয়সী বিদ্যারই পরিচয় নিহিত রহিয়াছে। চৌরপঞ্চাশিকার দুইটি শ্লোকে কবি বিহ্লণ নায়িকাকে উদ্দেশ্য করিয়া এইরূপ অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন—

(১) অদ্যাপি তাং সুরতলব্ধযশঃপতাকাং
লম্বালকাং বিরহপাণ্ডুরগণ্ডভিত্তিম্।
সুপ্তাং বিলোলনয়নাং ক্ষণদৃষ্টনষ্টাং
বিদ্যাং প্রমাদগলিতামিব সংস্মরামি ॥

(২) অদ্যাপি তাং কনককান্তিমদলসাঙ্গীং
বীভৎসকান্তিজননী মলসালসঙ্গীম্ ॥
অঙ্গাঙ্গসঙ্গপরিচুম্বনমোহনায়
সঞ্জীবনৌষধিমিব প্রমদাং স্মরামি ॥

প্রথম শ্লোকে নায়িকাকে সুস্পষ্টরূপে বিদ্যা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্লোকে নায়িকাকেই সঞ্জীবন ঔষধি বলা হইয়াছে। নায়ক বর্তমানে যে বিপদে পড়িয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধার করিতে পারে তাহারই নায়িকা। নায়িকা উদ্ধারের মন্ত্র জানে। অতএব তাহারই রূপযৌবন, তাহার সহিত কেলিবিলাস বর্ণনা করিয়াই সে উদ্ধার পাইতে চাহিয়াছে। বাংলা বিদ্যাসুন্দর-কাব্যেও দেখা যায়, নায়ক চৌরপঞ্চাশিকার শ্লোক বলিতেছে, কোটালকর্তৃক রাজসন্নিধানে নীত হওয়ার পর। চৌরপঞ্চাশিকার বিশেষ উদ্দেশ্যটি এখানেও বর্তমান

১ মৃচ্ছকটিকম্—রাজা শূদ্রক, দশম অঙ্ক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত, শ্লোক ৪১।

আছে। চৌরপঞ্চাশিকার এই বিদ্যাই বাংলা বিদ্যাসুন্দরের বিদ্যায় পরিণত হইয়াছে মনে হয়। বিদ্যার যে বিশেষ অর্থে ব্যবহার দীর্ঘকাল ধরিয়া বহুস্থানে প্রচলিত ছিল, তাহার সহিতও ইহার যোগ আছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

বিদ্যা যেমন রোগ বা অনুরূপ কোন অমঙ্গল দূরীকরণের উপায় তেমনি এই বিদ্যার প্রয়োগের জন্য চাই চিকিৎসক। নরসুন্দর কথাটি খুবই পরিচিত। নরসুন্দর অর্থাৎ নাপিত একসময় শল্যচিকিৎসার কাজ করিত। ঋগ্বেদে 'সুনর' শব্দটির অর্থ গুণী। বিদ্যার প্রয়োগের জন্য গুণীর প্রয়োজন। সংস্কৃতে 'সুনর' সুন্দরে পরিণত হইলেও পূর্বের অর্থ হারায় নাই। বিদ্যা অর্থাৎ ঔষধি বা মন্ত্রবিদ্যা এবং সুন্দর তাহার প্রয়োগকর্তা, এই অর্থে বিদ্যা ও সুন্দরের ব্যবহার একসময় বিশেষ প্রচলিত ছিল। বিদ্যাসুন্দর-কাব্যে বিদ্যা ও সুন্দরের একত্র প্রবেশলাভ ঘটিয়াছে। বিদ্যাসুন্দর-কাব্যের সহিত কালীর সম্বন্ধ পরে স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যা ও সুন্দরের রূপক অর্থ গ্রহণে প্রথমে প্রণয়কাহিনীরূপে বিদ্যাসুন্দর-কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচীন পাঁচালি সাহিত্যের চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে পরে ইহার সহিত দেবতার সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। প্রথম সার্থক রচনা কৃষ্ণরাম দাসের বিদ্যাসুন্দরে কালীর মহিমা সুস্পষ্ট। চোর-ডাকাতের দেবতারূপে কালীর খ্যাতির পরিচয় পাই চৈতন্যভাগবতে। খুব সম্ভব এই খ্যাতিরই পথ ধরিয়া কালী বিদ্যাসুন্দরে প্রবেশ করিয়াছে। সুন্দর এখন চোরে পরিণত হইয়াছে। চৌরপঞ্চাশিকার চতুর নায়ক স্বাভাবিক নিয়মে 'চৌরে' পরিণত হয়, বাংলায় 'চোর' তাহারই পরিণতি। আকৃতি-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও পরিবর্তন ঘটিল। অন্ততঃ এক হিসাবে সুন্দর অবশ্যই চোর। সে বিদ্যার মন চুরি করিয়াছে। সেইজন্য তাহার রক্ষার নিমিত্ত কালীর ডাক পড়িয়াছে। চতুরের অর্থ-পরিবর্তন ঘটাইয়া গুণী সুন্দরকে চোরে পরিবর্তন করিলেও বিদ্যাসুন্দর-কাব্যে বিদ্যার পূর্বপ্রভাব একেবারে লোপ পায় নাই। বিদ্যাসুন্দর-কাব্যে রাজা সুন্দরকে হত্যার আদেশ দেন নাই। রাজার সম্মুখে সুন্দর বিদ্যার রূপযৌবনপ্রণয়ের বর্ণনা করিয়াছে। রাজা বাহিরে বিরক্তি প্রকাশ করিলেও ভিতরে ভিতরে তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন। কোটালকে

আদেশ দিয়াছেন, ভয় দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে পরিচয় বাহির করিয়া লইতে। বস্তুতঃ কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যে কালীকে সুন্দরের রক্ষার নিমিত্ত আসিতে হয় নাই। বিদ্যারই সেখানে জয় হইয়াছে। পরবর্তী কাব্যগুলিতে ক্রমেই কালীর মহিমা বাড়িয়াছে, কিন্তু বিদ্যার এই প্রভাবটি বর্তমান আছে।

কালী হিন্দুতান্ত্রিক দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত। তান্ত্রিক মন্ত্রশক্তির অসম্ভবকে সম্ভব করানোর ক্ষমতা খুব প্রসিদ্ধ। একসময় বাংলা দেশে তন্ত্রবিদ্যার বিশেষ খ্যাতি ছিল। এই খ্যাতিরই কিয়দংশ মন্ত্রশক্তি বিদ্যার সহিত যুক্ত হইয়া বিদ্যাসুন্দর-কাব্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে মনে হয়। একস্থান হইতে অপর স্থানে যাওয়া তখন সত্যই কষ্টসাধ্য ছিল। পথে বাঘভালুক, কূলপ্লাবী নদীর সংখ্যাও কম ছিল না। আবার ইহারই মধ্যে পথকে সুগম করিয়া তিনমাসের পথ নিমেষে পার করিবার নিমিত্ত কালীর ডাক পড়িয়াছে। কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যে কালীর ডাকিনী-যোগিনীদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ভারতচন্দ্রে তাহারাও আসিয়াছে। শৈব-শাক্তের যে দ্বন্দ্ব তখন দেশে মানবচিত্তের তলেতলে প্রবাহিত হইতেছিল, মনসামঙ্গলে, চণ্ডীমঙ্গলে এবং পরবর্তী অন্নদামঙ্গলে যাহার পরিচয় রহিয়াছে, বিদ্যাসুন্দরেও তাহার প্রবেশ ঘটিয়াছিল। কৃষ্ণরাম দাস রচিত প্রথম সার্থক বিদ্যাসুন্দর-কাব্যে সুন্দরের পথ-অতিবাহন-কালে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কালীর অনুগ্রহে অনায়াসে নির্মিত সুড়ঙ্গ দিয়া সুন্দর বিদ্যার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে, আবার তাহাতেই সে চোর আখ্যা পাইয়াছে। সুন্দরের সহিত তান্ত্রিক কালীর সম্বন্ধ তখন নষ্ট হইয়াছে। তখন চোরের সহিত চোর-ডাকাতের কালীর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। সুড়ঙ্গ নির্মাণ তখন শুধু সিঁদকাটার কার্য। সুন্দরের জীবনদানে বিদ্যাই আসিয়াছে। বিদ্যার রূপবর্ণনাতেই তাহার মুক্তি ঘটিয়াছে। আবার চোর সুন্দরের মুখ দিয়া কাব্যে কালীর চৌতিশা স্তোত্রও উচ্চারিত হইয়াছে। পরবর্তী বিদ্যাসুন্দর-কাব্যে কালীর কার্যকলাপ আরও বাড়িয়াছে। মন্ত্রশক্তি-বিদ্যা ও তাহার প্রয়োগকর্তা সুন্দর এক সময় কাব্যে স্থান লাভ করিয়াছিল তাহাদের রূপক মূল্যেই। ধীরে ধীরে অন্যান্য কাব্যের ছাপ তাহাতে পড়িয়াছে, পাঁচালি কাব্যের গঠনসংস্কার

আসিয়া মিশিয়াছে, দেশীয় লৌকিক ধারাও প্রবেশ করিয়াছে। এই ত্রিধারার প্রথম সঙ্গমস্থল কৃষ্ণরাম দাসের বিদ্যাসুন্দর-কাব্য।

কৃষ্ণরামের ষষ্ঠীমঙ্গল

কৃষ্ণরাম দাসের খণ্ডিত ষষ্ঠীমঙ্গল গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু আলোচনা করিলে তাহার তিনটি সুস্পষ্ট বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থের প্রথম অংশে সপ্তগ্রামের রাণীর সহিত সখী নীলাবতীর সাক্ষাৎ, দ্বিতীয় অংশে সায়বেনের গল্প এবং তৃতীয় অংশে ষষ্ঠীপূজার বিধান বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠীমঙ্গলের সমগ্র কাহিনীকে অরণ্যষষ্ঠীর কাহিনী নাম দেওয়া যায়। ষষ্ঠীর এই কাহিনীই সমধিক প্রসিদ্ধ। বর্তমানে বিখ্যাত জামাইষষ্ঠী মূলতঃ এই অরণ্যষষ্ঠী। অরণ্যষষ্ঠীর কাহিনীও সর্বত্র এক নয়। কৃষ্ণরামের কাহিনীর কাঠামোটি কিন্তু অধিকাংশ অরণ্যষষ্ঠীর কাহিনীর মূল কাঠামোরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। কাহিনীর রূপের এই তারতম্য কাহিনীর প্রাচীনত্ব এবং ইহার খাঁটি ব্রতকথা-মহিমারই পরিচায়ক। কৃষ্ণরামের ষষ্ঠীমঙ্গলের তিনটি অংশের পরিচয় এইরূপ—

ষষ্ঠীর দাসী নীলাবতী ভূমণ্ডলে ষষ্ঠীপূজার বিস্তার দেখিতে বাহির হইয়াছেন। নানাস্থান ভ্রমণের পর তিনি সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য গ্রহণের জন্য রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। রাণী তখন মাছ-পোড়া দিয়া ভাত খাইতেছিলেন। নীলাবতী বিস্মিত হইলেন, কারণ "অদ্য যে অরণ্যষষ্ঠী বিদিত সংসার।" রুষ্ট হইয়া অতিথি ফিরিয়া যায় আর কি, অনুতপ্ত রাণী অরণ্যষষ্ঠীর মহিমা জানিতে চাহিলেন।

রাণী বলে আমার তনয় যদি হয়।
করিব ষষ্ঠীর পূজা কভু মিথ্যা নয়॥

নীলাবতী তখন সায়বেনের কাহিনী বলিলেন।

সনোকপুরের সায়বেনের পত্নী ষষ্ঠীর দাসী। তাহার সাতপুত্র ও সাতপুত্রবধূ। ষষ্ঠীর দিনে সায়পত্নী বহুযত্নে ষষ্ঠীপূজার যোগাড় করিয়া স্নান করিতে গেল। পূজার সামগ্রী পাহারায় রহিল ছোটপুত্রবধূ। লোভী বধূ "উদর ভরিল চুরি করি।" তারপর শাশুড়ীর নিকট

সেই দুরাচার নারী   বাঁচে প্রবঞ্চনা করি
দিএ কালবিড়ালের দোষ॥

কালবিড়াল ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধের উপায় খুঁজিতে লাগিল। ছোটবধূ গর্ভবতী ছিল। সন্তান প্রসব হইবামাত্র কালবিড়াল তাহা চুরি করিয়া অরণ্যে ষষ্ঠীর নিকট রাখিয়া আসিল। পর পর ছয়বার সে পুত্রসন্তান প্রসব করিল, ছয়বারই বিড়াল তাহা অপহরণ করিল। সপ্তমবারে ছোটবধূ "পলাইএ গেল দূর বনে।" পথে এক গাছি সুতার চিহ্ন রাখিয়া গেল।

সুতার চিহ্ন ধরিয়া কালবিড়ালও বনে হাজির হইল। তারপর সদ্যঃপ্রসবা নিদ্রিতা নারীর কোল হইতে সন্তান তুলিয়া লইয়া ছুটিল ষষ্ঠীর উদ্দেশ্যে। ছেলের কান্নায় জাগিয়া উঠিয়া মাও পিছনে পিছনে ছুটিয়া ষষ্ঠীর নিকট উপস্থিত হইল। অনেক কাকুতিমিনতির পর "দেবী বলে বলি শুন সদাগর জায়া। তোমার রোদনে মোর উপজিল দয়া॥" তারপর কিঞ্চিৎ ছলনার পর পুত্রদের ফিরাইয়া দিলেন। এইসঙ্গে দেবী কিছু উপদেশও দিলেন। ষষ্ঠীপূজার দিনে যথানিয়মে ষষ্ঠীপূজা করিতে হইবে। কালবিড়াল তাঁহার অংশ, সুতরাং তাহার অপমান করা চলিবে না। ষষ্ঠীর দিন ছেলেদের মাথায় তেলজল দিতে হইবে এবং শত অপরাধেও তাহাদের দোষ লওয়া চলিবে না। এই-সকল উপদেশ মানিতে স্বীকৃত হইয়া বেনে-বউ বিদায় হইল।

গ্রন্থের তৃতীয় অংশে ষষ্ঠীপূজার বিধান বর্ণিত হইয়াছে। বারমাসে বার ষষ্ঠীর পূজা করিতে হইবে। যে করে "রোগশোক দুঃখ কভু নহে তার ঘরে"। হাঁড়িয়া তালের মুড়ির সহিত আউসের গুড়ি মিশাইয়া ষষ্ঠীর ভোগ প্রস্তুত করা বিধেয়। সোম ও শুক্রবারে ষষ্ঠীপূজা নিষিদ্ধ। এই অংশ বিশেষ খণ্ডিত।

ষষ্ঠীপূজার উৎপত্তি

বাংলাদেশে ষষ্ঠীপূজার অনুষ্ঠান বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যদেবের জন্মের ষষ্ঠদিবসে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠীপূজার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেও বহুবার ষষ্ঠীপূজার উল্লেখ পাই। বহু প্রাচীন ভাস্কর্যে ষষ্ঠীমূর্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রাজসাহী জেলার ক্ষীরহর গ্রামে প্রাপ্ত একটি চতুর্ভুজা ষষ্ঠীমূর্তির

ক্রোড়ে একটি শিশু এবং দেবীর দোদুল্যমান দক্ষিণ পদটি উর্ধ্বমুখ একটি বিড়ালের উপর স্থাপিত দেখা যায়। দেবীর উপরের দক্ষিণহস্তে একটি সপত্র বৃক্ষশাখা রহিয়াছে। বগুড়া জেলায় দৃষ্ট অনুরূপ একটি মূর্তির হস্তে বজ্র দেখা গিয়াছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম খণ্ডের ৩১৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, "মদনপাল দেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে একটি ষষ্ঠীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।" এই মূর্তির কোন সন্ধান মেলে নাই। নগেন্দ্রনাথ বসু ময়ূরভঞ্জের পুরাতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে (Mayurabhanja Archaeological Survey Vol. I) বালাসোর জেলার টুগুরা গ্রামে (প্লেট XXXVIII এ ২নং) এবং শশখণ্ড গ্রামে (প্লেট XXXVIII ১নং) দৃষ্ট যে স্কন্দষষ্ঠীর মূর্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহার সহিত মনসার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। "মূর্ত্তি দ্বিভুজা, পদ্মাসীনা, নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, মস্তকে সাতটি সাপ ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। বাম উরুর উপর একটি শিশুকে বসাইয়া বামহস্তের দ্বারা তাহাকে ধরিয়া আছেন। মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে একটি সর্প রহিয়াছে।" তন্ত্রে স্কন্দষষ্ঠীর এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

ওঁ দ্বিভুজাং যুবতীং ষষ্ঠীং বরাভয়যুতাং স্মরেৎ।
গৌরবর্ণাং মহাদেবীং নানালঙ্কারভূষিতাম্ ॥
দিব্যবস্ত্রপরিধানাং বামক্রোড়ে সুপুত্রিকাম্।
প্রসন্নবদনাং নিত্যাং জগদ্ধাত্রীং সুখপ্রদাম্ ॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং পীনোন্নত পয়োধরাম্।
এবং ধ্যায়েৎ স্কন্দষষ্ঠীং সর্ব্বদা বিন্ধ্যবাসিনীম ॥

তন্ত্রোক্ত এই পরিচয়ে সর্পের উল্লেখ নাই। অন্য সকল বিষয়েই স্কন্দষষ্ঠীর সহিত মিল আছে। মনসার মূর্তির সহিত সন্তানের অস্তিত্ব অন্যত্র মিলিয়াছে। বহু প্রাচীন ষষ্ঠীমূর্তির সহিত বিড়াল দেখা গিয়াছে।[১] স্কন্দষষ্ঠীর সহিত বিড়াল নাই। বালাসোর-অঞ্চলে এই মূর্তি মনসা নামেই পূজিত হইয়া থাকে। ইহাকে ষষ্ঠী বলিয়া মানিয়া লইলে ষষ্ঠী ও মনসার উৎপত্তিগত অভিন্নতাই স্বীকৃত হয়।

---

১ History of Bengal—Vol. I (Edited by R. C. Majumdar)—Pages 460-61

বর্তমানে মনসা শুধু সর্পদেবী নামে পূজিত হইলেও পূর্বে ইহার মহিমা ব্যাপকতর ছিল। আর্যপূর্ব সমাজজীবনে মনসা ছিল প্রজনন-শক্তির দেবতা—শিশু ও সর্পের সহিত তাহার সম্বন্ধই ইহার প্রমাণ। সভ্যতার আদিযুগে—মানব ও পশু যখন পাশাপাশি বাস করিত তখন পরস্পরের প্রতি ভয়ের পরিমাণ ছিল কম। পরবর্তী কালে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত সর্পভীতি বাড়ায় সর্পের জন্য পৃথক্ দেবতার সৃষ্টি হয়। প্রজনন-শক্তির জন্য তখন অন্য দেবতার সৃষ্টি হইয়াছে, খুব সম্ভব তাহারই পরবর্তী রূপ ষষ্ঠী। মনসার অনেক গুণের মধ্যে আরোগ্য ও পুষ্টিও আছে। এই গুণ দুইটি ষষ্ঠীর সহিত মিলিত হইয়া মনসাকে শুধু সর্প-দেবতায় পরিণত করিয়াছে। বাংলাদেশে অনেক স্থানে মনসার মূর্তিতেই ষষ্ঠীপূজা করা হয়। ষষ্ঠী ও মনসার নিকট সম্বন্ধই ইহাতে সূচিত হইতেছে।

ষষ্ঠীর সহিত বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবতা হারীতীর সম্বন্ধের মধ্যে ষষ্ঠীর এক বিচিত্র রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। হারীতী এক যক্ষিণী, কুবেরের স্ত্রী। বৌদ্ধজাতকে হারীতীকে শিশুর অনিষ্টকারিণী এবং মারীনিবারকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বাংলাদেশে একাধিক হারীতী মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। হারীতী মূর্তিরও সহিত একাধিক শিশুর বিদ্যমানতা লক্ষ্য করা যায়।[১] হারীতীও যে মূলে প্রজনন-শক্তির দেবী ছিল, ইহা হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। প্রজনন-শক্তির দেবতা হইতে বর্তমান ষষ্ঠীতে বিবর্তনের আদিযুগে হারীতীর অনিষ্টকারী গুণটি ষষ্ঠীতে আরোপিত হইয়াছিল। মহিলাগণ সন্তানবতী হওয়ার পর ষষ্ঠীপূজার অধিকারিণী হন। সন্তানের রক্ষার মানসে ষষ্ঠীপূজার এই বিধান হইতে ষষ্ঠীর সন্তানের অনিষ্টকারী রূপেরই পরিচয় পাওয়া যায়। অরণ্যষষ্ঠীর কাহিনীতে অরণ্যে সন্তান লইয়া পলায়ন-বৃত্তান্তের মধ্যে হারীতীর জাতকাপহরণ গুণের নিদর্শন মেলে।

সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লোকে গ্রাম্য দেবদেবীর মধ্যে কান্তার-দুর্গার উল্লেখ রহিয়াছে।

---

১ History of Bengal—Vol. I (Edited by R. C. Majumdar)—Pages 460-61

তৈস্তৈর্জীরোপহারৈর্গিরি কুহরশিলা সংশ্রয়ামর্চয়িত্বা
দেবীং কান্তারদুর্গাং রুধিরমুপতরু ক্ষেত্রপালায় দত্বা।
তুম্বীবীণা বিনোদ ব্যবহৃত সরকামহ্নিজীর্ণে পুরাণীং
হালাং মালরকোষেযুর্বতি সহচরা বর্বরাঃ শীলয়ন্তি ॥

এই কান্তারদুর্গাই পরবর্তী বনদেবী। কালক্রমে এই কান্তারদুর্গা অরণ্য-ষষ্ঠীর সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে। পৌষ মাসে যে ষষ্ঠীপূজা হয় তাহার নাম অন্নষষ্ঠী। প্রাচীন কৃষিলক্ষ্মীর সহিত ষষ্ঠীর সম্বন্ধেরই ইহা সূচক। ফাল্গুন মাসে এক গো-রূপিণী ষষ্ঠী পূজা করা হয়। গোমুণ্ডে ষষ্ঠীপূজার পরিচয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে পাওয়া যায়। এক সময় ষষ্ঠী ছিলেন ভাগাড়ের দেবতা। সন্তান-প্রসবের পর আঁতুড় ঘরের চালে গোমুণ্ড গোঁজার রীতি এখনও বহুস্থলে প্রচলিত আছে। গোমাতা ভগবতী খুব সম্ভব ষষ্ঠীরই এক নামান্তর। ষষ্ঠীর এই বিভিন্ন রূপগুলি তাহার আর্যপূর্ব রূপেরই স্মৃতিচিহ্ন বহন করিতেছে। পরবর্তী কালে বহু-প্রচলিত ষষ্ঠীদেবী পৌরাণিক মর্যাদা অর্জন করিয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে ষষ্ঠী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"মাতৃকা-গণের মধ্যে এই দেবী প্রধানা। ইনি শিশুদিগের প্রতিপালনকারিণী এবং প্রকৃতির ষষ্ঠাংশস্বরূপিণী বলিয়া ইহার নাম ষষ্ঠী। ইনি কার্তিকেয়ের স্ত্রী। এই দেবীর প্রসাদে পুত্রপৌত্রাদি লাভ হইয়া থাকে, এইজন্য ইনি ত্রিজগৎ-ধাত্রী। এইজন্য দ্বাদশমাসে ইহার উদ্দেশ্যে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে পূজা করা বিধেয়।"

স্কন্দপুরাণে দ্বাদশমাসে দ্বাদশ ষষ্ঠীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে—বৈশাখে চান্দনীষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠে অরণ্যষষ্ঠী, আষাঢ়ে কার্দমীষষ্ঠী, শ্রাবণে লুণ্ঠনষষ্ঠী, ভাদ্রমাসে চপেটীষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গাষষ্ঠী, কার্তিকমাসে নাড়ীষষ্ঠী, অগ্রহায়ণে মূলকষষ্ঠী, পৌষে অন্নষষ্ঠী, মাঘমাসে শীতলষষ্ঠী, ফাল্গুনে গোরূপিণী ও চৈত্রে অশোকষষ্ঠী।

ষষ্ঠীর সহিত কার্তিকেয়ের সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারা তাহাকে পৌরাণিক মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। 'ষষ্ঠী' নামটি সংস্কৃত। পুরাণে স্থান পাওয়ার পূর্বে তাহাকে কি নামে অভিহিত করা হইত জানা যায় না। বর্তমানে ষষ্ঠীর সহিত কেবলমাত্র শিশুরই সম্পর্ক। 'ষষ্ঠী' শব্দটী ষষ্টি অর্থাৎ 'ষাট'-এর

অনুকরণে লওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'ষাট' সংখ্যাটি বহুত্ব-প্রকাশক। এই হিসাবে দীর্ঘায়ু প্রদানের দেবী হিসাবেই 'ষষ্টি' হইতে ষষ্ঠী করা হইয়াছে। শীতলষষ্ঠীর প্রচলিত উপাখ্যানে ষাটটি সন্তানের পরিচয় পাওয়া যায়। বহুসন্তানদাত্রীরূপেও ষষ্ঠীর সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে। নবজাতকের জন্মের ষষ্ঠ দিবসে ষষ্ঠীপূজা প্রচলিত আছে। এই দিনই বিধাতাপুরুষ সন্তানের ভাগ্যনির্ধারণ করিয়া দেন। ষষ্ঠীর সহিত বিধাতারও সম্বন্ধ রহিয়াছে। ষষ্ঠীপূজার সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে, মহিলারাই ইহার একমাত্র পূজারী। আর্যগণ ষষ্ঠীকে আপন সমাজে স্থান দিলেও যে পুরাপুরিরূপে গ্রহণ করেন নাই, ইহা হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। আর্যসমাজে অনার্য নারী গ্রহণে বাধা ছিল না। অনার্য নারীগণের দ্বারা ষষ্ঠী আর্যসমাজে প্রবেশ করিয়া কালক্রমে পৌরাণিক মর্যাদা অর্জন করিলেও আর্য পুরুষেরা অনার্য সমাজের দেবতাকে পূজা করিতে স্বীকৃত হয় নাই।

কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল

স্বপ্নে আদেশ পাইয়া কবি গ্রন্থ-রচনায় উদ্যত হইলেন।

পুষ্পদত্ত সাধু পাটনে যাইবে। ডিঙ্গা তৈয়ারী করিতে হইবে। বাউল্যা রতাইকে কাঠ কাটিয়া আনিতে আদেশ করিল। ছয় ভাই ও প্রধান পুত্রকে লইয়া রতাই কাঠ আনিতে গেল।

ভুলবশতঃ দক্ষিণরায়ের বৃক্ষ কাটিয়া ফেলায় ছয় ভাইকে বাঘে খাইল। অবশেষে পুত্রবলি দিয়া ভাইদের ও পুত্রের প্রাণ ফিরিয়া পাইল। দক্ষিণরায়ের জয়গান করিতে করিতে সকলে কাঠ লইয়া ঘরে ফিরিল।

এইবার ডিঙ্গাপ্রস্তুতের পালা। ভগবানের আদেশে বিশ্বকর্মা ও হনুমান্ আসিয়া রাতারাতি ডিঙ্গা নির্মাণ করিয়া দিয়া গেল। সাধু গেল রাজার নিকট বিদায় মাগিতে। বার বার নিষেধ সত্ত্বেও সাধুর জিদ দেখিয়া রাজা সম্মতি দিলেন। মা দক্ষিণরায়ের পূজা করিয়া আশীর্বাদ চাহিয়া লইল। তারপর গর্ভকবচ সঙ্গে দিয়া সন্তানকে বিদায় দিল। সপ্তডিঙ্গা সাজাইয়া সাধু পাটনের অভিমুখে যাত্রা করিল।

বহুস্থান অতিক্রম করিয়া সপ্ততরী খনিয়ায় পৌছিল। এখানে সাধুর অনুরোধে কর্ণধার দক্ষিণরায় ও গাজির সংঘর্ষ ও ভগবানের মধ্যস্থতায় সন্ধির কাহিনী বিবৃত করিল। তারপর বহু স্থান অতিক্রম করিয়া সাধুর তরী নানা দহ ছাড়াইল। অবশেষে রাজদহে আসিয়া দক্ষিণরায়ের মায়ায় সাধু সমুদ্রমাঝে পুরী দেখিল।

তুরঙ্গপাটনের রাজা সুরথ। সাধু তাঁহার নিকট সমুদ্রে পুরী দেখার কথা বলিল। রাজার আদেশে সাধু পুনর্বার তাঁহাকে পুরী দেখাইতে উদ্যত হইল, কিন্তু পারিল না। ক্রুদ্ধ রাজা তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। সাধু দক্ষিণরায়ের উদ্দেশ্যে চৌতিশা স্তব করিলেন। দক্ষিণরায় সদয় হইয়া ব্যাঘ্রবাহিনী প্রেরণ করিলেন। রাজসৈন্যের নিকট ব্যাঘ্রবাহিনী পরাজিত হওয়ায় দক্ষিণরায় স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সুরথ রাজাকে পরাস্ত ও নিহত করিলেন। রাণীর কান্নায় দক্ষিণরায় সদয় হইয়া রাজাকে বাঁচাইয়া দিলেন। সৈন্যসামন্ত সকলে বাঁচিয়া উঠিল।

পুষ্পদত্ত সাধু মুক্তি পাইয়া পিতার অনুসন্ধানে রত হইল। কারাগারে পিতার সন্ধান মিলিল। পিতাপুত্রে পরিচয়াদির পর রাজকন্যার সহিত পুষ্পদত্তের বিবাহ হইল। তারপর পিতা ও স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া পুষ্পদত্ত দেশে ফিরিল। সেখানে মহা ধুমধামের সহিত দক্ষিণরায়ের পূজা দিল। তারপর গ্রন্থ খণ্ডিত।

গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা অংশে স্বপ্নে দক্ষিণরায় কবিকে বলিয়াছেন—

মুনিমুখে শুনিয়া নৃপতি প্রভাকর।
সদাশিব সেবিয়া পাইল পুত্রবর॥
আপুনি হইনু গিয়া তাহার নন্দন।
বসাইল নররাজ্য কাটিয়া কানন॥
বিবাহ করিনু ধর্ম্মকেতুর কুমারী।
দম্পতী কৈলাসে গেনু যোগে তনু ছাড়ি॥
হরবর দক্ষিণের ঈশ্বর হইয়া।
প্রথমে লইল পূজা পাটনে ছলিয়া॥

কালুরায় পাঠাইল হিজলি সহরে।
না মানে আমার তরে নরসিংহ নরে ॥
মারিয়া তাহার পুত্র দিনু জিয়াইয়া।
যতনে পূজিল বহু বলিদান দিয়া ॥

গ্রন্থের প্রথমাংশেই এ-সকল ঘটনা থাকিবার কথা, কিন্তু গ্রন্থে ইহাদের সন্ধান মেলে না। তবে কি কবি পরে তাঁহার পরিকল্পনা পাণ্টাইয়াছিলেন ?

রায়মঙ্গলে উল্লিখিত বাঘ ও বাঘিনীর নাম ঃ—

[ক] বাঘ :—(১) বড়খাঁ গাজীর দলে—

কালানল, হোগলবুনিয়া, কাগুয়া বাঘরোল, ঘুস্থলে, গামালে, সিসিরি, হিসিরা, দাউদিয়াখান, অসিনিকুন্তা, টঙ্গভাঙ্গা, তাতাল্যা, তুঙ্গষদা, মর্ম্মদা, স্থর্মদা, নাটুয়া, পাটুয়া, হুঘর্যা, স্থঘর্যা, স্বম্বর্যা, বেতরাড়, দাবাড়্যা, কাছুয়া, বাটপাড়্যা, হুটিয়াঘোড়া, হুড়া, দারিয়া, ডুম্বরি, খোড়া, নাদাপেটা।

(২) দক্ষিণরায়ের দলে—লোহাজঙ্ঘ, রূপচাঁদা, মাস্থয়া, বেড়াজাল, বেকাল, বাজাল, বাতাল, বেতাল, উগ্রচণ্ড, প্রচণ্ড, অখণ্ড, দণ্ডধর, নাটুয়া, সাটুয়া, হুড়া, উল্যাদান, বলবন্ত, বুলবুল্যা, লোটাকান, উঠানি, পাথরা, প্রথরা, চিতি, চঞ্চলা, ধামলা, বিজনি, নেউলি, পাতা, হামলা, সামলা, গণ্ডগুলা, গুড়গুড়্যা, উড়নি, চড়াই, ফেটানাকা, পাটাবুকা, মটুকা, মুড়ই, জামলা, জোঝার, হীরা, বেড়াভাঙ্গা, বাটপাড়, হুড়ুকাখশালে, মাতাল্যা, তিতিল্যা, কালা, মটুকা, মসাল্যা।

[খ] বাঘিনী—

তোমরি, তোবলি, তিরি, তিবি, সাকিনি, ছাকিনি, হুকী, ঝমকি, চমকি, চিনি, তিনি, লকলকি, নাগিনী, গহনী, ধনী, ফণি, ফকফকি, উদামী, উদাম, দামি, চাতকি, চলনি, জাবক, পাবকমুখি, ঘোঘোর, ঘেরিণী, কিড়িমিড়ি, পাহিড়ি, হিড়িমি, কালি, ধলি, লাখেশ্বরী, শুমি, বুবি, ডাগর, ডোগর, গলগলি, খটাস, সাড়ীআল, উধ, পালবাঁধা, মাচবাঘরোল, বিলকাঁধা, বিজনি, উড়ানচড়াই।

স্থন্দরবনের নিকটবর্ত্তী এই গ্রামগুলি ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত বলিয়া

উল্লিখিত—বালাণ্ডা, কালিয়া, পাইঘাটী, মেদনমল্ল, বরিদহাটী, ময়দা, বেয়লা, মাগুরা।

সাধারণতঃ বাঘ ও বাঘিনীদের নামের কোন অর্থ পাওয়া যায় না, তবে কোন কোন বাঘের নাম হইতে তাহার বাসস্থান অথবা গুণাগুণ নির্ণয় করা যায়। যেমন কাশুয়া বাঘরোল মানে কাশবনের গোবাঘা। হুড়কাখশালে বাঘের গুণ গোপনে হুড়কা খসাইয়া ফেলা। লোটাকান বাঘের কান লুটাইয়া পড়িয়াছে। মাচবাঘরোল হইতেছে মাছখেকো বাঘ। বিলকাঁধা বাঘ সাধারণতঃ বিলের কাছে থাকে। তেমনি ফেটানাকা, পাটাবুকা, নাদাপেটা এই নামগুলির অর্থ স্পষ্ট।

বাংলার ব্যাঘ্রদেবতা

মানব-সভ্যতার আদিযুগে কোন কোন মানব-সমাজে বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের পূজার প্রচলন ছিল। তখন মানুষ হয় বনের মধ্যে, না হয় বনভূমির কাছাকাছি অঞ্চলে বাস করিত। হিংস্র জন্তুর হাতে বিপদের সম্ভাবনা ছিল খুব বেশী। এই বিপদের ভয় হইতেই সে প্রথমে পশুপূজা আরম্ভ করে। প্রাচীন সমাজে কৌলিক অভিজ্ঞান (Totem) হিসাবেও জন্তু-জানোয়ারের সম্মান ছিল খুব বেশী। এক গোষ্ঠীর মানুষ অন্য গোষ্ঠী হইতে বিশেষ জন্তুর নাম ধরিয়া সহজেই নিজেকে পৃথক্ করিয়া লইতে পারিত। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পশু ও মানবের এই সম্পর্ক ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া আসিয়াছে। তবে মানবসমাজ হইতে সেদিনকার পশুপূজার চিহ্ন একেবারে মুছিয়া যায় নাই। আর্য-সমাজের বাহিরে, সভ্যসমাজজীবন হইতে দূরে বন্য অনার্যজীবনে এখনও পশুপূজার পরিচয় লুপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে আর্যগণ অনার্যদের সরাইয়া দিয়া ভূখণ্ড অধিকার করিলেও অনার্যদের সমস্ত কিছু হইতে নিজদিগকে পৃথক্ করিয়া রাখিতে পারে নাই। প্রাচীন দেবতাগণের কঠোর প্রকৃতির মূলে পূর্বতন পশুদেবতারই প্রভাব দেখা যায়। আর্যদেবতা-গণের পশুবাহন পশুপূজার প্রভাবের আর একটি প্রমাণ। হিন্দুর সমাজজীবনে প্রত্যেক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেও তাহার পরিচয় ছড়াইয়া রহিয়াছে। অনেক অনার্য-দেবদেবীকেও পরে আর্যগণ আপন দেব-

সমাজে স্থান দিয়াছে। আর্যপুরাণ-গ্রন্থে ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা প্রভৃতি দেবতা সম্মানের আসন অধিকার করিয়া লইয়াছে। শুধু বাংলার ব্যাঘ্রদেবতা এখনও পুরাণবহির্ভূত অনার্য-দেবতারূপেই বর্তমান রহিয়াছেন।

বাংলায় আর্যদের আগমনের পূর্বে অষ্ট্রিক, মোঙ্গল, দ্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্যেরা বাস করিত। অষ্ট্রিক-মোঙ্গল জাতির লোকেরা একপ্রকার ব্যাঘ্র-মানব দেবতার পূজা করিত।[১] বাংলার বর্তমান ব্যাঘ্রদেবতা খুব সম্ভব এই সূত্র ধরিয়াই সৃষ্ট হইয়াছেন। বাহনরূপে বাঘের পরিচয় খুব প্রাচীন কালেও পাওয়া যায়। মহাযান তান্ত্রিক দেবতা মঞ্জুশ্রীর বাহন ছিল বাঘ। লোকনাথ দাসের সীতাচরিত্র-গ্রন্থে একটি ফকিরকে বাঘের পিঠে চড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায়। বাংলায় যে-সকল ব্যাঘ্রদেবতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের সহিত অর্বাচীন ঐতিহাসিক পরিচয় জড়িত হইয়া আছে। প্রচলিত ব্যাঘ্র-দেবতার পূজার সহিত আরও অনেক পূজা অথবা সংস্কারের ধারা আসিয়া মিলিয়াছে। ইহার খ্যাতি যে খুব বেশী দিনের নয়, কয়েকটি কারণ হইতে তাহা অনুমিত হয়। প্রথমতঃ কোন ইতিহাস অথবা অন্য কোন দেবদেবীর গ্রন্থে ব্যাঘ্রদেবতার উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়তঃ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের গ্রন্থে যে নদীপথের বর্ণনা আছে, সেই নদীপথেই রায়মঙ্গলেও বাণিজ্যযাত্রা বর্ণিত হইয়াছে। মুকুন্দরাম নদীতীরবর্তী অনেক স্থানের উল্লেখ করিলেও ব্যাঘ্রদেবতার মাহাত্ম্যসূচক কোন স্থানের উল্লেখ করেন নাই। তৃতীয়তঃ কোন খুব প্রাচীন ব্যাঘ্রদেবতার মাহাত্ম্যসূচক গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

পাশ্চাত্য বণিকগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবন প্রভৃতি অঞ্চলে গতায়াত বৃদ্ধি পায়। মধু ও লবণ সংগ্রহকারী বণিকেরা দলে দলে এই অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া সুন্দরবনের হিংস্রতম জন্তু বাঘের সম্মুখীন হয়। বনে যাতায়াত এবং বন কাটার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনের কাছাকাছি অঞ্চলে বাঘের উৎপাত বাড়ে। ফলে নিকটবর্তী অঞ্চলের লোকেদের কৃষিকার্যেরও বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। খুব সম্ভব ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী হইতে এই কারণে দক্ষিণবঙ্গে ব্যাঘ্রদেবতার

---

১ ইসলামি বাংলা সাহিত্য—ডাঃ সুকুমার সেন (পৃঃ ৯৫)

পূজার অত্যন্ত বেশী প্রচলন আরম্ভ হয়। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের ব্যাঘ্র-দেবতার পূজার স্থানগুলিতে এক সময় খুব অরণ্য ছিল। এই অঞ্চলে প্রচলিত ব্যাঘ্রদেবতার ছড়াগুলিতে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাসের ছাপ রহিয়াছে। সুতরাং এখানেও ব্যাঘ্রদেবতার পূজার সূত্রপাত খুব বেশী দিন হয় নাই।

ব্যাঘ্রদেবতার পূজা পরবর্তী কালের হইলেও সাধারণ পশুদেবতার পূজা যে বহু পূর্বে প্রচলিত ছিল, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী কতকাংশে বনদেবী। তিনি বনচারী কিরাত কালকেতুকে সাহায্য করিয়াছেন। আবার খুল্লনাও বনে ছাগল চরানোর সময় তাঁহার সাহায্য পাইয়াছে। ব্যাধের অত্যাচারে উৎপীড়িত পশুকুলকে তিনি আশ্রয় দিয়াছেন। পশুরা সকলে অকপটে আপন-আপন সুখদুঃখের কথা তাঁহাকে জানাইয়াছে, তিনিও প্রত্যেকের সুস্পষ্ট কর্মবিভাগ করিয়া দিয়া তাহাদের বন্য-জীবনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পশুসমাজের দেবতাই পরে বিশেষ একটি পশুর দেবতায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। পাঁচালী কাব্যে যে ব্যাঘ্রদেবতার পরিচয় পাই, তাহাতে দেখি, তিনি যেমন বাঘের কবল হইতে মানুষকে রক্ষার দেবতা, তেমনি তিনি বাঘেরও দেবতা। বাঘেরাও তাঁহার নিকট তাহাদের সুখদুঃখের কথা বলিয়াছে। তাহারা তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র। তাঁহার আহ্বানমাত্রেই তাহারা তাঁহার হইয়া যুদ্ধ পর্যন্ত করিতে আসিয়াছে। ব্যাঘ্রদেবতার এই বাঘের উপর প্রভুত্বের রূপটি সম্পূর্ণরূপে বনদেবীরই পরবর্তী উত্তরাধি-কারী। অপর অংশগুলি কালের গতিতে পরে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে।

বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাঘ্রদেবতার সহিত ভারতবর্ষের অপর কয়েকটি অঞ্চলে প্রচলিত ব্যাঘ্রদেবতার কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। (ক) বাংলার লোকে বাঘের পূজা করে না। এখানে বাঘ ও বাঘের দেবতা পৃথক্। ব্যাঘ্রদেবতার মূর্তিগুলি প্রায়ই মনুষ্য-রূপী। পশুজগতের উপর মানবসমাজের প্রাধান্যেরই ইহা সূচক বলিয়া মনে হয়। মধ্যভারত, কর্ণাট প্রভৃতি অঞ্চলে লোকে বাঘেরই পূজা করিয়া থাকে।[১] এই পূজকেরা প্রায়ই পাহাড়ে, বনে-জঙ্গলে

১ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য্য (পৃঃ ৬৯৩)

অনার্যজীবন যাপন করে। বাংলার ব্যাঘ্রদেবতা সভ্যতর মানবসমাজে স্থান করিয়া লইয়াছে। ভদ্র সভ্যগৃহস্থেরাও তাঁহার পূজায় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। (খ) বহির্বাংলায় অনেক স্থলে বাঘ totem বা কৌলিক অভিজ্ঞানরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।[১] বাংলার ব্যাঘ্র-দেবতা একটি বিশেষ দেবতামাত্র। জাতি বা গোষ্ঠীগত অভিজ্ঞান হিসাবে ইহার প্রচলন নাই।

দক্ষিণবঙ্গেই ব্যাঘ্রদেবতার সংখ্যা বেশী। এ অঞ্চলে প্রচলিত ব্যাঘ্র-দেবতা তিনটি—হিন্দুপূজিত দক্ষিণরায় এবং মুসলমানপূজিত বড়খাঁ গাজী, অথবা মোবারক গাজী ও বনবিবি। উত্তরবঙ্গে রংপুর-অঞ্চলে প্রচলিত ব্যাঘ্রদেবতার নাম সোনারায়। পাবনা জেলার পীর সোনারায় ইহারই মুসলমান সংস্করণ। ময়মনসিংহ জেলায় প্রচলিত ব্যাঘ্রদেবতা বাঘাই, গাজী সাহেব ও শালপীন পীর।

অধিকাংশ ব্যাঘ্রদেবতারই পৌষ-সংক্রান্তির দিন পূজা হইয়া থাকে। প্রায় সকলেরই পূজার প্রধান উপকরণ ধান্য অথবা চাউল। কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল-গ্রন্থে দক্ষিণরায়ের পূজার বিবরণ এইভাবে দেওয়া হইয়াছে—

নৈবেদ্য বাড়াইয়া দিল কনকের থালে।
ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু অপূর্ব্ব সকলে ॥ ইত্যাদি

নৈবেদ্যতে নিশ্চয়ই চাউল দেওয়া হইত। সোনারায়ের পূজার উপকরণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে তাঁহার ছড়ায় বলা হইয়াছে—

সোনারায়ের দক্ষিণালাগে ভরণ-কুলা ধান।
সোনার নয় বুড়ি কড়ি গুয়া পঞ্চখান ॥[২]

বাঘাই প্রভৃতি ব্যাঘ্রদেবতার পূজাতেও যে চাউল লাগিত, রাখালগণের ভিক্ষাগ্রহণ হইতে তাহা মনে হয়। পিষ্টক ইহাদের পূজার একটি প্রধান উপকরণ। চাউলের অর্ঘ্য ও পৌষ-সংক্রান্তির দিনে পূজা হইতে

১ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য্য (পৃঃ ৬২৪)

২ **Journal of the Department of Letters—Vol. VIII (1922), (pp. 141-172). "On the cult of Sonārāya in Northern Bengal"—By Sarat Ch. Mitra, M.A.**

মনে হয়, ব্যাঘ্রদেবতা আদৌ ক্ষেত্রপাল বা কৃষিদেবতা ছিলেন। কৃষি-প্রধান দেশে বহু পূর্ব হইতে অনেক কৃষি বা শস্যদেবতা ছিলেন, তাঁহাদেরই কেহ হয়তো রূপান্তরিত হইয়া ব্যাঘ্রদেবতায় পরিণত হন। বনভূমির প্রান্তদেশে গোচারণে ও কৃষিক্ষেত্রে বাঘের উপদ্রব হইতে রাখাল ও কৃষকের নিকটই ব্যাঘ্রদেবতার সম্মান অত্যন্ত বেশী। বস্তুতঃ উত্তর ও পূর্ববঙ্গে রাখালেরাই ব্যাঘ্রদেবতার পূজা করিয়া থাকে।

উত্তরবঙ্গের সোনারায় মানুষের আরও নানাবিধ উপকার করিয়া থাকেন—

ধন্য ঠাকুর সোনারায় গিরস্তক দে তুই বর।
ধনে বালিসে বারুক গিরি পুরুক ভাণ্ডার॥
গোয়াইলেতে বারুক গরু ভাণ্ডারে বারুক ধন।
দেওয়ালে দরবারে গিরি পাউক ফুলপান॥[১]

সোনারায়ের ছড়ায় দুইবার মোগল-সৈন্যের সহিত সোনারায়ের সংঘর্ষ ও পরিশেষে মোগল-সৈন্যের নিপাতের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই ঘটনা হইতে দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। (ক) এক সময়ে মোগল-সৈন্যের অত্যাচারে গ্রামজীবনের শান্তি ব্যাহত হইয়াছিল। গ্রামবাসীদের রক্ষার দেবতা হিসাবে সেদিন লোকে সোনারায়ের পূজা আরম্ভ করে। সুতরাং সোনারায় একাধারে বাঘের ও মোগল-সৈন্যের হাত হইতে রক্ষাকর্তা দেবতা। (খ) মোগল-সৈন্যের দুইবার উল্লেখ হইতে সোনারায়ের অর্বাচীনত্বই প্রমাণিত হইতেছে।

সোনারায়ের সহিত ধর্মঠাকুর ও বৈষ্ণবধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়। সোনারায়ের মা নন্দরাণী স্বামীকে বলিতেছে—

নন্দরাণী বোলে প্রভু কান্দ কি কারণ।
ধর্মের সেবা করিতে লাগে কতক্ষণ॥
মুই যদি গোয়ালার মেয়ে এনাম ধরাঁও।
ধরমের সেবা করি পুত্রবর নেঁও॥[২]

১ **Journal of the Department of Letters—Vol. VIII (1922), (pp. 141-172). "On the cult of Sonārāya in Northern Bengal"—By Sarat Ch. Mitra, M.A.**

২ **Do.**

পূজার পর যেই—

উর্দ্ধমুখ হইয়া নারী নিঃশ্বাস ছাড়িল।
শ্বেতমাছি হইয়া কৃষ্ণ গর্ভে প্রবেশিল॥[১]

ঘটনাটি বুদ্ধের জন্মের পূর্বে তাঁহার মাতার গর্ভে হস্তী প্রবেশের চিত্রটি স্মরণ করাইয়া দেয়। সোনারায় পরম বৈষ্ণব—

বাড়ী বাড়ী বেড়ায় ঠাকুর হরিনাম দিয়া॥
হরির নাম দিয়া ঠাকুর চলিয়ে যায়।
যত মোগলের ফৌজ ঘাঁটাত না পায়॥[২]

পাবনা জেলার পীর সোনারায় ব্রাহ্মণসন্তান।

উত্তর থেকে আল একই বামন পণ্ডিত,
বামনের নামটি 'তরিপত্র' বামনির নামটি 'খাজা'
সেই না ঘরে জন্ম নিল সোনারা এল রাজা।[৩]

সোনারায় এখানে রাজা। মনে হয় ইনি কোন পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারীর পরবর্তী দেবসংস্করণ। এক সময়ে হয়তো কোন পরাক্রান্ত জমিদার মোগল-সৈন্যের সহিত লড়িয়া প্রজাসাধারণের অশেষ উপকার করিয়াছিলেন, তাঁহার ঐতিহ্যটুকু ব্যাঘ্রদেবতার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। রংপুরের সোনারায় ও পাবনার পীর সোনারায় মূলে একজন দেবতাই ছিলেন। পীর সোনারায় যে পরবর্তী সৃষ্টি, তাঁহার মধ্যে হিন্দুমুসলমানের মিলন হইতে তাহাই প্রমাণিত হয়। একবার সোনারায় কেশব নামের একটি বণিককে তাহার বাণিজ্যতরীতে করিয়া নদী পার করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। কেশব অস্বীকৃত হওয়ায় সোনারায় ঝড় তুলিয়া নৌকাটি ডুবাইয়া দেন। নৌকায় কোরান ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ ছিল। পরে

১ Journal of the Department of Letters—Vol. VIII (1922), (pp. 141-172). "On the Cult of Sonārāya in Northern Bengal"—By Sarat Ch. Mitra, M.A.

২ Do.

৩ Journal of the Dept. of Letters—Vol. VIII (1922), (pp. 173-206), "On the cult of Sonārāya in Eastern Bengal"—By Sarat Ch. Mitra, M.A.

আবার তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতাবলে নৌকাটি ভাসমান করিয়া দেন। অনুরূপ ঘটনার সন্ধান উত্তরবঙ্গে প্রচলিত একটি সত্যনারায়ণের পাঁচালীতেও মেলে।[১] হিন্দুবণিকের নৌকায় মুসলমান ধর্মগ্রন্থ এবং হিন্দুর ঔরসে মুসলমান পীরের জন্ম একটি হিন্দুমুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠারই উদ্দেশ্য বহন করিতেছে, নিঃসংশয়ে একথা বলা চলে।

ময়মনসিংহ জেলার বাঘাই যে একজন প্রকৃত ব্যাঘ্রদেবতা তাঁহার নাম হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। "রাখাল বালকগণ পৌষসংক্রান্তির পূর্বে দল বাঁধিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া "বাঘাইর বয়াত" নামে একপ্রকার কবিতা আবৃত্তি করিয়া ভিক্ষা করে। একজন প্রথমে কবিতা বলিয়া দেয় এবং পরে সকলে একস্বরে তাহা আবৃত্তি করে। কয়েকদিন এইরূপ ভিক্ষা করিয়া যাহা লাভ হয়, তদ্দ্বারা পিষ্টক, মিষ্টান্ন প্রভৃতির জন্য আবশ্যক দ্রব্যসমূহ ক্রয় করা হয়। পৌষ-সংক্রান্তির দিন কোনও বনের ধারে রাখাল বালকগণ সমবেত হয় এবং সেখানে পিষ্টক মিষ্টান্ন ইত্যাদি পাক হয়। খড়দ্বারা ত্রিভুজাকৃতি করিয়া একখানা কুলা তৈয়ার করা হয়। তাহাতে পিষ্টক ও মিষ্টান্নাদি সাজাইয়া বনের ধারে বাঘাইর উদ্দেশ্যে রাখিয়া আসা হয়। তারপর অবশিষ্ট পিষ্টক ও মিষ্টান্ন সকলে মিলিয়া পরমানন্দে ভোজন করে।"[২]

"বাঘাইর বয়াতে" অনেক বাঘের নাম পাওয়া যায়।[৩]

'গাজী সাহেব' ও 'শালপীন' বাঘের পীর বলিয়া পূর্ব-ময়মনসিংহের সর্বত্র পরিচিত।[৪] প্রবাদ আছে, গাজী কিংবা শালপীনের দোহাই দিলে যত বড় বাঘই হউক না কেন লেজ গুটাইয়া, মাথা নোয়াইয়া চলিয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান সকলেই গাজী ও শালপীনের নামে চাউল-পয়সা, দুধ, কলা দিয়া থাকেন। ময়মনসিংহ জেলা মুসলমান-প্রধান বলিয়া

---

১ Journal of the Dept. of Letters—Vol. VIII (1922), (pp. 173-206), "On the cult of Sonārāya in Eastern Bengal"—By Sarat Ch. Mitra, M.A.

২ সাহিত্য- পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৯, 'বাঘাইর বয়াত'—যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক।

৩ ঐ

৪ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৯, 'ময়মনসিংহের মুসলমান পরিবারের সিন্নী'—কামিনীকুমার কররায়।

দক্ষিণবঙ্গের বড়খাঁ গাজিই এখানে গাজীসাহেব নামে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। হিন্দু ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের পূজা শুধু দক্ষিণবঙ্গেই সীমাবদ্ধ।

পীর সোনারায় ও বাঘাই-এর আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। একটি গানে সোনারায় গোয়ালিনীকে বলিয়াছেন—

ছিকার উপর দধি থুইয়া পীরকে ভাঁড়ালি।[১]

গোয়ালিনী উত্তরে বলিয়াছেন—

আগে যদি জান্ত্যাম রে তুমি আমার পীর।
আগে দিতাম দুধকলা পাছে দিতাম ক্ষীর॥[২]

বাঘাইও বলিয়াছেন—

সোনারাম, সোনারাম, দধি আছে তর।[৩]

উত্তরে গোয়ালিনী 'নাই' বলিয়াছে। এই ঘটনাটি বৈষ্ণব-প্রভাব-প্রসূত বলিয়া মনে হয়।

ময়মনসিংহের গাজীসাহেব আবার গরুর দেবতাও।[৪]

চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণাংশে, হুগলীর দক্ষিণাংশে, খুলনায়, যশোহরে, নওয়াখালী ও সুন্দরবনে দক্ষিণরায়-দেবতার পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত। সাধারণতঃ বনজঙ্গলের মউল্যা, মলঙ্গী, পোদ, বাগদী, কাঠুরিয়া, শীকারী, বুনো, পাটনী (নৌজীবী) প্রভৃতি লোকেই ইহার পূজা করিয়া আসিতেছে। উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রগৃহস্থ-ঘরেও ইহার পূজা হইয়া থাকে। প্রাচীন বট, অশ্বত্থ, বিল্ব, নিম্বাদি বৃক্ষতলই ইহার আশ্রম। কোথাও মাটির ঢিবি, কোথাও সিন্দুরমণ্ডিত প্রস্তরখণ্ড, কোথাও বা দেবতার কল্পিত মুণ্ডমাত্র প্রতিমারূপে স্থাপিত। সুন্দরবনের প্রত্যেক নদী ও খালের তীরবর্তী প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন বৃক্ষতলেই এই দেবতার পূজা

---

১ Journal of the Dept. of Letters—Vol. VIII (1922), (pp. 173-206), "On the cult of Sonārāya in Eastern Bengal"—By Sarat Ch. Mitra, M.A.

২ Do.

৩ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৯, 'বাঘাইর বয়াত'—যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক

৪ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৯, 'ময়মনসিংহের মুসলমান পরিবারের সিন্নী'—কামিনীকুমার কররায়।

হয়। অনেকস্থলে বৃক্ষের শাখার উপরও দেবতার মুণ্ডমাত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। দক্ষিণরায় দেবতা মনুষ্যাকার বলিষ্ঠদেহ, মহিষাসুরের ন্যায় দাঁতখামাটিমারা, সিপাহী-বেশী, ব্যাঘ্রবাহন। সাধারণতঃ পৌষ-সংক্রান্তির দিন ইহার পূজা হইয়া থাকে। বারুইপুর, ধবধবে, কোদালিয়া, বহড়ুগ্রাম প্রভৃতি স্থলে বিশেষ ধুমধামের সহিত পূজা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গণেশের মন্ত্রে ও গণেশের ধ্যানোল্লেখে ইহার পূজা হয়। প্রচলিত প্রবাদ এই যে, পার্বতীপুত্র গণেশই এই দেবতা। দক্ষিণরায়ের মুণ্ডটি গণেশেরই মুণ্ড বলিয়া কথিত হয়। কোন কোন স্থলে দক্ষিণরায়ের সহিত কুম্ভীরারোহী কালুরায়ের মুণ্ডেরও পূজা হয়। কোথাও কোথাও ইহাদিগকে ক্ষেত্রপালরূপে পূজা করা হয়। অনেকে দক্ষিণরায় ও কালু-রায়কে শিবানুচর ভৈরব বলিয়া থাকে।[১]

দক্ষিণরায়ের সম্বন্ধে লেখা তিনখানি পাঁচালির সন্ধান মিলিয়াছে। কৃষ্ণরাম দাস, হরিদত্ত ও রুদ্রদেব রায়মঙ্গল গ্রন্থগুলির লেখক। কৃষ্ণরাম তাঁহার মাহাত্ম্য এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

নল নাল মধু আর সর্ব্ব তুয়া অধিকার
মউল্যা মলঙ্গী করে সেবা।
যত দ্রব্য চলে নায় বাইচ ভাউলে যায়
রায় বিনা বর দেয় কেবা॥
পূজা করে একমনে কাষ্ঠ কাটে গিয়া বনে
বাহুল্যা বাহুল্যা কত ঠাঞী
পাইলে নাহিক খায় বাঘেরা বিমুখ যায়
তোমার কৃপায় ভয় নাঞি।[২]

চব্বিশ পরগনা জেলার স্থানে স্থানে বড়খাঁ গাজী বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা-সহকারে পূজিত হইয়া থাকেন। হিন্দুমুসলমান সকলেই তাঁহার পূজা করে। চব্বিশ পরগনা জেলার মেদনমল্ল পরগনায় এক সময়ে গভীর জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলে বহু হিংস্র জন্তু বাস করিত। প্রবাদ আছে যে, এই জঙ্গলের এক প্রান্তে বসরা (বাঁশড়া) নামক স্থানে মবরা গাজী

১ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৩ সংখ্যা, ব্যোমকেশ মুস্তফীর "রায়মঙ্গল" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২ কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' গ্রন্থ দ্রঃ

(Mobrah Ghazi) নামে এক ফকির বাস করিতেন।[১] শিয়ালদহ হইতে ক্যানিং যাইবার পথে 'ঘুটিয়ারী সরিফ' এখনও মোবারক গাজীর মোকাম-রূপে প্রসিদ্ধ।[২] মোবারক গাজী এক সময় অশ্বপৃষ্ঠে সর্বদা জঙ্গলের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়া বনের জন্তুদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মদন রায় নামে এক জমিদার নবাব-কর্তৃক খাজনার দায়ে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। জমিদারের মায়ের কান্নায় ফকির ব্যাঘ্রবাহিনীর সাহায্যে তাঁহার উদ্ধার-সাধন করেন। তদবধি তিনি দেবতারূপে পূজা পাইয়া থাকেন। ১৩৩৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে "গাজী সাহেবের গান" প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহিনী-অংশে কিছু ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থ হইতে তখন নবাবের কর্মচারিগণ সাধারণের উপর কিরূপ অত্যাচার করিত, জমিদারেরাও কিরূপ খাজনা বাকী ফেলিতেন, মুসলমান ফকিরগণের হিন্দু-মুসলমান সকলের উপর কিরূপ প্রভুত্ব ছিল, হিন্দু বড়লোকেও মুসলমান পীর ও গাজীকে কিরূপ সম্মান করিতেন প্রভৃতি জানিতে পারা যায়। মনে হয়, এক সময় নবাব-বাদসাহের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য ধনী জমিদারেরা মুসলমান ফকিরদের দ্বারস্থ হইতেন, মোবারক গাজী তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। মোবারক গাজী ও বড়খাঁ গাজী মূলতঃ একই দেবতা। উভয়েই গাজী অর্থাৎ যোদ্ধা। এই যুদ্ধক্ষমতা যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত তখন তিনি বড় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ খাঁ গাজী, আর যখন শুধু অপরের কল্যাণ সাধনই লক্ষ্য তখন তিনি মোবারক অর্থাৎ মঙ্গলকামী গাজী। মোবারক গাজীর পুত্রের নাম দুখে। তাঁহাকে বহু জায়গায় বাবাজী ও বাবা নামেও সম্বোধন করা হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই যে তিনি শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন, ইহা হইতে তাহা প্রমাণিত হয়।

সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে এমন কি পশ্চিমবঙ্গেও নানাস্থানে বনবিবি পূজা পাইয়া থাকেন। তাঁহার নামে প্রচলিত পাঁচালী-কাব্যের নাম

১ Bengal District Gazetteer—24 Parganas—By L. S. S. O'malley (Page 74).

২ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, "গাজী সাহেবের গান"—নগেন্দ্রনাথ বসু।

"বনবিবির জহুরানামা"।[১] মনে হয়, বনদেবী মঙ্গলচণ্ডীর অনুকরণেই স্থষ্ট। সকল ব্যাঘ্রদেবতা অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারই তাঁহার নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলির লক্ষ্য। বনবিবিও 'দুখে' নামক হিন্দু বালককে সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

দক্ষিণবঙ্গের ব্যাঘ্রদেবতাগুলি শুধু ব্যাঘ্রদেবতাই নহেন, সুন্দরবন-অঞ্চলের সমস্ত বনজ সম্পদেরও দেবতা। দক্ষিণরায় আবার বাণিজ্য-দেবতাও। রায়মঙ্গল-গ্রন্থে সাধুর বাণিজ্য-যাত্রা তাঁহারই সহায়তাতেই সংঘটিত হইয়াছে।

দক্ষিণবঙ্গে প্রচলিত ব্যাঘ্রদেবতার মহিমাস্থচক গ্রন্থগুলিতে হিন্দু ও মুসলমান ব্যাঘ্রদেবতায় সংঘর্ষ বর্ণিত হইয়াছে। মুসলমান কবির কাব্যে প্রায়ই হিন্দুদেবতার পরাজয় ও হিন্দুর লাঞ্ছনার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু কবির গ্রন্থে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সাধনের প্রয়াস লক্ষিত হয়। এই সংঘর্ষ ও মিলনের মধ্যে তৎকালীন কোন ইতিহাস লুকাইয়া আছে বলিয়া মনে হয়। দক্ষিণরায়কে আঠারোভাটীর অধীশ্বর বলা হইয়াছে। ভাটীর অর্থ নিম্নভূমি। খুব সম্ভব তাঁহার সহিত সুন্দরবনের নিম্নভূমি অঞ্চলের কোন এক হিন্দু রাজার স্মৃতি জড়াইয়া আছে। ভাটীর অধিকার লইয়া মুসলমানগণের সহিত এই হিন্দুরাজার সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষে 'কালুরায়' অর্থাৎ অপর একজন ভূম্যধিকারী মধ্যস্থ হইয়া মিটমাট করিয়া দেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় দেবতার কাব্যেই কালুরায় এইজন্যই বোধহয় সমভাবে আদৃত হইয়াছেন। মুসলমানের বিজেতা মনোভাব কাটে নাই, কিন্তু হিন্দু-মনে ধীরে ধীরে মিলনের কামনা জাগিয়াছে। দক্ষিণবঙ্গের ব্যাঘ্র-দেবতার পাঁচালীগুলি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর এই হিন্দু-মুসলমান মনোভাবেরই পরিচয় বহন করিতেছে।

কৃষ্ণরামের শীতলামঙ্গল

কৃষ্ণরাম দাসের 'শীতলামঙ্গল' তিনটি পালায় বিভক্ত—মদন দাস জগাতির পালা, কাজির পালা ও হৃষীকেশ সাধুর উপাখ্যান।

মুড়াঘাটের শুল্ক আদায়ের কাজ করে মদন দাস। বসন্তরায়

---

১ ইসলামি বাংলা সাহিত্য—পৃঃ ৮২

তাহাকে ছলনা করিবার নিমিত্ত ব্যাপারীর বেশে ঘাটে হাজির হইলেন। বিভিন্ন রোগে পণ্য-সামগ্রীর আকার ধারণ করিল। বলদের পৃষ্ঠে সামগ্রীগুলি চাপাইয়া মদন দাসকে কিছু না বলিয়া বসন্তরায় নদী পার হইতে উদ্যত হইলেন। পাইক-পেয়াদা লইয়া মদন দাস তাঁহার পথ আগলাইল। প্রথমে বচসা, তারপর উভয়পক্ষে গালাগালি শুরু হইল। অবশেষে মদনের আদেশে পেয়াদা বসন্তরায়ের সামগ্রীগুলি লুটিয়া লইল। কিন্তু সেগুলি ভোগ করিতে হইল না। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ভোগ করিবামাত্রই সকলে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইল। স্বয়ং মদন দাস রোগযন্ত্রণায় পরিত্রাহি ডাকিতে লাগিল।

কৃপাপরবশ হইয়া পুনরায় বসন্তরায় হাজির হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। তাঁহার কৃপায় সকলে রোগমুক্ত হইল, তারপর মহা-আড়ম্বরে শীতলার পূজা করিল।

স্বর্গে শীতলাদেবীর কানে গেল, সারা পৃথিবীতে কেবল দুইজন তাঁহার পূজা করে না। একজন মুসলমান কাজি, অপরজন হইতেছেন উজানি নগরের রাজা চন্দ্রশিখর। প্রথমে শীতলাদেবী কাজিকে শিক্ষা দিতে উদ্যত হইলেন। সমস্ত ব্যাধিকে হাজির করা হইল। তারপর ব্যাধির দলবল লইয়া বসন্তরায় কাজির পাড়া আক্রমণ করিলেন। কাজির পাড়ায় হাহাকার পড়িয়া গেল। মানুষ-পশু সকলেই আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হইল, কেহ বা প্রাণ হারাইল। স্বয়ং কাজির অবস্থা হইল অতীব শোচনীয়। প্রথমে জ্বরবান বৈদ্যের বেশে আসিয়া ছলনা করিয়া গেল, তারপর ব্রাহ্মণ-বেশে আসিয়া নানাভাবে তিরস্কৃত করিয়া রোগ সারাইয়া দিল। রোগমুক্ত কাজি পরমভক্তিভরে শীতলার পূজা দিল।

চন্দ্রশিখরের কাহিনী বৈচিত্র্যপূর্ণ।

রাজসভায় হৃষীকেশ সাধুর ডাক পড়িল। রাজার শীতলাপূজা করিবার ইচ্ছা। হিরণ্যপাটন হইতে মাণিক সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে। ঘরে বৃদ্ধ পিতামাতাকে রাখিয়া সাধু হিরণ্যপাটন অভিমুখে যাত্রা করিল। অনেক দেশ ও দহ অতিক্রম করিয়া সাধুর তরী মায়াদহে প্রবেশ করিল। এখানে শীতলা সমুদ্রমাঝে পুরী নির্মাণ কবিয়া সাধুকে ছলনা করিলেন। হিরণ্যপাটনে চন্দ্রশিখর রাজার নিকট সমুদ্রমাঝে পুরীর বৃত্তান্ত বলিয়া বিপদে পড়িল। সাধুর চৌতিশা স্তবে কৃপাপরবশ

হইয়া শীতলা প্রথমে রাজাকে স্বপ্নাদেশ দিলেন। রাজা স্বপ্নাদেশ না মানায় ব্যাধির দল লইয়া রাজপুরী আক্রমণ করিলেন। ব্যাধির যন্ত্রণায় রাজার চেতনা হইল। সাধুকে মুক্তি দিয়া তাহার হাতে কন্যা সমর্পণ করিলেন। সাধু নির্বিঘ্নে দেশে ফিরিল।

কৃষ্ণরামের শীতলামঙ্গলে নিম্নলিখিত রোগগুলির নাম পাওয়া যায়—কামলা, গলগণ্ড, কোরণ্ড, সন্নিপাত, বাত, উদরি, ফোঁড়া, গোদের বোঁজ, কুষ্ঠ, ঝেলো, অগ্রমাস, পীলে, হাম, বসন্ত, কালপৌচি, ধুকার বসন্ত, মাসকলাই বসন্ত, মন্দাগ্নি, পুটৌনজাল, কাস, কপ, গোদ, কুমারি, মোরগী ব্যাধি, জরবান।

বাংলায় শীতলাপূজার উৎপত্তি

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবেই মানুষ কাল্পনিক বস্তুর সহিত কার্যকারণ যোগসূত্র স্থাপন করে। সাধারণতঃ অত্যধিক ভয়ই এই সম্বন্ধ স্থাপনের মূলে প্রেরণার সঞ্চার করিয়া থাকে। অধিকাংশ লৌকিক দেবতারই এইভাবে সৃষ্টি হইয়াছে। এক সময় বসন্ত-রোগের কারণ ও উপশমের উপায় নির্ণয় করিতে না পারিয়া মানুষ শীতলা দেবীর সৃষ্টি করিয়াছিল। পিচ্ছিলাতন্ত্রে ও স্কন্দপুরাণে এই দেবতা স্থান পাইলেও আসলে ইনি আর্যেতর সমাজের দেবতা। ভারতের বিভিন্ন স্থলে শীতলাদেবীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন নামে। কেবল দাক্ষিণাত্যের শীতলম্মাদেবীর সহিত শীতলা নামের মিল দেখা যায়।

ষষ্ঠী, শীতলা ও লক্ষ্মীর সম্বন্ধে পাঁচালি-সাহিত্য প্রায় একই সময়ে রচিত হইতে আরম্ভ হয়। সাহিত্যের বিষয়বস্তু হইবার বহুপূর্ব হইতেই ষষ্ঠী ও লক্ষ্মী সাহিত্যে সসম্মানে উল্লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু শীতলার সেরূপ উল্লেখ দেখা যায় না। মনে হয়, লক্ষ্মী ও ষষ্ঠীর সহিত আদিম কৃষি-সমাজের যোগ থাকায় তাহারা যত তাড়াতাড়ি সভ্য সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, শীতলা সেরূপ পারে নাই—'শীতলা' শব্দটি অনার্য। শীতলার মূর্তি-পরিকল্পনার মধ্যে অনার্য ছাপই সুস্পষ্ট। বর্তমানেও শীতলার পূজারী ব্রাহ্মণগণ গ্রহবিপ্র এবং সাধারণতঃ নিম্নতর সমাজেই শীতলা-দেবীর সমধিক প্রভুত্ব। পিচ্ছিলাতন্ত্রে, স্কন্দ-পুরাণে ও স্তবকবচমালায় শীতলার ধ্যানে মূর্তির নিদর্শন থাকিলেও

সাধারণতঃ শিলাখণ্ডেই শীতলার পূজা করা হয়। প্রস্তরে পূজা অনার্য সংস্কারেরই দ্যোতক। শীতলার মূর্তি কল্পনা পরবর্তী কালের।

ময়ূরভঞ্জে ধর্মের মন্দিরের সংলগ্ন যে শীতলামূর্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত পিচ্ছিলাতন্ত্রে বর্ণিত শীতলার ধ্যান ও মূর্তির সাদৃশ্য দেখা যায়।[১] নেপালে প্রায় প্রত্যেক ধর্মচৈত্যেই শীতলার মূর্তি দেখা গিয়াছে।[২] বাংলা দেশেও বহু স্থানে শীতলাতলা ও ধর্মরাজতলা সংলগ্ন। শীতলা ও ধর্মের এই সম্বন্ধ হইতে অনেকে শীতলাকে বৌদ্ধ হারীতীর সহিত এক বলিয়া মনে করেন। ধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের সম্বন্ধ থাকিলে হয়ত এইরূপ অনুমান অসঙ্গত হইত না। কিন্তু ধর্ম মূলতঃ সূর্য দেবতা।[৩] তাহা ছাড়া যে হারীতীর সহিত শীতলার সম্বন্ধ দেখান হয়, তাহার সহিত আদৌ বসন্ত-রোগের সম্বন্ধ ছিল কি না নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। হারীতী বস্তুতঃ শিশুমারীনিবারক এবং সন্তানদাত্রী দেবী। সে যক্ষিণী, কুবেরের স্ত্রী। তাহার মূর্তির সহিত শীতলার ধ্যানস্থ মূর্তিরও কোন সাদৃশ্য নাই। হারীতীর সহিত একাধিক সন্তানের বিদ্যমানতা লক্ষ্য করা যায়।[৪] পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন স্থলে শীতলা-মূর্তির সহিত সন্তান দেখা গিয়াছে। হারীতী ও ষষ্ঠীর প্রথম দিকের ক্ষতিকারক গুণের প্রভাব যে শীতলার উপর পড়িয়াছে, ইহা হইতে তাহাই মনে হয়।

বাংলা দেশে বহুস্থলে ধর্মতলা ও মনসাতলা একত্র সংলগ্ন। অনেক স্থলে মনসামূর্তিতেই শীতলাপূজা করার বিধি আছে। মনসা মূর্তির সহিত সন্তানের দেখা মিলিয়াছে।[৫] শীতলার সহিত সন্তানের যোগসূত্র এই ভাবেই স্থাপিত হইতে পারে। মনসার এক নাম কানি। ঋগ্বেদে (১০।১৫৫।১০) কানির দুর্ভাগ্যের প্রতীকরূপে উল্লেখ দেখা যায়। মনসার এই কানি রূপটিরই পরিণতি শীতলা। মনসা ও শীতলার মূর্তি

১ Mayurabhanja Archaeological Survey (Introduction)
By Nagendra Nath Bose, Page xcvi

২ ঐ

৩ বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ডাঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৪৯২

৪ History of Bengal—Vol. I, R. C. Majumdar, Page 461

এক হওয়ার মধ্যে এই ইঙ্গিতই রহিয়াছে। শীতলার ক্ষতিকারক বৈশিষ্ট্যটিও এই সঙ্গে স্মরণীয়।

বিক্রমপুর অঞ্চলে একটি পর্ণশবরীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] সাধনমালায় এই দেবীর ধ্যান এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে—

পর্ণশবরীং হরিতাং ত্রিমুখাং ত্রিনেত্রাং ষড়্ভুজাং কৃষ্ণশুক্লদক্ষিণ-বামাননাং বজ্রপরশুশরদক্ষিণকরত্রয়াং কার্মুকপত্রচ্ছটাসপাশতর্জনী-বামকরত্রয়াং সক্রোধহসিতাননাং নবযৌবনবতীং সপত্রমালাব্যাঘ্রচর্ম-নিবসনামীষল্লম্বোদরীং উর্ধ্বসংযতকেশীং অধোঽশেষরোগমারীপদাক্রান্তাং অমোঘসিদ্ধিমুকুটীম্।

পর্ণশবরী বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী। বৌদ্ধশাস্ত্রে গণেশ বিঘ্নসৃষ্টিকারী দেবতা।[২] তাঁহাকে এই মূর্তির নিম্নদেশে দেখা যায়। মূর্তির পায়ের কাছে রোগাক্রান্ত কয়েকটি মুমূর্ষু লোককে দেখা যায়। গায়ে তাহাদের চাকাচাকা দাগ, বসন্ত-রোগের চিহ্ন। মূর্তির নিকট হইতে একজন বামদিকে গর্দভপৃষ্ঠে ও আর একজন দক্ষিণদিকে অশ্বপৃষ্ঠে পলাইয়া যাইতেছে দেখা যায়।

কলিকাতা যাতুঘরে রক্ষিত একটি পর্ণশবরী মূর্তিতে দেখা যায়, মূর্তির বামপদের দ্বারা ভূশয্যাশায়ী গণেশ দলিত হইতেছে।[৩] সাধনমালায় ইহার ধ্যান এইরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।[৪]

অধো বিঘ্নান্ নিপাত্য সিতপদ্মচন্দ্রাসনে প্রত্যালীঢ়স্থাং হৃদ্বামমুষ্টি-তর্জন্যাধো বিঘ্নগণান্ সন্তর্জ্য দক্ষিণবজ্রমুষ্টিপ্রহারাভিনয়ান্।

এই দুই বৌদ্ধ দেবতার সহিত শীতলার সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নয়। শীতলাকে পূজা করিলে বসন্ত ব্যাধি নিবারিত হয়, এই ধারণার মূলে শীতলার মারীনাশক গুণ বর্তমান। বিক্রমপুরের পর্ণশবরী মূর্তির সহিত বসন্তরোগ ও গাধার অস্তিত্ব লক্ষণীয়।[৫]

১ Gaekwad's Oriental Series—Vol. II, Sadhanmala Ed. by Benoytosh Bhattacharjee, Page clxx, Plate xvii

২ ঐ পৃঃ ২০৮

৩ ঐ Plate xvi

৪ ঐ

৫ Elements of Hindu Iconography, By Gopinath Rao, Page 390

কামরূপ কামাখ্যার দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত ধূমাবতী মূর্তির হস্তে সূর্প দেখা যায়। এক সময়ে বাংলা দেশেও হিন্দুতান্ত্রিকতার বিশেষ প্রাধান্য ছিল। হিন্দুতান্ত্রিক স্মারকচিহ্নরূপে পরে শীতলার সহিত সূর্প আসিয়া যুক্ত হইয়াছে কিনা বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে পিচ্ছিলাতন্ত্রে শীতলার স্থান লক্ষণীয়।

জ্যেষ্ঠাদেবীর পূজার বহুকাল হইতে প্রচলন রহিয়াছে। এমন কি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতেও এই দেবীর মূর্তিনির্মাণের পরিচয় পাওয়া যায়।[১] মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য-অংশে এই দেবীকে সকল প্রকার সর্বনাশ ও বিঘ্নসৃষ্টিকারিণী অলক্ষ্মী দেবী বলা হইয়াছে। এই দেবীর বাহন গাধা এবং অস্ত্র ঝাঁটা। শীতলার বাহন গাধা ও অস্ত্র ঝাঁটা হওয়ার মূলে এই দেবীর প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। এখানে লক্ষণীয়, জ্যেষ্ঠাদেবীর মূর্তি দাক্ষিণাত্যেই বেশীর ভাগ পাওয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের শীতলম্মা বসন্ত-রোগের দেবতা।[২] উড়িষ্যায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গেই বেশীর ভাগ শীতলামূর্তির সন্ধান মিলিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের শীতলম্মার কোন মূর্তি নাই। পাথরে পূজা করা হয়। জ্যেষ্ঠাদেবীর গাধা ও ঝাঁটা লইয়া এই শীতলম্মাই শীতলারূপে উড়িষ্যায় ও বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে কিনা বলা যায় না।

কৃষ্ণরামের কমলামঙ্গল

ব্রাহ্মণ জনার্দন ও বেনে বল্লভ দুইজনে পরমবন্ধু। একদিন দুইজনে অশ্বপৃষ্ঠে বাহির হইল। পথে লক্ষ্মীর এক সখী বাঘের বেশ ধরিয়া তাহাদিগকে ছলনা করিল। তাহাদের অচলা লক্ষ্মীভক্তির পরিচয় পাইয়া অবশেষে অন্তর্হিত হইল। দুই বন্ধু ঘোড়া লইয়া একটি সরোবরে জল খাইতে নামিল। জলে ছিল এক বিরাট সর্প, ঘোড়া দুইটিকে খাইয়া ফেলিল। ঘোড়ার শোকে ভীষণ কাতর হইয়া উভয়ে কমলার স্তব আরম্ভ করিল।

১ Elements of Hindu Iconography, By Gopinath Rao, Page 390

২ ঐ পৃঃ ৩৯৩, ৩৯৫

তাহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া এক বৃদ্ধার বেশে কমলা হাজির হইলেন। তাঁহার এক হাতে একটি খাঁচা, খাঁচায় একটি পাখী। পাখীটি স্বয়ং গরুড়, বৃদ্ধার আদেশে নিজ মূর্তি ধরিয়া সাপের পেট চিরিয়া ঘোড়া বাহির করিয়া দিল। তারপর কমলা বল্লভের হাতে একটি পদ্মফুল দিয়া মধুপুরে চলিয়া গেলেন।

দুইবন্ধু তারপর চলিতে চলিতে এক জনশূন্য শ্মশানপুরীতে উপস্থিত হইল। সেখানকার অধীশ্বরী এক রাক্ষসী, তাহাদিগকে প্রাণে না মারিয়া গৃহে স্থান দিল। সেখানে জনার্দন গোপনে রাক্ষসীর পালিতা রাজকন্যাকে গন্ধর্বমতে বিবাহ করিল। তারপর রাক্ষসীর অনুমতি লইয়া তাহারা কাঞ্চীদেশের অভিমুখে যাত্রা করিল।

পথে পড়িল অকূল সমুদ্র। লক্ষ্মীর কৃপায় জাঙ্গাল নির্মিত হইল। জাঙ্গালের একপাশে কমলাদহ। লক্ষ্মী সেই দহে কমলদলের উপর ধান্যের আভরণ পরিধান করিয়া বসিয়া সাধুকে ছলনা করিলেন। কাঞ্চীপুরে আসিয়া সাধু রাজার নিকট পথের বিবরণ দিল। সমুদ্র-বক্ষে জাঙ্গাল ও ধান্যক্ষেত্রের কথা শুনিয়া রাজা রুষ্ট হইলেন। রাজার আদেশে কিন্তু সাধু রাজাকে পুনরায় সে-সকল দেখাইতে পারিল না। রাজার আজ্ঞা পাইয়া কোটাল তাহাকে মশানে বধ করিতে লইয়া গেল। সাধুর করুণ প্রার্থনায় কমলার আসন টলিল। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে খাঁচায় গরুড় পক্ষীকে লইয়া তিনি মশানে হাজির হইলেন।

প্রথমে দেবী কোটালের নিকট সাধুর প্রাণভিক্ষা চাহিয়া গালা-গালি খাইলেন। দেবীর বরে কোটালের অস্ত্র সাধুর গায়ে আঁচড় কাটিতে পারিল না। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর মায়া বুঝিতে পারিয়া দলবল লইয়া কোটাল তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইল। দেবীর আদেশে পক্ষীরাজ গরুড় সকলকে মারিয়া ফেলিল। এদিকে রাজা লক্ষ্মীহারা হইলেন। নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল। তখন কোটালের শুদ্ধমতি এক ভাইয়ের উপদেশে বল্লভ সদাগরকে রাজা খুশী করিলেন। রাজার করুণ প্রার্থনায় লক্ষ্মী সদয়া হইয়া দেখা দিলেন। রাজা কমলাদহে লক্ষ্মীর ধান্যদেবীমূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া সকল দুর্ভাগ্য হইতে মুক্ত হইলেন। তারপর তিনি সাধুর সহিত রাজকন্যার বিবাহ দিলেন।

তারপর সাধু রাজকন্যাকে ও জনার্দন রাক্ষসীর পালিতা রাজকন্যাকে

এবং উভয়েই প্রভূত ধনরত্ন লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। পিতা-মাতার সহিত মিলিত হইয়া দুই বন্ধুতে মহা-আড়ম্বরে কমলার পূজা করিল।

কমলামঙ্গলে অনেক ধান্যের নামোল্লেখ দেখা যায়।

লক্ষ্মীপূজার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

বাংলা এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দুই-একটি প্রদেশে মেয়েলি ব্রতের চলন অত্যন্ত বেশী। খুব সম্ভব এই কারণেই প্রাচীন আর্যগণ প্রাচ্য ভারতীয়দের ব্রাত্য নামে অভিহিত করিত। ব্রতগুলি এতদ্দেশীয় প্রাচীন মানব-সমাজের সৃষ্টি। আর্যগণের আগমনের বহুপূর্ব হইতেই এই-সব ব্রতের সৃষ্টি হইয়াছিল। আর্যীকরণের সময় অনেক ব্রত পৌরাণিক মর্যাদা অর্জন করিয়া পরে শাস্ত্রীয় ব্রতরূপে প্রচলিত হইয়াছে। শাস্ত্রীয় ব্রতের বাহিরে এখনও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে এমন ব্রতের সংখ্যাও বিরল নহে। ব্রতগুলি যে প্রাচীন অনার্য সমাজজীবন হইতে আসিয়াছে, তাহার আর একটি প্রমাণ মহিলাদের মধ্যে এগুলির অত্যধিক, অনেকস্থলে একমাত্র, প্রচলন। আর্যগণের অনার্য নারী-গ্রহণে বাধা ছিল না। পিতৃকুলের সংস্কার স্বামিকুলে অর্থাৎ আর্য-সমাজজীবনে এইভাবেই প্রবেশ করিয়াছে।

যজ্ঞধর্মী আর্যগণের প্রভাব পড়িবার পূর্বে আর্যেতর সমাজ-জীবনে ব্রতই ছিল একমাত্র পূজা। পূজা শব্দটিই মূলতঃ দ্রাবিড়। আর্য ও অনার্য সমাজে ধর্মানুষ্ঠানে এরূপ পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার মূলে একটি গূঢ় কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। ভারতে আগমনের পূর্বে আর্যগণ ছিল যাযাবর। সর্বদাই নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ানোর ফলে বিশ্বপ্রকৃতির নানা বৈচিত্র্য, সৃষ্টির নানা রহস্য ও তাহার বিরাটত্ব তাহাদের চোখে পড়িত। তাই তাহাদের দেবতাগুলিও বিরাট ও অনন্তমহিমাসম্পন্ন। তাই উদাত্তকণ্ঠে তাহাদের উদ্দেশ্যে স্তবগানই ছিল তাহাদের ধর্ম। অপরদিকে অনার্য ও অন্যান্য আদিবাসীরা দিনের পর দিন একই ভূখণ্ডে গোষ্ঠীগত অভাব, আনন্দ ও সুখদুঃখের মধ্যে দিনপাত করিত। জড় পাথর তাই অনার্যদের বিশিষ্ট দেবতা। গাছপালা জীবজন্তু তাহাদের নিত্য সুখ-

দুঃখের সঙ্গী, ইহাদের মধ্য হইতেই তাহারা দেবতা বাছিয়া লইত। ষড়্ঋতুর পরিবর্তন তাহারা ঘরে বসিয়া প্রত্যক্ষ করিত। কখনও জলের প্রয়োজন শস্যের জন্য, কখনও শস্যের প্রয়োজন প্রাণধারণের জন্য—তাহাদের অন্তরে কামনা জাগিয়া উঠিত। সেই বিশেষ উদ্দেশ্যটি সিদ্ধির জন্য তাহারা ঘরেরই দেবতাকে ঘরের উপকরণ দিয়া পূজা করিত। এইভাবে ব্রতকথাগুলির সৃষ্টি হয় এবং এগুলি তাহাদের একান্ত নিজস্ব হইয়া পড়ে।

বাংলাদেশে আর্যদের আগমনের বহু পূর্ব হইতেই যে কৃষিকার্যের প্রচলন ছিল, তাহার প্রমাণ 'লাঙ্গল' শব্দটিই মূলতঃ অষ্ট্রিক। "আনামীয় ভাষায় এই লাঙ্গল শব্দের মূলের অর্থ 'চাষ করা' এবং 'চাষ করিবার যন্ত্র' দুই বস্তুকেই বোঝায়।"[১] বাংলার আদিবাসী অষ্ট্রিক মোঙ্গল প্রভৃতি জাতিরা ধান ছাড়া আরও নানাবিধ দ্রব্যের চাষ করিলেও ধানই ছিল তাহাদের জীবনধারণের প্রধান উপায়। এই কৃষির সুব্যবস্থা এবং উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া তাই তাহাদের অনেকগুলি ব্রতকথা সৃষ্ট হইয়াছিল। লক্ষ্মীর ব্রত এই কৃষি বা শস্যব্রতগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং হয়তো প্রাচীনতম।

লক্ষ্মী শব্দটি সংস্কৃত, সুতরাং প্রাচীন কৃষিদেবীকে নিশ্চয়ই অন্য কোন নামে অভিহিত করা হইত। বৈদিক ও পৌরাণিক লক্ষ্মী কল্পনার সহিত আর্যেতর সমাজের লক্ষ্মীব্রতগুলি বর্তমানে এরূপভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে ইহার মধ্য হইতে আর্য-অনার্য জট ছাড়ানো একরূপ অসম্ভব। বর্তমান লক্ষ্মীপূজায় আর্য-বৈশিষ্ট্যেরই প্রাধান্য, তবে আর্যেতর লক্ষণ একেবারে মুছিয়া যায় নাই।

বেদে লক্ষ্মীর মাত্র একবার উল্লেখ পাই। ঋগ্বেদে লক্ষ্মী শব্দের সংজ্ঞা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, বাক্য ও মনে ধীর এবং ভদ্রকেই লক্ষ্মী বলা যায় (১০।৭১।২)।[২] ঋগ্বেদের শ্রীসূক্তটি পরিশিষ্ট-অংশের অন্তর্গত। সুতরাং ইহা যে পরবর্তী যোজনা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাপি

১ বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)—নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৬৫

২ Vipradasa's Manasa-Vijaya (Introduction)

—Ed. by Dr. Sukumar Sen

সূক্তটির নাম শ্রী হওয়ায় এক সময়ে লক্ষ্মীর অর্থে যে শ্রীর প্রচলন ছিল তাহা অনুমান করা যায়।

প্রথমে শ্রী ছিল সম্পদ্ ও সৌন্দর্য্যের দেবতা। বেদে সরস্বতী-নামক নদীকে প্রাচুর্যের দেবতারূপেও দেখা যায়। কালক্রমে সরস্বতীর এই গুণটিও শ্রীতে আসিয়া যুক্ত হয়।

শ্রী বা লক্ষ্মীর অপর নাম পদ্মা। পদ্মের সহিত শ্রীর সম্বন্ধ গন্ধর্ব-সমাজের জনদেবতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ঋগ্‌বেদে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে (পুষ্করস্রজ্) পদ্মের মালা পরিহিতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (১০/১৮৪/২/)। দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের সহিত সংযোগ হইতে পদ্মের আরোগ্য ও পুষ্টি-ক্ষমতাই সূচিত হইতেছে। পদ্মের সহিত লক্ষ্মীর সম্বন্ধ হইতে লক্ষ্মী যে এক সময় আরোগ্য ও পুষ্টির দেবতা ছিলেন, তাই বোঝা যায়। পদ্মের এক ভিন্ন নাম হিসাবে লক্ষ্মীর কমলা নামটি পরে সৃষ্ট হয়।

লক্ষ্মীর সহিত শঙ্খের সম্বন্ধটি আরও বিচিত্র। অথর্ববেদে জঙ্গীড় (৪/১০) শব্দটি কয়েকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। জঙ্গীড় অর্থাৎ শামুককে সেখানে রোগনাশক-রূপে দেখা যায়। খুব সম্ভব এই শামুকই বর্তমানে শঙ্খে পরিণত হইয়াছে। পুরাণে লক্ষ্মীকে সমুদ্রমন্থনজাত বলা হইয়াছে। এই পরিচয়ের মূলে একটু ঐতিহাসিক ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" বাক্যটি খুব প্রচলিত। সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিয়া এক সময় ভারতবাসীরা খুব ধনবান্ হইত। সমুদ্রের এক নাম রত্নাকর। সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত মণিরত্ন আহরণ করিয়াও অনেকে ধনসঞ্চয় করিত। লক্ষ্মীর সহিত শঙ্খের সম্বন্ধ সৃষ্টির মূলে সমুদ্রের প্রভাব থাকাও বিচিত্র নয়।

অথর্ববেদে অমৃতকে সর্পবিষনাশক বলা হইয়াছে (৪।১০।২৬)। পুরাণের মতে সমুদ্রমন্থনকালে অমৃতের সহিত লক্ষ্মী উঠিয়াছিল। লক্ষ্মীর সহিত গরুড়ের সম্বন্ধ প্রচলিত লক্ষ্মীর উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়। সর্পের সহিত গরুড়ের সম্বন্ধও অত্যন্ত পরিচিত। মনসা যেখানে অনিষ্টকারী সর্পমাত্র, গরুড় সেখানে সর্পের সংহারক। লক্ষ্মীর মঙ্গলদাত্রী-রূপের এইভাবেই সৃষ্টি হইয়াছে।

বাল্মীকির রামায়ণে লক্ষ্মীর এক অভিনব মূর্তির পরিচয় পাই।

রাবণ-গৃহের লক্ষ্মীমূর্তিই গজলক্ষ্মীরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছে।[১] সাঁচীতে এই মূর্তির প্রাচীনতম নিদর্শন মেলে। ইলোরার চিত্রশালাতেও প্রাচীন গজলক্ষ্মীর মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত ভীমপুরের নিকটে মণিনাগেশ্বরের মন্দিরের দ্বারদেশে গজলক্ষ্মীর একটি অতি প্রাচীন মূর্তি দেখা যায়।[২] দেবীর এই মূর্তিতে দুইটি গজ দুইদিক্ হইতে শুণ্ডে কুম্ভ ধৃত করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইতেছে। গজ হইতেছে ঐশ্বর্য ও রাজমহিমার দ্যোতক। গুপ্তরাজাদের মুদ্রায় এই গজলক্ষ্মীর মূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়।[৩] খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে জয়নাগ নামে এক রাজার তাম্রমুদ্রাতেও গজলক্ষ্মীর মূর্তি চিহ্নিত দেখা যায়।[৪] হর্ষবর্ধনের পর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গে খড়্গাবংশীয় যে রাজবংশের অভ্যুত্থান হয়, তাঁহাদের ভূমিদানের একটি তাম্রপটে এই গজলক্ষ্মীরই মূর্তি চিহ্নিত রহিয়াছে।[৫] লক্ষ্মীর এই গজলক্ষ্মীমূর্তি হিন্দু, বৌদ্ধ, তান্ত্রিক সকলেরই সমান শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল।

বাংলাদেশে পালসেনবংশের আমলে নির্মিত লক্ষ্মীমূর্তির সহিত বিষ্ণু ও সরস্বতীর ত্রয়ী মূর্তি কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে।[৬] বিষ্ণুর অপর স্ত্রীর নাম ভূমিদেবী। ভূমিদেবী, লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর ত্রয়ীমূর্তিও মিলিয়াছে। লক্ষ্মী সেখানে বিষ্ণুর দক্ষিণ পার্শ্বে, বাম পার্শ্বে ভূমিদেবী। বিষ্ণুর সহিত লক্ষ্মীর মূর্তিতে সর্বদাই লক্ষ্মী দ্বিভুজা, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে পদ্ম ও বামহস্তে বিল্ব। একক লক্ষ্মীমূর্তি চতুর্ভুজা। তখন তাঁহার দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে যথাক্রমে সমৃণাল পদ্ম ও বিল্ব এবং বামহস্তদ্বয়ে অমৃতঘট ও শঙ্খ থাকে। লক্ষ্মীর কয়েকটি একক মূর্তিও মিলিয়াছে।[৭] বগুড়ার চতুর্ভুজা লক্ষ্মীর এক হস্তে লক্ষ্মীর সুপরিচিত ঝাঁপিটি বাংলার স্বকীয় লক্ষ্মী-কল্পনার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

১ Archaeological Survey of Mayurbhanja (lii)
—Nagendra Nath Bose

২ ঐ (ixv)

৩ ঐ

৪ History of North-eastern India—R. G. Basak, page 138

৫ ঐ (pp. 193-194)

৬ বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)—নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৬১৮-৬১৯

৭ ঐ

মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যে লক্ষ্মীর এক ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিশ্বের মূল প্রকৃতি মহালক্ষ্মী ত্রিগুণাত্মিকা। তাঁহার সত্ত্বগুণের অধিকারী সরস্বতী, রজঃগুণের অধিকারী লক্ষ্মী ও তমঃগুণের অধিকারী মহাকালী। সরস্বতী বিভক্ত হইলেন গৌরী ও বিষ্ণুতে, লক্ষ্মী নিজেকে লক্ষ্মী ও হিরণ্যগর্ভে বিভক্ত করিলেন, মহাকালী হইলেন সরস্বতী ও রুদ্র। তারপর গৌরী ও রুদ্র, লক্ষ্মী ও বিষ্ণু এবং সরস্বতী ও হিরণ্যগর্ভ পরস্পর স্বামিস্ত্রীরূপে মিলিত হইলেন। লক্ষ্মী হইলেন সম্পদ্ ও সৌভাগ্যের দেবী। ধ্বংস ও দুর্ভাগ্য আনিবার জন্য সৃষ্ট হইলেন জ্যেষ্ঠাদেবী বা অলক্ষ্মী।

দশমহাবিদ্যার অন্যতমারূপে কমলা পূজিতা হইয়া থাকেন। লক্ষ্মীর এই তান্ত্রিক মূর্তির প্রভাব তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী ক্ষমতার মূলে বিদ্যমান। কোথাও বা তিনি বিদ্যাধরীরূপেও পূজিতা হইয়া থাকেন।

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী কিংবা তাহারও পূর্বে বাংলা দেশে গ্রাম-দেবতারূপে লক্ষ্মীর প্রচলন ছিল, গোবর্দ্ধন আচার্যের একটি শ্লোকে তাহার পরিচয় রহিয়াছে—

> ত্বয়ি কুগ্রামবটদ্রুম বৈশ্রবণো বসতু বসতু বা লক্ষ্মীঃ।
> পামরকুঠারপাতাৎ কাসর শিরসৈব তে রক্ষা॥

বৈশ্রবণ অর্থাৎ কুবেরের সহিত তাঁহার উল্লেখ হইতে সম্পদের সহিত যে তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা বোঝা যায়। খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতেই বাংলাদেশে লক্ষ্মীর বৈদিক, পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কারের মিশ্রণ সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

লক্ষ্মীর সহিত অলক্ষ্মীর সম্বন্ধও খুব পরিচিত। কার্তিক মাসে দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজায় প্রথমে অলক্ষ্মীর পূজা করিয়া লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। অলক্ষ্মীর ধ্যানে যে মূর্তির পরিচয় পাই, তাহা অনার্য চেহারার দ্যোতক। শীতলামূর্তির সহিত তাহার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "বাংলার ব্রত" গ্রন্থে এই অলক্ষ্মীকে আর্যপূর্ব সমাজের কৃষিলক্ষ্মী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

ঋগ্বেদে অলক্ষ্মীর নাম অড়ায়ী (১০।১৫৫) এবং নির্ঋতি (১০।১৬৫)। সকল প্রকার দুর্ভাগ্যের দেবতারূপে সেখানে ইহাদের পরিচয় পাওয়া

যায়। ঋগ্‌বেদে নির্ঋতির সঙ্গিরূপে কপোত ও উলূকের উল্লেখ দেখা যায় (১০।১৬৫)। উলূক অর্থাৎ পেচক কালক্রমে লক্ষ্মীর বাহনে পরিণত হয়। বোধ হয় নির্ঋতি পূর্বে আর্যেতর সমাজের সম্পদ্‌-দেবতা ছিল, তাহার বাহন ছিল পেচক। পেচক শব্দটি অনার্য। কালক্রমে পেচক উলূকরূপে এবং নির্ঋতি অলক্ষ্মীরূপে পরিচিত হইয়াছে। অনার্য-সংস্কারের উপর আর্যসংস্কারের জয়েরই ইহা সূচক।

ঋগ্‌বেদে বৃহস্পতির বর্ণনায় দেখি, তাঁহার সাতটি মুখ (৪।৫০।৪) ও সম্মুখে একজোড়া শিং (১০।১৫৫।২)। তাঁহাকে অলক্ষ্মী অড়ায়ীর বিনাশকারী বলা হইয়াছে। তাঁহার অলক্ষ্মীবিনাশের গুণই কালক্রমে লক্ষ্মীর সহিত তাঁহাকে যুক্ত করিয়াছে মনে হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে মেয়েরা প্রধানতঃ তিনবার লক্ষ্মীপূজা করিয়া থাকে, চৈত্রমাসে বীজবপনের সময়, ভাদ্রে সোনার বরন ধান দেখা দিলে এবং পৌষে পাকা ধান ঘরে আনীত হওয়ার পর। লক্ষ্মীপূজায় সবুজ, হলুদ ও লাল বর্ণের তিনটি পিটুলীর মূর্তি গড়া হয়। চৈত্র, ভাদ্র ও পৌষমাসে ধানও যথাক্রমে সবুজ, হলুদ ও লালবর্ণ ধারণ করে।

কোজাগর উৎসবের সহিত লক্ষ্মীর সম্বন্ধ অনেক পরে স্থাপিত হইয়াছে। প্রাচীন আর্যেতর সমাজে কোজাগর-উৎসব প্রচলিত ছিল। কোজাগর কথাটি কৌমুদী অর্থাৎ চন্দ্র জাগর হইতে আসিয়াছে। পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রই এখানে লক্ষ্য। পরে "কঃ জাগর" করিয়া ইহাতে অন্য অর্থ আরোপ করা হইয়াছে। প্রবাদ এই যে, আশ্বিন-পূর্ণিমায় রাত্রি জাগিয়া লক্ষ্মীপূজা করিলে লক্ষ্মীদেবী কৃপা করিয়া থাকেন। মনে হয়, বর্ষার পর মাঠে মাঠে হলুদবর্ণের শস্যরাজি বিকশিত হইয়া উঠিলে মানবমনে যখন আনন্দের দোলা লাগিত, তখন এই আলো-কোজ্জ্বল শারদ পূর্ণিমায় রাত্রি জাগিয়া নানারূপ উৎসব-আনন্দে সে মাতিয়া উঠিত। এই শারদীয়া পূর্ণিমা রাত্রিতে আকাশ-পৃথিবী ব্যাপিয়া সৌন্দর্যের প্লাবন বহিয়া যায়। বৈদিক "শ্রী" দেবীর সহিত এই সৌন্দর্যের সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নয়। কোজাগর-উৎসবের সহিত লক্ষ্মীর সম্বন্ধ এইভাবেই স্থাপিত হয়। বর্ষার পর এই শরৎকালটি নানা বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। একদিকে যেমন প্রাচীন রাজারা এই সময় দিগ্বিজয়ে কিংবা মৃগয়ায় বহির্গত হইতেন, তেমনি সাধারণ মানুষে হয়তো

এই সময়েই বাণিজ্যযাত্রা করিত। শরৎ-পূর্ণিমার এই রাত্রিতে তাহারা সম্পদ্-দেবীর পূজা করিয়া বাণিজ্য করিতে যাইত। কোজাগরী লক্ষ্মী সেইজন্য একাধারে সৌন্দর্য, শস্য ও বাণিজ্যলক্ষ্মী। এই পূজার উপকরণের মধ্যে লক্ষ্মীপেঁচা, ধানছড়া, শুয়োরের দাঁত ও কুবেরের মাথার খুলি অন্যতম। এগুলি অনার্য-সংস্কারের স্মারকচিহ্ন।

কালিকামঙ্গল

কালিকামঙ্গল

১

[শিবসুত মহামতি স্থূল তনু খর্ব্ব অতি
প্রণমহ দেবগণরায়।
স্তুতি করি করপুটে উরহ মঙ্গলঘটে
পতিতপাবন বরদায় ॥ ১
মত্তগজ [পতি] তুণ্ডে সঘনে চঞ্চল শুণ্ডে
মদগন্ধে বুলে অলিকুল।
গুণনিধি গুণনাথে বিষম দশনাঘাতে
অহিত করয়ে নিরমূল ॥ ২
চারু অতি চারি কর ধরয় অভয়বর
সুন্দর অঙ্কুশ শোভে পাশ।]*
শুভ কাজ আরম্ভনে হেরম্ব ভাবিলে মনে
সকল আপদ হয় নাশ ॥ ৩
কটিতটে বাঘ ছাল তাহাতে কিঙ্কিনীজাল
রত্নহার গলে যোগপাটা।
বিকল[১] রুধির দেহ মুকুটে চাঁদের রেহ
মাথায় বিকট শোভে জটা ॥ ৪
কবি কৃষ্ণরাম ভণে অবিরত যোগাসনে
অনাদি পুরুষ মুষাপৃষ্ঠে।
মঙ্গলআসরে দেহ ভর[২] নায়কের শুভ কর
ত্রিলোচনের শুভদৃষ্টে[৩] ॥ ৫
[অখিল লোকের গতি বন্দো দেবী সরস্বতী
অনন্তরূপিণী ভাবিনী।
যোগক্ষীণ তোমা বিনে অন্য কেবা আর জানে
মূঢ়মতি আমি কিবা জানি ॥ ৬

* ১ চরণ হইতে এই পর্যন্ত ১ম পুঃতে নাই

১ নিকলে ২ উর ৩ এ তিন নয়নে শুভদৃষ্টি

তোমার কৃপার দৃষ্টি আগম পুরাণ সৃষ্টি
মহামন্ত্র জপে পঞ্চাননে।
নিন্দিকুন্দ বিন্দুচাঁদ বিশদ দেহের ছাঁদ
বেদরূপা ব্রহ্মার বদনে ॥ ৭
নানা যন্ত্র বাদ্যলীলা আলাপে দরবে[১] শিলা
সঙ্গীতে মোহিত হরহরি ॥
সৃষ্টি কৈলে রাগছয় রাগিণী ছত্রিশ হয়
ক্রমে সেবে দিবা বিভাবরী ॥ ৮
সুরনাগনরগণে জীব যত[২] ত্রিভুবনে
তুমি বুদ্ধি প্রাণ সবাকার।
কেহ ধীর কেহ চাষা[৩] মিথ্যাবাদী সত্যভাষা
যেনমতি লয়াও যাহার ॥ ৯
যারে দিলা দিব্য[৪] মতি কিবা দিবা কিবা রাতি
তোমারে ধেয়ায় নিরবধি।
যারে দিলা জড় বুদ্ধি বচনে নাহিক সিদ্ধি
দুকূল আকুল ভবনদী ॥ ১০
তোমার মমতা যারে বাগীশ জিনিতে পারে
এ তিন ভুবনে নাহি বাদী।
চরণ কমল সেবি বাল্মীকি হইল কবি
নারদ বরদ ব্যাস আদি ॥ ১১
নৃত্যগীত বাদ্যরসে ভকত জনের বাসে
উর মাতা মঙ্গল এই ঘটে।
গায়েন সুকণ্ঠ কর মঙ্গল আসরে উর
কৃষ্ণরাম বলে করপুটে ॥] * ১২

২

শম্ভুর উপর চরণ জোর,
সজল জলদ বরণ ঘোর,

---

১ দরাপে ২ জন্তু ৩ সাচা ৪ শুদ্ধ

* এই অংশ ২য় পুথিতে মহামাইর বন্দনার পর আছে।

মৌল মুকুত চিকুর ছন্দ,
করণে কুণ্ডল সোহিনী ॥ ১৩

জুহ লোলনা সঘন লায়
লিহ পিবই রুধির ধার,
তুঙ্গবদন মুখবিথার,
অসুর বিসর মোহিনী ॥ ১৪

বাম যুগল করহ চণ্ড,
সুখর খড়গ মনুজ মুণ্ড,
অভয়বরদ অপরা হাত
নরশিরচয় মালিনী।
উপর নয়ন অনল মন্দ,
তপন দক্ষিণ অপর চন্দ,
নরকরকটিতটে সুছন্দ,
অখিল ভুবন পালিনী ॥ ১৫

কর্ণবরষণ গহননাদ,
উনমত্ত কত প্রমথ সাথ,
লুবধ কত হৃদয় ভৃঙ্গ,
চরণকমল মাতনে।
কিসনরাম কহ সুবানী,
দেহি শরণ হরকি রাণী,
হাম যেমন পতিত এমন,
নাহি জনেক ভুবনে ॥ ১৬

৩

[এ মহামাই দেখহ সবাই
জনম সফল মানিয়া।
অপর আর নাহি বিচার
আগম নিগম জানিয়া ॥ ১৭

করকুচণ্ড মনুজ মুণ্ড
অভয়বরদ বাহিনী।
গোপ্তবেশ মুকুত কেশ
মর্ত্তমহিষ বাহিনী॥ ১৮
তপন ছন্দ আনন বৃন্দ
নয়ন তিহ মোহিনী।
চমক লাগ দনুজ ভাগ
মনুজমান সোহিনী॥ ১৯
নহে নিবার রুধির ধার
মুখ বিথার থাকিয়া।
রস বিভোল রসন লোল
দশন এক চাকিয়া॥ ২০
জলদকাতি ভয়দভাতি
ধরণী গাঁথি কিঙ্কিণী।
ভকত যত প্রমথযুত
যোগিনী জটিল সঙ্গিনী॥ ২১
ডম্বুর শৃঙ্গ ধ্বনি মৃদঙ্গ
শঙ্খ ভেউর ভাসিনী।
সরস গান সহ ঈশান
রণসমান বাসিনী॥ ২২
বসন দিগ রিপু অনেক
নিমিক এক নাশিনী।
কমঠ পিট অবনী নিট
বিকট অট্টহাসিনী॥ ২৩
শরণ দেহ চরণ জোড়
এ ভব ঘোর বাহিয়া।
কিসনরাম করি প্রণাম
লহ জননী তারিয়া॥]* ২৪

* ১ম পুঃতে এ অংশ নাই।

৪

রাধার সহিত কৃষ্ণ বন্দিব প্রথমে।
মৎস্য আদি অবতার বন্দি ক্রমে ক্রমে ॥ ২৫
গোপগোপী গোকুলে গোধন[১] ধন্য অতি।
বৃন্দাবন আদি যথা কৃষ্ণের বসতি ॥ ২৬
বন্দিলাম যশোদা নন্দ পরম সাদরে।
পুত্রভাবে আপুনি আছিলা যার ঘরে ॥ ২৭
বসুদেব দৈবকী বন্দিলাম জোর হাথ।
পাইল পরমানন্দ অখিলের নাথ ॥ ২৮
পুরন্দর শচী বন্দো ভাগ্যের[২] নাহি ওর।[২]
নবদ্বীপে[৩] চৈতন্য গোসাঞী অবতার[৩] ॥ ২৯
নিত্যানন্দ ঠাকুর অপর পারিষাদ।
বন্দিনু পরম ভক্তি সকলের পদ ॥ ৩০
দারুব্রহ্মা গোবিন্দ বন্দিলাম নীলাচলে।
প্রয়াগ ত্রিবেণী কাশীস্থান যে সকলে ॥ ৩১
সপ্ত ঋষি ঋতু ছয় গ্রহ আদি রবি।
বাল্মীকিচরণ বন্দো মহা আদিকবি ॥ ৩২
ব্যাসদেব বন্দিলাম পুরাণ ভাগবত।
ভবনদীতারণ কারণ স্মর[৪] পথ[৪] ॥ ৩৩
অখিলের জননী কমলা সরস্বতী।
পরিত্রাণ পরায়ণী বন্দো ভাগীরথী ॥ ৩৪
শুক সনাতন বন্দো নারদ আদি মুনি।
বন্দিলাম পরমগুরু জনক জননী ॥* ৩৫

১ গোবর্দ্ধন ২-২ ভাগ্যসীমা নাই ৩-৩ নরহিতে অবতার চৈতন্য গোসাঞী
৪-৪ ধর্ম্মরথ

* ৩৫ সংখ্যক পদের পর দ্বিতীয় পুথিতে এই পদটি আছে—

বন্দিমু সমুদ্র সাত জত নদনদী।
বন্দ কবি কালিদাস গুণের অবধি।

মহীদেব সকল বন্দিনু একমনে।
প্রণমহ প্রণতি হরিভক্তের চরণে ॥ ৩৬
যথায় কীর্ত্তন হয় চৈতন্যচরিত্র।
বৈকুণ্ঠ সমান ধাম পরম পবিত্র ॥ ৩৭
তাহে গড়াগড়ি দেয় যেবা প্রেমে নৃত্য করে।
জীবনমুকুত তার ধন্য দেহ ধরে ॥ ৩৮
হেলায় শ্রদ্ধায় জীব কণ্ঠী ধরে যত।
তাহা সবাকারে মোর প্রণাম শত শত ॥ ৩৯
শ্রীকৃষ্ণগুণ শ্রবণে পুলক যার হয়।
তাহারে[১] পুণ্যবান বলি বেদ মিথ্যা নয়[১] ॥ ৪০
সর্ব্বভূতে দয়া যার সদাহিতকারী।
বিশেষ মহিমাগুণ কি বলিতে পারি ॥ ৪১
সেই সে পাইল কৃষ্ণচরণের ছায়া।
বুঝিনু কেবল সার আর যত মায়া ॥ ৪২
সদাশিব বন্দিলাম বৃষভ বাহন।
সৃজন পালন ক্ষয় মূল[২] যেই জন ॥ ৪৩
গলায় হাড়ের মালা চন্দ্রকলা মাথে।
দিগম্বর বিভূতি প্রমথগণ সাথে ॥ ৪৪
পতিত পাবনী দেবী অর্দ্ধ অঙ্গ বামে।
পালায় পাতক দূর ভয় যার নামে ॥ ৪৫
কার্ত্তিক গণেশ বন্দো নন্দী আদি গণ।
ভকত যোগীর যত বন্দিনু চরণ ॥ ৪৬
ভাগীরথীর[৩] পূর্ব্ব তীর অপরূপ নাম[৩]।
কলিকাতা বন্দিনু নিমিতাজন্মস্থান ॥ ৪৭
কবি কৃষ্ণরাম বলে পরম[৪] ভকতি[৪]।
হরি[৫] হরি বল ভাই যাহাতে মুকতি[৫] ॥ ৪৮

১-১ তাহারে দেখিলে পুণ্য কভু মিথ্যা নয়। ২ নয়ানে ৩-৩ ভাগীরথীর পূর্ব কূল ডাক পাক নাম ৪-৪ করি জোড় পাণি ৫-৫ চরণে স্মরণ দেহ সারদ ভবানি।

৫

[অতি পুণ্য[ময়] ধাম সরকার সপ্তগ্রাম
কলিকাতা পরগণা তার।
ধরণী নাহিক তুল জাহ্নবীর পূর্ব্বকূল
নিমিতা নামেতে গ্রাম যার॥ ৪৯
বসতি করয়ে তথি সদাচারী শুদ্ধমতি
ধীর ধরাদেবগণ সুখে।
হেন দেখি মনে লয় নারদ আদি মুনিচয়
অবতার কৈল কলিযুগে॥ ৫০
চৌধুরী গন্ধর্ব্বারি বলে নাহি অধিকারী
অধিকার অনেক ধরণী।
দহিতে অহিতবন ছিল দারা হুতাশন
ভার ভরে প্রতাপে তরণী॥ ৫১
সাবর্ন্য চৌধুরী সব একমুখে কিবা নিব
অশেষ মহিমা অতি স্থির।
শ্রীশ্রী শ্রীমন্তরায় সর্ব্বলোকে গুণ গায়
ধার্ম্মিক যেমন যুধিষ্ঠির॥ ৫২
বিদ্বান উত্তম দাতা জিনিয়া কল্পলতা
জনার্দ্দন রায় মহাশয়।
উপমা কোথায় এতো কি কহিব গুণ যত
সহস্র বচন মোর নয়॥ ৫৩
প্রতাপে তিমির হর যশের যামিনী কর
শুদ্ধমতি কাশীশ্বর রায়।
পুণ্যের অবধি নাই দেখি ইন্দ্র ভয় পাই
কলিকালে এমন কোথায়॥ ৫৪
সেইগ্রামের মধ্যে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়েস্থ কুলেতে উৎপতি।
তাহার তনয় হই নিজ পরিচয় কই
বয়ঃক্রম বৎসর বিংশতি॥ ৫৫

শুন সবে একচিত যেমনে হইল গীত
কৃষ্ণপক্ষ ত্রয়োদশী তিথি।
প্রথম বৈশাখ মাসে স্বপনে আপন বাসে
দেখিনু সারদা ভগবতী॥ ৫৬
শবশিবা আরোহণ জিনিয়া নবীন ঘন
ঘোর অঙ্গ বরণ আঁধার
করাল বদনী শিবা লহ লহ করে জুভা
দিগম্বরী মুক্ত কেশভার॥ ৫৭
অসিমুণ্ড বাম কর দক্ষিণে অভয়বর
হরিহর না পায় ধিয়ানে।
দুর্গততারিণী আসি দরশন দিলা বসি
এই নাম সফল কারণে॥ ৫৮
বলে কৃপামই দেবী শুন কৃষ্ণরাম কবি
গীত কর আমার মঙ্গল।
দক্ষযজ্ঞভঙ্গ কথা প্রথমে রচহ গাথা
পুরাণ প্রমাণি এ সকল॥ ৫৯
জন্ম হিমালয় গিরি কামদেব ভস্ম করি
বিবাহ করিল পুনঃ হর।
তারকের গুণনাশে সুলোচনা যুঝে রোষে
তাহারে বধিলা পুরন্দর॥ ৬০
তারাবতী তার প্রিয়া নারদ তথায় গিয়া
কৈলা মোর চরিত্র সকল।
সেবিয়া পাইল বর পশ্চাত হইল নর
বিদ্যা আর সুন্দর ভূতল॥ ৬১
প্রভাবতী উপাখ্যান শুনিল সখীর স্থান
গোপতে বিবাহ কৈল কবি।
তনুহরি পরিশেষে আইলা কৈলাস বাসে
এত বলি অন্তর্দ্ধান দেবী॥ ৬২
কেবল ভরসা অই আদেশিলা কৃপামই
আরম্ভিনু পাঁচালি করিতে।

যেন সাঁতারিয়া জলে সাগর তারিয়া চলে
খর্ব্ব যায় চাঁদেরে ধরিতে ॥ ৬৩
মহামহা কবি যথা তথায় আমার কথা
কোকিলেরে ভেঙ্গায় বায়সে।
যেন মুকুতার সাথে সংখ কাঁটি হার গাঁথে
জউপলা প্রবালের পাশে ॥ ৬৪
ধীরবর মহাসবে গুণ বিচারিয়া লবে
আগে আন জনের বিনয়।
লোহা যেন অল্প মূল বিধি হইলে অনুকূল
পরশো পরশে সোনা হয় ॥ ৬৫
অরংসাহা ক্ষিতিপাল রিপুর উপরে কাল
রাম রাজা সর্ব্বজনে বলে।
নবাব সারিস্তা খাঁ আদি[১] করি[১] সাতগাঁ
বহু সরকার করতলে ॥ ৬৬
সারসাসানের নেত্র ভীমাক্ষি বর্জ্জিত মিত্র
তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে।
বিধুর মধুর ধাম রচনাতে কহিলাম
বুঝ সকল[২] বিচারিয়া সভে ॥ ৬৭
বলে কৃষ্ণরাম কবি ভকতবৎসলা দেবী
ধরাধর রাজার নন্দিনী।
ভবসিন্ধু ঘোর অতি তোমা বিনে নাই গতি
পার কর পতিত পাবনী ॥]* ৬৮

৬

[উর উর মহাদেবী দীন দয়াময়ীগো
দয়া কর নায়কের তরে।

১-১ আদেশে ২ শক

* ১ম পুঃতে এ অংশ নাই। ২য় পুথিতে এ অংশটি ঠিক মহামায়ির বন্দনায় পরেই আছে। তারপর দিগ্‌বন্দনা আছে।

ঘটেতে করিয়া বাস রিপুনাশ করগো
পূজা বলি লয়ে কুতূহলে ॥ ৬৯
তোমার মহিমা বাণী মুঞি কিবা জানিগো
জগতজননী বিশ্বরূপা ।
ভকত বৎসলা নাম ভবের ভবানী গো
ভকত জনেরে কর কৃপা ॥ ৭০
সঙ্গে করি সখিগণ স্থির মন হইয়াগো
কৌতুকে শুনহ নিজ গীত ।
গায়ন বায়েন আদি যেবা ইহা শুনেগো
পূরাও তাহার মনোনীত ॥ ৭১
সঙ্গীত করিতে মোরে ইঙ্গিত করিলে গো
তুয়া অঙ্গীকারে ইহা গাই ।
সদয় না হয় যদি সংসার তারিণী গো
তবে সদাশিবের দোহাই ॥ ৭২
পূরাও দাসের আশ কৈলাস বাসিনী গো
করপুটে বলি এই বাণী ।
ব্রহ্মা আদি হরি হর তোমারে না জানে গো
মুই মূঢ় কি বলিতে জানি ॥ ৭৩
চরণকমলতলে শরণ মাগিয়া গো
বিরচিল কবি কৃষ্ণরাম ।
পতিত পাবনী যদি দয়া না করিবে গো
কেমনে করিব এই নাম ॥]* ৭৪

৭

[উরমাতা আসরে হও অধিষ্ঠান ॥]** ৭৫
সুন্দর সুন্দর নাম রাজার নন্দন ।
পূজিয়া পরম দেবী করিল গমন ॥ ৭৬
স্বপনে শিবার কথা সত্য মনে লয়ে ।
পাইবে রমণীমণি আনন্দ হৃদয়ে ॥ ৭৭

* ১ম পুঃতে এ অংশটি নাই । ** লাইনটি ২য় পুঃতে নাই ।

জনকেরে না বলিল না জানে জননী।
একাকী করিল গতি কবি শিরোমণি ॥ ৭৮
জয়পত্র যুকত বিচিত্র ছত্রধারী।
দিব্যবস্ত্র ভূষণ দ্বিজেরে দান করি ॥ ৭৯
কবি পণ্ডিতের বেশে প্রতাপের স্থর।
সারদা সহায় যায় বীরসিংহপুর ॥ ৮০
ছাড়াইল নিজরাজ্য চলি দিন ছয়।
সমুখে অরণ্য ঘোর দেখি লাগে ভয় ॥ ৮১
বরাহ মহিষ বাঘ তাহাতে সকল।
ভয়[১] পাইয়া ভাবে কালীচরণকমল[১] ॥ ৮২
শিরে মণি জ্বলে ফণী বেড়ায় চরিয়া।
পাইলে গণ্ডার চণ্ড গিলয় ধরিয়া ॥ ৮৩
যেইদিকে চাহে কবি সেইদিকে বন।
ফিরিয়া না যাব ঘরে করিয়াছি পণ ॥ ৮৪
প্রবেশে অরণ্য মাঝে ভাবিয়া সারদা।
সঙ্কটে তারিয়া লবে হরের প্রমদা ॥ ৮৫
ব্যাঘ্র আদি দেখিয়া ফিরিয়া নাহি চায়।
পশ্চাত করিল বন তবে পথ পায় ॥ ৮৬
চলিতে না পারে আর ক্ষুধায় আকুল।
রম্যস্থান দেখিয়া বসিল তরুতল ॥ ৮৭
অকস্মাৎ পাইল দিব্য নানা উপহার।
দেবযোগ্য মনোহর কি বলিব আর ॥ ৮৮
সকলি দেবীর মায়া শুন সর্ব্বজন।
কত রঙ্গ করেন বুঝিতে তার[২] মন ॥ ৮৯
হেনকালে সমুখে দেখিল ঘোর নদী।
কূল নাহি তরঙ্গ যেমন নিরবধি ॥ ৯০
ক্ষণে ভাসে ক্ষণে ডুবে হাঙ্গর কুম্ভীর।
নাহিক কাণ্ডারী তরী বড়ই গভীর[৩] ॥ ৯১

১-১ মত্ত হাথি শতশত জিনিয়া অচল। ২ নারি ৩ গম্ভীর

নারিব হইতে পার দড়াইল সার।
বুঝন না যায় মাতা চরিত্র তোমার ॥ ৯২
আপনি কহিলা পথে কোন দুঃখ নবে।
সমুখ সমুদ্র ঘোর কি উপায় হইবে॥ ৯৩
ফিরিয়া সদনে যাই হেন মনে লয়।
সবে দুঃখ তোমার বচন মিথ্যা হয় ॥ ৯৪
বলিতে বলিতে কবি অপরূপ দেখে।
মহাযোগী একজন আইল সমুখে ॥ ৯৫
রক্ত বস্ত্র পরিধান[১] সুখাঅল তনু।
যোগবল কিরণ তপন যেন অনু ॥ ৯৬
সুন্দরেরে বলে শুন রাজার নন্দন।
যদি মনে লয় ধর আমার বচন ॥ ৯৭
কালীমন্ত্র জপ তুমি না করিহ আর।
করিতে না পারেন তিনি সঙ্কটে উদ্ধার ॥ ৯৮
মহেশের মন্ত্র আসি লহ মোর ঠাঞি।
যাহার সমান আর তিন লোকে নাই ॥ ৯৯
যোগবলে যাহা চাহ নিকটে মিলিবে।
এ পাঁচ মাসের পথ একদণ্ডে যাবে ॥ ১০০
শুনিয়া সুন্দর বলে তুমি মূঢ় জন।
সহনে না যায় মোর তোমার বচন ॥ ১০১
হরগৌরী এক অঙ্গ বেদ পরমান।
ইহাতে করিলে ভেদ রৌরবে হয় স্থান ॥ ১০২
যোগী মহাশয় তুমি জগত পূজিত।
শিব শিবা ভেদ কর নহেত উচিত ॥ ১০৩
ফিরিয়া সুন্দর দেখে যোগী নাহি তথা।
ঘুচিল মায়ার নদী অপরূপ কথা ॥ ১০৪
হইল আকাশবাণী শুন কবিবর।
কুতূহলে যাহ বীরসিংহের নগর ॥ ১০৫

১ জটাভার

পাইয়া প্রসাদ পুষ্প আনন্দ হৃদয়।
গমন করিল গুণসিন্ধুর তনয় ॥ ১০৬
পঞ্চমাসের পথ বীরসিংহ দেশ।
দশম দিবসে গিয়া করিল প্রবেশ ॥ ১০৭
অমরাবতীর তুল্য মনোহর স্থান।
ধরণী বলিতে নাহি যাহার সমান ॥ ১০৮
নৃত্য গীত আনন্দিত যত প্রজালোক।
অকালমরণ নাহি নাহি দুঃখ শোক ॥ ১০৯
নৃপতি উত্তম দাতা নাহি অবিচার।
চাঁদেরে মলিন কৈল যশেতে যাহার ॥ ১১০
[বাহুবলে অধিকার করিল অনেক।
অধিকার ধরাতলে কহিব কতেক ॥]* ১১১
কমলার দয়া তারে কভু নাহি টুটে।
ভূপতি ভকত সদা ভাবে করপুটে ॥ ১১২
কবি কৃষ্ণরাম বলে সদা কালীপদ যুগ।
দেখিয়া সুন্দর দেশ সুন্দরের সুখ ॥ ১১৩

৮

[পাইয়া পরম পথ পরিপূর্ণ মনোরথ
প্রসাদাত প্রমথ পতির।
রবি অন্ধকার হংস কংস বংশ কর ধ্বংস
মহাবংশ অবতংস ধীর ॥]** ১১৪
সুন্দর কবির বেশে নৃপতি সিংহের দেশে
উত্তরিল সহায় ভবানী।
পাছে রহে যত গ্রাম কত তার লব নাম
গতি তার দিবস রজনী ॥ ১১৫

* ২য় পুঃতে নাই।

** ১ম পুঃতে নাই।

রাজ্য জুড়ি গড় খাই বাঁশেও না পায় ঠাঁই
বাইচ ফিরান যায় কোশা।
উপরে সেনার গড় ঘোরতর উচ্চতর
বিষ্ণুপদ পরশিতে আশা॥ ১১৬
ঠাঁই ঠাঁই দেখে তথা বুরুজে কামান পাতা
দশবারো সের ধরে গুলি।
সেনা নানাজাতি থাকে দিবা বিভাবরী জাগে
পরিচ্ছদ নানা বস্ত্রশালী॥ ১১৭
উড়ে কত লানবানা প্রথমে পাঠান সেনা
খোরাসানি মঙ্গল সকল।
সোনার বরণ তনু চাপদাড়ি শোভে জনু
মেরুশৃঙ্গে বান্ধিল চামর॥ ১১৮
ধরে পাগ শ্বেতপীত সমরে অভীতচিত
হাকিমহুকুম শিরে বহে।
হানা দিয়া পরদল তিলেকে করয়ে তল
হুতাশনে যেন ঘর দহে॥ ১১৯
নয়ন ঘুরায় বড়ি সঘনে মোচড়ে দাড়ি
সদায় খোদায় অনুরক্ত।
যে আছে আপন দিনে না খায় জবাই বিনে
নমাজ করয়ে পাঁচতক্ত॥ ১২০
দেখিল তাহার পর দিব্য পরিচ্ছদধর
উজবেগ রোহেল রাজপুত।
কার পাগ কার টোপ হাঁড়িয়া চামর গোঁপ
হেরিতে অভিন্ন দিতিসুত॥ ১২১
[ভেরি বাজে শিঙ্গাকাড়া ঢালি পাইক মেলা পাড়া
করে সবে বহু কুতূহলী।
নাগগণ নর জিনি রদে রদে ঠনাঠনি
(শুণ্ডে) শুণ্ডে জড়ায় রাহুলি॥ ১২২
হাটকে বান্ধিল রদ অবিরত ঝরে মদ
সাম কত সেনা জুড়ে জুড়ে।

প্রবল সিফাইবর উপরে আমারিঘর
কত[১] কত[১] শ্বেতবালা উড়ে ॥ ১২৩
ধরে ঢাল তরোয়ার খোরাসানি খরধার
সোয়ারে সোয়ারে মেলা পাড়া।
স্বনে বিষাণ সান জগঝম্প সিন্ধুমান
দামামা দামরা বাজে কাড়া ॥ ১২৪
দিয়া চুলের ফুলি তবকি চালায় গুলি
ধানুকী হেলায় বিন্ধে বেঝা।
রাহুত মাহুত যত তাহা বা কহিত কত
শমন সমান মহাতেজা ॥ ১২৫
রায়বাঁশ একহাতে ভ্রমাই আকাশ পথে
শতশত শির করে চুর।
মল্লে মল্লে হুড়াহুড়ি জড়াজড়ি ক্ষিতিপড়ি
অমর সাহসে সবে শূর ॥ ১২৬
মাতাল মাতঙ্গ কত থানে বান্ধা শত শত
শুণ্ড ঝুলায় মদভরে।
হাজার হাজার বাজী ইরাকি তুরকি তাজী
গমনে পবন অনুসরে ॥] * ১২৭
পশ্চাত করিয়া থানা প্রচণ্ড রাজার সেনা
চলিল সুন্দর সদাশয়ে।
সমুখে রাজার পুর দেখি রহি কত দূর
নিমিখ তেজিতে হরি লয়ে ॥ ১২৮
গড় খাই দেশ জুড়ি মাঝেতে রাজার পুরী
নানা রত্ন মন্দির কদম্ব।
কৃষ্ণরাম বলে সার ইন্দ্রের বসতি যার
সিন্ধুমাঝে যেন প্রতিবিম্ব ॥ ১২৯

১-১ কালকাল
* অংশটি ২য় পুঃতে নাই।

৯

পশ্চাত করিয়া গড় নৃপতি কুমার।
দেখিতে দেখিতে যায় রাজার বাজার ॥ ১৩০
চৌহাট নগরে লোক বেচাকিনি করে।
কোন দুঃখ নাহি দিব্য পরিচ্ছদ ধরে ॥ ১৩১
দেখিল অপূর্ব্ব কত দ্রব্য ঠাঞি ঠাঞি।
তুলনা বলিতে যার ক্ষিতিতলে নাঞি ॥ ১৩২
সহর ভ্রমিতে তথা বাঘাই কোটাল।
খোরাসানি খঞ্জর কোমরে ধরধার[1] ॥ ১৩৩
করিবর উপর আমিরীমাঝে বসি।
সমুখে কামান তীর ধরি রাশি রাশি ॥ ১৩৪
পাকাইয়া নয়ন যাহার পানে চায়।
চমকে অমনি তনু তরাসে কাঁপায় ॥ ১৩৫
কালা গায়ে হেমহার গলে অভিরাম।
পর্ব্বত শিখরে যেন কর্ণিকার দাম ॥ ১৩৬
চাপদাড়ি প্রসন্ন বদন হেন বাসি।
রাহু যেন গরাসিল একভাগ শশী ॥ ১৩৭
দুই গোঁপ পরিপাটি সে যেন কলঙ্ক।
মোচড়িয়া লীলায় গরবে কাঁপে অঙ্গ ॥ ১৩৮
চৌদিক ঘেরিয়া ঘোরসোয়ারের রেলা।
রাজপুত বলবান উজবেগ রহেলা ॥ ১৩৯
শিঙ্গাকাড়া করতল চৌঘুড়ি ঘোড়ায়।
বারবধূ বারসাথে ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥ ১৪০
তাহা দেখি মনে করে রাজার নন্দন।
পশ্চাত জানিব ভায়া চতুর কেমন ॥ ১৪১
এইরূপে অপূর্ব্ব দেখিয়া হরষিত।
দিব্য সরোবর তীরে হইল উপনীত ॥ ১৪২

---

১ জমধার

স্বয়ম্ভু মানসহর নিরমল নীর।
স্ফটীকের বাঁধাঘাট দেখিতে রুচির ॥ ১৪৩
বিকশিত কমলে কমল কত শোভা।
মত্তমধুকরবৃন্দ মকরন্দ লোভা ॥ ১৪৪
কেলি করে রাজহংস না যায় গণন।
চৌদিকে তাহার চারু কুসুমের বন ॥ ১৪৫
মলয়ে পবন গন্ধ বহে মনোরম।
কুহরে কোকিলকুল যোগীর বিষম ॥ ১৪৬
রম্য কদম্বের তরুতলে রত্নবেদী[১]।
বসিল তথায় গিয়া কবি গুণনিধি ॥ ১৪৭
কবি কৃষ্ণরাম বলে কালীর প্রসাদ।
কালিন্দী কদম্বতলে যেন যদুচাঁদ ॥ ১৪৮

১০

ভুবন মোহন রাজার নন্দন
বদন বিমল চাঁদ।
বাহু কাকোদার চিকুর চাঁচর
কামিনী মনের ফাঁদ ॥ ১৪৯
কষিল কনক তনু সে রসিক
বসিল তরুর তলে।
মুখে ঝরে ঘাম মুকুতার দাম
যেন শোভে শতদলে ॥ ১৫০
হেনই সময় কুলবতীচয়
স্নান করিবার তরে।
সেই ঘাটে আসি দেখে গুণরাশি
সুন্দর সুন্দর বরে ॥ ১৫১
নিমিষ তেজিয়া লোচন অমিয়া[২]
দেখিতে রূপের শোভা।

১-১ দিব্য এক বেদি ২ চঞ্চল

স্মরশরে জরজর কাঁপে কলেবর
হইল মানস লোভা ॥ ১৫২
এক নারী কয় মোর মনে লয়
এই সীতাপতি রাম।
বলে আর সতী নহে রঘুপতি
সেই দূর্ব্বাদল শ্যাম ॥ ১৫৩
আর ধনী বলে এই তরুমূলে
নিশ্চয় মদনরায় ॥
পোড়াইল হর নাহি পঞ্চশর
আরজন বলে তায় ॥ ১৫৪
[মোর মনে লয় শুনগো নিশ্চয়
এই নন্দসুত কানু।
বলে আর রাই কালিয়া কানাই
ইহার সুন্দর তনু ॥] * ১৫৫
কিবা পুরন্দর অমর ঈশ্বর
কি হেতু আইলা ক্ষিতি।
বলে আর সখী সবে দুটি আঁখি
এ নহে শচীর পতি ॥ ১৫৬
পরম সুন্দর এই শক্তিধর
ক্ষিতিতলে মহাশয়।
বলে নারী এক এ নহে কার্ত্তিক
না দেখি বদন ছয় ॥ ১৫৭
কিবা নারায়ণ লক্ষ্মীর রমণ
গমন করিলা মহী।
নাহি কর চারি এ নহে মুরারি
শুনি বলে আর সহি ॥ ১৫৮
বসি তরুতল করিল উজ্জ্বল
এই সদাশিব বাসি।

* ২য় পুঃতে নাই।

বলে আর জন ভুজগ ভূষণ
মাথায় নাহিক শশী ॥ ১৫৯
দেব চতুর্মুখ পরম কৌতুক
জগতের রূপ লইয়া।
নিরমিল বর পরম সুন্দর
কতদিন মন দিয়া ॥ ১৬০
ভাগ্যবতী ধনী ইহার জননী
সফল জীবন তার।
কতেক বৎসর আরাধিল হর
যে হব জায়া ইহার ॥ ১৬১
ক্ষণেক দেখিয়া চিত নিবারিয়া
স্নান কৈল রামাগণ।
কাঁখে করি ঘট তনু ছটফট
হানিল অনঙ্গ বাণ ॥ ১৬২
অবশ শরীর হৃদয় অস্থির
খসি পড়ে কাঁখে কুম্ভ।
কৃষ্ণরাম কবি কালীপদ ভাবি
রচিল রসকদম্ব ॥ ১৬৩

১১

মালিনী বিমলা নামে গিয়াছে বিদ্যার ধামে
দিতে পুষ্প যোগান নিয়ম।
সদনে আসিতে সুখে শুনিল লোকের মুখে
তরুতলে রূপ মনোরম ॥ ১৬৪
দেখিতে বাসনা অতি ত্বরায় করিয়া গতি
সরোবর তীর উপনীত।
নিমিখ তেজিয়া আঁখি তনু অপরূপ দেখি
হইল রামা বড়ই বিস্মিত ॥ ১৬৫
রাজকন্যা ভাগ্যবতী পূজে শিবা দিবারাতি
সেবায় শঙ্কর অনুকূল।

আদেশ পাইয়া বিধি গঠিয়া রূপের নিধি
দিল আনি করিয়া অতুল ॥ ১৬৬
জোড় করে কুতুহলে নিকটে আসিয়া বলে
কহ তুমি কোন মহাশয়।
অজ্ঞান অবলা জাতি দেখিয়া বিস্ময় অতি
জিজ্ঞাসা করিতে করি ভয় ॥ ১৬৭
মোরে[১] পরিচয় দিবা অপ্সর কিন্নর কিবা
অশ্বিনীকুমার মহাশয়।[১]
যুবতী জগত মাঝে নয়ন যাহার আছে
কুল রাখে কেমন করিয়া ॥ ১৬৮
কিবা বিদ্যা রাজসুতা রতি জিনি রূপযুতা
পরম যুবতী গুণবতী।
শচীর নামেতে ভায় বিবাহ করিয়া তায়
অমরাবতীর পতি ক্ষিতি ॥ ১৬৯
কিবা ভাগ্যবান ভূপ পাইল এমন রূপ
তনুজ দনুজ রিপুবরে।
তাহার উপমা দিতে নাই আর পৃথিবীতে
যেবা তোমায় ধরিল উদরে ॥ ১৭০
অন্য জন তোমা দেখি ফিরাইতে নারে আঁখি
মানে তনু সফল করিয়া।
হেন পুত্র এতদূর ছাড়িয়াত নিজপুর
আছে প্রাণ কেমনে ধরিয়া ॥ ১৭১
বিমলা আমার নাম হেরি দেখ মোর ধাম
হই মালাকারের নন্দিনী।
পুত্রকন্যা পতি নাই নাই বন্ধু বাপ ভাই
একেলা বঞ্চিয়ে অভাগিনী ॥ ১৭২
রাজকন্যা ভালবাসে নিত্য যাই তার পাশে
গাঁথিয়া যোগান পুষ্প দিতে।

১-১ নিজ পরিচয় দিবা মউর বাহনে
কিবা মোহনিয়া রোহিণীর মন।

নানা রত্ন দেয় সেই উপায় আমার এই
নিবেদিনু সকল নিশ্চিতে ॥ ১৭৩
বুঝিয়া তাহার মতি কবি কুতূহল অতি
কহেন সকল সমাচার।
সুন্দর আমার নাম কাঞ্চন[১] নগরে ধাম
গুণসিন্ধু রাজার কুমার ॥ ১৭৪
কবি পণ্ডিতের বেশে আসিছি গৌড় দেশে
হইয়া বিদ্যার অভিলাষি।
অপরূপ অতিশয় কবি কৃষ্ণরাম কয়
শুনিয়া বিমলার হইল হাসি ॥ ১৭৫

১২

রূপবতী বিদ্যারে তোমার অভিলাষ।
সারদা সদয় তার পূরাইল আশ ॥ ১৭৬
অপরূপ রূপ দেখি ভূপ মহাশয়।
গুণেও এমনি হবে মোর মনে লয় ॥ ১৭৭
রমণীমণির মন তোমায় মজিবে।
জনক না জানে তবু যাচিয়া ভজিবে ॥ ১৭৮
[বাছিয়া বিদ্যার আর না মিলিল বর।
কুসুমধনুর তনু পুন দিল হর ॥ ১৭৯
কামিনী এমন মিলে কেমন জনের।
পরমা পূরায় তার বাসনা মনের ॥]* ১৮০
শুনিতে বিদ্যার কথা কবির যতন।
মালিয়ানী বলে শুন পুরুষ রতন ॥ ১৮১
প্রতিজ্ঞা করিল এই ভূপতির বালা।
যে জন বিচারে জিনে তারে দিবে মালা ॥ ১৮২
আইল অনেক রাজা কেহ নাহি জিনে।
হারিয়া পলায় নিশি দেখা নাহি দিনে ॥ ১৮৩

১ কাঞ্চি
* ১ম পুঃতে নাই।

রামার মানস [শ্যামা] সেবার কারণে।
জিনিল যাবক বিদ্যা দশন বসনে ॥ ১৮৪
উচ্চ হয় কুচ দুটি বিবাদ করিয়া।
দাড়িম্ব বিদরে যেন খোসা না ধরিয়া ॥ ১৮৫
দীঘল লোচনজোর কি বলিল তায়।
হরিণী হারিল তার উপমা কোথায় ॥ ১৮৬
[বিশেষ মসীর সার তারায় তুলনা।
ভুরু মদনের ধনু ধরিল ললনা ॥ ১৮৭
বাহু হেরি পাতাল পশিতে চায় বিষ।
গমনে যেমন গজ মরালের ঈশ ॥ ১৮৮
সভায় মুকতি আশা নাসায় শিশির।
লীলায় লইল সুধা হরিয়া শিশির ॥ ১৮৯
জিনিয়া রম্ভার স্তম্ভ উরুযুগ সাজে।
অধোমুখ করিবর করিলেক লাজে ॥]* ১৯০
নহে নিরমল চাঁদ বদনের তুল।
কি আর গরব করে কমলের ফুল ॥ ১৯১
রুষিল কষিল সোনা কলেবর মাঝে।
হারিয়া সুবর্ণ নাম হারাইল লাজে ॥ ১৯২
খেয়াতি ক্ষিতির নাম বটে সর্ব্বসহা।
নিতম্বের ভরে এবে ঘুচাইল তাহা ॥ ১৯৩
[পামর করিল কেশ চামরের চয়ে।
কৃপাবন্ত জলদ বিষাদবন্ত হয়ে ॥]** ১৯৪
জিনি মৃগরাজ মাঝা অতিশয় ক্ষিণি।
কিসের ইসের আড়ম্বর বাখানি ॥ ১৯৫
মহাযোগী অশনি সহিতে পারে বুকে।
তাহার কটাক্ষবাণ বিঁধে একটুকে ॥ ১৯৬
তোমারে হেরিলে হবে হৃদয়ে কৌতুক।
সারসের শোভা যেন সুরের সমুখ ॥ ১৯৭

* ১ম পুঃতে নাই। ** ২য় পুঃতে নাই।

অনেক রাজার সাধ সে ধনী পাইতে।
দানব কোপন যেন অমিয়া খাইতে ॥ ১৯৮
কে আর জিনিতে পারে করিয়া বিচার।
তরুণী তোমার বিনু কার নহে আর ॥১৯৯
শুনিয়া বিদ্যার রূপ কৃষ্ণরাম বলে।
স্বর্গ যেন সুন্দর পাইল করতলে ॥ ২০০

১৩

[মাল্যানী জুড়িয়া কর।
বলে বড় কুতূহল ॥ ২০১
না করিহ সন্দে পরমানন্দে
আইস আমার ঘর ॥ ২০২
সে বড় বিরল ঠাঞি তথা কার গতি নাঞি
তোমার নামেতে বহিনীনন্দন
ডাকিয়া বলিলাম তাই। ২০৩
মনেতে যেমন আছে।
সকলি হইবে পিছে ॥
রাজার নন্দিনী শুনে মোর বাণী
নিত্য যাই তার কাছে ॥ ২০৪
সুন্দর গুণের রাশি
শুনিয়া কহিল হাসি ॥
না যায় খণ্ডন বিধির বন্ধন
তুমি হৈলা মোর মাসি ॥ ২০৫
দেখ কালীর খেলা।
মালীর ভবনে গেলা ॥
রন্ধন ভোজন করিলা শয়ন
রজনী প্রভাত বেলা ॥ ২০৬
আসিয়া নদীর তটে।
মৃত্তিকা আনিয়া গঠে ॥

শিবের মূরতি করি যত্ন অতি
সুন্দর সাধক বটে ॥ ২০৭
সকল মরিয়া আছে।
মালঞ্চ তাহার কাছে ॥
অপরূপ শুন মঞ্জরিল পুন
পুষ্প বিকশিত গাছে ॥ ২০৮
সকলি পারুলি কেয়া
সিউলি সুরভি জয়া ॥
যার নহে কাল সেই ফুটে ভাল
সকলি দেবীর মায়া ॥ ২০৯
ফুটিল রঙ্গীন কুন্দ।
মাধবী লতার বৃন্দ ॥
জাতী যুথি আর মল্লিকা সুন্দর
অলি পিয়ে মকরন্দ ॥ ২১০
বাঁধুলি হেম বকুল।
ধবলী চম্পক ফুল ॥
কদম্ব কুরচি বক করবী
ভানু ইন্দু মণি কুল ॥ ২১১
থল শতদল ওড়।
কিংশুক নাগ কিশোর ॥
চাঁপা নানা জাতি শিরিশ করবী
কাঞ্চি নাহিক ওর ॥ ২১২
সিউলি পিউলি আর।
মোহন মুকুতাহার ॥
লতামালিতরু লতার বিট
গন্ধে মনোহর যার ॥ ২১৩
কস্তুরি ভুজগ ধাম।
সিন্ধুবার অভিরাম ॥
শতেক বরগ কৃষ্ণকেলি।
রকতি বদনি শ্যাম ॥ ২১৪

কোকিল পঞ্চম গায়ে।
মুনির মানস হয়ে॥
মন যে মধুর বায়ে (ভেসে)
সৌরভ দূরেতে যায়ে॥ ২১৫

সাধক সুন্দর কবি।
পূজিয়া পরম দেবী॥
মালির ভবন করিল গমন
প্রতাপে কেবল রবি॥ ২১৬

শুন এক নিবেদন।
কালীর চরণে মন॥
স্থির করি রাখ বিচারিয়া দেখ
আর যত অকারণ॥ ২১৭

সংসার সকলি ধন্দ।
মায়ার পাশেতে বন্ধ॥
বুঝিয়া না বুঝে মূঢ়মতি জন
নয়ান থাকিতে অন্ধ॥ ২১৮

নিমিতা নামেতে গ্রাম বৈকুণ্ঠ সমান ধাম
স্বপনে যেমন কহিলা তেমন।
রচিল কেসনরাম॥]* ২১৯

১৪

সুন্দর ফুলের গন্ধে মালিনী পড়িল ধন্ধে
বাহির হইল ততক্ষণে।
কোকিল কুলের ডাক অলি উড়ে ঝাক ঝাক
গুঞ্জরি বেড়ায় পুষ্পবনে॥ ২২০

বিমলা কমলমুখী নিমিখ তেজিয়া আঁখি
ধীরে ধীরে করিল গমন।
সকল মালঞ্চ মৈল আজি কেন হেন হৈল
নাহি জানি ইহার কারণ॥ ২২১

---

* ২য় পুঃতে নাই।

চিত্তে করে অনুমান কোন দেব অধিষ্ঠান
হইল আসিয়া এইখানে।
হৃদয় বিস্ময় অতি ভাবিতে[১] ভাবিতে[২] সতী
উপনীত কুসুম উদ্যানে ॥ ২২২
তবাসিল একে একে জনেক নাহিক দেখে
হেনকালে সমুখে সুন্দর।
পরম পুরুষ জানি আদরে জুড়িয়া পাণি
পরণতি করিল বিস্তর ॥ ২২৩
তোমা দরশন জন্য আপনা মানিল ধন্য
পবিত্র হইল মোর ধাম।
এখন জানিল আমি পুরুষ উত্তম তুমি
চরণে করহ পরণাম ॥ ২২৪
আমি ভাগ্যবতী নারী এ অতিথি যার বাড়ী
হইলা আপনি মহাশয়ে।
যেন হরি কুতূহলে আছিলা নন্দের ঘরে
মায়া করে[৩] হইয়া[৪] তনয় ॥ ২২৫
ধন্য নৃপতির সুতা ধন্য রূপগুণযুতা
ধন্য ধন্য কপাল তাহার।
কত জন্ম পুণ্যফলে বিধি নিধি করতলে
মিলাইল আনিয়া যাহার ॥ ২২৬
পতি লাগি রূপবতী পূজে উমা পশুপতি
বশ হইলা দেব শূলপাণি।
তার যোগ্য পতি আর না দেখি বুঝিয়া সার
নররূপে আইলা আপনি ॥ ২২৭
বড় শুভদিন আজি লইয়া আঁকুশি সাজি
তুলে পুষ্প মালীর মহিলা।
গন্ধে আমোদিত চিত কালীর মঙ্গল গীত
কবি কৃষ্ণরাম বিরচিলা ॥ ২২৮

১ মালির ২ মহিলা ৩ রসে ৪ হইলা।

১৫

ফুলমকরন্দ লোভে তাহে শোভে অলি।
মন্দবায়[১] পঞ্চম গায় কোকিল কুকিলি[১] ॥ ২২৯
দুঃখহীন শুভদিন মালীর মহিলা।
নাম লব কত যত কুসুম তুলিলা ॥ ২৩০
অবহেলে গেল ঘর কত সাজি ভরি।
কবিগুণাকর বলে অতি যত্ন করি ॥ ২৩১
শুন মাসি অদ্য বসি আমি গাঁথি মালা।
তুষ্ট হইয়া নেবে মালা নৃপতির বালা ॥ ২৩২
বুঝি মন ততক্ষণ গাঁথে রম্যহার।
ফুল নানা গুণপানা কি বলিব তার ॥ ২৩৩
তবে মালী কুতূহলী লয়্যা পুষ্পচয়।
অবিলম্বে গেল দম্ভে বিদ্যার আলয় ॥ ২৩৪
ফুল দিয়া তবে গিয়া রাণীর সাক্ষাতে।
রস কথা ছিল তথা দণ্ড ছয় সাতে ॥ ২৩৫
ঘরে যায় বিদ্যা তায় হাসি জিজ্ঞাসিল।
কহ সার পুষ্পহার কে আজি গাঁথিল ॥ ২৩৬
গাঁথ তুমি চিনি আমি নিত্য আন ফুল।
আজি চিহ্ন দেখি ভিন্ন চিত্ত করেরে ব্যাকুল ॥ ২৩৭
হাস্যমুখী হইয়া সুখী মালিনী বিমলা।
আজি হেন কহ কেন নৃপতির বালা ॥ ২৩৮
যাহা জানি গাঁথি আমি কেবা মোর আছে।
নাহি যুবা মোর কেবা আসিবেক কাছে ॥ ২৩৯
উচ কুচ ভাবি বুঝ এভর যুবতী।
ফুল গন্ধে পড়ি ধন্ধে স্থির নহে মতি ॥ ২৪০
পোড়ে মন অনুক্ষণ বিরহ আগুন।
বর আনি নরপতি না দেয় দারুণ ॥ ২৪১

১-১ মন্দবায় সুখে গায় পঞ্চম কোকিলি

কায়মনে অনুক্ষণ ভাবে নারায়ণী[১]।
দুঃখ যাবে পতি পাবে রসগুণমণি ॥ ২৪২
শুন কহি কাম অহি কামড়ে শরীর।
সেই আসি বিষকাড়ি করিবেক স্থির ॥ ২৪৩
অতি ব্যাজ নাই কাজ দুই এক হবে।
অতিরূপ রসকূপ ভূপ লইয়া রবে ॥ ২৪৪
ইহা শুনি বিরহিণী[২] হৃদয় অধীর।
গেল ক্ষুদা পাইল সুধা তাহে কি অনাদর ॥ ২৪৫
ছত্রপাট[৩] করি নাট লাগাইল আসি।
মুখে ভাষ মন্দ হাস সুন্দরের মাসি ॥ ২৪৬
এত বলি গেল চলি আপন বসতি।
কৃষ্ণরাম বলে ধাম দিবা ভগবতী ॥ ২৪৭

১৬

বিমলা বিদায় হইয়া ঘরেতে আইল।
সুন্দরেরে সমাচার কহিতে লাগিল ॥ ২৪৮
কি দিয়া গাঁথিলা মালা কেমন প্রকারে।
চঞ্চল বিদ্যার মন ধরিতে না পারে ॥ ২৪৯
যতন করিয়া মোরে জিজ্ঞাসিল সতী।
কে আজি গাঁথিল মালা অপরূপ অতি ॥ ২৫০
না কহিলাম সমাচার সাতপাঁচ ভাবি।
কালি গিয়া কহিব যেমন করেন দেবী ॥ ২৫১
কিছু না কহিল কবি শুনিয়া প্রসঙ্গ।
পোহাইল বিভাবরী উদয় পতঙ্গ ॥ ২৫২
মাল্যানী আনিল ফুল তুলিয়া সকল।
সুন্দর কহেন কিছু হইয়া কুতূহল ॥ ২৫৩
তঙ্কা দশবারো লইয়া বাজারে যাহ মাসি।
গাঁথিব সকল মালা আজি আমি বসি ॥ ২৫৪

১ ভদ্রকালী ২ সুবদনি ৩ সূত্রপাঠ

বহুদিন পূজি নাই হরের ঘরণী।
উপহার আন আজি কিনিয়া আপনি ॥ ২৫৫
বিমলা বাজারে গেল বেসাতি করিতে।
সুন্দর সুন্দর মালা লাগিল গাঁথিতে ॥ ২৫৬
বোটা কাটি রঙ্গন সহিত যুতি তার।
মুকুতা মিসালে যেন প্রবালের হার ॥ ২৫৭
গাঁথে নাগকিশোরী বিশেষ মাঝে জাতি।
মল্লিকা মাধবী লতা মনোহর অতি ॥ ২৫৮
[গন্ধরাজ চাঁপা মাঝে বকুলের মালা।
যা ধরিলে বিরহী জনের বাড়ে জ্বালা ॥]* ২৫৯
ভূমিচাঁপা আশোক গাঁথিল করবীর।
হেরিলে হরিয়া লয় মানস মুনির ॥ ২৬০
ভাবিয়া হৃদয় মাঝে নৃপতি কুমার।
লিখিল কেতকী ফুলে নিজ সমাচার ॥ ২৬১
কাঞ্চন[১] নগরে রাজা নাম গুণসিন্ধু।
যশে সম নহে যার কুমুদের বৃন্দ ॥ ২৬২
তাহার তনয় সুন্দর মহাকবি।
প্রতাপে তুলনা যার হৈতে চায় রবি ॥ ২৬৩
তোমার প্রতিজ্ঞা কথা শুনি লোকমুখে।
মালাকার ভবনেতে আইলাম কৌতুকে ॥ ২৬৪
হরিষে কুসুমমালা সাজিতে থুইল।
কদলীর পত্র দিয়া সব আচ্ছাদিল ॥ ২৬৫
ভিন্ন ভিন্ন করি রাখে যার যেই দাম।
রচিল সরস গীত কবি কৃষ্ণরাম ॥[১] ২৬৬

* ১ম পুঃতে নাই।

১-১ গুণসিন্ধু ধীর ধন্য ধরণী ভূষণ।
যশের পীযূষ ধাম প্রতাপে তপন ॥
শুন্যাছো সুন্দর নাম তাহার তনয়।
যত কবি পণ্ডিত পাইল পরাজয় ॥

১৭

হেনকালে মাল্যানী আইল নিজপুরী।
বোঝা তুলাইয়া কহে বচন চাতুরী॥ ২৬৭
পাছে বুঝ মাসি কিছু করিয়াছে চাপা।
কোথায় এমন টাকা পাইয়াছিলা বাপা॥ ২৬৮
মোহরে গণিয়া দশ দিলে বটে তুমি।
সিক্কা সিক্কা কাটিল মণত বাট্টা কমি॥ ২৬৯
বদলিয়া পুরাপিট হইল সাড়ে সাত।
থোকে ছয়তঙ্কার বণিক দ্রব্যজাত॥ ২৭০
কর্পূর কিনিনু আগে আর আর এড়্যা।
তিনটা ছিল তোলা আজি তার দেড়্যা॥ ২৭১
অগরুচন্দন চুয়া আছে কি পাইতে।
চক্ষু ঠিকরিয়া গেল চাহিতে চাহিতে॥ ২৭২
জায়ফল লবঙ্গ প্রসঙ্গ আর নাঞি।
কিছু কিছু আনিয়াছি আমি বুঝি তেঞি॥ ২৭৩
তবে থাকে টাকা দেড় ভাঙ্গাইতে চাই।
আগুন লাগিল কড়ি কম বড় পাই॥ ২৭৪
আতিবিতি লইলাম বেসাতি ফুরায়।
চাহিতে চাহিতে যেন চরকি ঘুরায়॥ ২৭৫
ঘৃতের দোকানে দেখি এত কেন চোক।
ঠেলাঠেলি গণ্ডগোল গায়ে গায়ে লোক॥ ২৭৬

পরম আনন্দে সদা সারদার সেবা।
প্রমথ পতির বরে প্রতিযোগ কেবা॥
তোমার প্রতিজ্ঞা-কথা শুনি লোকমুখে।
মালাকার ভবনেতে আইলাম কৌতুকে॥
দর[illegible] করণে মনের কুতূহল।
স্বপনে শিবার মুখে ব্যাকত সকল॥
সাজায়্যা সাজিতে রাখে বিরাজিত হার।
যত ঠাঞি যোগান যেমন মালা যার॥

কিনিতে চিকন চিনি কত হুড়াহুড়ি।
প্রলয় পড়িল পোয়া সাড়ে সাতবুড়ি ॥ ২৭৭
বিভাহ অনেক ঠাঞি কর্ণবেধ কারো।
দ্রব্যের দর (তাই) বাড়িয়াছে আরো ॥ ২৭৮
[পশিতে নারিলাম গুয়া পরশের বাড়া।
পোণেকে দুই পোণ পান সেহ নহে ঝাড়া ॥২৭৯
যেন তেন ছাঁচের আছয়ে একগুণ।
সবেমাত্র বাজারে সুলভ আছে চুণ ॥]* ২৮০
লিখিয়া খুজুরা দ্রব্য বুঝ কতগুলা।
আমার খরচ এই ছয় বুড়ির তুলা ॥ ২৮১
গণ্ডাদশ[১] বারো কড়ি পড়িয়াছে ভুল।
বিকালে সকল দিব বিকাইলে ফুল ॥ [১] ২৮২
[মুখে বড় দড়বড়ি দিলেক বুঝান।
দশের অর্দ্ধেক তঙ্কা তার জলপান ॥ ২৮৩
সুন্দর শুনিয়া হাসে বড় কুতূহলে।
চোরের উপর চুরি কৃষ্ণরাম বলে ॥] * ২৮৪

১৮

বেসাতি[২] করিয়া সারা বিমলা মালিয়ানীদারা
আসি উত্তরিল নিজঘর।[২]
আকাশে অনেক বেলা পাছে রোষে নৃপবালা
ভাবিতে হৃদয়ে[৩] বড় ডর[৪] ॥ ২৮৫
না জানি কি হয়ে আজি করেতে করিয়া সাজি
চলিল হৃদয় ছটফট।

* ২য় পুঃতে নাই।
১-১ গণ্ডাদশ বারো করি বড় কুতূহলে।
চোরের উপরে চুরি কৃষ্ণরাম বলে ॥
২-২ যার যে জোগান দিতে মালিয়ানি অতি দ্রুতে
ভাঙ্গিয়া কুসুম মাল্য লয়।
৩ ভাবিতে ৪ জায়

কোটালে তুষিয়া ফুলে বিলম্ব করিয়া চলে
উত্তরিল বিদ্যার নিকট ॥ ২৮৬
সমুখে বিমলা দেখি বিমল কমলমুখী
বলে বিদ্যা ঘুরাইয়া লোচন।
সুখে থাক নিজালয় আমারে না কর ভয়
ফুল আন যখন তখন ॥ ২৮৭
প্রায় কর অবহেলা তৃতীয় প্রহর বেলা
কবে আর পূজিব ভবানী।
যেমত তোমার কাজ অভাগ্য চক্ষের লাজ
নহে পারি শিখাইতে এখনি ॥ ২৮৮
হৃদয় বড়ই ডর মাল্যানী জুড়িয়া কর
বলে শুন রাজার তনয়া।
যে কর সাক্ষাতে আছি যত অপরাধ আজি
ক্ষেম তাহা সদয় হইয়া ॥ ২৮৯
বিদায় হইয়া মালী অন্য ঠাঞি গেল চলি
পূজে বিদ্যা শঙ্কর ভবানী।
চিকন গাঁথনি ফুল দেখি চিত্ত ব্যাকুল
রতিপতি হানিল তখনি ॥ ২৯০
মালাটি[১] লইয়া হাতে[১] সুন্দর লিখন তাতে
যত্ন করি পড়িল সকল।
বিরহে হরিল জ্ঞান ঘুচিল পূজার ধ্যান
সখিগণে শুনি কুতূহল ॥ ২৯১
[বাসনা নাই যে খাই বসিতে না পারে রাই
শুইলে দ্বিগুণ বাড়ে জ্বালা।
বিকল হইল অতি প্রভাত হইল রাতি
প্রাণ পাই দেখিলে বিমলা ॥]* ২৯২

১-১ মালা নিল দক্ষ হাতে
* ১ম পুঃতে নাই।

তিরস্কারে হইয়া দুঃখী মাল্যানী বিমলমুখী
উত্তরিল আপন ভবন।
সেদিন অমনি ছিল সুন্দরেরে না কহিল
কৃষ্ণরাম করিল রচন ॥ ২৯৩

১৯

পোহাইল বিভাবরী উদয় আঁধারবৈরী
শয্যা ছাড়ি মালাকার জায়া।
আনিয়া কুসুমবার যতনে গাঁথিয়া হার
গেলা যথা রাজার তনয়া ॥ ২৯৪
মাল্যানী বলে কালি দিয়াছ অনেক গালি
বড় দুঃখ হইয়াছে মনে।
সকালে আনিনু মালা লহ নৃপতির বালা
যাই আমি আপনভবনে ॥ ২৯৫
বিদ্যা বলে ঝির দোষে মা কি কখন রোষে
কোন দেশে শুন্যাছ এমন।
রাগে দুই বোল কই পাসুরি ক্ষণেক বই
ক্রোধ মোরে কর সম্বরণ ॥ ২৯৬
অপরাধ ক্ষেমা করো আইস বৈস হেরো
করে ধরি বসাইল সতী।
তুষিয়া মধুর বোলে জিজ্ঞাসিলা কুতূহলে
বিদ্যাবিনোদিনী রূপবতী ॥ ২৯৭
সবদি দিলাম তোরে কহগো আমার তরে
কাহারে দিয়াছ ঘরে ঠাই।
অনুমানে বুঝিলাম সেই সে গুণের ধাম
তাহার তুলনা দিতে নাই ॥ ২৯৮
মালার গাঁথনি দেখি নিমিখ তেজিয়া আঁখি
চঞ্চল হইল বড় মন।
কহগো বিশেষ ভাষ কোথায় তাহার বাস
কেবা সেই কাহার নন্দন ॥ ২৯৯

মালিয়ানী কুতুহলে মুখ ফিরাইয়া বলে
সে কথা কহিয়া কিবা লাভ।
মিছামায়া কর কেন কতেক চাতুরী জান
জান্যাছি তোমার যত ভাব ॥ ৩০০
প্রণতি করয়ে রামা কহগো গুণের ধামা
হেরগো ফির‍্যায় দেখি মুখ।
তুমি মোর পর হও তথাচ নাহিক কও
যেন বুঝি শিলা সম বুক ॥ ৩০১
ঈষৎ[১] হাসিয়া মুখে চাহিয়া বিত্মার দিকে
কহিতে লাগিল সর্ব্বকথা।[১]
শুন শুন নৃপবালা বিরহসাগরে ভেলা
দিল আনি তোমারে বিধাতা ॥ ৩০২
বড় অপরূপ এই রূপেতে তেমন কই
হয় না হবেক নাই নরে।
দেখি সেই মহাশয় বৃদ্ধার বাসনা হয়
যুবতী কেমনে প্রাণ ধরে ॥ ৩০৩
কবি কৃষ্ণরাম ভণে এ ভয় সদতমনে
কেমনে তরিব ভবনদী।
গতি নাই তোমা বই কালিকা করুণামই
চরণে শরণ দেহ যদি ॥ ৩০৪

২০

মালিয়ানী বলে শুন রাজার কুমারী।
কহিতে বিশেষ কথা ভয় বড় করি ॥ ৩০৫
নৃপবালা বলে তুমি জান মোর মন।
কহিতে বলিতে তবে ভয় কি কারণ ॥ ৩০৬
অভয় দিলাম কহ সত্য সমাচার।
কপট করহ যদি সবদি আমার ॥ ৩০৭

১-১ ঈষৎ হাসিয়া তবে বলে অবধান হবে
কহিতে লাগিলা কাজ কথা।

চারিদিক নিরখিয়া কহিছে বিমলা।
সার্থক সেবিলে তুমি সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ৩০৮
কাঞ্চননগরে রাজা গুণসিন্ধু নাম।
লোকে বলে ক্ষিতিতলে কলিযুগে রাম ॥ ৩০৯
সুন্দর তাহার সুত সুন্দর মূরতি।
রূপেগুণে অনুপাম কবি বৃহস্পতি ॥ ৩১০
যশ নিরমল অতি প্রতাপে তপন।
অঙ্গভঙ্গ দেখি অঙ্গ তেজিল মদন ॥ ৩১১
অমিয়া[১] জড়িত কথা অতিশয় ভাল[১]।
কিরণেতে নিবিড় আঁধার করে আল ॥ ৩১২
দেখিয়া তাহার রূপ হেন লয় মন।
জিয়াইলা হর বুঝি মকরকেতন ॥ ৩১৩
ধরণী মণ্ডলে বুঝি নাই তার তুল।
দরশনে কামিনী কেমনে রাখে কুল ॥ ৩১৪
হেনকথা সুন্দরী শুনিয়াছ কোন দেশে।
মালঞ্চ ফুটিল মোর তাহার পরশে ॥ ৩১৫
অশেষ গুণের সীমা কি বলিব আর।
হেলায় জিনিতে পারে গুরুরে তোমার ॥ ৩১৬
জনমে জনমে হরআরাধন ফলে।
বিধি মিলাইল নিধি আনি করতলে ॥ ৩১৭
বিশেষ সকল যদি মালিয়ানী কহিল।
শুনিয়া বিদ্যার তনু লোমাঞ্চ হইল ॥ ৩১৮
অনঙ্গে অবশ তনু হইল উতরোল।
মালিয়ানীরে ধরিয়া যতনে দিলা কোল ॥ ৩১৯
ছিঁড়িয়া গলার হার ততক্ষণে দিল।
চারিদিক নিরক্ষিয়া কহিতে লাগিল ॥ ৩২০
কোন[২] ছলে আনাইব আপনভবন।

১-১ অমৃত সমান ভাষ সর্ব্বাংশে ভাল।
২-২ কিছু পাছে মনে কর জ্ঞান শূন্য হলি।
কান্ত অই কহিলা করুণাময়ী কালী।

কহগো মাল্যানী কহ কহ সখিগণ ॥ ৩২১
কেমনে দেখিব আমি সেই মহাজন।
তিলেক বিলম্বে মোর না রহে জীবন ॥ ৩২২
তৎকাল উপায় যদি নাহি কর তবে।
নিশ্চয় সত্যবধের ভাগী হবে ॥[২] ৩২৩
মালীর মহিলা বলে শুন নৃপবালা।
কৃষ্ণরাম বলে বড় বিরহের জ্বালা ॥ ৩২৪

২১

বিরহে ব্যাকুল অতি দেখিয়া যুবতী সতী
মালিয়ানী বলে এই কথা।
কোটাল প্রহরী থাকে দিবা বিভাবরী জাগে
পুরুষ আসিতে নারে এথা ॥ ৩২৫
শুনিয়া তোমার বোল হিয়া বড় উতরোল
ঘরকরণায় নাই সাধ।
বিচারিয়া[১] বুঝমনে যদি নরবর শুনে
তিলেকে হইবে পরমাদ ॥[১] ৩২৬
না জানিব বাপমায়ে গোপতে আনিবে তায়ে
ইহা কভু ছাপি নাহি হবে।
বড়গো আমার ভয় যদিগো প্রচার হয়
পরিণামে কিমত করিবে ॥ ৩২৭

আসিতে তথায় যদি হয় অভিমত।
বিকট কোটাল মুটা আটকায় পথ ॥
গোপনে হইবে বিভা স্বপনেতে জানি।
কহ কি তোমার মতে দড় সেই বাণী ॥
কেমন কেমন মন লাগ্যাছে করিতে।
পলকে প্রলয় প্রাণ না পারি ধরিতে ॥
দরশন তাহার সহিত অচিরাত।
নহিলে গমন আজি শমন সাক্ষাত ॥

১-১ বিবরিয়া বুঝ মনে যদি নরপতি শুনে
তিলেকে পড়িবে পরমাদ ॥

[হের শুন বলি আর তাবত থাকিবে ভাল
যাবত না হও গর্ভবতী।
যুকতি ইহার এই কহ নৃপতির ঠাই
বিভাহ দেওক নরপতি ॥]* ৩২৮
বিষম তোমার বাপ ভাবিতে তাহার দাপ
হের দেখ কাঁপে মোর বুক।
জগতে কলঙ্ক হবে লোকের সাক্ষাতে তবে
তুলিবে কেমন করি মুখ ॥ ৩২৯
যতেক রাজার সুতা আছিল বিরহ যুতা
হেন কর্ম কেহ নাহি করে।
মাল্যানীর বাণী শুনি বলে বিদ্যা বিনোদিনী
ভয় মাত্র নাহিক অন্তরে ॥ ৩৩০
প্রতিজ্ঞা সকলে জানে যে জন বিচারে জিনে
সে মোরে করিবে পরিণয়।
রূপগুণ মনোহর বরিব পুরুষবর
ইহাতে বাপের কিবা ভয় ॥ ৩৩১
যে কর্ম্ম করিব আমি তাহাতে কি লাগি তুমি
মনে ভয় পাওগো বিমলা।
শুনিয়াছ কোন লোকে সব বিদ্যমান থাকে
দাহ করে কুশের পুতুলা ॥ ৩৩২
[মহারাজা লোকে বলে আছিল ধরণীতলে
বাণ নামে গুণের গরিমা।
উষানামে তার কন্যা সর্ব্বগুণময়ী ধন্যা
যাহার রূপের নাহি সীমা ॥ ৩৩৩
না বলি বাপের ডরে অনিরুদ্ধ আনি ঘরে
বরিলত সেই বিরহিণী।
অপযশ কেবা ঘোষে ধন্য ধন্য সর্ব্ব দেশে
আর না বলিহ হেন বাণী ॥ ৩৩৪

---

* ২য় পুঃতে নাই।

মালিয়ানী আদি করি সখিগণ বলে সাধি
বিস্তারিয়া কহ শুনি ইহা।
পিতামাতা নাহি জানে অনিরুদ্ধ ঘরে আনে
কেমত প্রকারে হইল বিহা॥]* ৩৩৫
নৃপতির বালা বলে কালীর চরণতলে
কিষণরামের আর দাস।
যে তুয়া মঙ্গল গায় হবে কৃপাময়ী তায়
নায়কের পূর অভিলাষ॥ ৩৩৬

২২

শোণিত নগরে ছিল বাণ নামে ভূপ।
প্রতাপে তপন তুল্য কাম জিনি রূপ॥ ৩৩৭
ধরয়ে সহস্র বাহু বলবান অতি।
তাহারে সদয় বড় দেব উমাপতি॥ ৩৩৮
উষানামে নন্দিনী সকল গুণধরা।
কামের প্রমদা জিনি রূপে মনোহরা॥ ৩৩৯
কামনা করিয়া পূজে গৌরী ত্রিলোচন।
পাইতে আপন পতি এই সে কারণ॥ ৩৪০
বিরহিণী স্তব করে অশেষ বিশেষ।
স্বপনে পাইবে পতি দেবীর আদেশ॥ ৩৪১
[তিনলোকে তরুণী তেমন পরকার।
করিয়াছে কোথায় কামনা শুন আর॥ ৩৪২
কুচে করি কুম্ভমুখে দ্বিজের রাজায়।
জিনিল হরিণ হরি নয়ন মাঝায়॥]** ৩৪৩
অনিরুদ্ধ[১] নাম কামদেবের কুমার।
স্বপনে তাহার সনে করিল বিহার॥[১] ৩৪৪

* ২য় পুঃতে নাই। ** ১ম পুঃতে নাই।

১-১ অনিরুদ্ধ নাম কামদেবের তনয়।
তার সহ কেলি কৈল রতি সত্য হয়॥

সকলি কালীর মায়া শুন শুন বলি।
চেতন পাইয়া রামা বিরহে আকুলি ॥ ৩৪৫
চিত্ররেখা বলি এক সাথী প্রাণসমা।
তার তরে সকলি কহিল অনুপমা ॥ ৩৪৬
স্বপনে পাইনু পতি রূপগুণধাম।
দেখিলে চিনিতে পারি নাই জানি নাম ॥ ৩৪৭
করেতে করিয়া তুলি সেই সহচরী।
সবার আকার লিখে অতি যত্ন করি ॥ ৩৪৮
গরুড় বাহনে হরি হংস পিঠে ধাতা।
সহস্রাক্ষী লিখিল বাহন গজমাতা ॥ ৩৪৯
বৃষভ বাহনে হর গ্রহ নয় জন।
লিখিল ভূষণ যার বাহন যেমন ॥ ৩৫০
ঋষি বিদ্যাধর যক্ষ অপ্সরী কিন্নর।
এ তিন ভুবনে যত প্রধান সকল ॥ ৩৫১
গোপাল লিখিল বসুদেবের কুমার।
যার নামে হয় লোক ভবসিন্ধু পার ॥ ৩৫২
কামদেব লিখিল কুসুমবাণ হাথে।
বসন্ত করিয়া আদি ছয় ঋতু সাথে ॥ ৩৫৩
অনিরুদ্ধ লিখিল রূপের নাহি সীমা
উষার পরাণনাথ অশেষ মহিমা ॥ ৩৫৪
সমুখে ধরিল পট দেখি বাণবালা।
কৃষ্ণরাম বলে সব সারদার খেলা ॥ ৩৫৫

২৩

উষা নিশাকর মুখী নিমিখ তেজিয়া আঁখি
একে একে করে নিরীক্ষণ।
অনিরুদ্ধ দেখি সতী লজ্জিত হইলা অতি
বসনেতে ঢাকিলা বদন ॥ ৩৫৬
বলে এই প্রাণপতি আনি দেহ শীঘ্রগতি
প্রণতি করহ জোড় করে।

বিলম্বে মরণ মোর দুঃখের নাহিক ওর
যাবত না দেখি তার তরে ॥ ৩৫৭
সখী অতিমতি শুদ্ধ আনি দিল অনিরুদ্ধ
কুতূহলে বরিল রূপসী।
শুনি বাণ মহারোষে ভয়ঙ্কর নাগ পাশে
বাঁধিলত সেই গুণরাশি ॥ ৩৫৮
নারদের মুখে শুনি ক্রোধযুত চক্রপাণি
গরুড় করিয়া আরোহণ।
কাটিল বাণের হাত রুষিয়া ত্রিদশনাথ
সমরে আইলা ত্রিলোচন ॥ ৩৫৯
যুদ্ধ হইল হরিহরে তিন লোক কাঁপে ডরে
দিগম্বরী দেখি মধ্যখানে।
অনিরুদ্ধ ঊষা লইয়া পরম কৌতুকী হইয়া
কৃষ্ণ গেলা আপনার স্থানে ॥ ৩৬০
বাণের সহস্রহাথ কাটিল কমলানাথ
অবশেষে[১] রহে হাথ চারি[১]।
অহংকার বীর দাপ দেখিয়া পুরুষে শাপ
দিয়াছিলা[২] দেব ত্রিপুরারি[২] ॥ ৩৬১
শুনিয়া এসব বাণী মালাকার সীমন্তিনী
বলে শুন রাজার কুমারী।
যে লয় তোমার মতি কর তাহা রূপবতী
আমি ইথে কি বলিতে পারি ॥ ৩৬২
বলে সুলোচনা সখী শুনল সরসমুখী
ইথে না করিহ অবহেলা।
বিরহ সাগরে পড়ি তরিতে না পাও তরী
বিধি আনি মিলাইল ভেলা ॥ ৩৬৩
সেই গুণসিন্ধু সুত রূপে গুণে অদ্‌ভুত
মালঞ্চ ফুটিল অনুভবে।

১-১ দুই মাত্র রহে অবশেষ ২-২ দিয়াছিলা ঠাকুর মহেশ

নিশ্চয় আমার কথা যদি সে আইসে হেথা
কোটাল তারে কি করিবে ॥[১] ৩৬৪

বিদ্যা বলে মালিয়ানী কি আর বলিব আমি
যাহা জান বলিহ তাহারে।
অন্য না ভাবিহ ইথে বুঝাইয় নানা মতে
যদি কৃপা থাকয়ে আমারে ॥ ৩৬৫

তোমার সহিত দড় প্রণয় আমার বড়
তেঞি বলি ঘুচাইয়া লাজ।
যে জন কাতর হয় একান্ত শরণ লয়
প্রাণপণে করি তার কাজ ॥ ৩৬৬

নানা উপহার আনি মালিয়ানীরে দিলানি
যত্ন করিয়া রূপবতী।
বিমলা বিদায় করি নৃপবালা তরাতরি
পূজিতে লাগিলা ভগবতী ॥ ৩৬৭

আরোপি সোনার বারা দিয়া কুসুমের ঝারা
সুন্দর ষোড়শ উপচারে।
কৃষ্ণরাম[২] সুরচনে[২] স্তুতি করে একমনে
বিরহ সাগর হৈতে পারে ॥ ৩৬৮

২৪

তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি সকলের জীব
তোমা বিনু নহে কোনজন।
পতিপুত্র আদি জায়া সকল তোমার মায়া
তুমি দেবী সবার কারণ ॥ ৩৬৯

১ ২য় পুঃতে ইহার পর এই চার লাইন অতিরিক্ত আছে—

বলে বিদ্যামুখ চায়া শুন গো মালির মায়া
তার সনে জন্ম জন্ম বিভা।
স্বপনে শিবার বাণী মনেতে দুজন জানি
সন্দেহ ইহার আর কিবা ॥

২-২ কবি কৃষ্ণরাম ভণে

স্তুতি করে নৃপবালা।

তুমি ভবসিন্ধুতরী তুমি চরাচরেশ্বরী

তুমি মাগো সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ৩৭০

নানা রূপে অবতরি সৃজন পালন করি

দুষ্ট নষ্ট কর মহামায়া।

মহিষাসুর শুম্ভ নিশুম্ভ দারুণ দম্ভ

গর্ব্ব খর্ব্ব করিলা হেলায় ॥ ৩৭১

হইয়া বামনরূপ ছলি বলি মহাভূপ

পাতালে রাখিলা চিরকাল।

রামনামে দীনবন্ধু পাষাণে বান্ধিয়া সিন্ধু

বিনাশিলা নিশাচর কুল ॥ ৩৭২

পূরব জনম পতি মিলাইলা ভগবতী

প্রণতি আমার এই সদা।

স্তুতি কি করিব আর তুমি সকলের সার

শিবা সুখ সম্পদ সারদা ॥ ৩৭৩

দেবী পূর্ব্ব অঙ্গীকারে সদয় হইয়া তারে

শুনিল আকাশবাণী এই।

আস্যাছে তোমার পতি সুন্দর সুন্দর অতি

নিকটে আসিব অদ্য সেই ॥ ৩৭৪

শুনিয়া নিশ্চয় কথা ঘুচিল মনের ব্যথা

পরম কৌতুকী সখিগণ।

বেশ কৈল সভে তার বিশেষ কি কব আর

রূপবতী সুন্দর যেমন ॥ ৩৭৫

বুঝিয়া বিদ্যার মন সুলোচনা ততক্ষণ

বিছানা করিল মনোহর।

সাতকুম্ভঝারি বারি রাখিল পূর্ণিত করি

রাখে পূর্যা পান সুধাকর ॥ ৩৭৬

নানাকুসুমের হার অগুরু চন্দন সার

গন্ধে হরে মুনির মানস।

রত্নসিংহাসন পাতে গিরিদা যুগল তাতে
রম্য চাঁদ উপরে রূপস ॥ ৩৭৭
সময় বসন্ত ঋতু মুখর মকরকেতু
মন্দমন্দ[১] বহেত পবন[১]।
কতক্ষণে হবে নিশি ভাবয়ে ভবনে বসি
ভূপতিনন্দিনী[২] বিচক্ষণ[২] ॥ ৩৭৮
বসিতে নাহিক পারে শুইলে বিরহ বাড়ে
দাঁড়াইলে পড়য়ে ঘুরিয়া।
কৃষ্ণরাম বলে দেবী সুন্দর সুন্দর কবি
আনি মোরে দেহ মিলাইয়া ॥ ৩৭৯

২৫

তথা হইতে মালিয়ানী তবে বিদায় হইয়া
কৌতুকে আপন পুরী উত্তরিল গিয়া ॥ ৩৮০
ঈষৎ হাসিল রামা দেখিয়া সুন্দর।
কহে অপরূপ কথা শুনে কবিবর ॥ ৩৮১
দেখিয়া মোহনমালা বিদ্যাবিনোদিনী।
দিব্য দিয়া জিজ্ঞাসিল কাহার গাঁথনি ॥ ৩৮২
কহিলাম তাহাতে তোমার সমাচার।
শুনিয়া অচৈতন্য হইল জ্ঞান নাহি তার ॥ ৩৮৩
কি মতে হইবে দেখা ভাব মহাশয়।
তোমাবিনু তার প্রাণ তিলেক না রয় ॥ ৩৮৪
কেমনে কহিব তাহা কহিল যতেক।
হইবে তাহার বধি বিলম্ব তিলেক ॥ ৩৮৫
রামা গুণধামা তুমি গুণনিধি।
মিলাইয়া দিল আনি বিদগধবিধি ॥ ৩৮৬
তুমি কামদেব সম লয়ে মোর[৩] মতি[৩]।
কোন জন না বলিব বিদ্যা নহে রতি ॥ ৩৮৭

১-১ মন্দমন্দ মলয়া মারুত ২-২ ভাগ্যবতী ভূপতির সুত ৩-৩ আমার ভারথি

ক্ষুধিত জনেরে যদি ভাল ভক্ষ্য মিলে।
খাইতে বিলম্ব নাকি করে কোন কালে ॥ ৩৮৮
পরিতে বিলম্ব কিবা পাইলে রতন।
এ বড় সরস ইতে আমার যতন ॥ ৩৮৯
কাম শরানলে তনু তোমার বিকল।
তাহার পরশে মাত্র হইব শীতল ॥ ৩৯০
সে ধনী রতন বড় যতনে পাইতে।
তোমার সমান ভাগ্যবান নাহি পৃথিবীতে ॥ ৩৯১
নয়ান সফল কর দেখি তার মুখ।
ঘুচুক মনের যত চিরকাল দুঃখ ॥ ৩৯২
[ঘটকালি মালীর মহিলা ভাল জানে।
ভাষায় স্মরশর যেন হানে ॥] * ৩৯৩
দিবা বিভাবরী জাগে কোটাল প্রহরী।
এই সে কারণে আমি ভয় বড় করি ॥ ৩৯৪
এক যুক্তি বলি আমি যদি মনে লয়।
নৃপতিরে বলিয়া করহ পরিণয় ॥ ৩৯৫
[বিচারিয়া বুঝ বাপা বিদগধ বটো।
পরিণামে তিনজন নাহি যেনো নটো ॥] * ৩৯৬
কি বলিব অবলা পণ্ডিত তুমি কবি।
কর যাহা মনে লয় যাহা করুন দেবী ॥ ৩৯৭
হাসিয়া সুন্দর বলে হৃদয়-কৌতুক।
গোপথে করিব বিভা ইতে বড় সুখ ॥ ৩৯৮
চোর রূপে যুবতী লইয়া করি লীলা।
জগতের সার সুখ বিধি যা লিখিলা ॥ ৩৯৯
পশ্চাতে শুনিলে রাজা যে হয় সে হবে।
সহায় পরম দেবী কোন দুঃখ নবে ॥ ৪০০
শুনিয়া মালিয়ানী কিছু না বলিল আর।
কবি কৃষ্ণরাম বলে গীতরসে সার ॥ ৪০১

---

* ১ম পুঃতে নাই।

২৬

বিমলার মুখে শুনি বিশেষ ভারতী।
লোমাঞ্চ হইল অঙ্গ ব্যাকুলিত অতি ॥ ৪০২
ফুটিল মদন বাণ হরি নিল জ্ঞান।
তিলেক বিলম্ব এক বরষ সমান ॥ ৪০৩
স্নানদান করিল পূজিল পশুপতি।
জপিয়া কালীর মন্ত্র করিল প্রণতি ॥ ৪০৪
[ভাবিয়া ভবানীপদ হৃদয়কমলে।
অসিবেক প্রত্যুষে পূজিয়া এই বলে ॥] * ৪০৫
জগতজননী তুমি জীবন সভার।
ভকতবৎসলা নাম কি বলিব আর ॥ ৪০৬
[নামের মহিমা সীমা বেদে অগোচর।
কৃপায় কেবল কিছু জানেন বুঝি হর ॥ ৪০৭
জনক জননী তুমি যাতে যায় দেখা।
আকার অনন্ত বটে আদিকাণ্ড একা ॥ ৪০৮
ভবগোচর সিন্ধু ভবের ভাবনা।
কারণ কতেক মজ প্রকাশ আপনা ॥ ৪০৯
মোহকূপ কলি মনে সকল পতিত।
সবের মঙ্গল নয় কেহ কদাচিত ॥ ৪১০
ও পদ কমলে যার দড়াইল মন।
নাকের নিকরে করে তাহার বারণ ॥ ৪১১
জীবনেতে মুকুত পরমপদ পায়।
কি বা না করিতে পারে শিব মহাশয় ॥ ৪১২
গুণবত পর্ব্বত লীলায় একটুকি।
দীন নর অমর অধিক হয় সুখী ॥] * ৪১৩
গোপথে করিব বিভা তোমার আদেশ।
একাকী আইলাম আমি জানিয়া বিশেষ ॥ ৪১৪

* ১ম পুঃতে নাই।

কেমনে যাইব রাজকন্যার আলয়।
কোটাল দুরন্ত বড় দেখি লাগে ভয় ॥ ৪১৫
হইল আকাশবাণী সদয় অভয়া।
সুখে গিয়া কর বিয়া রাজার তনয়া ॥ ৪১৬
বিদ্যার মন্দির আর বিমলার ঘর।
হইল সুড়ঙ্গ-পথ অতি মনোহর ॥ ৪১৭
চন্দ্রকান্ত মণি কত জ্বলে ঠাঞিঠাঞি।
রজনী দিবস তুল্য অন্ধকার নাই ॥ ৪১৮
দেখিল নয়ানে কবি সুড়ঙ্গের[১] পথ।
তখনি[২] জানিল মনে সিদ্ধি মনোরথ[২] ॥ ৪১৯
দিবাকর অস্তমিত হইল প্রদোষ।
দেখিয়া কবির মনে হইল সন্তোষ ॥ ৪২০
দিব্যবস্ত্র পরিধান স্বর্ণ-অলঙ্কার।
বহুমূল্য গলে শোভে মুকুতার হার ॥ ৪২১
সুন্দর সুন্দর তনু রাজিত চন্দন।
করিল বরের বেশ রাজার নন্দন ॥ ৪২২
ভাবিয়া পরমদেবী মন্ত্র জপ করি।
কবিবর বিবরে প্রবেশে বিভাবরী ॥ ৪২৩
যাইতে[৩] যাইতে পথে রহে থমকিয়া[৩]।
ভাবিতে[৪] ভাগ্যের ওর উঠে চমকিয়া[৪] ॥ ৪২৪
গুরু গুরু কাঁপে উরুযুগল হরিষে।
কৃষ্ণরাম[৫] বলে গীত অমিয়া বরিষে[৫] ॥ ৪২৫

২৭

সাজাইয়া কুসুমমালা বসিয়াছে নৃপবালা
সখীসঙ্গে পরম কৌতুকী।

১ গমনের ২-২ পুরাইল ভবানী তাহার মনোরথ। ৩-৩ যাইতে যাইতে পথে থমকিয়া রহে। ৪-৪ রতির রমণশরে বলে প্রাণ দহে। ৫-৫ কহে কৃষ্ণরাম কামবিশিখ বরিষে।

রূপে তার রতি অনু জরিত করয়ে তনু
পরবল মদন ধানুকী ॥ ৪২৬
সুলোচনা আদি আনি যুকত করিয়া পাণি।
করে চারু চামর সমীরে।
রজনীর দণ্ডলেখা কতক্ষণে হবে দেখা
আসিব সুন্দর সুধীরে ॥ ৪২৭
সহায় পরমদেবী সুন্দর সুন্দর কবি
বিদ্যার মন্দিরে উপনীত।
চন্দ্রের উদয় কিবা রজনী হইল দিবা
সখী সঙ্গে রামা চমকিত ॥ ৪২৮
[স্বর্ণঝারি বারিপূর্ণ কিঙ্করী দিলেক তূর্ণ
গুণসিন্ধু নিধির নন্দন।
পাখালিয়া পদদ্বন্দ্ব হৃদয় পরমানন্দ
রাকাইন্দু নিন্দিয়া বদন ॥] * ৪২৯
অভিন্ন মদন কায়ে কষিলকনক প্রায়ে
বসিলা রতনসিংহাসনে।
অপাঙ্গলোচনে দেখি মোহযুতা বিধুমুখী
প্রসংসা করয়ে রামাগণে ॥ ৪৩০
কেহ বলে শূলপাণি মিলাইয়া দিল আনি
জিয়াইয়া মকরকেতন।
কিবা নর রূপ ধরি আপুনি আইলা হরি
নৃপবালা কামনা কারণ ॥ ৪৩১
উদরে ধরিল যেই বড় ভাগ্যবান সেই
পুণ্যবান জনকজননী।
সফল সেবিল হর পাইল এমন বর
সবে ধন্য করিয়া বাখানি ॥ ৪৩২
নৃপবালা কুতুহলি বলে শুন আমি বলি
যদি নহে সুকবি পণ্ডিত।

* ১ম পুঃতে নাই।

অলংঘ্য দেবীর বর তবু প্রাণনাথ মোর
বরিব কহিল নিশ্চিত ॥ ৪৩৩
শুনহ সকল লোক গিরিমাঝে দৈবযোগে
ময়ুর ডাকিল হেনকালে।
বুঝিয়া বিদ্যার মন সুলোচনা ততক্ষণ
কি ডাকিল কহ কহ বলে ॥ ৪৩৪
নিমিতা গ্রামেতে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়েস্থ কুলেতে উৎপত্তি।
হইয়া যে একচিত রচিল কালিকাগীত
কৃষ্ণরাম তাহার সন্ততি ॥ ৪৩৫

২৮

পয়ার

শুনিয়া সখীর কথা রাজার সন্ততি।
বিদ্যা সম্বোধিয়া বলে শুন গুণবতি ॥ ৪৩৬

শ্লোক

গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাম্।
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা নদন্তি গোকর্ণশরীরর্ভক্ষা ॥
কুলিশ জিনিয়া মাঝা অতি ক্ষীণতর।
হরিণ নয়ানি শুন বলে কবিবর ॥ ৪৩৭
সহস্র নয়ান ধরে কিঙ্কর যাহার।
নাদ শুনি নাচে ফণী আহার যাহার ॥ ৪৩৮
বুঝিয়া সখীরে বিদ্যা বলে এই ভাষা।
শুনিতে না পাইলাম পুনঃ করহ জিজ্ঞাসা ॥ ৪৩৯
সুকবি পণ্ডিত যদি হয় গুণালয়।
অবিলম্বে শ্লোক আর করিবে নিশ্চয় ॥ ৪৪০
সখী জিজ্ঞাসিল পুনঃ কহ দেখি শুনি।
কবিবর বলে শুন রাজার নন্দিনী ॥ ৪৪১

শ্লোক

স্বযোনিভক্ষধ্বজ সম্ভবানাং শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু।
তমোহরি বিম্ব প্রতিবিম্বধারী রুবাব কান্তে পবনাশনাশঃ

স্বযোনী ভক্ষ্যার ধ্বজ সম্ভব তাহাতে।
শুনিয়া তাহার নাদ থাকিয়া পর্ব্বতে ॥ ৪৪২
তিমির অহিতবিম্ব প্রতিবিম্ব ধরে।
পবন যাহার আশ তাহা নাশ করে ॥ ৪৪৩
কৌতুকে ডাকিল সেই শুন প্রিয়া বলি।
হইল কমলমুখী বড় কুতূহলী ॥ ৪৪৪
হরিষে সঘনে কাঁপে শরীর তাহার।
জানিল পণ্ডিত কবি রাজার কুমার ॥ ৪৪৫
সুলোচনা[1] সখীরে বলিলা গুণবতী[1]।
জিজ্ঞাস কি নাম ধরে রাজার সন্ততি[2] ॥ ৪৪৬
সখী বলে জোড় করে করিয়া বিনয়।
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিতে বড় লাগে ভয় ॥ ৪৪৭
শুনিতে বাসনা করি তোমার কিবা নাম।
ঈষৎ হাসিয়া বলে রূপগুণধাম ॥ ৪৪৮

শ্লোক

বসুধা বসুনা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজম্।
করভোরু রতি প্রান্তে দ্বিতীয়েপঞ্চমেহপ্যহম্ ॥

বসুহেতু বসুধারা মন্দজাতি যেই।
এমতি বিধির কর্ম্ম বন্দনীয় সেই ॥ ৪৪৯
করভোরু প্রায় উরু রতি সমা রামা।
দ্বিতীয়ে পঞ্চমে নাম ভবি বুঝ আমা ॥ ৪৫০
সুন্দর সুন্দর নাম জানিল কামিনী।
সখীর সমাজে বলে হারিলাম আমি ॥ ৪৫১
এমন পণ্ডিত কবি নাহি ত্রিভুবনে।
কি কাজ বিচারে আর বুঝিলাম মনে ॥ ৪৫২

১-১ সুমুখে সখীরে বলে করিয়া যতন ২ নন্দন

জনমে জনমে মোর প্রাণনাথ এই।
আনি মিলাইয়া দিলা কালী কৃপামই ॥ ৪৫৩
[তথাচ অনেক শাস্ত্র করিল বিচার।
হারিয়া হইল সুখী নন্দিনী রাজার ॥ ৪৫৪
প্রতিজ্ঞা করিল দেবীর মায়া সেহ।
নিজ পতি বিনে আর নাহি জিনে কেহ ॥ ৪৫৫
শিবার সেবক কবি সুন্দরসাধক।
কোন মতে পরাভব নহি যে বাধক ॥ ৪৫৬
হৃদয় পরমানন্দ মাহেন্দ্রসময়ে।
গন্ধর্ব বিবাহ করে রাজার তনয়া ॥ ৪৫৭
সাধক সেবক শিবা সদা অনুকূলি।
বাজে সংখ সখী দেয় জয় জয় হুলি ॥ ৪৫৮
পূজিয়া পাবক আগে যুবক যুবতী।
জোড় হাত প্রণিপাত পরমভকতি ॥ ৪৫৯
পতি প্রদক্ষিণ সতী কৈল সাতবার।
লাজহেতু নন্দমুখী নন্দিনী রাজার ॥ ৪৬০
বদল হইল মাল্য বিরাজিত গলে।
দুহাকার মনে যেন স্বর্গ করতলে ॥]* ৪৬১
ধরিয়া বিদ্যার মুখ সুলোচনা সখী।
সুন্দরেরে দেখাইল পরম কৌতুকী ॥ ৪৬২
[হেরিয়া হরিণ আঁখি বদনকমল।
মনেমনে বলে মোর জনম সফল ॥ ৪৬৩
সুবর্ণ সহস্রকোটি কিছু নয় বটে।
সাধার আদর দূর ইহার নিকটে ॥]* ৪৬৪
দোহ দুহা দরশনে তনুকম্পমান।
বিষম[১] কুসুমশর বরিষয়ে বাণ[১] ॥ ৪৬৫

*১ম পুঃতে নাই।

১-১ হইল অবশ লাগি মদনের বাণ।

[শর্করা সন্দেশ লুচি রুচি নহে খিয় ।
নয়ন লিখি কহিল শয়ন কবির ॥]* ৪৬৬
সুবেশা হইয়া বিদ্যা সঙ্গে সখিগণ ।
ভেটিতে চলিল কান্ত রূপউপায়ন ॥ ৪৬৭
কবি কৃষ্ণরাম বলে ভাগ্যবান চোর ॥
সারদা সহায় আর কি বলিব তোর ॥ ৪৬৮

২৯

[ষট্‌পদ পাঁতি ভাতি ভুরু রাজিত
নয়ন বিখন্‌জন জোর ।
খরশর নিকর উগারই পুনঃ পুনঃ
করণগুহাবধি ওর ॥ ৪৬৯
সাজল রসবতী নারী ।
নারদ ভরগ আদি মুনিবর সগর
সগর (জন) মনোহারী ॥ ৪৭০
যামিনীরমণ দমনমুখমণ্ডল
[কুণ্ডল] করণহি লোলে ।
নাসিকা মন্দমন্দ ঘন [যেন] আসঙ্গ
মুকুতা মনোহর দোলে ॥ ৪৭১
পীন পয়োধর ভর তনু মন্থর
শোভিত গজমতি হারা ।
কণ্ঠ কম্বুবহি কনয় শম্ভুপর
জনু মন্দাকিনীধারা ॥ ৪৭২
কোকিল বিকল মৌনি তিবি পায়ল
কি অমিয় নি[ঙ]ড়ান ভাষা ।
বিমল মধুমুখ মধুকর বেড়ল
সার[সুধা] করি আশা ॥ ৪৭৩
কিঙ্কিণী মুখর নাদ করমুন্‌জির
কুঞ্জর গতি বর রামা ।

* ১ম পুঃতে নাই ।

চমকি থমকি তনু কম্পিত মনোরথ
জরজর কিয়ে সুযামা ॥ ৪৭৪
কিসনরাম ভণ অভরণ আকর
রসগুণ সায়েরি সাজে।
রমণ উদার পার করি রাখ
বিরহ-পয়োনিধি মাঝে ॥] * ৪৭৫

৩০

রূপ জিনি রতি লইয়া বিদ্যাবতী
সহচরীগণ যায়।
যথায় সুন্দর ধীর কবিবর
ভেট দিল লইয়া তায় ॥ ৪৭৬
বলে সুলোচনা সখী বিচক্ষণা
শুন বিদ্যাধর মণি।
পরম রূপসী এই তুয়া দাসী
পালন করিবে জানি ॥ ৪৭৭
বাহিরে আসিয়া নিমিখ তেজিয়া
গবাক্ষে দিয়া মুখ।
না কহে ভারতী নিঃশব্দে অতি
দেখয়ে পরম সুখ ॥ ৪৭৮
রতন মসাল জ্বলিছে উজাল
অন্ধকার পলাইল দূর।
দুহু তনু তেজে মন্দির বিরাজে
চির-অভিলাষ পুর ॥ ৪৭৯
রসিক জাগর বিদগধ বর
রসের সাগরে ভাসে।
যুবতী ধরিয়া যতনে করিয়া
বসাইল নিজ পাশে ॥ ৪৮০

---

* এই অংশ ২য় পুথিতে নাই।

মুখে মুখ দিতে কাঁপিল কামিনী
মুদিল লোচন জোর।
কহে কবিবর হইয়া কাতর
শুনহ প্রণতি মোর ॥ ৪৮১

এমন সময় কাঁচুলি খসয়
দূর কর ছাড়ি সন্দে।
পীন পয়োধর সাতকুম্ভ হর
পূজি কর অরবিন্দে ॥ ৪৮২

বাহু প্রসারিয়া আলিঙ্গন দিয়া
কিনিয়া রাখয় আমা।
বিরহ জলধি তার তরী বিধি
করিয়া দিলেক তোমা ॥ ৪৮৩

তনু পরশন কারণ যতন
শুনল কমলমুখী।
রসনা যেমন মোর অপঘন
সফল হইল দেখি ॥ ৪৮৪

কষিল কনক অঙ্গ সুকোমল
গঠিল কুসুম দিয়া।
কমল আসন না বুঝি কারণ
পাষাণে বাঁধিল হিয়া ॥ ৪৮৫

গুরুয়া নিতম্ব হেরিয়া বিলম্ব
না সহে মদনরায়।
রমণী মানিনী নাহি কহে বাণী
কবি কৃষ্ণরাম গায় ॥ ৪৮৬

৩১

রমণ চঞ্চল হেরিয়া অঞ্চল
রহিল আনন ঝাঁপিয়া।
হরিতে কাঁচুলি অধিক আকুলি
উঠিল কামিনী কাঁপিয়া ॥ ৪৮৭

উচ্চ কুচপর কবিবরকর
জোর ঘনঘন ঘুরায়ে।
অমিয়া সাগরে লুব্ধ নাগরে
খুব্ধমানস পূরয়ে॥ ৪৮৮
নাথকর ধরি রহল সুন্দরী
কহই রহরহ বোল।
অলপ করি করি লাজ পরিহরি
তুহুরি চিত্ত বিলোল॥ ৪৮৯
সঘন চুম্বন চাঁদ যে বদন
পাইনু ধরি চকোর।
মৌলি অম্বরি বিহল নায়রি
মুদিল লোচন জোর॥ ৪৯০
[দশন ঘাতন অধিক যাতন
অধর কমল বাধুলি।
শুক বিদারিদ মুকত কামিনী
সোহি হরিল আতুলি॥]* ৪৯১
রাম[১] কহ ধনী রমণ কাতর
লাজভয় অপসরিয়া।
মান পরিহরি রাখল সুন্দরী
বিরহ সাগরে তরিয়া॥[১] ৪৯২

৩২

[উচকুচ বিকচ শরে আকুল বালা।
সাতকুম্ভ ঘট বেড়ল জৈছন
পরশন [সু]রঙ্গমালা॥ ৪৯৩

* ২য় পুঃতে নাই।

১-১ কৃষ্ণ কহে বাণী রমণ কাহিনী
লাজভয় সব ছাড়িয়া।
মান পরিহরি রাখলো সুন্দরী
বিরহ সাগরে তারিয়া।

আলিঙ্গন ঘনঘন দুহু বিভুংহন
দুহে ভুজ-পাশহি বান্ধা।
চুম্বই অধর সুধারস লালস
অবিরোধ চাঁদবিরিন্দা ॥ ৪৯৪
করনিবিবন্ধ পরখি ভয় আকুলি
উরুপর যুগলসাজে
কি করিব পহরি সভয় তস্করী
মদন নিকেতন মাঝে ॥ ৪৯৫
রতিরণমাঝ লাজভয় কি করব
ভাগল দুই একসঙ্গ।
কি করহ কি করহ নাগর নিরদয়
অধিক বাড়য়ে অনঙ্গ ॥ ৪৯৬
কিঙ্কিণি কনয় বাজে রণ বাজন।
রহি রহি মন্‌জির ভান।
কুচপর করহু পাণি অম্বুরুহ
করহু নারীগণ মান ॥ ৪৯৭
ঘননিশি আস ভাষ করুণাযুত
তরুণীক নয়ন সতোয়।
কৃষ্ণরাম ভণ আশ না পূরই
সাধনে করু কি হোয় ॥]* ৪৯৮

৩৩

লাজ পলাইল কাজ দেখিয়া দুহার।
কাতর হইয়া বালা করে পরিহার ॥ ৪৯৯
বালিকা দেখিয়া ক্ষম বিদগধ রায়।
ক্ষুধার সময় কেবা দুইহাতে খায় ॥ ৫০০
মালাকার যন্তপি দরিদ্র হয় সেই।
না তুলে ফুলের কলি বিকসিত বই ॥ ৫০১

* এই অংশ ২য় পুথিতে নাই।

পণ্ডিত হইয়া কর গোয়ারের কাজ।
সখীর সমাজে কালী বড় পাবে লাজ ॥ ৫০২
পূরিল মনের আশ ক্ষেমা দিল রসে।
বসন পরিলা দোহে পরম হরিষে ॥ ৫০৩
রমণী রসিকা কবি বিদগধ রায়।
দুহু সমীরণ করে দুহাকার গায় ॥ ৫০৪
দুহার গলায় মালা শোভে নানা ফুল।
যোগায় রূপসী সখী সহিতে তাম্বুল ॥ ৫০৫
পতিরে চন্দন দিল রমণীরতন।
মৃগমদ চন্দন সৌরভে হরে মন ॥ ৫০৬
লীলায় অপাঙ্গ দৃষ্টি নৃপতির সুতা।
মন্দমন্দ সুন্দর অমিয়া হাসযুতা ॥ ৫০৭
কাকালি অবধিমাত্র অধোদেশে বাস।
উপরে[১] অপর যত সকল উদাস[১] ॥ ৫০৮
শ্রমঘাম মন্দমন্দ মিলায় পবনে।
যোষায় তুষিল ধীর সুগন্ধি চন্দনে ॥ ৫০৯
অধিক করিয়া দিল উচ্চ দুটি কুচে।
নখাঘাতে জ্বালা যত সেইক্ষণে ঘুচে ॥ ৫১০
দুঁহুভুজ জড়িত দুহার অপঘন।
দুহুমুখে ঘনঘন চুম্বন চুম্বন ॥ ৫১১
ধরিয়া প্রিয়ার হাত দিল নিজ শিরে।
বিনয় করিয়া কবি কহে ধীরে ধীরে ॥ ৫১২
উচ কুচ ফুটিয়া চঞ্চল মন অতি।
বিপরীত রতি দেহ পরম যুবতী ॥ ৫১৩
ঈষৎ হাসিল রামা ফিরাইল মুখ।
বাহিরে বাড়য়ে জ্বালা অন্তরে কৌতুক ॥ ৫১৪
ঢাকিল বসন দিয়া পীন পয়োধর।
মানিনী হইয়া পুন বাড়ায় আদর ॥ ৫১৫

১-১ নাভি আদি শির তার সকলি উদাস

বলে রামা বিপরীত সে[1] আবার কেমন।
বুঝি প্রাণনাথ মোরে হইলা শমন ॥ ৫১৬
প্রকার কহিয়া দিল বিদগধ রায়।
এমনি করিয়া রাখ কিনিয়া আমায় ॥ ৫১৭
কবি কৃষ্ণরাম বলে সরস পাচালি।
দুঃখ[2] দূর কর পঞ্চবদনবাহিনী[2] ॥ ৫১৮

৩৪

বলে রমা এড়োমেনে একবার নই।
কেমনে এমন কহ লাজ মাত্র নাই ॥ ৫১৯
রমণী এমন কাজ করে নাহি কভু।
ছাড়হ গোয়ার পানা নিদারুণ প্রভু ॥ ৫২০
কে তোমারে শিখাইল এমন বন্ধান।
আমিত না জানি কভু ইহার সন্ধান ॥ ৫২১
পতি যার বৃদ্ধ হয় সেবা ইহা পারে।
লাজ ঘুচাইয়া কত বুঝাব তোমারে ॥ ৫২২
বারবধূ[3] লইয়া বুঝি আছিলা কোন দেশে[3]
তে কারনে বাসনা হইল হেন রসে ॥ ৫২৩
এবা কোন কর্ম্ম কেন এতেক যতন।
প্রায় পোহাইল নিশি করহ শয়ন ॥ ৫২৪
কবিবর বলে যদি বাক্য নাহি ধর।
প্রায় বুঝি পতিবধে ভয় নাহি কর ॥ ৫২৫
সুকবি পণ্ডিত যেবা বিদগধ রায়।
অবলা ভুলান তার কত বড় দায় ॥ ৫২৬
ভুলিল রমণীমণি পতির আদরে।
ঈষৎ হাসিয়া বলে গদগদ স্বরে ॥ ৫২৭
কতবা করিব লয় পুনপুন সাধ।
এ বড় তরাস করি পাছে আমা বধ ॥ ৫২৮

১ এ ২-২ বিদগধ যৌবনে যতেক জান ধনী ৩-৩ বারবধূ সঙ্গে লইয়া ছিলা দূর দেশে

এমনি করিবে যদি দূর কর আল।
আঁধারে কি করে লাজ তবে হয় ভাল ॥ ৫২৯
নৃপসুত[১] বলে যদি দীপ দূর করি[১]।
তথাচ তোমার রূপে আলো করে পুরী ॥ ৫৩০
ভাবিয়া চিন্তিয়া রামা তেজে ভয়লাজ।
মাতিল মদনরসে বিপরীত কাজ ॥ ৫৩১
সঘনে নিতম্ব দোলে মুকুত কুন্তল।
তাহা আবরণ কৈল বদন মণ্ডল ॥ ৫৩২
দুহার[২] গলায় শোভে দুহাকার হার।
ভুজিল সুরতি রস নানা পরকার ॥ ৫৩৩
পূরিল মনের আশ সুস্থির অনঙ্গ।
শয়ন করিল দোহে জুড়িজুড়ি অঙ্গ ॥[২] ৫৩৪
হাস পরিহাস রসে জাগিয়া যামিনী।
বঞ্চিলা পরম সুখ লইয়া কামিনী ॥ ৫৩৫
পোহাইল বিভাবরী তপনের শোভা।
কমলে কমল কুল অলিকুল লোভা ॥ ৫৩৬
শয়ন তেজিয়া উঠে রাজার কুমার।
সুড়ঙ্গে প্রবেশি গেল বিমলার ঘর ॥ ৫৩৭
মালিনী কৌতুক বড় সুন্দরে দেখিয়া।
শুনিল সকল কথা বিরলে বসিয়া ॥ ৫৩৮
নদীতীরে গেল ধীর রাজার কুমার।
স্নান পূজা করিবারে আনন্দ অপার ॥ ৫৩৯
মালিনী চলিল যথা রাজার নন্দিনী।
কৃষ্ণরাম বলে শিবা ত্রৈলোক্যজননী ॥ ৫৪০

১-১ শুনিয়া সুন্দর বলে বচন মাধুরী
২-২ সিহানায় সরজ চাকিয়া হেন বাসি।
রাহু গরাসিল যেন পূর্ণিমার শশী ॥
সমর বিজয় দেখি পতি দিল ভঙ্গ।
গন্ধ বহা চন্দনেতে জুড়াইল অঙ্গ ॥

৩৫

মালিনী দেখিয়া বিদ্যা লাজে মুখ ঢাকে।
করে ধরি বসাইল আপন সমুখে ॥ ৫৪১
ঈষৎ হাসিয়া কিছু না কহিল বাণী।
বুঝিয়া বিদ্যার মন জিজ্ঞাসে মাল্যানী ॥ ৫৪২
কহগো কমলমুখী বলি করপুটে।
সে না কি তোমার যোগ্য বিদগধ বটে ॥ ৫৪৩
[উদ্বেগ হইয়াছে দূর কিবা কত।
পাইয়াছ প্রিয়তম প্রায় মনোমত ॥]* ৫৪৪
এখন কি লাজ আর কাজ হইল সারা।
কি লাগিয়া বদন লুকাও মনোহরা ॥ ৫৪৫
সুন্দর[১] সকল কথা কহিয়াছে গিয়া[১]।
বড়[২] বিদগধ তুমি শুনিয়াছি ইহা[২] ॥ ৫৪৬
নিকট না মরি যদি দেখিব সকল।
দিনকত বই হবে দুকুল মুকুল ॥ ৫৪৭
বিদ্যা বলে বুড়াকালে তোমার এমন।
না জানি যৌবন কালে আছিলা কেমন ॥ ৫৪৮
[বৃদ্ধের বাসনা হয় যেজনা দেখিয়া।
কালি যে কহিলা বুঝি আপন ঠেকিয়া ॥ ৫৪৯
নহে কিনা হয় লাজ এতো পরিহাস।
শুনিয়া পাগল হইল ভাল তোমার দাস ॥]* ৫৫০
নানা উপহার আনি দিল তার তরে।
কৌতুকে মালিনীজায়া গেল নিজ ঘরে ॥ ৫৫১
সুন্দর সকল দিন থাকে নদীতীর।
পার্ব্বতী[৩] মহেশ পূজে পরম সুধীর[৩] ॥ ৫৫২

* ১ম পুঃতে নাই।
১-১ কহিয়াছে সুন্দর সকল সমাচার
২-২ অবনিতে রমণী এমন নাহি আর
৩-৩ পশুপতি পার্ব্বতী পূজিয়া মনস্থির

কখন সন্ন্যাসী দণ্ড কমুণ্ডল ধরে।
কখন পরম যোগী বাঘছাল পরে ॥ ৫৫৩
বিমলার ঘরে করে রন্ধন ভোজন।
চিনিতে তাহার তরে নারে কোনজন ॥ ৫৫৪
কামিনী করিয়া কোলে যামিনী প্রভাত।
[এইরূপে বহুদিন করে গতায়াত ॥ ৫৫৫
দৈবযোগে একদিন রমণী রতন।
নিদ্রায় আকুলি না হয় চেতন ॥ ৫৫৬
যুবতী যতেক ঠাঞি সবার এমতি।
স্বপ্নেও কুসুমশর করে ঋতুমতী ॥ ৫৫৭
জাগাইতে পূর্ব্বক যতন অতিশয়।
সখীর অসাধ্যসাধ্য সুন্দরের ভয় ॥ ৫৫৮
রুষিয়া রসিক রসে হইয়া বঞ্চিত।
বিধু পাণ পকমুখে নাদিল কিঞ্চিত ॥ ৫৫৯
বিমলার আলয় আইলা নিশিযোগে।
কহে কৃষ্ণরাম শ্যামচাঁদ পদযুগে ॥ ৫৬০

৩৬

ক্রমে তিনরাত্রি দিবা অনাহারে ভাবে শিবা
মালি[নী]মন্দিরে মহাশয়।
ধরণীবিজয় ধীর ভকত সাধক বীর
জীবন মুকত কারে ভয় ॥ ৫৬১
করি সন্ধ্যা অনুভবে জপসমাশ্রিত তবে
দান দক্ষিণা হাটক।
যে কিছু ভোজন পরে যামিনীজায়ার ঘরে
যায় যেন সাজিয়া নাটক ॥ ৫৬২
বিদ্যার বঞ্চন একা তিন রাত্রি নাহি দেখা
লেখায় হয়না তিল রোধ।
মানিনী হইয়া অতি না কহে ভারতী সতী
যুবতী পতির পরে ক্রোধ ॥ ৫৬৩

সুধাকর সুধা জানি সুন্দরী মুখের বাণী
সুন্দর আপনি করে সাধ।
জিজ্ঞাসয় বারেবার উত্তর না পায়
মানিল আপন অপরাধ॥ ৫৬৪
চাতুরী কতেক আছে নাক কচালিয়া হাঁচে
কামিনী শুনিয়া রচিরাত।
না বলিয়া জীবজীব চিন্তিয়া কান্তের শিব
কানে দিল কনকের পাত॥ ৫৬৫
রমণী মনের মত পাইলে সন্তোষ যত
শত মুখে না যায় কথন।
সাক্ষিদাস রতি বামে অমৃতে নাহিক থামে
বিয়োগেতে দুঃখের দহন॥ ৫৬৬
সুন্দর সুন্দর বর মন্দমন্দ মনোহর
হাসিয়া রসিকবর ভূপ।
বসিয়া বিদ্যার পাশ বদনের হরে বাস
তুষিয়া ভাষায় অপরূপ॥ ৫৬৭
ভাঙ্গিল বিরোধ ক্রোধ রতিপতি উপরোধ
আর কতক্ষণ সয় তর।
নয়ানে নয়ন মিলে চিত্র বদলিয়া নিলা
দম্পতী কম্পিত কলেবর॥ ৫৬৮
যৌবন পরমধন জগতে যতেক জন
যেমন তেমন রূপে সুখ।
বুড়া লক্ষ্মীপতি[১] হয় তবু দুঃখ অতিশয়
কৃষ্ণরাম রচিল কৌতুক॥]* ৫৬৯

৩৭

ঋতুমতী হইল নৃপতি রাজসুতা।
ইঙ্গিতে সখীরে বলে বড় লাজ যুতা॥ ৫৭০

* ১ম পুঃতে নাই।

পুনঃ বিভা করিল সুন্দর সদাশয়।
রূপসী রূপসগণ রসের আলয় ॥ ৫৭১
গর্ভবতী হইল রামা মাস দুই তিন।
ভাবিয়া সকল সখী চিন্তায় মলিন ॥ ৫৭২
মুখখানি কমলফুল পাণ্ডুর বরণ।
শরীরে[১] উঠিল শির গর্ভের লক্ষণ ॥ ৫৭৩
জিহ্বার বিরতি নাই মুখে উঠে জল।
বসন পাতিয়া নিদ্রা যায় ক্ষিতিতল ॥ ৫৭৪
আঁটিয়া পরিতে নারে খসিল বসন।
সাদে সাদে করে পোড়া মৃত্তিকা ভক্ষণ।[১] ৫৭৫
উপরে পরিল ভেলা উচকুচ দ্বন্দ্ব।
সাত কুম্ভ কুম্ভমুখে নীল অরবিন্দ ॥ ৫৭৬
হইল পঞ্চমাস গুরু উরু ভার।
অধিক আলসে নাঞি শকতি কাহার ॥ ৫৭৭
উদর ডাগর নাভি উলটিতে চাহে।
ক্ষীণ মাঝা ঘুচিল যৌবন দূরে যায়ে ॥ ৫৭৮
[প্রিয় সখিগণ সব একত্র হইল।
পঞ্চমাস জানি তারে পঞ্চামৃত দিল ॥ ৫৭৯
সুন্দর বলেন বিদ্যা শুনহ বচন।
ভাবিহ ভবানী পদ করিয়া যতন ॥]* ৫৮০
কবি কৃষ্ণরাম গান কালীর মঙ্গল।
সুন্দর সতত ভাবে বিদ্যার কুশল ॥ ৫৮১

৩৮

গর্ভবতী হইল যদি নৃপতির সুতা।
সখিগণ দেখিয়া হইল ভয়যুতা ॥ ৫৮২

১-১ . আরক্ত শরীর শির দিল দরসন ॥
বসন খসিয়া পড়ে জত পরে আটি।
রুচিতে নাই কিছুতে কেবল পোড়ামাটি।

* ২য় পুঃতে নাই।

ভাবিতে ভাবিতে আর না রুচে ওদন।
না জানি শুনিলে রাজা কি করে কখন ॥ ৫৮৩
একত্র হইয়া সবে করেন বিচার।
গরল খাইয়া মরি গতি নাই আর ॥ ৫৮৪
আই আই একি কথা অতি অসম্ভব।
না[১] জানি কেমন হবে হইলে প্রসব[১] ॥ ৫৮৫
এক সখী উঠি বলে নাকে দিয়া হাত।
দুগ্ধের আঙ্গুল মেয়্যা পাড়িল প্রমাদ ॥ ৫৮৬
[সেদিন দিলাম স্তন কোলেতে করিয়া।
কলার গাছের মত উঠিল বাড়িয়া ॥ ৫৮৭
গাল চাপিলে তার দুগ্ধ বাহির হয়।
তাহার হইল গর্ভ এ বড় বিস্ময় ॥]* ৫৮৮
রাণী কি বলিবে ইহা দেখিলে আসিয়া।
নিশ্চয় আমার মুড় মারিব রুষিয়া ॥ ৫৮৯
কাজ নাই চল যাই বিত্যারে এড়িয়া।
পালাইয়ে যথাতথা এ দেশ ছাড়িয়া ॥ ৫৯০
সুলোচনা বলে এত কেন পাও ভয়।
যে করে সারদা আর ভাবিলে কি হয় ॥ ৫৯১
তোমরা বসিয়া থাক যত সহচরী।
রাণীরে সকল কথা নিবেদন করি ॥ ৫৯২
আমা সভাকার এত ভয় কিবা করে।
সে খাউক ইহার মাথা ও খাউক তারে ॥৫৯৩
[মানিনী পড়িবে দায় যদি বড় বাড়ে।
ঘোড়ার আপদ যেন বানরের ঘাড়ে ॥]** ৫৯৪
এতেক বলিয়া সখী করিল গমন।
অবিলম্বে উত্তরিল রাণীর ভবন ॥ ৫৯৫

১-১ কেমন করিয়া শেষে হইব প্রসব
* ২য় পুঃতে নাই।
* * ১ম পুঃতে নাই।

সুলোচনা সখীরে আদর করে রাণী।
আইস আইস বলে অতিপ্রিয় বাণী ॥ ৫৯৬
কহগো আমার বিদ্যা আছেন কেমন।
বহুদিন যাই নাই তাহার ভবন ॥ ৫৯৭
তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বস্যা থাক ঘরে।
কুশল বারতা তাহার না দেহ আমারে ॥ ৫৯৮
[অদ্যাবধি বিবাহ না হয় কাল কাটে।
দুখে দেখাইতে মুখ বুক মোর ফাটে ॥]* ৫৯৯
সুলোচনা বলে আর কিবা পুছ মাতা।
বিদ্যারে দেখিয়া কার মুখে নাহি কথা ॥ ৬০০
খাইতে শুইতে নারে অস্থিচর্ম্ম সার।
দিনে দিনে দারুণ উদর বাড়ে তার ॥ ৬০১
[ভূমিতে শয়ন সদা পাতিয়া অঞ্চল।
সোয়াস্তি নাহিক পায় হৃদয় চঞ্চল]* ৬০২
কোন রোগ জন্মিল না পারি বুঝিতে।
কি আর বলিব ঝাট উচিত দেখিতে ॥ ৬০৩
কবি কৃষ্ণরাম বলে দেখ গিয়া ধায়্যা।
গর্ভবতী হইয়াছে আইবড় মায়্যা ॥ ৬০৪

৩৯

মোহ হইয়া পড়ে রাণী করাঘাত শিরে হানি
অসম্ভাব্য সখীর কথায়।
চিত্রের পুতলি প্রায় একদৃষ্টে ঘন চায়
যেন বজ্র পড়িল মাথায় ॥ ৬০৫
নন্দিনী দেখিতে যায় রাণী।
কি[১] করি কোথায় যাই হেন তার জ্ঞান নাই
বল কিবা করিলা ভবানী[১] ॥ ৬০৬

* ১ম পুঃতে নাই।

১-১ মুখ তিতে নেত্রজলে হিম জেন শতদলে
বলে কিবা করিলা ভবানী।

ভূমিতে আচল পাতি বিদ্যাবিনোদিনী সতী
করিয়াছে কৌতুকে শয়ন।
সুলোচনা সখী পাছে রাণী উত্তরিল কাছে
দেখে যত গর্ব্ভের লক্ষণ ॥ ৬০৭
সমুখে জননী দেখি বিদ্যা অরবিন্দমুখী
সম্ভ্রমে উঠিল ততক্ষণ।
মুখ তুলি সুনয়ানে চাহিয়া মায়ের পানে
প্রণমিল মায়ের চরণে। ৬০৮
তাম্বুল শীতল পানি সিংহাসন দিল আনি
বইস বইস ঘনঘন বলে।
তুমি নিদারুণ অতি মমতা নাহিক রতি
আসিয়া না দেখ মোর তরে ॥ ৬০৯
সহচরীগণ জানে এই দুঃখ অভিমানে
হইয়াছি মৃতের সমান।
সর্ব্বসুখ পরিহরি তিন প্রহরে স্নান করি
সন্ধ্যার সময় জলপান ॥ ৬১০
জিজ্ঞাসা না করে বাপ অন্তরে অধিক তাপ
দয়া কিছু করিতে আপনি।
সেহ দূর গেল এবে কে আর তলাস নিবে
কিবা মোরে করিলা ভবানী ॥ ৬১১
বন্দী যেন কারাগারে এমতি রাখিলে মোরে
সদাই বসিয়া থাকি একা।
কবি কৃষ্ণরাম কয় হাপাইয়া প্রাণ যায়
কাহার সহিত নাহি দেখা ॥ ৬১২

৪০

শুনিয়া কন্যার কথা অতি দুঃখে হাসে।
অমনি বসিল রাণী সখীগণ পাশে ॥ ৬১৩
বিদ্যার অঙ্গের বস্ত্র খসাইল টানি।
উদর ডাগর দেখি ডরাইল রাণী ॥ ৬১৪

কালিয়া কুচের আগে দুগ্ধ দেখে চাপি।
নিশ্চয় জানিল গর্ভ সন্দেহ নাহি ভাবি ॥ ৬১৫
নখের আচর দেখি পয়োধর বেড়ি।
নাসায় অঙ্গুলি দিলে তনু যায় ছাড়ি ॥ ৬১৬
মর গিয়া আলো বিদ্যা আঘাটে উলিয়া।
গলায় বাঁধিয়া ঘট কার না বলিয়া ॥ ৬১৭
নহে বা গরল খাইয়া এক্ষণে মর।
এ ছার পাপিষ্ঠ প্রাণ কি কারণে ধর ॥ ৬১৮
হইয়া কেন নাহি মলি জিয়া কোন সুখ।
কেমনে লোকের আগে দেখাইব মুখ ॥ ৬১৯
করিলে এমন কর্ম্ম কেমন সাহসে।
একতিল লাজভয় নাহিল মানসে ॥ ৬২০
অবলা প্রবলা পাপ কলঙ্কের ডালি।
নির্ম্মল রাজার কুলে লাগাইলে কালি ॥ ৬২১
বিদ্যার জননী মোরে যদি কেহ বলে।
তখনি মরিব আমি কাতি দিয়া গলে ॥ ৬২২
কতেক পাতক হেতু এমন নন্দিনী।
তোমা হইতে হইলাম আমি কুলকলঙ্কিনী ॥ ৬২৩
বাহির নহিলি কেন যাহা তাহা লয়্যা।
হইলে কুলের কালি পুর মাঝে রইয়া ॥ ৬২৪
হায় হায় কি বলিব নৃপতির ঠাঞি।
পৃথিবী বিদার দেহ তোমাতে সাভাই ॥ ৬২৫
কতকত রাজকন্যা আছিল যুবতী।
অলপ বয়সে কার নাহি মিলে পতি ॥ ৬২৬
বাপের দুলালী তুমি প্রাণ হেন বাসে।
করিলি তাহার কাজ লাজ দেশে দেশে ॥ ৬২৭
[স্ত্রীবধ না হয় যদি কাটি তবে তোয়।
নহে বা খড়্গহানি বধ করি মোয় ॥]* ৬২৮

* ১ম পুঃতে নাই

বর চেষ্টা হেতু ভাট গেল দেশে দেশে ॥
কেমন হইবে যদি বর নিয়া আইসে ॥ ৬২৯
কোথায় মিলিল পতি কহ দেখি শুনি।
কাহারে করিয়াছিলে ইহার কুট্টনি ॥ ৬৩০
জননীর বাণী শুনি রোদন-বদনে।
কহিতে লাগিলা বিদ্যা কৃষ্ণরাম ভণে ॥ ৬৩১

৪১

না জানি বিশেষ কথা কেন কটু বল মাতা
ধিক ধিক আমার কপালে।
হইব আপন বধি গরল না পাই যদি
রসান কাটারি দিব গলে ॥ ৬৩২
দুঃখের নাহিক ওর উদারি হইয়াছে মোর
নিঃশ্বাস ছাড়িতে নাহি পারি।
অস্থিচর্ম্ম অবশেষ দূর গেল রূপ বেশ
নড়িতে চড়িতে নাহি পারি ॥ ৬৩৩
কি কহিব দুঃখের অবধি।
অকারণে কর রোষ কি দিব তোমার দোষ
এত করে নিদারুণ বিধি ॥ ৬৩৪
প্রহরী কোটালচয়ে প্রতাপে জমের ভয়ে
নারী নারে পুরী প্রবেশিতে।
সহিত সকল সখী সদলে বসিয়া থাকি।
সাধ যায় মানুষ দেখিতে ॥ ৬৩৫
যৌবনে বালক কিবা. বৃদ্ধ আদি করি যুবা
দেখি নাহি পুরুষ জনেক।
জীতে আর নাহি সাধ মা দেয় কন্যার বাদ
লোকেও হইব পরতেক ॥ ৬৩৬
আমার যতেক কর্ম্ম সকল জানেন ধর্ম্ম
তিলেক নাহি করি দোষ।

না বুঝিয়া যত বল আপনি কলঙ্ক তোল
অপরাধ বিনে কর রোষ ॥ ৬৩৭
ঊষা অতি কুতূহলে অনিরুদ্ধ আনি ঘরে
বরিল না জানে বাপমায় ।
হইলে তেমন লাজ যে দেখি তোমার কাজ
তখনি বধিতে মোরে ঠায় ॥ ৬৩৮
[সদাই শয়নকালে মার্জারী আসিয়া কোলে
আচড়িল পয়োধরযুগে ।
উদরে বেদনা বড় অধোমুখে শুই দড়
কালিমা হইয়াছে কুচমুখে ॥]* ৬৩৯
ভিন্ন পুরুষ নিয়া যদি থাকি সুখী হইয়া
তবে সদাশিবের দোহাই ।
বুঝি যদি মনে অন্য দিব্য করি এই জন্য
নিশ্চয় তোমার মাথা খাই ॥ ৬৪০
[ভাদ্র চতুর্থীর শশী দেখিয়াছি হেন বাসি
নহে কেন মিছা পরিবাদ ।
যত সুখ করিয়া[ছি] শত্রুতে ভুন্‌জক ইহা
মোর আর জীতে নাহি সাধ ॥]* ৬৪১
না শুনি সখীর মানা জল লইয়া আলিপনা
বসিয়া দিয়াছি ধরাতলে ।
[এতেক কলঙ্ক বটে হাথ দিয়া পূর্ণ ঘটে
জানিয়া তুক করিলাম সকলে ॥ ৬৪২
অণুক্ষণ মনে তাপ জনমে জনমে পাপ
করিয়াছি খণ্ডন না যায় ।]*
বিদ্যার চাতুরীভাষে অতি দুঃখে রাণী হাসে
সরস কৃষ্ণরামে গায় ॥ ৬৪৩

*২য় পুঃতে নাই ।

৪২

বিদ্যা যত কহে রাণী শুনে ক্রোধমনে।
সখিগণ প্রতি বলে ঘূর্ণিত লোচনে ॥ ৬৪৪
ঘুচাইয়া লাজভয় এই যুক্তি দিলা।
যাহারে রক্ষক দিনু তাহাই ভক্ষিলা ॥ ৬৪৫
এমনি লোকের কাজ কি বলিব আর।
রাজারে কহিয়া দিব সাজাই ইহার ॥ ৬৪৬
সখিগণ বলে মোরা কিছু নাহি জানি।
কি করিব কটু বল তুমি রাজরাণী ॥ ৬৪৭
যতদিন আছি মোরা বিদ্যার রক্ষক।
না দেখি পুরুষমুখ বল নিরর্থক ॥ ৬৪৮
গোপথে আইসে যদি অন্তরিক্ষ গতি।
দেব বিনা নহে ইহা কাহার শকতি ॥ ৬৪৯
হইল বৎসর ষোল যৌবন প্রবল।
সদাই পোড়য়ে মনে বিরহ অনল ॥ ৬৫০
বিদ্যার বয়সে দেখ যত নারী আর।
হাঁটিয়া বেড়ায় শিশু তাহা সবাকার ॥ ৬৫১
নিশ্চিন্ত আছেন বাপ কন্যা নাহি মনে।
তুমিও না কহ কিছু বিভার কারণে ॥ ৬৫২
কোটালে শিখাও লইয়া মোরা কি করিব।
অবিচারে মার যদি দৈবেতে মরিব ॥ ৬৫৩
কিছু না কহিলা তবে রাজার মহিলা।
জিনিয়া কুঞ্জর গতি সত্বর চলিলা ॥ ৬৫৪
[কোপে কাঁপাইয়া কায় না যায় ধরণ।
ঘামেতে তিতিল সতী সোনার বরণ ॥ ৬৫৫
যেমন মহিস বিস রিসিক ফুটিয়া।
কান্ধের অঞ্চল যায় ধূলায় লুটায়্যা ॥ ৬৫৬
গোয়যুগ পঙ্করে পুস্কর বহে ধীর।
উগরে খঞ্জন যেন মুকুতার হার ॥ ৬৫৭

সুধায় আদর নাই খুধা গেল তল।
খাইতে কেবল মনে হয় হলাহল ॥ ৬৫৮
সুতায় শতেক ধিক আপনার সাথে।
মানিয়া প্রমাদগণি বিবসন মাথে ॥ ৬৫৯
মুকুতা চিকুরভার সুসন সঝরে।
আঘাতে রোহিতপাত কপালেতে করে ॥]* ৬৬০
পূজা করি বসিয়াছে ধরণীভূষণ।
রাণী উত্তরিল তথা বিরস বদন ॥ ৬৬১
রাজা জিজ্ঞাসিল কহ কারণ বিশেষ।
কি লাগি মলিন মুখ নাহি বাঁধ কেশ ॥ ৬৬২
কে বলিল কটু বাক্য নয়ন সজল।
যমদ্বার হইল আজি কাহার মুখল ॥ ৬৬৩
বলে রাণী কহিতে কিবা ভয়লাজ মোর।
বিদ্যার হইয়াছে গর্ভ শুন নৃপবর ॥ ৬৬৪
আইবড় ঘরে আছে এমন নন্দিনী।
কেমন উদরে তুমি দেহ অন্নপানি ॥ ৬৬৫
চন্দ্রাদি পর্য্যন্ত কলঙ্কে[র] নাহি সীমা।
ঘুচিল তনয়া হেতু অতুল মহিমা ॥ ৬৬৬
মরিবেনে আমি আর কি কাজ জীবনে।
লোকের সাক্ষাতে মুখ তুলিব কেমনে ॥ ৬৬৭
কন্যা হইয়া কাল আসি জন্মিল আমার।
হায় হায় কি হইল কুলের খাখাঁর ॥ ৬৬৮
বিপরীত কথা শুনি বীরসিংহ রায়।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথায় ॥ ৬৬৯
অনিমিখ নয়ান হইল জ্ঞানহারা।
সাগরে ডুবিল যেন রতনের ভরা ॥ ৬৭০
অকস্মাৎ কেহ যেন হানিলেক খাঁড়া।
চলিয়া যাইতে যেন বাঘে দিল তাড়া ॥ ৬৭১

* ১ম পুঃতে নাই।

উচ্চ তরু হইতে যেন পিছলিল পা।
অস্ফুট কদম্ব কলি শিহরিল গা॥ ৬৭২
ক্রোধ দৃষ্টে জিজ্ঞাসা করিল পুনর্ব্বার।
কহ শুনি মিথ্যা কিবা সত্য সমাচার॥ ৬৭৩
অধোমুখে কহে রাণী শুন গুণশালী।
কন্যারে এমন কভু মিথ্যা নাকি বলি॥ ৬৭৪.
দেখিয়া আইলাম সব গর্ভের লক্ষণ।
শয়ন সদত ভূমে মৃত্তিকা ভক্ষণ॥ ৬৭৫
পুনরপি প্রিয়া যদি এতেক কহিল।
মৌন হইয়া ক্ষিতিপতি ক্ষণেক রহিল॥ ৬৭৬
হৃদয় বিকল বড় নষ্ট হইল ধর্ম্ম।
নিশ্চয় জানিল মনে কোটালের কর্ম্ম॥ ৬৭৭
কোকনদ প্রায় কাঁপে যুগল নয়ন।
না করিল জলপান শয়ন ভোজন॥ ৬৭৮
পুনরপি বাহির মহলে বার দিল।
সোয়ারে বাঘাই কোটাল ধরিয়া আনিল॥ ৬৭৯
হৃদয় বিকল ডরে[১] কাঁপয়ে শরীর।
গরীবনোয়াজ বলি নোঙাইল শির॥ ৬৮০
কারণ না জানে কিছু রহে জোড়করে।
কবি[২] কৃষ্ণরাম বলে কালী দিবা বরে[২]॥ ৬৮১

৪৩

ঘূর্ণিত লোচনে চায় বলে বীরসিংহ রায়
অন্তরে কম্পিত মহাক্রোধ।
আরে কোটালিয়া শুন খাইয়া আমার নোন
লাভে মূলে দিলা তার শোধ॥ ৬৮২
এমনি কলির ব্যবহার।
পালিলাম পুত্রবৎ প্রশ্রয় দিলাম যত
তার কার্য্য করিলি আমার॥ ৬৮৩

১ বড় ২-২ কৃষ্ণরাম বিরচিল কালীর মঙ্গল।

তিলেক নাহিক ডর সুখে থাক নিজঘর
রমণী লইয়া দিবানিশি।
না রাখ আমার পুরী প্রতিদিন হয় চুরি
সে কাজ তোমার হেন বাসি॥ ৬৮৪
অনিবার ক্রোধমনে শূলে দিব জনে জনে
যেন কর্ম্ম সাজাই তেমন।
চণ্ডালের ব্যবহার নিমকহারাম আর
কেহ যেন না করে এমন॥ ৬৮৫
কোটাল কাতর অতি সপুটে করয়ে স্তুতি
বলে শুন নৃপতি মহাভাগে।
তোমার ক্রোধের কালে অখিল ধরণীতলে
কোন জন স্থির হয় আগে॥ ৬৮৬
বিষ যদি দেয় মায় কি করিতে পারি তায়
বাপে বেচে কে রাখিতে পারে।
রাজায় সর্ব্বস্ব হরে অবিচারে দণ্ড করে
কেহ নাহি পারে রাখিবারে॥ ৬৮৭
সসৈন্য পহরী সঙ্গে যামিনী জাগিয়া রঙ্গে
তবু চুরি পুরীর ভিতর।
কারে কি বলিব আর মুকত যমের দ্বার
হৈল মোরে বিমুখ ঈশ্বর॥ ৬৮৮
এক নিবেদন করি চোর আনি দিব ধরি
ব্যাজ কর দিন পাঁচ ছয়।
নাগাল না পাই যদি রাখিতে নারিবে বিধি
দৈবেতে মারিবে মহাশয়॥ ৬৮৯
শুনি গণি ক্ষিতিপতি কহিল কোটাল প্রতি
ছয়দিন রাখিনু পরাণ।
যদি দুষ্ট চোর মিলে খালাস পাইবে দিলে
পাবে গ্রাম দুই চারি খান॥ ৬৯০
[আদেশিল নরনাথে শতেক সোয়ার সাথে
কোটালের মহশীল জানি।

সরদার কাছে কাছে তরাসে পলায় পাছে
সপ্তম দিবসে দিব আনি ॥]* ৬৯১
এত বলি মহারাজ সাভাইল পুরি মাঝ
কোটাল বিদায় হইয়া যায়।
বুধগণ মনোনীত কৃষ্ণরাম বিরচিত
সকলি করেন মহামায় ॥ ৬৯২

৪৪

বাঘাই কোটাল বড় হইল বিকল।
আপনার স্ত্রীর তরে কহিল সকল ॥ ৬৯৩
না জানি রাজার কিবা দ্রব্য গেল চোরে।
সেই রাগে সবংশে বধিতে চায় মোরে ॥ ৬৯৪
ছয়দিন মধ্যে চোর দিব লয়্যা ধরি।
শতেক সোয়ার দিল মহশীল করি ॥ ৬৯৫
রাণীর নিকটে তুমি করহ গমন।
জানিয়া আইস গিয়া ইহার কারণ ॥ ৬৯৬
চলে কোটালের রাণী ভয়যুক্তা হইয়া।
পাছে যায় দাসীগণ দ্রব্যজাত লইয়া ॥ ৬৯৭
অবিলম্বে উত্তরিল রাণীর নিকটে।
ভেট[১] দিয়া প্রণাম করিল করপুটে[১] ॥ ৬৯৮
তাহারে দেখিয়া রাণী মৌনী হইল।
অনেক ক্ষণের পর বসিতে কহিল ॥ ৬৯৯
জিজ্ঞাসা করিলা রাণী কি কাজে আইলা।
করজোড় করি বলে কোটালমহিলা ॥ ৭০০
রাজার ভাণ্ডারে কিবা দ্রব্য চোরে গেল।
সত্য করি ঠাকুরাণী অবিলম্বে বল ॥ ৭০১

* ২য় পুঃতে নাই।
১-১ প্রণাম করিয়া আগে রহে করপুটে।

তবে সে দারুণ চোর পড়িবেক ধরা।
চিন্তায় কোটাল বড় হইয়াছে জরা॥ ১০২
রাণী বলে তোমারে বলিব আর কি।
গর্ভবতী হইয়াছে আইবড় ঝি॥ ১০৩
একথা মুখের আগে আনিতে আমার।
মাথা যেন কাটা যায় কি বলিব আর॥ ১০৪
বাহিরে প্রহরী যত কোটালের সেনা[১]।
কেমনে অগম্য পুরী চোরে দিল হানা॥ ১০৫
[শুনি কোটালের নারী শিরে দিয়া ঘা।
অসম্ভাব্য কথা শুনি একি আগমা॥]* ১০৬
শিহরিল তনু তার হৃদয় কাঁপিল।
রসনা বাহির করি দশন চাপিল॥ ১০৭
অভিলম্বে উত্তরিল আপনার ঘরে।
কহিল সকল কথা পতির গোচরে॥ ১০৮
কানে হাথ কোটাল স্মরয়ে ধর্ম্ম ধর্ম্ম।
কেমনে বলিল রাজা ইহা মোর কর্ম্ম॥ ১০৯
কবি[২] কৃষ্ণরাম গীত সরস রচিল।
কালীর সেবক চোর এ কর্ম করিল॥[২] ১১০

৪৫

[শুনিয়া ভাবিত দড় বাঘাই বিস্ময় বড়
কেমনে পড়িবে চোর ধরা।
যদি নাহি পাই তায়ে সবংশে বধিব রায়ে
ভাবিতে ভাবিতে হইনু জরা॥ ১১১
পাষাণ পাঁচির বেড়ি রাত্রি দিবা চৌকি এড়ি
পুরুষ কেমনে গেল তথা।

১ থানা

* ২য় পুঃতে নাই।

২-২ কবি কৃষ্ণ বলে ভগবতীর আরাধ্য।
কালীর সেবক বিনে আর কার সাধ্য

হেন মোর মনে লয় গোপথে আইসে যায়
অন্তরিক্ষে কেমন দেবতা ॥ ৭১২
কিবা রসাতলে থাকি সুমুখি বিদ্যারে দেখি
সুড়ঙ্গে আইসে যায় ফণী।
এ দুঃখসাগরসিন্ধু কেবা হেন আছে বন্ধু
দিব মোরে করিয়া তরণী ॥ ৭১৩
জনমে জনমে পাপ ব্রাহ্মণে দিলেক শাপ
জনমিল কোটাল হইয়া।
কেহ আসি সুখ করে কেবা সবংশে মরে
যত দায় পড়ে আমা নিয়া ॥ ৭১৪
ডাকিয়া সকল সেনা ঠাই ঠাই দিল থানা
হাট ঘাট নগর চাতরে।
কেহ রহে বন পথে খড়্গ লইয়া হাথে
কেহ উঠে গাছের উপরে ॥ ৭১৫
বিদ্যা আদি সখিগণে কিছুই নাহিক জানে
চৌদিক বেড়িয়া রহে পুরী।
ঢাল খাড়া জামা জোড়া তুরকি টাঙ্গন ঘোড়া
কতেক বেড়ায় করি খুরি ॥ ৭১৬
কেহ অবধূত হই সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া ছাই
দিগম্বর শিরে জটাভার।
কেহবা সন্ন্যাসী হয় দণ্ড কমণ্ডল লয়
ভ্রমি বুলে বাজারে বাজার ॥ ৭১৭
কার বা ফকির বেশ মুড়াইয়া মাথার কেশ
বেকাঠেঙ্গা ছাগলের ছড়ি।
ফুকরে চেতনমুখী সেইজন সদা সুখী
ভিক্ষাছলে ফিরে বাড়ি বাড়ি ॥ ৭১৮
কেহবা পাটনী ঠাটে রহিল নদীর তটে
পার করে যত আইসে যায়।
কূটবুদ্ধি কোতয়াল যুকতি করিল ভাল
সিরজিল শতেক উপায় ॥ ৭১৯

নগরিয়া লোক যত হইল আনন্দ হত
নিশি নহে পুরের বাহির।
দূরে গেল নাটগীত সবে অতি তরাসিত
যাবত কোটাল নহে স্থির ॥ ১২০
নিমিতা নগরে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়েস্থ কুলেতে উৎপত্তি।
হইয়া যে একচিত রচিল কালিকা গীত
কৃষ্ণরাম তাহার সন্ততি ॥]* ১২১

৪৬

ঘরে ঘরে শুনিল বিদ্যার সমাচার।
তরাসে প্রসঙ্গ কেহ না করে তাহার ॥ ১২২
কেহ বলে বিদ্যাবেনে এখনি মরুক।
অকস্মাৎ বাজ তার মাথায় পড়ুক ॥ ১২৩
তরাসে না পরে লোক কুসুম চন্দন।
হাস্য পরিহাস্য নাহি বিরস বদন ॥ ১২৪
ছাকিল কোটাল সব রাজার বাজার।
নানারূপে অন্বেষণ করে ঘরে ঘর ॥ ১২৫
বিদেশী পুরুষ যদি অকস্মাৎ পায়।
বাঁধিয়া প্রহার করে অবিচারে তায় ॥ ১২৬
নিশিকালে পুরুষ বাহির নাহি হয়ে।
প্রমাদ পড়িল দেশে কোটালের ভয়ে ॥ ১২৭
মাল্যানী যতন করি বলে সুন্দরেরে।
সাবধানে রবে তুমি পাছে আস্যা ধরে ॥ ১২৮
[না ধরিয়া দিলে চোর মরিব কোটাল।
কোটাল মরিলে তবে ঘুচিব জঞ্জাল ॥]* ১২৯
এক যুক্তি বলি আমি যদি মনে বাসে।
বিদ্যারে লইয়া যাহ পলাইয়া দেশে ॥ ১৩০

* ২য় পুঃতে নাই।

[একথা কিছুই নয় যদি বুঝ আন।
পরিচয় দেহ মহারাজ বিদ্যমান॥ ১৩১
নৃপসুত বড় কবি সারদার দয়া।
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিবেক তনয়া॥]* ১৩২
বিমলার বোলে বলে বিদগধ রায়।
যতেক কহিলা মাসি কিছু নাহি ভায়॥ ১৩৩
রাজার শরণ নিব অনুচিত কাজ।
পলাইয়া দেশে গেলে সেহ বড় লাজ॥ ১৩৪
শতেক বৎসর যদি কোটালিয়া ফিরে।
ধরিতে নারিব তবু কভু মোর তরে॥ ১৩৫
কদাচ ধরিয়া যদি বধিবারে লয়।
কালীর প্রসাদে তবু নাহি মোর ভয়॥ ১৩৬
দিবসেতে নানা রূপ ধরে গুণরাশি।
কখন পরম যোগী কখন সন্ন্যাসী॥ ১৩৭
বিদ্যার মন্দিরে সুখে যায় নিশিকালে।
কি করিতে পারে তারে দুরন্ত কোটালে॥ ১৩৮
ছয়দিন নিয়ম ধরিয়া দিব চোর।
পাঁচদিন যায় তার দুঃখে নাহি ওর॥ ১৩৯
কবি কৃষ্ণরাম বলে কালী[১]পদতল[১]।
ভাবিয়া উপায় নাহি হইল বিকল॥ ১৪০

৪৭

[কলাবতী নামে এক বাড়ুরি ব্রাহ্মণী।
সেইত নগরে বাস বঞ্চে একাকিনী॥ ১৪১
কাটাগাছ রাখে নিজ ঔষধের গুণে।
নগরের যত লোক তার কথা শুনে॥ ১৪২
কূটবুদ্ধি কোতয়াল ভাবে মনে মনে।
একা উত্তরিল সেই ব্রাহ্মণীর স্থানে॥ ১৪৩

* ২য় পুঃতে নাই।

১-১ কালির মঙ্গল

প্রণাম করিয়া আগে রহে জোড় করে।
আমার দুঃখের কথা শুন বরাবরে ॥ ১৪৪
রাজকন্যা গর্ভবতী বিভা নাহি হয়।
সবংশে নৃপতি মোরে করিবেক ক্ষয় ॥ ১৪৫
তোমার প্রসাদে যদি পাই দুষ্ট চোর।
বহুধনে তোমারে পূজিব নিরন্তর ॥ ১৪৬
যতন করিব বিদ্যা তোমারে দেখিয়া।
গর্ভপাত নাগি নিব ঔষধ চাহিয়া ॥ ১৪৭
জানিয়া আইস গর্ভ ঔরস কাহার।
বারেক করহ আমা দুঃখসিন্ধু পার ॥ ১৪৮
লুব্ধ ব্রাহ্মণ জাতি সহজে ব্রাহ্মণী।
ধনলোভে ধীরে ধীরে চলিল তখনি ॥ ১৪৯
দেবীর প্রসাদ ফুল লইয়া যতনে।
প্রবেশ করিল গিয়া বিদ্যার ভবনে ॥ ১৫০
সখীসঙ্গে নানারঙ্গে রাজার নন্দিনী।
ব্রাহ্মণী দেখিয়া উঠে জোড় করি পাণি ॥ ১৫১
অনেক দিনের পর এথা আগমন।
বসিতে আসন দিল বন্দিয়া চরণ ॥ ১৫২
আশীর্ব্বাদ করি বৈসে ব্রাহ্মণের জায়া।
লহগো প্রসাদ পুষ্প রাজার তনয়া ॥ ১৫৩
যেন ভাব তেন লাভ হউক তোমার।
পাবে বিদগ্ধ পতি রাজার কুমার ॥ ১৫৪
কোটালের কার্য্য হেতু বলে কলাবতী।
কি লাগি এমন দেখি তোমার মুরতি ॥ ১৫৫
বলিতে ডরাই বড় কটু পাছে হও।
সন্দেহ না করিহ মোরে সত্য করি কও ॥ ১৫৬
পাণ্ডুর হইয়াছে অঙ্গ কুচ অগ্রে কালি।
গর্ভের লক্ষণ যত দেখিলাম সকলি ॥ ১৫৭
বিভা নাহি হয় তবে কি লাগি এমন।
কহ কহ বিধুমুখী ইহার কারণ ॥ ১৫৮

ভিক্ষা লাগি গিয়াছিনু রাণীর মহল।
তথায় তোমার কথা শুনিনু সকল ॥ ৭৫৯
এমনি ঔষধ জানি কালীর প্রসাদ।
নাভিতে বাটিয়া দিলে গর্ভ হয় পাত ॥ ৭৬০
যাহার ঔরসে গর্ভ তার নাম কবে।
সেই আসি হস্তপাতি মোর আগে লবে ॥ ৭৬১
যাচিয়ে ঔষধ [ছাড়] পূর্ব্বের প্রণয়।
তৎকাল করহ ইহা যদি মনে লয় ॥ ৭৬২
শুনিয়া বুঝিল মনে রাজার নন্দিনী।
কোটালের চর হইয়া আইল ব্রাহ্মণী ॥ ৭৬৩
কোপে কম্পমান তনু নয়ান ঘুরায়।
বামনী নহিলে আজি বধিতাম ঠায় ॥ ৭৬৪
সখিগণ প্রতি বলে কার মুখ চাও।
সাজাই করিয়া কিছু ইহারে পাঠাও ॥ ৭৬৫
বিদ্যার আদেশে সব সখী তোলে গা।
গুদ ছেছড়ি দিল তার ধরি দুই পা ॥ ৭৬৬
একগালে কালি আর গালে চূণ দিল।
ধরিয়া বসন কাড়ি চিরিয়া ফেলিল ॥ ৭৬৭
ছড় গিয়া ঠাঞি ঠাঞি পড়য়ে রুধির।
ঢেকায় ঢেকায় কৈল বাড়ির বাহির ॥ ৭৬৮
গুড়ি গুড়ি ধায়ে বুড়ী পাছে নাহি চায়।
কান্দিয়া পড়িল গিয়া দোসাধু যথায় ॥ ৭৬৯
তোর পাকে কোটালিয়া মোর এই হল।
কিলেতে গতর নাঞি গুদে গেল ছাল ॥ ৭৭০
মুখে দিল কালি চূণ কাপড় চিরিয়া।
ঢেকায় ঢেকায় এড়ে বাহির করিয়া ॥ ৭৭১
কবি কৃষ্ণরাম বলে উচিত সাজাই।
কর্ম্ম অনুরূপ ফল কার দোষ নাই ॥][১] * ৭৭২

* কলাবতীর উপাখ্যানটি ২য় পুঃতে নাই।

৪৮

[দেখিয়া ব্রাহ্মণীর হাল হাস্তমুখে কোতোয়াল
তারে দিল বস্ত্র একখানি।
যে হইল দিনের গতি দুঃখ না ভাবিহ অতি
আমার সাধনে ঠাকুরাণী ॥]* ৭৭৩
বড়ই প্রমাদ ভেলো বলবুদ্ধি দূর গেলো
কোটাল হইল সকাতর।
ধরিতে নারিনু চোর আর গতি নাহি মোর
কেন হেন করিল ঈশ্বর ॥ ৭৭৪
দুঃখ সিন্ধু কে করিব পার।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা আসিয়া করিল বিভা
কালরূপী হইয়া আমার ॥ ৭৭৫
সবংশে বধিব রায় কি কাজ আমার তায়
আপুনি আপনা বধ করি।
খড়্গ হানিয়া গলে নহে বা অগাধ জলে
প্রবেশিয়া তনু পরিহরি ॥ ৭৭৬
কোটালের সহোদর নাম তার শক্তিধর
ভাবিয়া সবায় বলে ডাকি।
ধর মোর (এক) বোল বিদ্যার মন্দিরে চল
বসনে সিন্দূর দিয়া রাখি ॥ ৭৭৭
চোরের বসন মাঝে সিন্দূর লাগিলে লাজে
দিবে নিয়া রজকের বাড়ি।
আনিয়া রজকচয় বল দেখাইয়া ভয়
তাহারে না দেয় যেন ছাড়ি ॥ ৭৭৮
শুনিয়া যুকতি দড় বাঘাই কৌতুকী বড়
আলিঙ্গন দেয়া তোষে ভাই।
[যে কিছু চাতুরী সার দুঃখ অকূল পার
তোমার কল্যাণে যদি পাই ॥ ৭৭৯

---

* ২য় পুঃতে নাই।

জানাইল নরনাথে অনুমতি হইল তাথে
তবাসিতে সুতার সদন।]*
গোপতে সিন্দুর নিল অবিলম্বে উত্তরিল
যথা বিদ্যা সাথে সখিগণ॥ ৭৮০
অতি নম্র হেট মাথা বলে শুন রাজসুতা
ঠেকিলাম বিষম বড় দায়।
না পাই চোরের লাগ রাজার হৃদয় রাগ
সবংশে বধিব মোরে ঠায়॥ ৭৮১
আপনি মরিতে আর লাজ ভয় কিবা তার
শুন এক নিবেদন করি।
তোমার মন্দির মাঝে সেই দুষ্ট চোর আছে
তলাস করিয়া লব ধরি॥ ৭৮২
সখীসঙ্গে নৃপবালা তখনি বাহিরে গেলা
অধোমুখী লজ্জার কারণে।
কোটাল সাভায় ঘর দেখে অতি মনোহর
কত চিত্র বিচিত্র বসনে॥ ৭৮৩
রঙ্গীন বসন ছিল তাহাতে সিন্দুর দিল
রঙ্গে রঙ্গ মিশাইল ভাল।
চোর দারিদ্র্যের গুরু রাজকন্যা কল্পতরু
ধন্য ধন্য প্রশংসে কোটাল॥ ৭৮৪
কেমন নাগর সেই অভিরাম ধাম এই
সুখ করে রূপবতী লইয়া।
বারেক ধরিতে পারি তবে দুঃখ পরিহরি
শিখাই তাহারে কাল হইয়া॥ ৭৮৫
তেজিয়া সেইত পুর বাহিরে আসিয়া দূর
আনাইল রজক সকল।
যুবতীর[১] মনোনীত[১] কৃষ্ণরাম বিরচিত
রসময় কালীর মঙ্গল॥ ৭৮৬

* ১ম পুঃতে নাই।
১-১ বুধগণ মনর্ঞ্জিত

৪৯

রজক সবার তরে বলিল কোটাল।
চোর না পাইয়া দেখ মোর এই হাল ॥ ১৮৭
বসনে সিন্দূর মাখা যে পাবে যাহার।
ধরিয়া না আন যদি দোহাই রাজার ॥ ১৮৮
এমন প্রকারে যদি চোর নাগ পাই।
তুষিব অনেক ধনে শুন রজক ভাই ॥ ১৮৯
নরম গরম করি তাহা সভার তরে।
বিদায় করিয়া তবে পাঠাইল ঘরে ॥ ১৯০
রজনী হইল জানি রাজার নন্দন।
কৌতুকে চলিয়া গেল বিদ্যার ভবন ॥ ১৯১
নানারসে বিভাবরী হইল প্রভাত।
আইলা মাল্যানী ঘরে কবি ধীরনাথ ॥ ১৯২
বসনে সিন্দূর দেখি বিস্ময় মানসে।
বিমলার ঠাঞি দিল কাচার আশে ॥ ১৯৩
মাল্যানী দিলেক লইয়া রজকের বাড়ি।
সকালে কাচিয়া দিবে আমি দিব কড়ি ॥ ১৯৪
আসিয়াছে মোর বাড়ি বহিনীতনয়।
এতেক বলিয়া গেল আপন আলয় ॥ ১৯৫
বসনে সিন্দূর দেখি রজক কৌতুকে।
উত্তরিল[১] গিয়া কোতয়ালের সমুখে[১] ॥ ১৯৬
হাসিয়া বিশেষ কথা কহে জোড়পাণি।
এইত বসন আনি দিলেক মাল্যানী ॥ ১৯৭
নিরখিয়া কোটাল হইল কুতূহলী।
আলিঙ্গন দিলে[২] তারে ভাই ভাই বলি[২] ॥ ১৯৮
চোরের বসন বটে নাহি কোন সন্দে।
মাল্যানীর বাড়ি তবে চলিল আনন্দে ॥ ১৯৯
শত শত আসোয়ার বেড়ে ঘর বাড়ি।

১-১ অবিলম্বে উত্তরিল কোথআল সমুখে ২-২ দিল তারে বন্ধু বন্ধু বলি

হান হান মার মার ঘন ডাক ছাড়ি ॥ ৮০০
চৌদিকে খন্দক খানা একে একে চায়।
কুসুমের বনসব ভাঙ্গিয়া বেড়ায় ॥ ৮০১
দেখিয়া মাল্যানী আসি বাহির হইল।
দুপ দুপ করে বুক কাঁপিতে লাগিল ॥ ৮০২
কোটাল রুষিয়া বলে করিয়া আটুনি।
চোরেরে হাজির কর শুনল কুট্টনী ॥ ৮০৩
ফুল দিয়া বিত্থারে আপনি যুক্তি দিলা।
কোথায় থাকিয়া বর আনি মিলাইলা ॥ ৮০৪
রাজকন্যা গর্ভবতী প্রাণ যায় মোর।
বসিয়া কৌতুক দেখ তুমি পোষ চোর ॥ ৮০৫
জীতে যদি সাধ থাকে আন বিত্থমান।
নহে শূলে চড়াইয়া কাটিব নাক কান ॥ ৮০৬
মাল্যানী রুষিয়া বলে মুখে নাহি টুটে।
কুবুদ্ধি পাইল বুঝি কোটালের বটে ॥ ৮০৭
এত কটু বল তুমি কি দোষ আমার।
লুটিয়া লইলা ঘর দোহাই রাজার ॥ ৮০৮
পতি পুত্র বধূ নাহি মোর যুবা নহে ঝি।
আপনি যুবতী নহি কারে ভয় কি ॥ ৮০৯
[রাজার নিকটে গিয়া শিখাইব তোমা।
অবলা পাইয়া ধর মিছামিছি আমা ॥] * ৮১০
সারারাতি থাক তুমি রাজার সহরে।
তোমার রমণী কত নাং করে ঘরে ॥ ৮১১
তুমি কার বধূ নিলে কার নিলা ঝি।
আমারে কুট্টনি বল কব আর কি ॥ ৮১২
কবি[১] কৃষ্ণরাম বলে সরস বিশাল[১]।
কূটবুদ্ধি[২] কোটাল যেন প্রবলের কাল[২] ॥ ৮১৩

* ২য় পুঃতে নাই।

১-১ কৃষ্ণরাম নামের কবিতা মনরম ২-২ কুপিল কোটাল জেন প্রলয়ের যম

৫০

সিন্দুরে ভূষিত বস্ত্র দিল কোতয়াল।
কুট্টনি হারামজাদি ইহা কার বল ॥ ৮১৪
আঁটুনি করিয়া আর চোরেরে লুকায়।
এখুনি বধিব তোরে লুকায় লুকায় ॥ ৮১৫
ভয় পাইয়া মাল্যানী উত্তর তবু করে।
অনেক দিনের বস্ত্র ছিল মোর ঘরে ॥ ৮১৬
রজস্বলা হইয়া পরি দিন দুই তিন।
না বুঝিয়া বল তুমি সিন্দুরের চিন ॥ ৮১৭
কাটিতে তুলিল খাড়া রুষিয়া কোটাল।
তখনি করিল তারে সোয়ার হাতুয়াল ॥ ৮১৮
ঢেকায় ঢেকায় করে বাড়ির বাহির।
বন্দুকের হুড়া মারে কেহ ছোঁড়ে তীর ॥ ৮১৯
সুন্দর বসিয়া জপে ভবানীর নাম।
নাহি জানে গণ্ডগোল সেই গুণধাম ॥ ৮২০
কোটাল প্রবেশ কৈল ঘরের ভিতর।
তাহা দেখি ভয় বড় পাইল সুন্দর ॥ ৮২১
চোর চোর ধর ধর বলিতে বলিতে।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ গিয়া করিল তুরিতে ॥ ৮২২
দোসাধু বেড়ায় ঘর চাহিয়া সকল।
দেখিতে দেখিতে নাই হইল বিকল ॥ ৮২৩
ভাঙ্গিয়া ফেলিল ঘর লাগাইয়া সেনা।
চিত্র বিচিত্র দেখে চোরের বিছানা ॥ ৮২৪
কত বা নেতের তুলি চিকন মশারী।
টানিয়া ফেলায় দূরে খট্টা আদি করি ॥ ৮২৫
লুকি বিদ্যা জানে বুঝি কামরূপ চোর।
দেখিতে দেখিতে চক্ষের ধাঁধা দিল মোর ॥ ৮২৬
চাহিতে চাহিতে দেখে সুড়ঙ্গ বিশাল।
কেহ বলে সিঁদ দিয়া সাভাইল পাতাল ॥ ৮২৭

কেহ প্রবেশিল সেই সুড়ঙ্গ ভিতরে।
আধার দেখিয়া উঠে তনু কাঁপি ভরে ॥ ৮২৮
[কূটবুদ্ধি কোটাল ভাবিয়া কৈল সার।
এই পথে আইসে যায় বিদ্যার আগার ॥]* ৮২৯
কৌতুকী হইল বড় বাহু তুলি নাচে।
এখনি ধরিব তায় কোথা আর বাঁচে ॥ ৮৩০
বিজয় দুন্দুভি বাজে সিঙ্গা করতাল।
করনান জয়ঢোল মৃদঙ্গ বিশাল ॥ ৮৩১
সবংশে পাইনু রক্ষা আর নাহি ভয়।
সিংহনাদ করে সুখে যত সৈন্যচয় ॥ ৮৩২
কোটালের বাদ্য শুনি বিজয় নাগরা।
রাজার লাগিল মনে চোর গেল ধরা ॥ ৮৩৩
[সমাচার বিশেষ শুনিয়া দূতমুখে।
বিস্মিত ধরণীপাল হেটমাথা দুখে ॥]** ৮৩৪
এখন[১] কেমন করি এড়াইবে চোর[১]।
কৃষ্ণরাম[২] ভাবি বলে কালীপদজোর[২] ॥ ৮৩৫

৫১

নৃপতির অঙ্গীকার সুড়ঙ্গ খুলিতে।
কোদাল হাজার পাঁচ চলিল তুরিতে ॥ ৮৩৬
বড়[৩] গাছ কাটি ভাঙ্গে কত শত ঘর[৩]।
নদী যেন খন্দক হইল পরিসর ॥ ৮৩৭
দেখিতে হইল লোক হাজারে হাজার।
গণনা না জায় যত ভাঙ্গিল বাজার ॥ ৮৩৮
পড়িতে পড়িতে বেগে ধায় রড়ারড়ি।
যুবার[৪] আছুক কাজ লড়ি ভরে বুড়ি[৪] ॥ ৮৩৯

* ২য় পুঃতে নাই।

** ১ম পুঃতে নাই।

১-১ কবি কৃষ্ণরাম বলে গতি নাই আর। ২-২ বিপদ সাগর শিবে করিবা উদ্ধার। ৩-৩ গাছ কাটি ভাঙ্গে কত বড় বড় ঘর। ৪-৪ কুলবধূগণ জায় লাজভয় এড়ি।

রাজার কন্যার বর দেখিব কেমন।
চোর হইয়াছিল আসি মালীর ভুবন ॥ ৮৪০
এ কথা শুনিয়া বিদ্যা বিকল হইল।
চিন্তিয়া মানসে সতী পতিরে কহিল ॥ ৮৪১
শুন শুন প্রাণনাথ হইল প্রমাদ।
উপায় না দেখি মোর জীতে নাহি সাধ ॥ ৮৪২
দেখিব তোমারে আসি কোটাল এখনি।
ধরিলে কেমনে জীব বিদ্যা অভাগিনী ॥ ৮৪৩
এক যুক্তি বলি যদি অন্য নাহি করো।
তেজিয়া এইত বেশ নারী বেশ ধরো ॥ ৮৪৪
করিল পরশুরাম নিক্ষেত্রি জগত।
নারী বেশ ধরিয়া বাঁচিল দশরথ ॥ ৮৪৫
কৌতুকে সুন্দর বড় প্রিয়ার বচনে।
কমলা বিমলা বাস পরিল তখনে ॥ ৮৪৬
পতির কপালে সতী দিলেক সিন্দূর।
করেতে কঙ্কণ দিল বাহুতে কেয়ূর ॥ ৮৪৭
চরণে নূপুর দিল পাসুলি সুন্দর।
বসনে করিল কুচ দুটি মনোহর ॥ ৮৪৮
স্ত্রীবেশ ধরিল যদি রাজার সন্ততি।
দেখিয়া আপনরূপ নিন্দে রূপবতী ॥ ৮৪৯
দুহে দুহা নিরক্ষিয়া সুমধুর হাসি।
কালীর চরণ ভাবে রূপসরূপসী ॥ ৮৫০
কাটিয়া সুড়ঙ্গ সবে বড় কুতূহলে।
উপনীত হইল আসি বিদ্যার মহলে ॥ ৮৫১
ঘর ছাড়ে নৃপবালা লইয়া নিজসাথী।
এক পাশ হইলা লাজ ভয় অধোমুখী ॥ ৮৫২
সুড়ঙ্গ খুলিয়া গেল মন্দির ভিতর।
পুরুষ[১] না দেখি তথা হইল ফাঁফর[১] ॥ ৮৫৩

১-১ চোর না পাইয়া বড় হইল কাতর

সবে রাজকন্যা আর সাথী জনদশ।
চোর[১] না পাইয়া হইল বদন বিরস[১] ॥ ৮৫৪
কোথা পলাইল চোর করিয়া মন্ত্রণা।
বিড়াল যাইতে নারে ভাড়াইয়া থানা ॥ ৮৫৫
দড়াইল মনে এই যুকতি করিয়া।
সখিগণ মাঝে আছে স্ত্রীবেশ ধরিয়া ॥ ৮৫৬
কবি কৃষ্ণরাম বলে কালীর মঙ্গল[২]।
শুনিলে[৩] পলায় দুঃখ সদাই কুশল[৩] ॥ ৮৫৭

৫২

দিক[৪] মাপি পঞ্চহাত পরিসর পোয়াসাত
কাটিল খন্দক ততক্ষণে।
কোটাল ডাকিয়া কয় শুন সহচরীচয়
আমার বচন একমনে ॥ ৮৫৮
হৃদয় লইল মোর স্ত্রীবেশ ধরিয়া চোর
আছে তোমা সবাকার সঙ্গে।
ধর্ম্ম পরমান ইতে পার হও খন্দকেতে
বামপদ বাড়াইয়া রঙ্গে ॥ ৮৫৯
সবদি দিলাম তায় পার হও বাম পায়
পুরুষ হইয়া যেই জন।
শত ব্রহ্ম বধ লাগে সপ্তম পুরুষ ভাগে
হবে তার নরকে গমন ॥ ৮৬০
শুনি কোটালের বাণী শুনি চোর শিরোমণি
ধরিবেক জানিল মনেতে।
তরিব দক্ষিণ পায় যেবা করুন মহামায়
মরি যদি সেহ ভাল ইতে ॥ ৮৬১

১-১ পুরুষ না দেখি সিরে পড়ে জেন বাজ ২ মায়া ৩-৩ কোটালে পিঞ্জার হারিয়া চোর ভায়া ৪ দির্ঘে

চোর হইয়া কতকাল থাকিব এমন হাল
স্ত্রীবেশ ধরিয়া বড় লাজ।
পরকাল নষ্ট হবে কুযশ ঘুষিব সবে
এ নহে আমার যোগ্য কাজ॥ ৮৬২
সুলোচনা শকুন্তলা সুধামুখী শশিকলা
কমলা বিমলা কলাবতী।
রেবতী রোহিণী উমা প্রভাবতী মনোরমা
পার্ব্বতী মালতী রতি সতী॥ ৮৬৩
[উর্ব্বসী রূপসী নীলা রুক্মিণী মেনকা শীলা
ভবানী পদ্মিনী প্রিয়ম্বদা॥
দ্রৌপদী সাবিত্রী সতী মেনকা সনকা রতি
কনকা সুভদ্রা চিত্রাঙ্গদা॥] * ৮৬৪
যশোদা রাধিকা গৌরী হরিপ্রিয়া মহেশ্বরী
শিবানী সর্ব্বাণী শশিমুখী।
ভাগ্যবতী পতিব্রতা মঞ্জরী মাধবীলতা
হীরাবতী তিলোত্তমা সখী॥ ৮৬৫
পার হইয়া বাম পায় একে একে সবে যায়
অনিমিখে দেখে কোতোয়ালী।
বাঁহাতে মোচড়ে দাড়ি হুসার হুসার করি
গরজন গভীর বিশাল॥ ৮৬৬
ভ্রমে এক সহচরী দক্ষিণ চরণে তরি
রহে গিয়া খন্দকের কূলে।
সবে বলে এই চোর দেখিয়া কোটাল জোর
তখনি ধরিল তার চুলে॥ ৮৬৭
সখী কম্পমান ডরে কাপড় খসিয়া পড়ে
দেখিয়া সকল লোক হাসে।
কেহ পড়ে কার গায় বিপ্তা কটু বলে তায়
কবি কৃষ্ণরাম রস ভাষে॥ ৮৬৮

---

* ২য় পুঃতে নাই।

৫৩

জনকত সখী গেল খন্দক তরিয়া।
পতিরে বুঝায় সতী যতন করিয়া॥ ৮৬৯
শুন শুন প্রাণনাথ বচন আমার।
বামপদে কৌতুকে খন্দক হও পার॥ ৮৭০
তবে[১] কি করিতে পারে কোটাল বাঘাই[১]।
আপনি ভাবিয়া বুঝ ইতে দোষ নাই॥ ৮৭১
মহারাজ যুধিষ্ঠির সর্ব্বলোকে কয়।
রাজ্য প্রাণরক্ষা হেতু মিথ্যা কথা কয়॥ ৮৭২
[ধর্ম্ম অবতার রাজা আছিল ভূতলে।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বলোকে বলে॥ ৮৭৩
কৃষ্ণের বচনে তেহো হইয়া সম্মত।
কহিলা দ্রোণের আগে অশ্বত্থামা হত॥]* ৮৭৪
নারী পুত্র ধন জন সকল ছাড়িয়া।
বিপদে আপনা রাখে যতন করিয়া॥ ৮৭৫
[আমার বচন যদি মনে নাহি লয়।
ধরিলে নাহিক রক্ষা নৃপতি নির্দ্দয়॥]* ৮৭৬
আমার মরণ সত্য তোমার বিহনে।
নারীবধ মহাপাপ তাহা নাহি মনে॥ ৮৭৭
শুনিয়া বিদ্যার কথা বলে কবি চোর।
কালীর প্রসাদে কিছু ভয় নাহি মোর॥ ৮৭৮
কোন চিন্তা না করিহ শুনহ প্রমদা।
ধরা দিব সত্য তবে যে করে সারদা॥ ৮৭৯
অবধান করিয়া শুনিবে একবোল।
ধর্ম্মপথে থাকিলে না হয় গণ্ডগোল॥ ৮৮০
আমা লাগি সবংশেতে মরিব কোটাল।
কহ দেখি কেমন হইব পরকাল॥ ৮৮১

১-১ নহিলে বিসম বড় কোটালের ঠাঞি
* ২য় পুঃতে নাই।

এমন জীবনে ধিক না করিহ মানা।
বিপদে করিব রক্ষা দেবী ত্রিনয়না ॥ ৮৮২
তিন[১] অক্ষর মন্ত্র যদি জপি একমনে[১]।
একান্ত রাখিয়ে মন কালীর চরণে ॥ ৮৮৩
দক্ষিণ চরণে কবি খন্দক তরিল।
চোর চোর বলি বেগে কোটাল ধরিল ॥ ৮৮৪
পরাইয়া কপিন কাপড় নিল কাড়ি।
গালে কালিচূণ দিল হাথে দিল দড়ি ॥ ৮৮৫
নূপুর কিঙ্কিণী শঙ্খ দূরে পেলে টানি।
কামদেব জিনি রূপ কে বলে কামিনী ॥ ৮৮৬
বিনোদ নাগর চোর মুখ জিনি চাঁদ।
হরষিত কোটাল সঘনে সিংহনাদ ॥ ৮৮৭
সবংশে পাইনু রক্ষা আর[২] ভয় কারে[২]।
আজি[৩] পুনর্জন্ম শিব সদয় আমারে[৩] ॥ ৮৮৮
চৌঘুড়ি[৪] বাজনা বাজে শব্দ যায় দূর।
দামামা ভেউর বাজে মৃদঙ্গ মধুর ॥ ৮৮৯
চৌদিকে ধাইল[৫] যত কোটালের ঠাট।
বিকট গভীর ডাক ছাড়ে কাট কাট ॥ ৮৯০
কেহ যমধার নিয়া ধাইল তুরিতে।
কেহবা বড়শা লোফে চোরেরে মারিতে ॥ ৮৯১
ঘোরতর খঞ্জর চৌদিকে ঝিকিমিকি।
রায়বাঁশা ঘিরিল বিপাক বড় দেখি ॥ ৮৯২
[কোটাল করাল বড় সুন্দর সুন্দর।
রাহু গরাসিল যেন পূর্ণ শশধর ॥]* ৮৯৩
দেখিতে রড়ায় লোক ঘরে নাহি রয়।
বর দেখা চোর দেখা একে দুই হয় ॥ ৮৯৪

১-১ এ তিন অক্ষরে স্তব করিয়া জতনে ২-২ আর কিবা ভয় ৩-৩ আজি পুনর্জন্ম মোর মহেশ সদয় ৪ চোরধরা ৫ বেড়িয়া

* ২য় পুঃতে নাই।

কবি কৃষ্ণরাম বলে অনুকূল হবে।
বিপদ[১] সময় শিবা[১] উদ্ধারিয়া লবে॥ ৮৯৫

৫৪

ধরিল কোটাল কাল দেখিয়া পতির হাল
বিদ্যা হইল চিত্রের পুতলি।
একদৃষ্টে ঘন চায় কিছু নাহি দেখা পায়
ধরণী তরণীহীন বলি॥ ৮৯৬
[মূর্চ্ছিত হইয়া ধরা পড়ে ধনী মনোহরা
প্রবোধ করয়ে সখিগণ।
ক্ষেণেকে চেতন পাই বলে প্রাণনাথ কই
হাহাকার সরোদবদন॥] * ৮৯৭
কপালে কঙ্কণঘায় রুধির নিকলে তায়
কলেবর ধূসর ধূলায়।
গলে সাতেশ্বরী হার আর নানা অলঙ্কার
পদ্মহীন সরোবর প্রায়॥ ৮৯৮
[বেশ হইল ছারখার খসিল চিকুর ভার
ঝরি পড়ে সুকমলচয়।
রাহু যেন চাঁদ গিলি পুন উগারিয়া পেলি
ধন্য ধন্য হেন মনে লয়॥] * ৮৯৯
ক্ষিতি আলিঙ্গয় রাজসুতা।
পতির দুর্গতি দেখি বিমন কমলমুখী
তরুর বিহনে যেন লতা॥ ৯০০
মুখ তিতে নেত্রজলে বিকসিত শতদলে
শোভা যেন শিশিরে ঘুচায়।
ক্ষেণে রহে চক্ষু বুজি শোকের সাগরে মজি
তরীহীন কূল নাহি পায়॥ ৯০১

১-১ অনুগতো জনে দেবী

* ২য় পুঃতে নাই।

লোচনে সলিল সরে কাজল গলিয়া পড়ে
শোভয় অধর মনোহর।
দেখি মনে হেন বুঝি কালিয়া কমলা তেজি
ষট্‌পদ বাঁধুলি উপর ॥ ৯০২
দিনে অন্ধকার ঘোর এ সুখ সম্পদ মোর
তিলেকে[১] ঘুচাইল বিধি[১]।
আর কি ঘুচিব দুঃখ দেখিব কাহার মুখ
কোথায় সুন্দর গুণনিধি ॥ ৯০৩
তরিয়া দক্ষিণ পায় দুঃখ হইল নানাময়
কলির ধর্ম্মের এই ফলে।
কি গতি তোমার হয় দেখি দণ্ড চারি ছয়
অসিভর করিব নহিলে ॥ ৯০৪
তোমা আমা একপ্রাণ ইহাতে নাহিক আন
তবে কেন চলিলা ছাড়িয়া।
পাইনু সেবিয়া হর অমূল্য রতন বর
বুক চিরি কে নিল কাড়িয়া ॥ ৯০৫
যত নারী ক্ষিতিতলে আছে নানা কুতূহলে
আমা সম নাহি অভাগিনী।
রাজকন্যা হইয়া যত মনস্তাপ অবিরত
সে সব কহিব কারে বাণী ॥ ৯০৬
শুনহে কোটাল ভাই মাগিনু তোমার ঠাঁই
দান দেহ মোর প্রাণপতি।
এইত[২] করিনু পণ[২] যত চাহ দিব ধন
হের[৩] দেখ করিয়ে প্রণতি[৩] ॥ ৯০৭
বহিনীর বহুদোষে ভাই কি কখন রোষে
কোন দেশে এমন প্রকার।

১-১ হরিয়া লইল কোন বিধি ২-২ মণিরত্নআভরণ ৩-৩ হের দেখ করি জোড় হাথ

মহাযশ পুণ্য করো বারেক চরণে ধরো
নহে[১] বধি হইয়ে তোমার[১] ॥ ৯০৮
শুনিয়া কোটাল কোপে ঘন হাত দেয় গোপে
বলে শুন রাজার কুমারী।
চোর ধরা গেল মাত্র রাজারে কহিল পাত্র
কেমনে ছাড়িয়া দিতে পারি ॥ ৯০৯
অতি অসম্ভব কথা মোর নহে দশমাথা
কপাল খেয়াও রূপবতী।
কৃষ্ণরাম বলে দেবী সেবক সুন্দর কবি
দূর কর তাহার দুর্গতি ॥ ৯১০

৫৫

[পুরী মাঝে সোর ধরা গেল চোর
সখী সহচরী জানি।
মনে মহাদুঃখ লাজে অধোমুখ
তথায় আইলা রাণী ॥ ৯১১
দেখিয়া সুন্দর চোর মনোহর
হৃদয় বিকল অতি।
কেবা আনি দিল কোথায় পাইল
এ হেন সুন্দর পতি ॥ ৯১২
ভাবিলে কি হয় আর কিছু নয়
কেননা আইলা আগে।
রাজা ক্রোধমনে করয়ে কেমন
মোর বড় দুঃখ লাগে ॥ ৯১৩
বিদ্যা করিল কোলে আপন আচলে
মুছিল বদন তার।
নিদারুণ বিধি দুঃখের অবধি
পাপ[২] কপাল তোমার[২] ॥ ৯১৪

১-১ নহে বধি হইবে দুহার ২-২ কি তোমার পাপ কপাল

কারো না কহিয়া আপনা খাইয়া
বিভা কৈল সুবদনী।
গণ্ডগোল তবে এত কেন হবে
আমি যদি ইহা জানি॥ ৯১৫
সহচরীগণ করয়ে রোদন
সুন্দর চোরের লাগি।
রাজা যদি বধে শুনিয়া কেমতে
জীবেক বিদ্যা অভাগী॥ ৯১৬
কত জন্ম ফলে হেন পতি মিলে
মিলাইয়া আনি দিল বিধি।
কেবা বাদী হইল দিয়া কাড়ি লইল
সুন্দর গুণের নিধি॥ ৯১৭
যতেক যুবতী দুঃখ ভাবে অতি
দেখিয়া [সুন্দর] চোরের তনু।
কাঁপে কলেবর সবে জরজর
করয়ে কুসুম ধনু॥ ৯১৮
বিদ্যাবিরহিণী যেমন তেমনি
বিধি আনি মিলাইল।
কিবা দোষ ছিল পুন বিড়ম্বিল
বিমুখ ঈশ্বর হইল॥ ৯১৯
এমন বিমল তনু সুকোমল
ভুবনমোহন রূপ।
কেমন করিয়া আপনা ধরিয়া
কাটিব নিষ্ঠুর ভূপ॥ ৯২০
ঢেকায় ঢেকায় চোর লইয়া যায়
বলে কৃষ্ণরাম কবি।
রাজার তনয় সদত নির্ভয়
ভাবিয়া পরম দেবী॥] * ৯২১

* বন্ধনীচিহ্নিত অংশ ২য় পুঃতে নাই।

৫৬

[অভিনব কাম জনু দেখিয়া সুন্দর তনু
অতি বৃদ্ধ নারী এক বলে।
এ তনয় [হয়] যার সফল জীবন তার
ধন্য ধন্য সে রমণী ক্ষিতিতলে ॥ ৯২২
শুনি বলে আর সতী সেই অভাগিনী অতি
হেন পুত্র না দেখিব আর।
মহাদুঃখ এই জন্য কেমনে কহিলা ধন্য
ধিক ধিক জীবন তাহার ॥ ৯২৩
শুনি আর নারী কয় মোর মনে এই লয়
ইহারা অনেক সহোদর।
দেখি আর পুত্রগণে ইহারে নাহিক মনে
জননী কৌতুকে আছে ঘর ॥ ৯২৪
বলে তবে আর জন না লয় আমার মন
না বলিহ এমন বন্ধান।
পুত্র যদি হয় শত ভক্ত কিবা অভকত
মায়ে ভাবে সবারে সমান ॥ ৯২৫
যত লোক দেখি চোর দুঃখের নাহিক ওর
অঝর নয়ানে সবে কাঁদে।
বিদ্যারে করিয়া কোলে তিতিল নয়ান জলে
রাজরাণী বুক নাহি বাঁধে ॥ ৯২৬
কেহ কেহ বলে দড় এইত সাধক বড়
সুড়ঙ্গ করিল অনুভবে।
ইহার আপদ কিবা ভকতবৎসল শিবা
কৃপা করি উদ্ধারিয়া লবে ॥ ৯২৭
বুঝিয়া বিদ্যার মন অবিলম্বে সখিগণ
ধরণী দিলেক আলিপনা।
পাতিয়া কনক বারি বিশেষ বলিতে নারি
বিধিমত উপহার নানা ॥ ৯২৮

স্নান করি হইয়া শুচি জগত জননী পূজি
পরম ভকতি স্তুতি অতি।
কালীর চরণ তলে কবি কৃষ্ণরাম বলে
নাএকের ঘুচাও দুর্গতি ॥]* ৯২৯

৫৭

আরপিয়া হেমঘটে স্তুতি করে করপুটে
সুবদনী রাজার কুমারী।
কহিলা পূরব কালে বিষম[১] বিপদ হৈলে[১]
সদয় হইবা মহেশ্বরী ॥ ৯৩০
বিধি[২] আনি হাথে দিলা পুনঃ[৩] তাহা হরি নিলা[৩]
এই দুঃখ কপালে আমার।
কেবল করুণামই দয়াশীলা তোমা বই
এ তিন ভুবনে নাহি আর ॥ ৯৩১
আর যত নারী ধন্যা লইয়া সবে[৪] পুত্র কন্যা
সংসার করয়ে কুতূহলে।
অপরাধ কৈলু কিবা লাগিলা আমারে শিবা
ডুবাইলা দুঃখসিন্ধু জলে ॥ ৯৩২
বিরহ আকুলি হৈয়া পতি দিলা মিলাইয়া
কৌতুকে আছিলাম কতকাল।
দেখিতে দেখিতে চুরি অনাথ আমার পুরী
এ তোমার যত ঠাকুরাল ॥ ৯৩৩
কোটআল[৫] নিদারুণ বাপ বড় তমগুণ
আমারে তিলেক নাহি দয়া।

* বন্ধনীচিহ্নিত অংশ ২য় পুঃতে নাই
১-১ বিষম জঞ্জাল জলে ২ নিধি ৩-৩ তিলেকে হরিয়া নিলে ৪ পতি
৫-৫ পতি বিনে জেবা নারি বসতি করয়ে পুরি,
দুর্থ বিনে সুখ নাহি জিয়া।
গিয়া তো মঙ্গল কাজে সদবাগণের মাজে
থাকে লাজে মুখ লুকাইয়া।

পিতামাতা সহোদর আপনা হইল পর
তোমার সকল এই মায়া ॥ ৯৩৪
পতির মরণে মরে জীবনে পরাণ ধরে
সতী পতিব্রতা যেই জন।
শশী অস্তমিত কালে কৌমুদী সংহতি চলে
রাখিতে না পারে তারাগণ ॥ ৯৩৫
প্রভু যদি হয় নাশ কি আর সংসার আশ
তোমার উপরে দিব বধ।
করেতে করিয়া অসি নহেবা সলিলে পশি
নিরখিয়া সারদার পদ ॥ ৯৩৬
দেবী[১] হইলা[১] অনুকূল পাইল প্রসাদ ফুল
শুনিল শ্রবণে এই বাণী।
সুন্দর সুকবি সেই সদা ভাবে কৃপাময়ী
পরম আপদে রাখিব ভবানী ॥ ৯৩৭
স্থির হও আগ সতী এখনি লইয়া পতি
কৌতুকে করিহ আলিঙ্গন।
দেবীর সরস ভাষে কবি কৃষ্ণরাম হাসে
চোর লইয়া শুন বিবরণ ॥ ৯৩৮

৫৮

সিংহাসনে বসি আছে বীরসিংহ রায়।
চৌদিকে সেবকচয় চামর ঢুলায় ॥ ৯৩৯
উপরে বিশদছত্র মুকুতার ঝারা।
নিশাকর[২] বেড়িয়া চৌদিকে যেন তারা ॥ ৯৪০
হুজুরে সিফাই সব আছে করো জুড়ি।
মাহুত মজুরা করে গজপৃষ্ঠে চড়ি ॥ ৯৪১
চারিদিকে পাত্রমিত্র সুকবি পণ্ডিত।
নমুচিসূদনসদনে যেন মুনিতে বেষ্টিত ॥ ৯৪২

১-১ সিবশিবা ২ সুধাকর

লইয়া সুন্দর চোর বাঘাই কোটাল।
হেনকালে উত্তরিল হাথে চর্ম্মঢাল ॥ ৯৪৩
মজুরা করিয়া বলে এই গিধি চোর।
যাহা লাগি অন্তক হইয়াছিলা মোর ॥ ৯৪৪
রাজারে বন্দিল কবি প্রসন্ন বদন।
যে করে সারদা দেবী নির্ভর শমন ॥ ৯৪৫
আড় আঁখি জামাতা দেখিল নরপতি।
নিশ্চয় জানিল রাজা রাজার সন্ততি ॥ ৯৪৬
পাত্রমিত্র সভাজন করে অনুমান।
পরম পুরুষ চোর কভু নহে আন ॥ ৯৪৭
কিবা মূর্খ কিবা ধীর জানিতে কারণ।
রাজা বলে কাট নিয়া দক্ষিণ মশান ॥ ৯৪৮
নয়ান ঠারয়ে পুনঃ কোটাল বুঝিল।
এই লইয়া যাই বলি ক্ষেণেক রহিল ॥ ৯৪৯
চোর বলে কোন দোষ পাইয়াছ আমার।
কাটিতে হুকুম কর বড় অবিচার ॥ ৯৫০
প্রতিজ্ঞা করিল বিদ্যা বিদিত সংসার।
হারিয়া বরিল মোরে শুন নৃপবর ॥ ৯৫১
পূরবে আপনি ঘাট করিয়াছ ইথে।
কেন না করিলা মানা প্রতিজ্ঞা করিতে ॥ ৯৫২
এখন কাহার দোষ রোষ কর রায়।
উচিৎ কহিতে কেহ নাহিক সভায় ॥ ৯৫৩
জিনিয়া করিনু বিভা পাছে বুঝ আন।
মোর নিবেদন কিছু শুন গুণবান ॥ ৯৫৪
কবি কৃষ্ণরাম বলে কালীপদ[১] গতি।[১]
একমনে শুন লোক চোরের ভারতী ॥ ৯৫৫

১-১ মধুর আরতি

৫৯

প্রথম শ্লোক

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুরোমরাজীম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি॥

পয়ার

আজি বিদ্যা কনকচম্পকদামগৌরী।
প্রফুল্ল কমলমুখী আলো করে পুরী॥ ৯৫৬
[পীন পয়োধর চারু কনক বরণী।
রূপ হেরি তমঐরি মলিন আপনি॥] * ৯৫৭
শয়ন তেজিয়া রামা উঠিয়া বসিল।
অনঙ্গে বিহ্বল হইয়া প্রমাদ গণিল॥ ৯৫৮
শুনিয়া কাটিতে বলে ধরণীভূষণ।
চোর বলে অবধান করহ রাজন॥ ৯৫৯

দ্বিতীয় শ্লোক

অদ্যাপি তাং শশীমুখীং নবযৌবনাঢ্যাং
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিম্।
পশ্যামি মন্মথশরানলপীড়িতানি
গাত্রাণি সম্প্রতি করোমি সুশীতলানি॥

পয়ার

আজি বিদ্যা শশীমুখী নহলি যৌবনী।
পীন পয়োধর চারু কনক[১] বরণী॥ ৯৬০

* ২য় পুঃতে নাই

১ চিকণা

পীড়িত তাহার তনু কাম শরানলে।
দেখিলে শীতল করি শুন নৃপবরে॥ ৯৬১
সুকবি পণ্ডিত চোর জানি ভূপতি।
বধ[1] লইয়া শীঘ্র বলে কোটালের প্রতি॥ ৯৬২
নিষেধ করয়ে পুনঃ ঠারিয়া নয়ান।
অবধান কর বলে রাজার নন্দন॥ ৯৬৩

তৃতীয় শ্লোক

অদ্যাপি তাং যদি পুনঃ কমলায়তাক্ষীং
পশ্যামি পীবরপয়োধরভারখিন্নাম্।
সংপীড্য বাহুযুগলেন পিবামি বক্ত্রম্
উন্মত্তবন্মধুকরঃ কমলং যথেষ্টম্॥

পয়ার

আজি বিদ্যা কমলনয়ানী অদ্ভুতা।
পীনপয়োধর ভরে বড়ই পীড়িতা॥ ৯৬৪
ভুজযুগজড়িত করিয়া মোর অঙ্গ।
অতিপীড়া দেয় রামা হানয়ে অনঙ্গ॥ ৯৬৫
দেখিলে অধরসুধা পান করি মুখে।
যথেষ্ট কমলে যেন ভ্রমর কৌতুকে॥ ৯৬৬
রাজা বলে কাট নিয়া এখনি ইহায়।
বার বার যত বলে সহন না যায়॥ ৯৬৭
বলে কোটালিয়া যাই বিলম্বে কি কাজ।
চোর বলে আর কিছু শুন মহারাজ॥ ৯৬৮

চতুর্থ শ্লোক

অদ্যাপি তাং নিধুবনক্লমনিঃসহাঙ্গীম্
আপাণ্ডুগণ্ডপতিতাকুলকুন্তলালীম্।
প্রচ্ছন্নপাপকৃতমন্থরিবাবহন্তীং
কণ্ঠাবসক্ত মৃদু বাহুলতাং স্মরামি॥

---

১ কাট

পয়ার

আজি বিদ্যা নিধুবন সুতে বিকল।
পড়িল পাণ্ডুর গণ্ডে অনঙ্গ কুন্তল ॥ ৯৬৯
হৃদয়েতে সতত আছন্ন পাপ রহে।
কণ্ঠে বাহু আসক্ত স্মরণ করি তাহে ॥ ৯৭০
কুপিয়া কাটিতে বলে কাঞ্চীর পতি।
চোর বলে মহারাজ কর অবগতি ॥ ৯৭১

পঞ্চম শ্লোক

অদ্যাপি তাং যদি পুনঃ শ্রবণায়তাক্ষীং
পশ্যামি দীর্ঘবিরহগ্লপিতাঙ্গযষ্টিম্।
অঙ্গৈরহং সমুপগুহ্য ততোঽতিগাঢ়ং
প্রোন্মীলয়ামি নয়নে ন তু তাং ত্যজামি ॥

পয়ার *

আজি বিদ্যা শশিমুখী দিঘল নয়ানি।
কমল শরীর রূপ ভুবনমোহিনী ॥ ৯৭২
দেখিয়া তাহারে অতি করিয়া যতন।
করে উচ্চ কুচ যুগ করহু তাড়ন ॥ ৯৭৩
অনিমিখি নয়ন কখন নাহি ছাড়ি।
আর কিছু শুন রাজা বলি কর জুড়ি ॥ ৯৭৪

ষষ্ঠ শ্লোক

অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ত্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণেকৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা ॥

পয়ার

অদ্যাবধি মনেতে পড়য়ে সেই বাণী।
শুনিয়া আমার হাঁছি কোপে কামিনী ॥ ৯৭৫

* ১ম পুঃতে নাই।

কিছু না বলিলা লাজে রমণীভূষণ।
শ্রবণে কুণ্ডল [দিল] করিয়া যতন ॥ ৯৭৬
[শুনিয়া চোরের যত অসহন কথা।
রাজ বলে কাট লয়্যা জামাতার মাথা ॥ ৯৭৭
সাক্ষী করে সভাজনে সুকবি সুন্দর।
সম্ভাষিল জামাতা বলিয়া নৃপবর ॥] * ৯৭৮

সপ্তম শ্লোক *

অদ্যাপি তাং সুরতাণ্ডবসূত্রধারীং
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাং মদবিহ্বলাঙ্গীম্।
তন্বীং বিশালজঘনস্তনভারখিন্নাং
ব্যালোলকুন্তলকলাপবতীং স্মরামি ॥

পয়ার*

আজি বিদ্যা সুরতনর্ত্তন বিধায়িনী।
মদেতে বিহ্বল অঙ্গ পূর্ণেন্দুবদনী ॥ ৯৭৯
বিশাল জঘন উচ্চ কুচযুগভার।
পীড়িত যৌবন অতি ক্ষীণ কলেবর ॥ ৯৮০
কুন্তল কলাপবতী ভাবি অনুক্ষণ।
আর কিছু কহিব ক্ষণেক দেহ মন ॥ ৯৮১

অষ্টম শ্লোক * *

অদ্যাপি তাং কুসুমমাল্যাদিকৃতাঙ্গরাগাং
প্রস্বেদবিন্দুবিততং বদনং প্রিয়ায়াঃ।
অন্তে স্মরামি রতিখেদবিলোলনেত্রং
রাহূপরাগপরিমুক্তং সুখং স্মরামি ॥

পয়ার * *

আজি বিদ্যা মনোহর ধরে পুষ্পচয়ে।
ঘামেতে স্খলিত হইল পরাগ সঞ্চয়ে ॥ ৯৮২

* ১ম পুঃতে নাই।

** ২য় পুঃতে নাই।

তার রাহু [আমি] আসি সুধা সুতুলন।
গ্রাস করিয়াছি শুন ধরণীভূষণ॥ ৯৮৩
শুনিয়া চোরের বাণী অসম্ভাব্য কথা।
রাজা বলে কাট নিয়া জামাতার মাথা॥ ৯৮৪
সাক্ষী করে সভাজন সুকবি সুন্দর।
সম্ভাষিলা জামাতা বলিয়া নৃপবর॥ ৯৮৫

নবম শ্লোক

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নি-
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥

পয়ার

অদ্যাবধি কালকূট না ছাড়ে শঙ্কর।
কমঠ ধরয়ে ধরা মাথার উপর॥ ৯৮৬
দুর্ব্বহ বাড়ব বহ্নি বহে অকূপার।
সুকৃতি জনের মিথ্যা নহে অঙ্গীকার॥ ৯৮৭
কাটিতে হুকুম দিল জামাতা বলিয়া।
কেমনে এমন কহ নৃপতি হইয়া॥ ৯৮৮
তোমার সভায় যত সুকবি পণ্ডিত।
হেন বুঝি ডরে কেহ না বলে উচিত॥ ৯৮৯
হেটমাথা রহে রাজা বড় লজ্জা পাই।
নিশ্চয় জানিল কবি পণ্ডিত জামাই॥ ৯৯০
রাজার পাইয়া আজ্ঞা পাত্রগুণধাম।
জিজ্ঞাসিল কহ চোর তোমার কিবা নাম॥ ৯৯১
কোন জাতি বসতি করহ কোন দেশ।
অকপটে পরিচয় দেহত বিশেষ॥ ৯৯২
সত্য যদি কহ তবে রহিব পরাণ।
নহিলে খড়্গঘাতে হবে দুইখান॥ ৯৯৩

চোর বলে কোন কার্য্য দিয়া পরিচয়।
তিলেক না করি দোষ সদত নির্ভয়॥ ৯৯৪
জাতি বিচারয়[১] জন[২] করি[২] পান।
তুমি[৩] জিজ্ঞাসিলা তেমতি বন্ধান[৩]। ৯৯৫
সুজাতি অজাতি হই আর[৪] কি করিবে।
পূরবের ঘাট তাহা কাহারে বধিবে॥ ৯৯৬
আমার বচনে কেন হইব প্রত্যয়।
না বুঝিয়া অকারণে চাহ পরিচয়॥ ৯৯৭
অবিচারে যদি বধ করয়ে[৫] ভূপাল[৫]।
হইব কুযশ নরক পরকাল॥ ৯৯৮
চোর[৬] যত বলে কিছু না শুনেন পতি[৬]।
কি করিব ভাবি কিছু না পায় যুকতি॥ ৯৯৯
কাটিতে বড়ই দুঃখ রাখিব কেমনে।
পরিচয় ইহার করাবে কোনজনে॥ ১০০০
কোটালেরে বলে রাজা বিরলে ডাকিয়া।
চোরের দেখাও ভয় মশানে লইয়া॥ ১০০১
গুণবান সুন্দর কাটিতে দুখ লাগে।
ভয় পাইয়া পরিচয় দিব সবার[৭] আগে॥ ১০০২
বুঝিয়া করিব তবে যে হয় উচিত।
চলিল কোটাল তবে[৮] হইয়া[৯] হরষিত॥ ১০০৩
সভা শুনাইয়া রাজা কহেত ডাকিয়া।
কাট নিয়া দুষ্ট চোর কি কাজ রাখিয়া॥১০০৪
দন্তে[১০] কোটালিয়া ওঠে ক্রোধিত হইয়া।
ঢেকায় ঢেকায় যায় চোরেরে লইয়া॥ ১০০৫
ঘিরিয়া চলিল সেনা সবে বলবান।
অভিলম্বে উত্তরিল দক্ষিণ মশান॥ ১০০৬

১ বিচারিয়া ২ জদি কুল ৩-৩ তোমার জিজ্ঞাসা করা তেমনি বন্ধান
৪ আজি ৫-৫ হয়ে মহিপাল ৬-৬ চোর যত বলে তাহা সুনিয়া ভূপতি ৭ তোর
৮ শেষে ৯ বড় ১০ দর্পে

ভয় দেখাইছে যত কোটালের ঠাট।
কেহ[১] বলে তিখন খড়গ দিয়া কাট[১] ॥ ১০০৭
কেহ বলে বড়শা হানিয়ে ইহার বুকে।
নহে বা এখনি দিব কামানের মুখে ॥ ১০০৮
এমনি প্রকারে ভয় দেখায় সকল।
হানিতে হুকুম নাই আঁটুনি কেবল ॥ ১০০৯
ভাবিয়া করুণামই কালীর চরণ।
মনে মনে স্তব করে রাজার নন্দন ॥ ১০১০
চৌত্রিশ অক্ষরে তাহা বিচারিয়া[২] বলি।
কৃষ্ণরাম বিরচিল সরস পাচালি ॥ ১০১১

৬০

চৌত্রিশা

করজোড়ে কবিবর করে পরিহার।
কর গো করুণাময়ী কৃপা একবার ॥ ১০১২
খট্টাঙ্গ খর্পর করে খরতর অসি।
[খেনেকে করিবে খুন রক্ষা কর আসি ॥ ১০১৩
গিরিসুতা গুণমালা গহনভাষিণী।
গলে রণমুণ্ডমালা গগনবাসিনী ॥ ১০১৪
ঘোরতরবাদিনী শরণ দেহ শিবা।
ঘুষিতে রহুক ক্ষিতি যন্ত্রণা না করিবা ॥১০১৫
উ (ঙ) মা তুমি আসিয়া উষারে কৈলা দয়া।
উ (ঙ) রিতে উচিত বিদ্যা মাগে পদছায়া ॥ ১০১৬
চলন চরিত্র বড় নৃপতি দারুণ।
চন্দ্রহাস হানিয়া কোটালে করে খুন ॥ ১০১৭
ছলনা দেখিনু যত সে তোমার মায়া।
ছাড়িলে কেমন করে অনাথেরে দয়া ॥ ১০১৮

১-১ নিকট বিকট ডাক ছাড়ে কাট কাট   ২ বিস্তারিয়া

জগত জননী তুমি জীবন উপায়।
জগদীশ যার পদপঙ্কজ ধেয়ায় ॥ ১০১৯
ঝড়েতে কেমন তরু লেগেছে কাঁপিতে।
ঝাখিয়া খড়্গ ঝাটো আইসে কাটিতে ॥ ১০২০
ঈ (ঞ) শান বনিতা তুমি ইন্দ্রিয় সকল।
ই (ঞ) ন্দ্রের আপদ হরো কৃপায় কেবল ॥ ১০২১
টুট হইল হইল এককালে হৃদয় বিকল।
টলমল করে যেন পদ্মপত্রের জল ॥ ১০২২
ঠেকিনু বিষম দায় একতিলে মরি।
ঠাঁই দেহ পদতলে পরিত্রাণ করি ॥ ১০২৩
ডাকিনী যোগিনী যুতা ডাডবোল ধামা।
ডুবাইয়া ভবসিন্ধু কেন বধ আমা ॥ ১০২৪
ঢঙ্গ কোতয়াল অঙ্গ হেরি ভয় লাগে।
ঢাল অসি ধরে রুষি ধায় মোর আগে ॥ ১০২৫
(ন) আনন্দ স্বরূপ তুমি অনন্ত মূরতি।
(ন) আনিয়া উচিত নয় করিতে এমতি ॥ ১০২৬
তিনলোকে একা তুমি প্রাণ পরায়ণী।
ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ইতিন নয়নী ॥ ১০২৭
স্থলপদ্মে পাদ যদি নাহি দিবে ধাম।
থাকিয়া কি কাজ তবে দয়ামই নাম। ১০২৮
দনুজ দারা দক্ষ রিপুপদ সেবি।
দুঃখদশা দূর কর দয়াময়ী দেবী ॥ ১০২৯
ধরিল আপন শির করি বাম করে।
ধীরে বধি সেনা ঘোর কৃপাণ অবরে ॥ ১০৩০
নগেন্দ্র নন্দিনী দক্ষ পাশেতে ডাকিনী।
নাচিয়া রুধির পিয়ে বামেতে বন্দিনী ॥ ১০৩১
পুষ্পধনু প্রিয়াসঙ্গে বিপরীত রতি।
পরমার পাদপদ্ম বিরাজিত তথি ॥ ১০৩২
ফণিবর উত্তরী গলায় হারমাল।
ফুলচয় রাজিত বিকর্ণ কেশ ভাল ॥ ১০৩৩

বিশ্বনাথ মোহিনী যৌবন নবসাজে।
বারিজের বন্ধু জিনি [তব] তনু রাজে ॥ ১০৩৪
ভবের ভবানী ভয় সকল খণ্ডিকা।
ভকত বৎসল নাম প্রচণ্ড চণ্ডিকা ॥ ১০৩৫
মমতা না করো মোরে যদি মহামায়।
মরিলে মহিমা তব রহিবে কোথায় ॥ ১০৩৬
যদুনাথ যমুনায় বিহার করিলা।
যশোদা নন্দিনী বিন্দু আঁচলে রহিলা ॥ ১০৩৭
রসনা চঞ্চল যার রিপু ভয়ঙ্করা।
রমা রক্ষ কাল কুল রামরূপে ধরা ॥ ১০৩৮
লম্ব উদর নব যৌবন ধারিণী।
লক্ষ্মী দেহ লক্ষ্মীরূপা দুর্গত তারিণী ॥ ১০৩৯
বাঘছাল পিন্ধন বাসুকি শোভে করে।
বেড়িল জটার কুল পিঙ্গবেশ ধরে ॥ ১০৪০
শসয় পদ্ম সমান খর্পর খড়্গ ছুরি।
শঙ্কর তরুণী তারা নাম মহেশ্বরী ॥ ১০৪১
ষড়ানন জননী সকল যার মায়া।
ষড়গ্রহ যোগ জানি কর মোরে দয়া ॥ ১০৪২
সেবকে সারদা সদা অভয় দায়িকা।
শুনিয়া সুন্দর সার করিল কালিকা ॥ ১০৪৩
হইনু কাতর বড় আর নাই গতি।
হও মোরে সদয় বারেক হৈমবতী ॥ ১০৪৪
ক্ষিতিপতি সুমতি লও মায়া একটুকি।
ক্ষীণ আমা ক্ষমা কর রমা রণমুখী ॥ ১০৪৫
হইল আকাশবাণী ভয় নাই আর।
রাজার পূজিত হয়্যা যাও নিজাগার ॥ ১০৪৬
দেখহ কালীর খেলা কৃপা করিবে বিশেষে।
তখন মাধব ভাট উত্তরিল দেশে ॥ ১০৪৭
তুরকি তুরগ পিঠে ধরে অস্ত্র নানা।
চিকন কাবাই গায় চকমক লোনা ॥ ১০৪৮

পথেতে পাইয়াছিল চোরের বারতা।
দেখিল সুন্দর কবি মশানেতে তথা॥ ১০৪৯
হাথে দড়ি বেহাল দেখিয়া কোপে জ্বলে।
কহে কোটালের প্রতি কৃষ্ণরাম বলে॥][১] ১০৫০

৬১

[কোটি কোটি কত তুরঙ্গ তুরঙ্গম
রিঙ্গন মারুত পাছু রহে।
মর্ত্তমতঙ্গজ সংঘট কুম্ভহি
কাঁপহু মেদনি থির নহে॥ ১০৫১
ভানু কি মান টুটায়ল যাকর
দার সদা পরতাপ ডরে।
বশ পুরি দিশাদশ দূর বেয়াপল
চাঁদ মলিন ভিমান করে॥ ১০৫২
লোচন লাল কর কোতোয়াল কোপে
উঠে খর খঞ্জর ঝাকি।
কিসনরাম কহে পরমেশ্বরী পাদ
শরণ যে নিতন মাগি॥][২] ১০৫৩

৬২

[ভট্ট কাহাকর কুট্টন চোরক
রাখিলে আর্ত্ত বাঁগালি।
কুর্ত্তেকি জান ঘোড়ে পর গর্দব
বেআর ছির ছমেলি॥ ১০৫৪

১—চৌতিসা অংশের প্রথম তিন লাইন ছাড়া বাকি সমগ্র অংশটি ২য় পুথি হইতে গৃহীত। তিন লাইনের পর প্রথম পুথিতে দুইটি পাতা নাই—৫২।৫৩ পৃঃ নাই।

২—লুপ্ত দুই পাতার পর বন্ধনী চিহ্নিত স্থান হইতে আবার প্রথম পুথির অনুসরণে লিখিত। এই অংশটি দ্বিতীয় পুথিতে নাই।

বিদিয়া আকিনিরে জক কি দিন রাত
মিবাদক পুত গোয়ারা।
ধরনীক পতি যছু চাঁদ কি ভাতিয়
চোর কিঁ খাতির ছো আধিয়ারা॥ ১০৫৫
মিটমে আয়েছা ভারত আদর
ধোড়নে জিউ হারানা।
তোই ছিকা কুতুমাকোন নাগর বাতচিত
বিন হোয়ে গাছানা॥ ১০৫৬
কহি হায় মেরি আওত দড়বড়
ভাট কি মোচ উখাড়ো।
খঞ্জর ছেদন ছির উতারই
এক সাত দোন গাড়ো॥ ১০৫৭
পাগড়ি উতারই পাপসদে
গরদান লেই ভাগি।
নাই বনাই মিঠাই ঠিকাছির
ঢালি দেহ দাড়িনে আগি॥ ১০৫৮
পাপস দে গরদান
পাওমে বেড়ি লাগাওত ভাটকি
আব রাখে তেরি জান॥ ১০৫৯
কিসনরাম কহে নগনন্দিনী
কোন বুঝে তেরি খেলা।
হাম অভাজন কাতর মাতহি
দুঃখসায়রে দেহ ভেলা॥]*১০৬০

৬৩

কোটালের কটু ভাষে ছাড়িয়া চোরের পাশে
ভাট গেল রাজার গোচরে।
জাতির ব্যবহার তার আগে পড়ে কায়বার[১]
মজুরা করিল বামকরে॥ ১০৬১

* ২য় পুথিতে বন্ধনী-চিহ্নিত অংশটি নাই। ১ রায়বার

কুপিয়া[১] অবনীপাল হইল অভিন্ন কাল
ঘুরায় নয়ান জোর ঘোর।
ভাট বলে ক্ষিতিপতি কি লাগি রুষিলা অতি
অপরাধ কিছু নহে মোর ॥ ১০৬২
দুঃখানলে দহে মন কি করিব নিবেদন
অবধান কর নরভূপ।
দেখিয়া সুন্দর বরে বন্দী তোমার ঘরে
না ওঠে দক্ষিণ করে কাঁপে ॥ ১০৬৩
রাজা গুণসিন্ধুনাম কলিতে কেবল রাম
তার সুত সুন্দর সুধীর।
দেখি মুখে নাহি ভাষা ইহার এমন দশা
ধিক ধিক করম বিধির ॥ ১০৬৪
যতেক রাজার সুতা রূপে গুণে অদ্‌ভুতা
বর মাগে সেবিয়া শঙ্কর।
সুন্দর হইব পতি অন্য নাহি লয় মতি
আদি করি দেব পুরন্দর ॥ ১০৬৫
তুমি রাজা বিচক্ষণ মনীষা বাগীশ সম
তবে কেন করিলা এমন।
অত্যন্ত[২] দারিদ্র্য হয়্যা পরশ নিকটে পায়্যা[২]।
অবহেলা কর কি কারণ ॥ ১০৬৬
পাত্র[৩] মিত্র যত তব বিষয় বিহীন সব[৩]
ভয় তেয়াগিয়া আমি বলি।
আছয়ে[৪] তোমার কাছ হেন লয় মন মাঝে[৪]
চিত্রের কমলে যেন অলি ॥ ১০৬৭
পূরবের[৫] পুণ্যফলে যত্ন করি নিধি মেলে[৫]
আপনারে[৬] বাস ভাগ্যহীন[৬]।

১ দেখিয়া ২-২ অনুকূল বিধি পাইয়া অমূল্য নিধি ৩-৩ পাত্রমিত্রচয় হতমতি অতিশয় ৪-৪ বসিয়াছে তোমা পুজি দেখি মনে হেন বুঝি ৫-৫ কত পুণ্য করেছিলে জামাতা এমন পাইলে ৬-৬ অখিলে অধিক আর কই

কালীর চরণতলে কবি কৃষ্ণরাম বলে
নায়কের[১] বাড়াইবা মান[২] ॥ ১০৬৮

৬৪

শুনিয়া ভাটের বোল তুষ্ট হইয়া দিলা কোল
ততক্ষণে[১] ধরণীভূষণ
ধর[৮] ধর বার বার[৩] বলিয়া গলার হার
আর কত অমূল্য রতন ॥ ১০৬৯
তবে সেই সভার সহিত
মশানে সুন্দর যথা আসি উত্তরিল তথা
পদব্রজে বিলম্ব রহিত ॥ ১০৭০
আপনি বন্ধন ঘোর ঘুচাইয়া দিল চোর
করে ধরি বীরসিংহরায়।
বস্ত্র অলংকার দিয়া অতি আনন্দিত[৪] হইয়া
রম্য রত্নআসনে বসায় ॥ ১০৭১
লজ্জায় যুড়িয়া পাণি বলে রাজা এই বাণী
অপরাধ না লবে আমার।
করিনু অনেক দোষ ইথে না করিহ রোষ
তুমি গুণসিন্ধুর কুমার ॥ ১০৭২
দুঃখ সুখ কুতূহল সকলি কর্মের ফল
কপালে লিখন যেবা থাকে।
যত্ন করি নানা মতে নাহি পারে ঘুচাইতে
হরি হর হইয়া[৫] সমুখে ॥ ১০৭৩
[শুন নৃপসুতবরে কপালে সকল করে
আমি কিবা কহিব তোমারে।
ছাড়িয়া আপন ধাম বনবাস গেলা রাম
দুঃখ পাইলা কানন ভিতরে ॥ ১০৭৪

১-১ পরিত্রাণ করো কৃপাময়ই ২ অবিলম্বে ৩-৩ ধন্য ধন্য বারবার
৪ আদরে ৫ থাকিয়া

বাগীশ সমান বীর মহারাজ যুধিষ্ঠির
বহুদিন বিপিনে আছিলা।
শনির পীড়ায় অতি শ্রীবৎস অবনীপতি
দেশে দেশে ভ্রমণ করিলা॥] * ১০৭৫
নলেরে[1] পীড়িলা কলি দুঃখ পাইলা গুণশালী[1]
পশ্চাত হইল তার ক্ষেম।
জানিয়া করিবা ক্ষেমা আমি কি চিনিব[2] তোমা
শিশুর সমুখে যেন হেম॥ ১০৭৬
তোমা হেন পতি জন্য আমার নন্দিনী ধন্য
ধন্য ধন্য মানিনু আপনা।
লোহা যেন অল্পমূল বিধি হৈলে অনুকূল
পরশ ছাঁয়াইলে হয় সোনা॥ ১০৭৭
রাজার বচন শুনি বলে কবি শিরোমণি
নম্র হইয়া অতিশয়।
এ হেন উচিত কাজ এবা কত বড় লাজ
সেবকের ঠাঁই অবিনয়॥ ১০৭৮
দৈব দোষে চোর হইয়া আছিনু বিদ্যারে লইয়া
ধরিয়া আনিল কোতোয়াল।
এখনে বাঁচিল প্রাণ ভবানী করিলা ত্রাণ
দুঃখ সুখ লিখন কপাল॥ ১০৭৯
[বীরসিংহ মহাশয় হরিষ অন্তর কায়
বাড়াইল রতন ভাণ্ডার।
চৌদিকে মঙ্গলধ্বনি বিবিধ বাজনা আনি
ঘরে ঘরে আনন্দ অপার॥] * ১০৮০
গরীব নোভাজ বলি কোতোয়াল কুতূহলী
সুন্দরেরে তসলিম করে।

* ২য় পুঃতে নাই।

১-১ কলিতে করিল বল কতো দুখ পায়্যা মল ২ জানিব

কবি কৃষ্ণরাম কয় যে জন ভকত হয়
ভবানী তাহার দুঃখ হরে ॥[1] ১০৮১

৬৫

বাঁচিল সুন্দর চোর মনোহর
শুনি সর্ব্বলোক সুখী।
বিদ্যার গোচর কহিল উত্তর
সুলোচনা নামে সখী ॥ ১০৮২
অপরূপ কথা শুন রাজসুতা[2]
বাঁচিল তোমার নাথে।
পাইয়া পরিচয় রাজা মহাশয়
স্তুতি করে জোড় হাতে ॥ ১০৮৩
জন্ম ক্ষিতি মাঝে দুঃখ সুখ আছে
সকলি[3] করেন ভবানী[3]।
দুঃখ সিন্ধু তরি উঠহ সুন্দরী
সুধার সিকত জানি ॥ ১০৮৪
হইয়া মহাসুখী যত সব সখী
দ্বিজে[4] বহুদান দিল[4]।
হারাইয়া[5] নিধি কৃপাময় বিধি
পুন আনি হাতে দিল ॥[5] ১০৮৫
[বিদ্যার জননী শুনি শুভ বাণী
নন্দিনী করিয়া কোলে।
নেতের আচলে মুখ মুছাইয়া
তোষেন মধুর বোলে ॥ ১০৮৬
জন্ম জন্ম যেন কন্যা তোমা হেন
উদরেতে আমি ধরি।

১ অতঃপর লেখকের উক্তি—"এই অবধি রাত্রির গীত সমাপ্ত" ২ পতিব্রতা
৩-৩ কারণ হরের রাণি ৪-৪ অমুল্য রতন দিল ৫-৫ অতিদিন জন দেখিয়া রতন আর কত বিলাইল।

পাইয়াছ দুখ তোল দেখি মুখ
বালাই লইয়া মরি ॥ ১০৮৭
না জানিয়া আগে গালি দিনু রাগে
বদন তুলিয়া চাও।
করিয়াছি দোষ না করিবে রোষ
এই মায়ের মাথা খাও ॥ ১০৮৮
সুখে নেত্রজলে বড় কুতূহলে
বলে বিনোদিনী রাই।
কামনা করিয়া জননী এমন
জনমে জনমে পাই ॥ ১০৮৯
কৌতুকে সুন্দরী স্নান দান করি
পূজে কৃপামই কালী।
কত উপহার কি বলিব আর
তুরগ অহিত বলি ॥ ১০৯০
নৃপতির সুতা প্রবাল মুকুতা
সুবর্ণ দ্বিজেরে দিল।]*
অতি দীনগণ দেখিয়া রতন
আর কত বিলাইল ॥ ১০৯১
কবি শিরোমণি রতনের মণি
মিলন হইল পুন।
কৃষ্ণরাম ভণে দিল আলিঙ্গনে
ভাব বাড়ি গেল দুন ॥ ১০৯২

৬৬

[বীরসিংহ অনুমান নন্দিনী করিব দান
শুনিয়া কহিল পুরোহিত।
গন্ধর্ব বিবাহ পর বিবাহ নাহিক আর
শুন কহি শাস্ত্রের বিহিত ॥ ১০৯৩

* ১ম পুঃতে নাই।

মেনকার সুতা সতী শকুন্তলা গুণবতী
ছিল কণ্বমুনির সদনে।
দুষ্মন্ত নৃপতি গিয়া করিল গন্ধর্ব্ব বিয়া
এড়ি গেল আপন ভুবনে ॥ ১০৯৪
দুর্ব্বাসার শাঁপ হেতু দিল দুঃখসিন্ধু সেতু
নৃপতি না চিনে সীমন্তিনী।
সেই গর্ভবতী ছিল মেনকা তাহারে নিল
তথা পুত্র প্রসবে রমণী ॥ ১০৯৫
শাঁপ অন্ত কত দিনে মহিলা পড়িল মনে
আলয়ে আনিল নররায়।
ভারতের কথা শুন বিবাহ নহিল পুন
দোষ কিছু নাহিক ইহার ॥ ১০৯৬
ঊষা নিশাকর মুখী চিত্ররেখা তার সখী
মিলাইল অনিরুদ্ধে পতি।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ করি চলি গেলা নিজ পুরী
ভারত ব্যাসের ভারতী ॥ ১০৯৭
শুনিয়া মানসে তায় বীরসিংহ নৃপরায়
আনাইল নরপতিগণ।
বিদ্যা সুন্দরের বিহা যতনে জানাইল ইহা
দিয়া রত্ন বসন ভূষণ ॥ ১০৯৮
বলে কৃষ্ণরাম কবি সকল করেন দেবী
শুন সবে অপূর্ব্ব কাহিনী।
সুন্দর শ্বশুর বাড়ী রহিল লইয়া নারী
পাসরিয়া জনক জননী ॥]* ১০৯৯

৬৭

পাসরিয়া পিতামাতা সুকবি সুন্দর।
রহিলা মহিলা লইয়া শ্বশুরের ঘর ॥ ১১০০

* বন্ধনীচিহ্নিত অংশটি ২য় পুঃতে নাই।

একদিন[১] স্বপনে কহেন মহামায় ।
মানুষের মুণ্ডমালা বিরাজে গলায় ॥ ১১০১
মাথায় মুকুতকেশ সুধাকর বাল ।
লহ লহ লোলজিহ্ব বদন বিথার ॥ ১১০২
অভয়বরদহাথ নরশির অসি ।
শবহর উপর বদন দশদশি ॥[১] ১১০৩
[চরণ সরোজ শোভা সদাশিব শবে ।
ভকত লোকের ভেলা ভবে ভবার্ণবে ॥ ১১০৪
তরণী তারকনাথ পাবক নয়ানে ।
মুণ্ডমালা কুণ্ডল কুলুপ দুইকানে ॥ ১১০৫
কিরণে অরুণ অনু তনু নীলমণি ।
কিঙ্কিণী নরের করে জড়িত ধমনী ॥ ১১০৬
মুকুত চিকুর চাঁদ চকমক মাতে ।
বদন বিস্তার ঘোর বারুইল দাঁতে ॥ ১১০৭
স্বপন দেখান দেবী বসিয়া শিয়রে ।
মধুর সমান বোল চিতুরে চিতুরে ॥]* ১১০৮
শুনহ সুন্দর ধীর রাজার কুমার ।
পাসরিলে পিতামাতা দেশ আপনার ॥ ১১০৯
তোমা বিনে রাজারাণী দুঃখে মরে তারা ।
বাপমা হইতে বড় হইয়াছে দারা ॥ ১১১০

১-১ স্বপনে কহেন কালী কৃপা অনুকূলি ।
শিবহরি ধরিলা যাহার পদধূলি ॥
বিবসনা রসনা লোহিত গেলে সদা
অসিসির করে ধরি অভয় বরদা ॥
কি জানি কতেক পুণ্য করিয়াছে কবি ।
আঁখিতে অখিল মাতা দেখিলেক দেবী ॥
* ১ম পুঃতে নাই ।

পণ্ডিত হইয়া কর মূরুখের কাজ।
প্রভাতে উঠিয়া যাহ নাহি[১] কর ব্যাজ[১] ॥ ১১১১
নিজালয় গেলা দেবী পোহাইল রাতি।
চৈতন্য পাইল কবি পুণ্যবান অতি ॥ ১১১২
মায়ের আঁকার ভাবি করয়ে রোদন।
ধিক রূপগুণ মোর জীবন যৌবন ॥ ১১১৩
[পিতা না সেবিয়া নারী লইয়া কুতূহল।
আমিষ তেজিয়া (যেন) ভকয়ে গরল ॥]* ১১১৪
ধরণী বিজয় বুঝি আমি নরাধম।
কলি অনুরূপ যত আমার করম ॥ ১১১৫
কবি কৃষ্ণরাম বলে সরসের সার।
বিপদ সময় শিবা করিবা উদ্ধার ॥ ১১১৬

৬৮

পতির রোদনে ভয় বড় মনে
চমকিয়া ওঠে ধনী।
কিবা পরমাদ কহ প্রাণনাথ
রোদন করহ কেনি ॥ ১১১৭
বলে কবিবর তেয়াগিয়া ঘর
বহুদিন আছি এথা।
কুস্বপন দেখি উঠিনু চমকি
মরমে পরম বেথা ॥ ১১১৮
অদ্য যাব ঘরে কহিনু তোমারে
যাবে কিনা যাবে কহ।
যদি লয়ে মন করহ গমন
নহে বাপঘরে রহ ॥ ১১১৯
পতির বচন শুনি উচাটন
শুনি রামা হইল আকুল।

১-১ নহে পাবে লাজ

* ১ম পুঃতে নাই।

কহিতে লাগিল দুঃখে আওরিল
মুখখানি কমল ফুল ॥ ১১২০
কিবা দোষ জানি কহ হেন বাণী
নিষ্ঠুর পরাণনাথ।
পতি বিনে আর কিছু নহেঁ সার
পুত্র সহোদর তাত ॥ ১১২১
শশী অস্তকালে নক্ষত্র সকলে
কৌমুদী রাখিতে নারে।
পতি প্রাণধন সতীর ভূষণ
এমনি বেদ বিচারে ॥ ১১২২
রাম গেলা বন সংহতি লক্ষ্মণ
সীতা না রহিলা দেশে।
শ্রীবৎস নৃপতি বনে কৈলা গতি
চিন্তা দেবী তার পাশে ॥ ১১২৩
ভাই পঞ্চজন যবে গেলা বন
অসীম দুঃখ অপার।
সেবি দিবারাতি দ্রৌপদী সংহতি
সেই সে সম্পদ তার ॥ ১১২৪
বাপ নরপতি পতি দুঃখী অতি
সতী সে দুঃখের ভাগী।
স্বামী পরিহরে রহে বাপ ঘরে
দুই কাল নষ্ট লাগি ॥ ১১২৫
রহ এক সমা সেবা করি তোমা
নানা রস বিহার।
পুত্র কোলে করি যাব নিজ পুরী
এ বড় সাধ আমার ॥ ১২২৬
বলে কবিবর যাব নিজ ঘর
রাখিতে নারিব বিধি।
কৃষ্ণরাম বাণী শুন সুবদনী
কি আর করিব সাধি ॥ ১১২৭

৬৯*

রহ প্রভু এক সমা না যাইয় পুর।
বসন্ত সময় দুর্গ পথ বহুদূর ॥ ১১২৮
মধুমাসে মধুকর পরম কৌতুকী।
যুবক যুবতী হানে মদন ধানুকী ॥ ১১২৯
কোকিল কুহরে হরে মুনির মানস।
কোন দুঃখ নাহি হয়ে সদাই সরস ॥ ১১৩০
শুন শুন প্রাণনাথ না যাইয় দেশে।
বঞ্চিব বৈশাখমাসে নানা রসবশে ॥ ১১৩১
কুসুম কানন মাঝে করিব রমণ।
মন্দমন্দ মলয় বহয়ে সমীরণ ॥ ১১৩২
যূথি জাতি মল্লিকা গাঁথিব নানাহার।
পূজিব তোমারে সাধ এ বড় আমার ॥ ১১৩৩
যদি শুনহ প্রভু প্রমদার কথা।
মনস্থির করি রহ দিন কত এথা ॥ ১১৩৪
জ্যৈষ্ঠে রবির কিরণ না যায় সহন।
প্রিয়াবিনু যুবতীর সংশয় জীবন ॥ ১১৩৫
স্মরশর হুতাশন তাহে রবিকর।
দ্বিগুণ পোড়ায় বিধি তাহে কলেবর ॥ ১১৩৬
শীতল আমার কুচ চন্দন মাখিয়া।
জুড়াইব কলেবর আলিঙ্গন দিয়া ॥ ১১৩৭
সরোবর মাঝে টুঙ্গি নিদাঘে রহন।
অগুরুচন্দন অঙ্গে করিব লেপন ॥ ১১৩৮
বিনয় করিয়া বলি শুন মোর বাণী।
আষাঢ়ে হইবে রাজা আমি হব রাণী ॥ ১১৩৯
রাজারে কহিয়া রাজ্য দিয়াইব আধা।
পালন করিহ মহী ইথে নাহি বাধা ॥ ১১৪০

* ১ম পুঃ অনুসারে বারমাস্যা লিখিত হইল।

নবজলধর নাদ নাচয়ে ময়ুরী।
যেন তেন জল হয় নাহি ছাড়ে পুরী॥ ১১৪১
সঘনে গরজে মেঘ গরজে গভীর।
একাকার ধরণী সকল দিকে নীর॥ ১১৪২
দিবানিশি ভেদ নাই সকল অন্ধকার।
মদন বরিষে শর সদা অনিবার॥ ১১৪৩
শয়ন সদনে বেড়ি ফুলতরুগণ।
আনন্দ বাড়ায় বড় তাহে বরিষণ॥ ১১৪৪
পতি বিনে যুবতী তাহাতে নাহি জীয়ে।
নারী বিনে না জানি কেমনে রহে প্রিয়ে॥ ১১৪৫
কি আর বলিব প্রভু ভাদ্রের কথা।
সেবিয়া করিব দূর হৃদয়ের ব্যথা॥ ১১৪৬
ডাহুকের ডাকেতে কেমন করে হিয়া।
রাখি তোমারে স্থির আলিঙ্গন দিয়া॥ ১১৪৭
রত্নসিংহাসন মাঝে থাকিব সুধীর।
পূজিব চন্দন ফুলে করিব সমীর॥ ১১৪৮
শুন শুন প্রাণনাথ গুণের গরিমা।
আশ্বিনে করিবে পূজা দেবীর প্রতিমা॥ ১১৪৯
যাহার প্রসাদে জয় সঙ্কট সকলে।
অন্তকালে পাবে ধাম চরণ কমলে॥ ১১৫০
নির্মল আকাশ অতি ভাগীরথী ক্ষীণ।
বিকচ সোনার ফুল বরিষা বিহীন॥ ১১৫১
সঘনে মেঘের নাদ নাহি পড়ে বিন্দু।
ধবল রজনী চারু প্রকাশিত ইন্দু॥ ১১৫২
কার্ত্তিক মাসেতে করিহ নানা সুখ।
দিবানিশি পূজিব তোমার পদযুগ॥ ১১৫৩
হেমমাসে দেশে যদি যাহ গুণনিধি।
কি আর বলিব তবে হবে মোর বধি॥ ১১৫৪
প্রথম অগ্রায়ণ মাসে হরষিত লোক।
নৌতন ওদন আদি মিলে নানা ভোগ॥ ১১৫৫

তাহাতে দুরন্ত হেম সরোজিনী ঐরি।
পুনঃপুনঃ টুটে দিন বাড়ে বিভাবরী ॥ ১১৫৬
চক্রবাকী চক্রবাক দিনে দিনে দুখে।
ঋতুর রজনী কাল [যায়] বড় সুখে ॥ ১১৫৭
পৌষে পরম সুখে করিহ রমণ।
বিচিত্র নেহালি তুলি সৌধের সদন ॥ ১১৫৮
তনু যুড়ি [যুড়ি] দুহু শয়ন নিশায়।
সরিতের নীর যেন সাগরে মিলায় ॥ ১১৫৯
সেহ মাসে যার পতি দূর পরবাসী।
সে ধনী কেমনে বাঁচে কহ গুণরাশি ॥ ১১৬০
যৌবন গরব চিরকাল নাহি রহে।
বিহার সময় এই বুঝহ যে লয়ে ॥ ১১৬১
মাঘ মাসে হিমের টুটিয়া আসে বল।
মুখর তপনশোভা গগনমণ্ডল ॥ ১১৬২
আমি যুবতী তুমি বিদগধরাজ।
কহিতে বলিতে কিছু নাহি করি লাজ ॥ ১১৬৩
ফাগুন গোবিন্দ দোল আনন্দ অপার।
ফাগুনে নাহে লয়্যা সহি নীর ভার ॥ ১১৬৪
তার পর মন লয় যদি যাইতে দেশে।
গমন করিহ তবে সেই মাসের শেষে ॥ ১১৬৫
সে তোমার যেমন পুর এ ত তেমন।
তবে কেন উচাটন হৃদয় এমন ॥ ১১৬৬
কবি কৃষ্ণরাম বলে মধুর ভারতী।
না শুনে বিদ্যার বোল রাজার সন্ততি ॥ ১১৬৭

৭০

চঞ্চল হইল চিত্ত ফিরান[১] না যায়।
যুবতীর যতন কিবা তায় হয় ॥ ১১৬৮

১ ধরনে

মুখ[১] প্রক্ষালন করি কবিবর তেজা[১]।
অবিলম্বে গেল যথা বসিয়াছে[২] রাজা[২] ॥ ১১৬৯
কবিবর করে ধরি কাশ্মীর পতি।
নিজ পাশে বসাইল আনন্দিত অতি ॥ ১১৭০
করপুটে[৩] কহে কিছু সুকবি সুন্দর[৩]।
বহুদিন[৪] আছি এথা তেয়াগিয়া ঘর[৪] ॥ ১১৭১
[জনকজননী আর যত বন্ধুজন।
আমা না দেখিয়া সদা করেন রোদন ॥]* ১১৭২
[কলির করম যত সকলি আমায়।
ছাড়িলাম পিতামাতা আপন আলয় ॥ ১১৭৩
এতেক কহিয়া কবির চক্ষে পড়ে জল।
দেখিয়া নৃপতি বড় হইলা বিকল ॥ ১১৭৪
সুন্দরেরে বলে রাজা করি জোড় হাথ।
আমার বচন শুন কবি ধীরনাথ ॥ ১১৭৫
এই ছত্রদণ্ড তুমি ধরহ মস্তকে।
পালন করহ মহী আপন কৌতুকে ॥ ১১৭৬
করজোড়ে কবিবর করে পরিহার।
শুন শুন মহাশয় বিনয় আমার ॥ ১১৭৭
পিতামাতা আমার কাঁদয়ে অবিরত।
আমার বিহনে কাঁদে রাজ্যের লোক যত ॥ ১১৭৮
নিশ্চয় যাইব দেশে শুন সদাশয়।
তিলেক বিলম্বের বরিষ সম হয় ॥ ১১৭৯
নানামতে যত্ন করে বীরসিংহ রায়।
অস্থির হইল মন তিলেক না রয় ॥ ১১৮০
পাত্রমিত্র সভাজন সুকবি পণ্ডিত।
সুন্দরে বুঝায় সবে নানা পরিমিত ॥ ১১৮১

১-১ পাখালিয়া বদন মদন অপরূপ ২-২ বিরসিংহ ভূপ ৩-৩ সপুটে সুন্দর বলে শুন সদাশয় ৪-৪ বিদায় করহ দেশে যাইব নিশ্চয়

* ১ম পুঃতে নাই।

না শুনে কাহার বাণী রাজার নন্দন।
ভূপালে প্রণাম করি উঠে ততক্ষণ॥ ১১৮২
সুন্দরের হাথ ধরি বীরসিংহ রায়।
পুনরপি সিংহাসনে কবিরে বসায়॥ ১১৮৩
জামাতা যাইব দেশে জানিল ভূপতি।
কবি কৃষ্ণরাম বলে মধুর ভারতী॥]* ১১৮৪

৭১

[সুন্দর যাইব দেশে রাজার মানস বাসে
নানা দ্রব্য আনে ততক্ষণ।
প্রবাল মুকুতা চুণি আর নানা দ্রব্য আনি
রম্য রত্ন বসন ভূষণ॥ ১১৮৫
সারথি সহিত রথ আর নানা দ্রব্যজাত
অশ্বগজ সেনা নানাজাতি।
বীরসিংহ নৃপরায় হরিষ অন্তর কায়
জামাতারে দেয় নানা নিধি॥ ১১৮৬
সুন্দর যাইব পুরী শুনিল সকল নারী
দুঃখিত হইল সর্ব্বজন।
মরমে পরম ব্যথা আইলা বিদ্যার মাতা
চক্ষে জল বি(র)স বদন॥ ১১৮৭
বিদ্যারে করিয়া কোলে ভাসিল নয়ন জলে
অস্থির হইল রাজরাণী।
বিদ্যা মোর কোলচাছা দূর দেশে যাবে বাছা
কেমনে রহিব একাকিনী॥ ১১৮৮
চাহিয়া বিদ্যার পানে কাঁদে যত সখিগণে
শোকেতে হইল উতরলি।
বিদ্যা বিদ্যা বলি রাণী [শিরে করাঘাত হানি]
[মোহে বড়] হইলা ব্যাকুলি॥ ১১৮৯

* বন্ধনীচিহ্নিত অংশ প্রথম পুথি অনুসারে লিখিত। এ অংশ ২য় পুথিতে নাই।

কেমনে বাঁচিব আমি দূর দেশে যাবে তুমি
অভাগীর শূন্য কোল করি।
আমি বড় অভাগিনী না দেখিব নন্দিনী
কেমনে থাকিব নিজ পুরী ॥ ১১৯০
কবি কৃষ্ণরাম কয় একদৃষ্টে সবে চায়
সুন্দর বিদ্যা করিল গমন ॥ ১১৯১

৭২

বহুদেশ এড়াইল রাত্রিদিনে চলি।
নিজদেশ উত্তরিল বড় কুতুহলী ॥ ১১৯২
সুন্দর আইল দেশ শুনি গুণসিন্ধুরায়।
মহা আনন্দিত হইল কহন না যায় ॥ ১১৯৩
রাজরাণী শুনিল সকল বিবরণ।
পুত্রবধূ ঘরে আনে করিয়া বরণ ॥ ১১৯৪
বিদ্যার বদন দেখি ধন্য ধন্য বলে।
এমন সুন্দর নাহি দেখি কোনকালে ॥ ১১৯৫
সবে বলে ভাগ্যবান বড় নরপতি।
যেমন সুন্দর পুত্র তেন্ বধূ রূপবতী ॥ ১১৯৬
ভাবিয়া সারদাপদ সুন্দর সুধীর।
নিজরাজ্য করেন হইয়া বর ধীর ॥ ১১৯৭
কালীর চরণ ভাবি কৃষ্ণরাম ভণে।
সাঙ্গ হইল গীত এই শুন সর্ব্বজনে ॥]* ১১৯৮

অষ্টমঙ্গলা[১]

ইতি সমাপ্ত ॥

এই পুস্তক শ্রীযুত ব্রজ বল্লভ বাবুজির ইহা জানিবা ॥ স্বাক্ষর শ্রীআত্মারাম ঘোষ কায়েস্ত সাং কলিকাতা, সুতানুটি চড়কডাঙ্গার পশ্চিম। ইতি সন ১১৫৯ সাল মহা শ্রাবণ ২৭ রোজ শুক্রবার দিবসে সাঙ্গ হইল ॥ ইহার দক্ষিণা একজোড় কাপড় আর দুই তঙ্কা আড়কাট ॥

* ২য় পুঃতে নাই।

১ অতঃপর লিপিকরের উক্তি

৭৩*

যাইব জন্মের মত যদি রহ দিন কত
জায়ার জন্য জোর করে।
গতি কিবা তোমা বই চরণে শরণ ওই
ছাড়িয়া কি সুখ মোরে ॥ ১১৯৯
তেজিয়া স্বর্গের বাস রসাতলে অভিলাষ
কোথায় এমন আছে মূঢ়।
স্বর্ণহার নাহি ভায় যে (না) পরিতে পায়
অমৃত এড়িয়া খায় গুড় ॥ ১২০০
ক্ষিতিপতি সুতা সতী ভকতি এমনি অতি
ফিরায়্যা শকতি কার রাখে।
রব নিয়া বারো মাস বুঝায় বিনয় ভাষ
বাসনা বরিষ এক থাকো ॥ ১২০১
মধুমাস মনোরম বিরহী জনের যম
সময় এমন নাহি আর।
শুখাইল তরুমূল সেহ ধরে ফল ফুল
কোকিল কুহরে অনিবার ॥ ১২০২
পুরুষ গুণের মণি পরশের প্রায় গণি
সরস বঞ্চিব রাত্রি দিবা।
পঞ্চস্মরশর দাপে প্রমদার প্রাণ কাঁপে
পতি বিনে প্রীত করে কিবা ॥ ১২০৩
বসন্ত রাজার সখা বৈশাখ মাসের লেখা
বিশেষ কুসুম বিকসিত।
মোহিত মুনির মন মন্দমন্দ সমীরণ
মলয়জ সৌরভ সহিত ॥ ১২০৪
অগুরু চন্দন সার জাতি যুথি যত আর
যোগাইব যামিনী জাগিয়া।

* ২য় পুথির অনুসরণে এই বারমাস্যা লিখিত

যৌবনে যেমন যেই জনমিয়া সুখ এই
জানে কিবা যত অভাগিয়া ॥ ১২০৫
জ্যৈষ্ঠের বিরহ করে শরীরেতে স্বেদ ঝরে
সরোবর সুধার সদন।
পরণ পুষ্পের হার প্রিয়তম প্রমদার
সাধিব প্রসাদ চন্দন ॥ ১২০৬
পীযূষ রসাল রস ত্রিদশ মানস বশ
দধিদুগ্ধ গপে অপরূপ।
ইতে আর নাহি বাদ লইয়া আশীর্ব্বাদ
আপনি এথানে হও ভূপ ॥ ১২০৭
রতিপতি কাটপাড় বরিষা বিমুখ আর
আষাঢ় মাসের শুন বোল।
যুবক যুবতী সঙ্গ কদাচিত হয় ভঙ্গ
পলকে প্রলয় গণ্ডগোল ॥ ১২০৮
গগনে গহন ঘন গুরু গুরু গর্জন
নবসির অম্বুবলির সুখ।
ময়ূরে পেখম ধরে চাতকের মান হরে
কোলাহল ভেকের কৌতুক ॥ ১২০৯
আইলে শারন মাস যেবা যায় পরবাস
পরবাসী পুরুষ অধম।
কামের কুসুম শরে কাতর কেমন করে
কালে রাখে পরম উৎক্রম ॥ ১২১০
ছয় ঋতু সুখে জয় বিশেষয় বরিষায়
ভোগ করে ভাগ্যধর কত।
দুখ সুখ সর্ব্বকাল ইহাতে অধিক আর
পুণ্যশূন্য জন্ম পাপ যতো ॥ ১২১১
ভাদ্ররে বাদল নিত্য যুবকের হরে চিত্ত
ডাহুকা ডাহুকি উন্মাদ।
প্রসন্ন চন্দন বাতে পূজিয়া পরাণ নাথে
পাইব পরম পরসাদ ॥ ১২১২

যতো কিছু কামকলা কৌশল না যায় বলা
কুশলে সক[ল র]তিকান্ত।
যখন যে লয় মন অবিচারে প্রাণপণ
করিয়া করিব সদা শান্ত ॥ ১২১৩
আশ্বিনে সারদাদেবী চরণ সরোজ সেবি
শরণ তনয় বর পাবো।
অশেষ রসের কথা কিসের অভাব হেথা
দেশের এখন কেন যাবো ॥ ১২১৪
ব্রাহ্মণেরে দিয়া বৃত্তি কার্ত্তিকে করিয়া ক্রুত্তি
চিত্ত নিত্য দান বিতরণে।
ধর্ম্ম সকলের সার ভবকূ[ল] পায় পার
কর্ম্ম বিনে পায় কোন জনে ॥ ১২১৫
ক্ষীণ অতি নদী নদ নিরমল বিষ্ণুপদ
বিশদ রজনী বিধুকরে।
দুঃখ নাহি একটুক কামিনী কামের সুখ
বুক সুখ মিলন বিহরে ॥ ১২১৬
অগ্রহায়ণ মাস হয় কমলের নাশ
নিশিরাতে হিম বরিষণ।
দিনে মুখোমুখি পাখী চক্রবাক চক্রবাকী
পরেতে বিচ্ছেদ খেদমন ॥ ১২১৭
সকলি নৌতুন তায় কেহ দুঃখ নাহি পায়
দীন হীন জন সেহ সুখী।
মদন রাজার দাপে যুবক যুবতী ভাবে
শরীরে শরীর রয় লুকি ॥ ১২১৮
পাসুরিয়া সেবে ভূমি পুরুষ গুণের মণি
পৌষ মাসের শুন ভাষা।
পিষ্টক পায়স সুপ মৎস্য মাংস অপরূপ
ভূপভোগে পুরাইব আশ ॥ ১২১৯
খাট তুলি কয়বার শয়ন সুখের সার
সুধীর সুন্দর বরপুর।

কর ইতে অবধান শীত (বড়) বলবান
ললনা আলিঙ্গনে কর দূর ॥ ১২২০
ফালগুনে গোবিন্দদোল মহানন্দ হয় ভোল
বিপুল পুলকে (হবে) সুখী।
দেখিয়া সকলে বলে যেরূপ কদম্ব তলে
চলে বিহার একটুকি ॥ ১২২১
দেশে যাব শেষে তার বিশেষ রসের সার
ভণে [কবি] কৃষ্ণরাম দাসে।
বারণ গমনে সতী গমনে বারণ পতি
কারণ করুণা করে পাশে ॥ ১২২২

৭৪

জনক জননী আর যত বন্ধুজন।[১]
আমা না দেখিয়া সদা করেন রোদন ॥ ১২২৩
কেহ নাহি জানে মোর গমনের কথা।
ভাবিতে বিদরে বুক মুখে নাহি কথা ॥ ১২২৪
বহুদিন দেখি নাই চরণ দুহার।
ধিক ধিক অতি [হীন] করম আমার ॥ ১২২৫
এ কথা শুনিয়া বড় হইল কাতর।
জামাতা করিয়া কোলে বলে নৃপবর ॥ ১২২৬
এই দেশে ছত্রদণ্ড ধরয় আপনি।
যতন করি আনাইব জনক জননী ॥ ১২২৭
বিনয় করিয়া বলে রাজার নন্দন।
নিশ্চয় যাইব আর না কর যতন ॥ ১২২৮
মহারাজ পণ্ডিত আপনি সদাশয়।
কি আর বলিব বুঝ ভাবিয়া হৃদয় ॥ ১২২৯

১ এখান হইতে পুস্তকের অবশিষ্ট অংশ ২য় পুঃ অনুসারে লিখিত। ১ম পুঃতে এ সকল অংশ নাই।

শুনিয়া নৃপতি কিছু না বলিল আর।
মহিলারে কহিল সকল সমাচার ॥ ১২৩০
জামাতা মমতা ক্ষমতাপূর্ণরায়।
রজত মাণিক দিল কতো কহা যায় ॥ ১২৩১
সাজিল সারথি রথ আরতি রাজার।
যতনে রচিত তায় রতনের হার ॥ ১১৩২
বিচিত্র চিত্রচয় চুরি করে মন।
থরে থরে ধরে রাখা দ্বিজের দর্পণ ॥ ১২৩৩
বড় বড় হাতি আর প্রকার দুকূল।
পামরী অমর যোগে জানে কেবা মূল ॥ ১২৩৪
গজমতি প্রবাল রজত রাশি রাশি।
মনোহর নটনটী সঙ্গে দাস দাসী ॥ ১২৩৫
চলিতে উত্তর করে বেসবাও উঠ।
খচর খেচর ভারেতে অটুট ॥ ১২৩৬
হাতির হলকা আর দশন উজ্জ্বল।
তুঙ্গ অঙ্গ ভঙ্গ যেন অচল সচল ॥ ১২৩৭
বাজী তাজি তেজ আর তুরকি টাঙ্গন।
ছুটাইল উৎকট নিকট বাখান ॥ ১২৩৮
জোর আসরে অনেক নেক জাদা।
পঞ্চহাথী যায় পূর্ণ পোষাক পেয়াদা ॥ ১২৩৯
মারে মালসাটনাট তুরকি যুবক।
মহীতে বাহিনীদল দহিতে পাবক ॥ ১২৪০
ব্যাজ কি গতি আর যার যেই সাজে।
আগুদল নিশান বিষাণ আদি বাজে ॥ ১২৪১
দিতে দিতে ক্ষিতিপতি অতিশয় সুখ।
আঁখির নিমিখ হরে দেখিতে কৌতুক ॥ ১২৪২
সদাই পরমানন্দ সুন্দর সাধক।
কালী যে মানিলেক নাই যে বাধক ॥ ১২৪৩
কোটালেরে ডাকিয়া শিরোপা দিল হাতি।
বেশবাও বসন ভূষণ নানা জাতি ॥ ১২৪৪

চোর ভায়ার চাতুরিতে পরাজয় মানি।
হাসিয়া রসিক বড় বিশেষ বাখানি ॥ ১২৪৫
গুণী সে গুণীর পূজা ভাল মতে জানে।
সাধু লোক বিনে কার মতি দয়া দানে ॥ ১২৪৬
দোষ না লইবে গুণবানের আলয়।
পাপ ছেড়ে পুণ্য পথ ধন্য জনে পায় ॥ ১২৪৭
গুণের মহিমা কিবা বুঝিবেক মূঢ়ে।
তুরগবদনে যেন তিত লাগে গুড়ে ॥ ১২৪৮
ধনী হয়্যা নাহিক করে ধন বিতরণ।
অবশেষ কালে হয় নরকে গমন ॥ ১২৪৯
গুণী হয়্যা গর্ব্ব করিবেক আপনার।
এ তিন জনের বাধা ধরম দোহার ॥ ১২৫০
পতিরে তেজিয়া যেবা অন্যজনে ভজে।
যমালয় গিয়া নারী নরকেতে পচে ॥ ১২৫১
পরিপাটি ঘটার বাহিরে দলবল।
বিদায় লইয়া পুরী হইল বিকল ॥১২৫২
আঁখিতে রাখিতে জল কেহ নাহি পারে।
উদরধারিণীমন পোড়ে অনিবারে ॥ ১২৫৩
কোলে করি কুমারী কমলমুখী কান্দে।
ব্যাকুল বিদরে বুক নাহি কেশ বান্দে ॥ ১২৫৪
মুখানি কমল তোল নিরখিয়া দেখি।
বলে রাণী ভবানী করিলা মরে একি ॥ ১২৫৫
ধরণীতে পড়িয়া ধরিতে নারে মন।
আনিয়া তুলিয়া তায় করে নিবারণ ॥ ১২৫৬
মায়ায় মোহিত মিছা যতো দেখ আর।
কালিয়া করুণামই সবে ঐ সার ॥ ১২৫৭
কাতর হইয়া কবি কৃষ্ণরাম বলে।
কি গুণে শরণ পাবো চরণ কমলে ॥ ১২৫৮

৭৫

তিতিয়া নয়ন জলে　　জামাতা করিয়া (কোলে)
বিনয় বচনে বলে রায়।
পূর্ব্ব যতো অপবাদ　　না লবে দীনের নাথ
অনুগত জানিয়া আমায়॥ ১২৫৯
শ্বশুরের শুনি বাণী　　সুন্দর জুড়িয়া পাণি
বুঝাইয়া বিশেষ ভারতী।
নৃপতির অগ্রগণ্য　　তোমা বিনে (কেবা অন্য)
পুণ্য জন্ম ধন্যবর অতি॥ ১২৬০
সারেতে অচলমন　　কেন তবে অকারণ
খেদ কর দেববিজ্ঞজনে।
জায়াপুত্র পরিবার　　যতেক যাহার আর
জেন যেন জলবিম্বগণে॥ ১২৬১
প্রতাপে প্রচণ্ড রবি　　রাজায় বন্দিয়া কবি
মাগিলেন পূর্ব্বের মেলানি।
সুন্দর গুণের ধাম　　শাশুড়ীরে পরণাম
করিয়া পাঠায় সখি আনি॥ ১২৬২
রাণীর পদযুগ　　ভাবিয়া পরম সুখ
ভকতিদম্পতী উঠে রথে।
বানা উড়ে নানাজাতি　　আগে চলে মাতা হাতী
সোয়ার সিফাই কত সাথে॥ ১২৬৩
নয়নে সলিল গলে　　রথেতে সারথি চলে
নৃপবালা করিয়া বিনয়।
এই মোর অভিমত　　বেগেতে চালায় রথ
গৌড় রাজ্য যতদূর হয়॥ ১২৬৪
অনিমিখি রাণী রহে　　সুমুখী মায়ার মোহে
হৃদয় না মানে পরবোধ।
জনকের অধিকার　　দেখিয়া চলিল সার
না আসিব এই জন্মের শোধ॥ ১২৬৫

চারিদিকে দেখে লোক পরম মরমে শোক
কান্দে কেহ নাহি বান্ধে কেশ।
বলে উচ্চনাদ করি চলিলা আপন পুরী
কমলা ছাড়িয়া গৌড়দেশ ॥ ১২৬৬
সেই দেশ পাছে রয় সারথি চালায় হয়
পবন জিনিয়া যায় রথ।
ভবানীর অনুবরে প্রহরে পশ্চাত করে
দশ বারো দিবসের পথ ॥ ১২৬৭
পুণ্য দেশ পুণ্য বিধি ছাড়াইয়া গুণনিধি
দিবস যামিনী যায় চলি।
ছাড়ায়্যা অনেক দেশ কাঞ্চিদেশে পরবেশ
দেখি সবে বড় কুতূহলী ॥ ১২৬৮
দশস্কন্ধ বধ করি জানকী লইয়া হরি
আসি যেন উত্তরিল দেশে।
যে জন যেমন ছিলো দেখিবারে রড়াইল
কোলাহল বাজনা বিশেষ ॥ ১২৬৯
গুণসিন্ধু রাজার রাণী দুখের সাগরে আনি
ভেলা মিলাইয়া দিল বিধি।
যেন সুখাইল তরু পুন মঞ্জরিল চারু
আনন্দের নাহিক অবধি ॥ ১২৭০
নিমিতা গ্রামেতে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়েস্থ কুলেতে উৎপতি।
হয়ে একমন চিত রচিল কালীর গীত
কৃষ্ণরাম তাহার সন্ততি ॥ ১২৭১

৭৬

পতিপুত্রবতী নারী লইয়া সংহতি।
কৌতুকে চলিল রাণী আনিতে সন্ততি ॥ ১২৭২
গুণসিন্ধু নৃপতি লইয়া পাত্রগণ।
করে আসা করি সুখে করিল গমন ॥ ১২৭৩

রথে হইতে ধরণী উলিয়া জায়াপতি।
বন্দিল রাজার তরে পরম ভকতি॥ ১২৭৪
বিদ্যাগুণবতী আর কবি গুণরাশি।
রাণীরে বন্দিয়া হেট কৈল পূর্ণশশী॥ ১২৭৫
পুত্র কোলে করিয়া কৌতুকে বড় রাণী।
দুঃখের সাগরে পার করিল ভবানী॥ ১২৭৬
শতশত চুম্ব দিল বদন কমলে।
পুলকে ঝরয়ে জল নয়ান যুগলে॥ ১২৭৭
গদগদ স্বর হইল হরিষ রোদনে।
বহু রত্ন দিয়া দেখে বধূর বদনে॥ ১২৭৮
যত দেখ জগতে দেবীর সব খেলা।
পুত্রবধূ ঘরে নিল শুভক্ষণ বেলা॥ ১২৭৯
যুকতি করিয়া গুণসিন্ধু নৃপবরে।
শুভক্ষণে রাজা কৈল সুন্দরের তরে॥ ১২৮০
ছত্রদণ্ড দিল আর সমর্পিল রাজ্য।
একে একে শিখাইল রাজনীতিকার্য্য॥ ১২৮১
ক্ষিতিপতি হইল সুন্দর গুণধাম।
অখিলের লোকে বলে কলিযুগে রাম॥ ১২৮২
গুণসিন্ধু অদ্যাবধি ছাড়িয়া সদন।
তপস্যা করিতে তবে গেল তপোবন॥ ১২৮৩
প্রসব হইল বিদ্যা পুত্র মনোহর।
দেখিয়া পরম সুখ পাইল সুন্দর॥ ১২৮৪
শুভক্ষণ জানি অন্ন দিল ছয়মাসে।
পদ্মনাভ নাম রাখে মনের হরিষে॥ ১২৮৫
পঞ্চম বৎসরের বেলা হলে দিল খড়ি।
পড়াইল নানা শাস্ত্র অতি যত্ন করি॥ ১২৮৬
কর্ণবেধ করি সুখে যজ্ঞসূত্র দিল।
মসান রাজার কন্যা বিবাহ করিল॥ ১২৮৭
নানাসুখে দুইজন আছে ক্ষিতিতলে।
একদিন স্বপনে করুণাময়ি বলে॥ ১২৮৮

পাসরিল পূর্ব্ব কথা রাজার নন্দন।
তারকের পুত্র ছিলা নাম সুলোচন ॥ ১২৮৯
তোমার প্রমদা এই তারাবতী সতী।
শিবশিবা ভিন্নভাব হইল কুমতি ॥ ১২৯০
তে কারণে শাপহেতু জন্ম ক্ষিতিমাঝ।
শাপান্ত হইল হেথা থাকিয়া কি কাজ ॥ ১২৯১
ক্ষিতিতলে খেয়াতি করিয়া মোর পূজা।
কৈলাসে গমন কর বলে চতুর্ভুজা ॥ ১২৯২
এই বলে ভদ্রকালী গেল নিজস্থান।
চেতন পাইল সেই কবি পুণ্যবান ॥ ১২৯৩
গ্রাম নিমিতা গঙ্গার পূর্বকূল।
সাবর্ণচৌধুরী সব যাহাতে অতুল ॥ ১২৯৪
গোমহিষ পশুপক্ষ বৃক্ষ পর টাট।
রম্য সরোবরতীর সানবান্ধা ঘাট ॥ ১২৯৫
নগর রাজার হাট দেখিতে সুন্দর।
কৈলাস শিখরে যেন দেব পুরন্দর ॥ ১২৯৬
ভগবতী দাস নাম তথায় বসতি।
কৃষ্ণরাম বিরচিল তাহার সন্ততি ॥ ১২৯৭

৭৭

পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন।
শুনাইল রাণীরে সকল বিবরণ ॥ ১২৯৮
গঠাইল মরকতে মন্দির বিশাল।
চৌকাঠ কপাট কৈল কনকের সার ॥ ১২৯৯
ফটিকে বান্ধিল বেদী বহুই রুচির।
বেড়িয়া চৌদিকে তার পাষাণ প্রাচীর ॥ ১৩০০
বহুমূল্য মরকতে কালীর প্রতিমা।
নবরূপে বিসাই গঠিল গুণসীমা ॥ ১৩০১
লহোলহো করে লোল লোহিত রসনা।
জল জলদতনু ককুভভূষণা ॥ ১৩০২

অভয় বরদে দুই দক্ষিণ করেতে।
খড়্গ চন্দ্রহাসমুণ্ড শোভে সর্ব্বহাতে ॥ ১৩০৩
চিকুরে গাথিল গলে নরশিরহার।
করাল কলিঙ্গে দুই বদন বিথার ॥ ১৩০৪
সদাশিব উপরে চরণপদ্ম সাজে।
গাঁথিল ধমনী করকিঙ্কিণী বিরাজে ॥ ১৩০৫
উচ্চকুচ অবিরল গুরুয়া নিতম্ব।
হরমনোহর মুক্তা কুণ্ডল কদম্ব ॥ ১৩০৬
গুণসাগরের পুত্র গুণের গরিমা।
শুভক্ষণে প্রতিষ্ঠিলা কালীর প্রতিমা ॥ ১৩০৭
নানারত্ন অলঙ্কারে করিল ভূষিত।
ভকতের পূজাতে ভবানী হরষিত ॥ ১৩০৮
জনম জীবন ধন্য মানিয়া সফলে।
নানাজাতি পুষ্প দিল চরণকমলে ॥ ১৩০৯
পুলকেতে গুণসিন্ধু রাজার কুমার।
বলিদান কৈল কত হাজার হাজার ॥ ১৩১০
মেড়া অজা হয় পর না যায় গণন।
রুধিরে খর্পর পূরি দিল ততক্ষণ ॥ ১৩১১
কি কহিব পূজার বিশেষ পরিপাটি।
বিবিধ বাজনা বাজে নাচে নটনটী ॥ ১৩১২
দ্বিজবর নিয়োজিত পূজা যে করিল।
বাছিয়া অনেক গ্রাম তারে দান দিল ॥ ১৩১৩
করিয়া মাসন পূজা হৃদয় সুস্থির।
করজোড়ে নতি করে নরপতি ধীর ॥ ১৩১৪
তুমি সংসারের সার জগত জননী।
মহিমা জানে ব্রহ্মা হর চক্রপাণি ॥ ১৩১৫
অতএব স্তুতি আর কে করিতে পারে।
তরণী তারিণী তুমি সংসারসাগরে ॥ ১৩১৬
দুর্গতিনাশিনী নাম শুনিয়া তোমার।
হয়্যাছে ভরসা বড় হৃদয় আমার ॥ ১৩১৭

তুমি রাত্রি তুমি দিবা তুমি শম্ভু কাল।
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত (তুমি) সে পাতাল ॥ ১৩১৮
তুমি ভীমা ভয়রূপা তুমি ভয় হরো।
লীলায় পাতিয়া সৃষ্টি কত রঙ্গ করো ॥ ১৩১৯
নিন্দা করে যে জন তাহার দোষ কিবা।
আপনি আপন নিন্দা কর তুমি শিবা ॥ ১৩২০
ভকতি করিয়া ভাবে সেহ বুঝ আন।
আপনি করগো তুমি আপনার ধ্যান ॥ ১৩২১
লীলায় বধিলা কংস কৃষ্ণরূপ ধরি।
বিহার করিলা লয়্যা বরজ সুন্দরী ॥ ১৩২২
দুরন্ত দমনী দুর্গা দুর্গতি নাশিনী।
পর্ব্বত নন্দিনী গৌরী গগন বাসিনী ॥ ১৩২৩
দক্ষ যজ্ঞ বিনাশিনী নাম লোকে বলে ॥ ১৩২৪
সেই মূঢ় জন যেই না ভাবে তোমায়।
এহকাল পরকাল সকলি হারায় ॥ ১৩২৫
কালী কৃষ্ণ হর তিন এক বলে বেদ।
নরকে নিবাস তার যেবা করে ভেদ ॥ ১৩২৬
ক্ষম উমা অপরাধ না যায় গণনি।
চরণে শরণ দেহ সারদা ভবানী ॥ ১৩২৭
সেবকের মান সদা জানিয়া মহামায়।
প্রসাদ কুসুম দিল ধরণী মাথায় ॥ ১৩২৮
দ্বিজগণে দান দিয়া ধরণীর নাথ।
মন্দিরে কামিনী লয়ে যামিনী প্রভাত ॥ ১৩২৯
শুভক্ষণে পদ্মনাভ পুত্র কৈল রাজা।
সমর্পিল হাতে হাতে আনি যত প্রজা ॥ ১৩৩০
কবি কৃষ্ণরাম বলে আর নাহি জানি।
ভব ভয় পার করিবে নারায়ণী ॥ ১৩৩১

৭৮

শিবশিবা একত্র আছেন দুইজন।
মহাকাল প্রতি এই বলিলা তখন ॥ ১৩৩২
তারাবতী সুলোচন জন্মিল অবনী।
সুমতি হৈল হেথা আইল আপনি ॥ ১৩৩৩
তেজিয়া মানব তনু আসিবে কৈলাস।
পূরাইব দুহার মনের অভিলাষ ॥ ১৩৩৪
এতেক কহিলা যদি হর ভগবতী।
রথ লইয়া মহাকাল উত্তরিল ক্ষিতি ॥ ১৩৩৫
মহামায়া বলে এই শরীর ছাড়িয়া।
অবিলম্বে কর গতি বিমানে চড়িয়া ॥ ১৩৩৬
শুনিয়া দম্পতী অতি হরষিত মন।
পদ্মনাভ পুত্র আনি বলে ততক্ষণ ॥ ১৩৩৭
দেবীর আদেশে যাই কৈলাস অচল।
শাপান্ত হইল যে তেজিয়া ধরাতল ॥ ১৩৩৮
সুখে রাজ্যভোগ কর প্রজার শাসন।
সেবিয়া সারদা সদা শিবের চরণ ॥ ১৩৩৯
দিনে দিনে সম্পদ হইবে রিপুক্ষয়।
সেই ভাগ্যধর যেবা দুর্গনাম লয় ॥ ১৩৪০
আমা দুহা লাগি দুঃখ না করিহ মনে।
শুনি পদ্মনাভ বলে রোদন বদনে ॥ ১৩৪১
এককালে জনক জননী যার মরে।
সেহ কি সংসার সুখ হেতু প্রাণ ধরে ॥ ১৩৪২
কাজ নাই রাজ্য মোর ধরণীর সুখ।
নারিব রহিতে আমি স্থির করি বুক ॥ ১৩৪৩
সংহতি করিয়া লও সাধক আমার।
সেবিব সতত পদকমল দোহার ॥ ১৩৪৪
অলপ বয়সে মোরে দিয়া রাজ্য ভার।
অনুচিত করিতে এমন প্রকার ॥ ১৩৪৫

যে গতি তোমার মুই করি সেই আশ।
কালীর চরণ ভাবে কৃষ্ণরাম দাস ॥ ১৩৪৬

৭৯

পরম আনন্দে প্রভু কৈল সৃষ্টিস্থিতি।
ব্রহ্মার অঙ্গুলে হইল দক্ষ প্রজাপতি ॥ ১৩৪৭
তাহার তনয়া সতী বিভা কৈল হর।
বিহার করেন সদা কৈলাস উপর ॥ ১৩৪৮
শিবদক্ষে গালিগালি ভৃগুযজ্ঞস্থানে।
শিব নিন্দা যজ্ঞ করে দক্ষ অজ্ঞায়নে ॥ ১৩৪৯
নিমন্ত্রণ করি সব দেবেরে আনিল।
সতী আর শঙ্করে হুঁহা না বলিল ॥ ১৩৫০
চন্দ্রের বণিতাগণ চড়িয়া বিমানে।
কৌতুক বাপের ঘরে করিল পরাণে ॥ ১৩৫১
কুসুমকাননে ছিল সতী গুণবতী।
জানিয়া বিশেষ কথা ক্রোধমনে অতি ॥ ১৩৫২
মহেশের স্থানে গিয়া মাঙ্গিল বেলানি।
আইল জনক ঘরে জগত জননী ॥ ১৩৫৩
বড়ই নিষ্ঠুর বাপ না করিল দয়া।
অভিমানে শরীর ছাড়িল মহামায়া ॥ ১৩৫৪
সত্বরেতে নন্দী আসি শিবের গোচর।
ছিড়িয়া ফেলিল জটা দেব পুরন্দর ॥ ১৩৫৫
জনমিল বীরভদ্র শিবতুল্য কায়।
দারুণ দক্ষের যজ্ঞ নাশিল হেলায় ॥ ১৩৫৬
ছিড়িয়া দক্ষের মুণ্ড ফেলে হুতাশনে।
ছারখার হইল পুড়ে শঙ্করের বাণে ॥ ১৩৫৭
শিবের করিল স্তুতি কমুণ্ডল ধর।
জিয়াইল শ্বশুরে দয়ায় দিগম্বর ॥ ১৩৫৮
সতী বিনে বিকল হইল ত্রিপুরারি।
হিমালয় রহে দেবী ভুবন ঈশ্বরী ॥ ১৩৫৯

তারকের ভয়ে ইন্দ্র অধিক কাতর।
কামদেব পাঠাইয়া ভুলাইল হর ॥ ১৩৬০
নয়ান অনলে তারে পুড়াইলা মহেশ।
পার্ব্বতী কঠোর তপ করিল অশেষ ॥ ১৩৬১
সপ্তঋষি ঘটক করিয়া শূলপাণি।
যতনে করিল বিভা পর্ব্বত নন্দিনী ॥ ১৩৬২
হরতেজশের বলে হইল জনম।
কার্ত্তিকেয় নাম মহাবল অনুপাম ॥ ১৩৬৩
চড়িয়া ময়ূর পৃষ্ঠে শক্তি কৈল লক্ষ্য।
নাশিল জগত ঐরি দুরন্ত তারক ॥ ১৩৬৪
সুলোচন নাম ছিল তারকের সুত।
সাজিয়া আইল রণে মহা ক্রোধযুত ॥ ১৩৬৫
বিষম অমনি ঘায় তেজিল পরাণ।
কৌতুকে অমরগণ গেল নিজ ধাম ॥ ১৩৬৬
তারাবতী নাম সুলোচনের সুন্দরী।
কান্দিয়া বিকল মৃতপতি কোলে করি ॥ ১৩৬৭
মহামুনি নারদ আসিয়া হেন কালে।
বুঝাইয়া বিশেষ উপায় এই বলে ॥ ১৩৬৮
পতি যদি পাইবে আমার বাক্য ধর।
কায়মনবচনে কালীর সেবা কর ॥ ১৩৬৯
মুনির চরণ ধরি বলে তারাবতী।
কেমনে সেবিব কালী কেমন মূরতি ॥ ১৩৭০
মনোনীত বর কেবা নিল তায় সেবি।
কহ শুনি কেমনে জন্মিল সেই দেবী ॥ ১৩৭১
রমণীর বাণী শুনি মুনি গুণবাণ।
কহিতে লাগিলা তবে মার্কণ্ড পুরাণ ॥ ১৩৭২
মুনিবর কহিতে লাগিল বিবরিয়া।
কবি কৃষ্ণরাম বলে শুন মন দিয়া ॥ ১৩৭৩

৮০

শুম্ভ আর নিশুম্ভ দনুজ দুইজনে।
জিনিয়া লইল রাজ্য এই তিন ভুবনে ॥ ১৩৭৪
হিমালয় পর্ব্বতে সকল দেব মেলি।
ভবানী ভাবিয়া স্তব করে পুটাঞ্জলি ॥ ১৩৭৫
মনোহর রূপ ধরি চড়িয়া কেশরী।
হিমালয় রহে দেবী ভুবন ঈশ্বরী ॥ ১৩৭৬
কহিল শুম্ভরে গিয়া চণ্ডমুণ্ড দেখি।
দূত পাঠাইল রাজা হইয়া কৌতুকী ॥ ১৩৭৭
হুঙ্কারে করিল ভস্ম দেবী ভাগবতী।
চণ্ডমুণ্ড বিনাশিল করাল মূরতি ॥ ১৩৭৮
রক্তবীজ পড়িল নিশুম্ভ বীর রোষে।
কাটিল তাহার মাথা খরচন্দ্রহাসে ॥ ১৩৭৯
মনোনীত বর দিল সেবিয়া ভবানী।
শুন তারাবতী এই অপূর্ব্ব কাহিনী ॥ ১৩৮০
উত্তর সাধক মুনি দয়ার সাগর।
জপ করে নিতম্বিনী শবের উপর ॥ ১৩৮১
জগত জননী নানা দেখাইয়া ভয়।
জানিয়া ভকত দাসী হইল সদয় ॥ ১৩৮২
জিয়াইয়া সুলোচন পতিতপাবনী।
কোলেতে লইল দুহা অনুগত জানি ॥ ১৩৮৩
নানা সুখে দুইজন রহিল তথায়।
কুসুম তুলিয়া নিত্য অর্ঘ্য ত যোগায় ॥ ১৩৮৪
কুমতি হইল এই নিন্দা করে হর।
সুলোচন ভস্ম কৈল দেব মহেশ্বর ॥ ১৩৮৫
কান্দিয়া প্রমদা তার শরীর ছাড়িল।
সুলোচন গুণসিন্ধু ঘরে জনমিল ॥ ১৩৮৬
সুন্দর দেখিয়া নাম রাখিল সুন্দর।
জনম লভিবা রামা বীরসিংহ ঘর ॥ ১৩৮৭

বিদ্যানাম অনুপমা রূপ মনোহর।
প্রতিজ্ঞা করিল সে সভার গোচর॥ ১৩৮৮
যে জন বিচারে জিনে সেই মোর পতি।
মন দড়াইয়া বলে সৌম্যমুখী সতী॥ ১৩৮৯
স্বপনে বিদ্যারে দেবী কহিলা আপনি।
পাইবে সুন্দর পতি শুন বিরহিণী॥ ১৩৯০
সখীরে কহিল বিদ্যা এই সমাচার।
দেবীর বচনে বড় সন্দেহ আমার॥ ১৩৯১
পঞ্চমাস দূরদেশ সুন্দরের ঘর।
কেমনে আসিবে হেথা এই গুণাকর॥ ১৩৯২
ভানুমতী উপাখ্যান শুনে সখীমুখে।
প্রভাবতী হরণের কাহিনী কৌতুকে॥ ১৩৯৩
গকুল ছাড়িয়া কৃষ্ণ মথুরায় বাস।
কংসবধ করে বাপমায়ের খালাস॥ ১৩৯৪
হরিলা নন্দের খেদ নিজ বাপ বেশে।
সুলোচনা এইসকল শুনাইল শেষে॥ ১৩৯৫
মাধব ভাটেরে রাজা বিদায় করিল।
সুন্দরের কাছে গিয়া সকল কহিল॥ ১৩৯৬
মহামায়া সুন্দর [পূজিয়া] শুভক্ষণে।
একাকী চলিল রূপবতী অন্বেষণে॥ ১৩৯৭
কান্দিয়া বিকল রাজা রাণী বন্ধুজন।
শুনিয়া সখীর মুখে স্থির করে মন॥ ১৩৯৮
বীরসিংহ দেশে গেল সুকবি সুন্দর।
দেখিল অনেক সেনা গড় ভয়ঙ্কর॥১৩৯৯
বিমলা নামেতে তথা মালাকার নারী।
রহিল বহিনপুত্র বলে তার বাড়ী॥ ১৪০০
সুন্দরের অনুভবে মালঞ্চ ফুটিল।
বিদ্যা লাগিয়া মালা মোহন গাঁথিল॥ ১৪০১
নিখিল কুসুমে কবি নিজ সমাচার।
বিমলা দিলেক মালা বিদ্যার গোচর॥ ১৪০২

বাসনা ভবনে আনি বলে রূপবতী।
মালিনী বলেন মোরে ভয় লাগে অতি ॥ ১৪০৩
কহিল নৃপতিসুতা বিশেষ ভারতী।
কেমনে পাইল উষা অনিরুদ্ধ পতি ॥ ১৪০৪
শুনিয়া মালিনী বড় হৈলা কৌতূহলী।
সুন্দরের কাছে গিয়া কহিল সকলি ॥ ১৪০৫
বিদ্যার মন্দির আর বিমলার ঘর।
হইল সুড়ঙ্গপথ অতি মনোহর ॥ ১৪০৬
বীরসিংহ বালার ভবনে গিয়া সুখে।
করিল গন্ধর্ব্ব বিভা পরম কৌতুকে ॥ ১৪০৭
কতদিন বই গর্ভ তাহার হইল।
দেখিয়া বিকল রাণী রাজারে কহিল ॥ ১৪০৮
দোসাধু আনিয়া কটু বলয়ে ভূপাল।
যতনে ধরিল চোর বাঘাই কোটাল ॥ ১৪০৯
কাটিতে হুকুম দিল বীরসিংহ রায়।
সঙ্কটে করিল রক্ষা দেবী মহামায় ॥ ১৪১০
সংহতি অনেক সেনা লইয়া রমণী।
আপনার দেশে গেল কবি শিরোমণি ॥ ১৪১১
করিয়া বিচিত্র পুরী কালীর মূরতি।
যতনে পূজিল গুণসিন্ধুর সন্ততি ॥ ১৪১২
তোমার চরণে যার মতি না রহিল।
নিশ্চয় জানিবা তার বিধি বাম হইল ॥ ১৪১৩
একমনে শুনে যেবা কালীর ভকতি।
অভিলাষ তাহার পূরায় ভগবতী ॥ ১৪১৪
অপুত্রক হইলে সন্ততিবর পায়।
দ্রুততর ধন হয় কালীর কৃপায় ॥ ১৪১৫
নারীলোক শুনিলে সদাই বাড়ে মান।
পতি যেন দেখে তারে প্রাণের সমান ॥ ১৪১৬
মৃতবৎসা কাকবন্ধ্যা আদি ঘোচে দোষ।
ভকত জনেরে বড় ভবানী সন্তোষ ॥ ১৪১৭

কালিকামঙ্গল কবি কৃষ্ণরাম বলে।
অন্তকালে দিও স্থান চরণ কমলে[১] ॥ ১৪১৮

॥ ইতি পুস্তক সমাপ্তি ॥

স্বাক্ষর শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী। সাকিম আজিজনগর বিনাম চটকবাড়িয়া সন ১২৪৩ ফাল্গুন রবিবার। সকাব্দা ১৭৫৮ সক সাঙ্গ হইল।

১ অতঃপর দ্বিতীয় পুথির লিপিকরের উক্তি

কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলের বিভিন্ন পুথির পাঠবিচার

কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলের চারিটি পুথি পাওয়া গিয়াছে—১। এসিয়াটিক সোসাইটির গ ৩৭২৮ সংখ্যক পুথি, ২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৩৭৬ সংখ্যক পুথি, ৩। এসিয়াটিক সোসাইটির গ ৫৬৭৩ সংখ্যক পুথি, ৪। বিশ্বভারতী পুথিশালার ২৫৮ সংখ্যক পুথি। প্রথম দুইটি পুথিতে পুথিনকলের কালের উল্লেখ আছে। প্রথম পুথির পুষ্পিকা হইতে জানা যায়, পুথিটি ১১৫৯ বঙ্গাব্দে লিখিত। দ্বিতীয় পুথির পুষ্পিকায় রচনাকাল জানা যায় ১২৪৩ বঙ্গাব্দ। এই হিসাবে প্রথম পুথিটি প্রাচীনতর এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পুথি রচনার মধ্যবর্তী কালের ব্যবধান প্রায় একশত বৎসর। তৃতীয় পুথিটি অতিশয় সংক্ষিপ্ত এবং অযত্নলিখিত। মনে হয়, পুথিটি দেখিয়া অপেক্ষা শুনিয়া লেখাই স্বাভাবিক। এমন কি স্মৃতি হইতে লেখাও অসম্ভব নয়। পুথিটি নিতান্ত অশিক্ষিতের হাতের নকল হওয়াও বিচিত্র নয়। এইজন্য লিপি দেখিয়া লিপি-রচনার কাল নির্ণয় করা শক্ত। তবে রচনা-কাল যে উনবিংশ শতাব্দীর ওধারে নয়, একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায়। চতুর্থ পুথিটি একান্ত খণ্ডিত। ইহারও রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দী বলিয়া মনে হয়। খণ্ডিত হওয়ার জন্য পাঠবিচারের আলোচনায় ইহার বিশেষ গুরুত্ব নাই। প্রাপ্ত অংশটিও সম্পূর্ণরূপে বিশেষত্বহীন। সুতরাং প্রথম তিনটি পুথিই বর্তমান আলোচনার অন্তর্গত হইবে।

প্রথম পুথিটি যে মূল পুথির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, তাহার প্রমাণ পুথির সূচনাতেই মিলিতেছে। পুথি আরম্ভ হইয়াছে—

শুভ কাজ আরম্ভনে হেরম্ব ভাবিলে মনে
সকল আপদ হয় নাশ ॥
কটিতটে বাঘছাল তাহাতে কিঙ্কিণীজাল
রত্নহার গলে যোগপাটা।
বিকল রুধির দেহ মুকুটে চাঁদের রেহ
মাথায় বিকট শোভে জটা ॥

প্রথম পঙ্‌ক্তির জোড়া মিলিতেছে দ্বিতীয় পুথিতে—

চারু অতি চারি কর ধরয় অভয়বর
সুন্দর অঙ্কুশ শোভে পাশ।
শুভ কাজ আরম্ভনে হেরম্ব ভাবিলে মনে
সকল আপদ হয় নাশ॥

দ্বিতীয় পুথিতে ইহারও পূর্বে আরও চারিটি পঙ্‌ক্তি আছে। প্রথম পুথি যে বাদসাদ দিয়া সংক্ষিপ্ত করিয়া লেখা, তাহার আরও প্রমাণ আছে। '৭' সংখ্যক পদের প্রথম লাইনের পরেই দুই দাঁড়ি চিহ্নিত। ইহার পূর্বের লাইনটি পাওয়া যায় না। পুথির সমাপ্তিতে শুধু "অষ্টমঙ্গলা" কথাটির উল্লেখ করিয়াই "ইতি সমাপ্ত" বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পুথিতে বিস্তৃতরূপে 'অষ্টমঙ্গলা' লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পুথির সহিত তুলনা করিলে ইহাতে আরও অনেক অংশ বর্জিত হইয়াছে দেখা যায়। 'মহামাইর বন্দনা' পদ, মহাদেবীর বন্দনা, কবির আত্মবিবরণী অংশ প্রথম পুথিতে নাই। দ্বিতীয় পুথি অপেক্ষা প্রথম পুথির শেষাংশ অতিশয় ক্ষুদ্র। কন্যার শ্বশুরালয় গমন প্রভৃতির দৃশ্য, সুন্দরের কালিকা-পূজার বর্ণনা প্রভৃতি প্রথম পুথিতে নাই। গ্রন্থের মধ্যেই অনেক স্থলে কালীর বর্ণনাত্মক অংশগুলি প্রথম পুথি অপেক্ষা দ্বিতীয় পুথিতে দীর্ঘতর। দ্বিতীয় পুথিতে কন্যার গর্ভবার্তা শ্রবণের পর রাজার নিকট গমনরতা রাণীর যে রূপবর্ণনার পরিচয় আছে, প্রথম পুথিতে তাহা নাই। বিদ্যার রূপবর্ণনার দুরূহ অংশগুলি, যথা—

(১) বাছিয়া বিদ্যার আর না মিলিল বর।
কুসুম ধনুর তনু গুণ দিল হর॥
কামিনী এমন মিলে কেমন জনের।
পরমা পূরায় তার বাসনা মনের॥

(২) বিশেষ মসীর সার তারায় তুলনা।
ভুরু মদনের ধনু ধরিল ললনা॥
বাহু হেরি পাতাল পশিতে চায় বিষ।
গমনে যেমন গজ মরালের হঁস॥
সভায় মুকতি আশা নাসায় শিশির।
লীলায় লইল সুধা হরিয়া শিশির॥

জিনিয়া রম্ভার স্তম্ভ উরুযুগ সাজে।
অধোমুখ কবিবর করিলেক লাজে॥

প্রভৃতি প্রথম পুথিতে নাই। রাণীর রূপবর্ণনাত্মক অংশ, কালিকার রূপ ও লীলাবর্ণনাত্মক অংশগুলিও এইরূপ দুরূহ শব্দ ও অলঙ্কারবহুল। বিদ্যার বিদায় দৃশ্যে দ্বিতীয় পুথিতে এইরূপ শব্দ ও অলঙ্কারের ছড়াছড়ি। 'বারমাস্যা' অংশটি দুই পুথিতে দুইরূপ। দুইটি পুথির অংশ পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিলে দেখা যায়, উভয়েই বর্ণনীয় বিষয় এক, কিন্তু তাহার প্রকাশ প্রথম পুথিতে অতি সরল অনাড়ম্বরভাবে হইয়াছে। দ্বিতীয় পুথিতে কবিত্ব ও অলঙ্কারবহুলতা দৃষ্ট হয়।

প্রথম পুথিতে আছে অথচ দ্বিতীয় পুথিতে নাই এমন কয়েকটি অংশও দৃষ্ট হয়। উদ্যান-বর্ণনার 'চৌপদী' পদটি, তোটক ছন্দের দুইটি পদ, বাঘাই কোটালের চোর-অন্বেষণের দৃশ্য, কলাবতী ব্রাহ্মণীর উপাখ্যান, বন্দী সুন্দরকে দেখিয়া নরনারীর খেদ, ভাটের ও কোটালের গান, রাজা কর্তৃক বিদ্যার পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে চিন্তা প্রভৃতি বিষয়ক পদ দ্বিতীয় পুথিতে নাই। বীরসিংহপুরের গড় বর্ণনা প্রথম পুথিতে দীর্ঘতর।

তৃতীয় পুথিটি অতিশয় সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহাতে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়—(১) ইহার কতক অংশ শুধু প্রথম পুথির সহিত মিলিতেছে, আবার কতক অংশ শুধু দ্বিতীয় পুথির সহিত মিলিতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পুথির সহিত মিলিতেছে এমন অংশও ইহাতে আছে। (২) প্রথম ও দ্বিতীয় কোন পুথির সহিতই মিলিতেছে না এমন কতকগুলি অংশও ইহাতে আছে। ভাটের সুন্দর-অন্বেষণে যাত্রা, তারপর সুন্দরের সহিত সাক্ষাৎ ও তাহাকে বিদ্যার বার্তা জ্ঞাপন প্রভৃতি এখানে দৃষ্ট হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পুথিতে ইহার সন্ধান মেলে না। পুথি-পরিচয়ে এই পুথি ও শীতলামঙ্গল এবং ষষ্ঠীমঙ্গলের প্রথম পুথির লেখক একজন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এই পুথিতে বিদ্যার বিদায়-যাত্রাটি শীতলামঙ্গলে কন্যার বিদায়-যাত্রার সহিত একরূপ। তৃতীয় পুথির বিদায়-দৃশ্য এইরূপ—

কেমনে রহিব ঘরে বিদ্যার বিহনে।
নিশির থাকুক দায় অন্ধ করি দিনে॥

পরাণ পুথলি মোর কন্থে কালপোঁচা।
জনমের মত আর না দেখিব বাচা॥
বিমাতা সকল কাঁদে ভাই সহোদর।
হাহাকার করে যত পুরের ভিতর॥
কাঁদিএ কমলমুখ করুণা কোথায়।
জননীর পদধূলি করিল মাথায়।
একে একে বন্দিলো সমবেত জারে জারে।
জোড় হাতে বলে পাছে পাসোর আমারে॥

দুই-একটি শব্দ ছাড়া এ বর্ণনা শীতলামঙ্গলের সহিত হুবহু একরূপ। সুতরাং পুথি যে কালিকামঙ্গলের কোন পুথি না দেখিয়া স্মৃতি হইতে এবং স্থানে স্থানে নিজেই রচনা করিয়া লেখা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে কলাবতী ব্রাহ্মণীর উপাখ্যান আছে, কিন্তু তাহা যে মূল পুথির অনুসরণে লিখিত তাহা ভাবিবার কোন কারণ নাই। কালিকামঙ্গলের পাঠবিচার করিয়া মূলপাঠ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এ পুথির মূল্য অকিঞ্চিৎকর। এ পুথি শুধু কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলের জনপ্রিয়তাই প্রমাণিত করে। সুতরাং মূলপাঠ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় পুথির অলোচনাই যথেষ্ট হইবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পুথির তুলনামূলক আলোচনা করিলে আপাতত মনে হয়, দুইটি পুথির কোনটিই মূল পুথির অনুসরণে লিখিত নয়। প্রথম পুথিটি যে খণ্ডিত, পুথিতেই তাহার প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় পুথিটি সে হিসাবে খণ্ডিত নয়, ইহার সামগ্রিক রূপ বজায় আছে। দ্বিতীয় পুথির এই সম্পূর্ণ রূপ হইতে মনে হয়, ইহাই মূল পুথির অনুসরণে লিখিত, প্রথম পুথিটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। আদর্শ মঙ্গলকাব্যের সকল লক্ষণই দ্বিতীয় পুথিতে আছে। তাহা ছাড়া কবির আত্মবিবরণী অংশটি এই পুথির সর্বাপেক্ষা বিশেষত্বপূর্ণ অংশ। আত্মবিবরণীতেই গ্রন্থরচনার কাল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ আছে, সুতরাং দ্বিতীয় পুথিকে মূল পুথির আদর্শ সংস্করণরূপে গ্রহণ করা যায়। প্রথম পুথিটি সংক্ষিপ্ত অথবা খণ্ডিত হওয়ার দুইটি কারণ নির্ণয় করা যায়—(১) বাণিজ্যনগরী কলিকাতায় প্রমোদের রস সরবরাহের জন্য বিদ্যাসুন্দর আখ্যানটি মূল পুথি হইতে নকল করা হয়। সময় সংক্ষেপের জন্য এবং গানের ক্ষেত্রে

অপ্রয়োজনীয়তা হেতু অনেক অংশ বর্জিত হয়। (২) লিপিকর একজন বৈষ্ণবের আশ্রিত ছিলেন। তাঁহার পক্ষে কালীমাহাত্ম্যসূচক অংশগুলি বর্জন করা সেইজন্যই সম্ভব হইয়াছে। প্রথম পুথির অতিরিক্ত অংশগুলি বিশেষ উদ্দেশ্যে পরবর্তী সংযোজনা বলিয়া মনে হয়। এই অংশগুলি হয় গান, না হয় আখ্যান (যেমন, কলাবতী ব্রাহ্মণীর আখ্যান), না হয় চিত্তাকর্ষক বর্ণনা (যেমন, গড় বর্ণনা, উদ্যান বর্ণনা, চোর অনুসন্ধান, নরনারীর আক্ষেপ)। এই অংশগুলি শ্রোতৃ-মন জয়ের পক্ষে একান্ত উপযোগী। গানের উদ্দেশ্যেই যে এইগুলি যোজিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। দ্বিতীয় পুথির দুরূহ অংশগুলির বর্জন একই কারণে সম্ভব হইয়াছে। সহজ সরল বর্ণনা ও প্রকাশভঙ্গীই পাঠকচিত্তজয়ে সক্ষম। দ্বিতীয় পুথির শব্দ ও অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি সেইজন্য প্রথম পুথিতে নাই।

ষ্ঠীমঙ্গল

ষষ্ঠীমঙ্গল

১

[নাগের প্রমদা
কায় মন বাক্যে পূজে অভয়বরদা]* ১
স্বর্গ আর পাতাল ভ্রমিএ বড় ত্বরা।
মারুত[১] গমনে সখী ইন্দ্রে বিদ্যাধরা ॥[১] ২
রাড় গৌড় দিল্লিমল কলিঙ্গ[২] কপাল।
গয়া পোইরাগ কাশী নিষাদ নেপাল ॥ ৩
একে একে ভ্রমণ করিল দেশে দেশে।
দেখিল দেবীর পূজা অশেষে বিশেষে ॥ ৪
দরিদ্র রমণী যত যেমন শকতি।
উপবাস করি রয় কেবল ভকতি ॥ ৫
সপ্তগ্রাম (নাম ধরণীতে) নাহি তার তুল।
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথীর কূল ॥ ৬
নিরবধি যজ্ঞদান পুণ্যবান লোক।
অকাল মরণ নাই, নাই দুঃখ শোক ॥ ৭
শক্রজিত রাজার নাম তার অধিকারী।
বিবরিএ যতগুণ কহিতে কি পারি ॥ ৮
নির্মল জলের শশী প্রতাপে তপন।
জিনিএ অমর পুরী তাহার ভবন ॥ ৯
বুড় ব্রাহ্মণীর বেশে সহচরী নীলে।
রাজার পুরে যাএ প্রবেশ করিলে ॥ ১০
কাঁকেতে চুপড়ি হাতে তুলসীর পাত।
গঙ্গা মৃত্তিকা খানিক ফুল নানা জাত ॥ ১১
হাতে সিগে বেত নড়ি বুড়ি মায়াধর।
ধীরে ধীরে উত্তরিল রাণীর গোচর ॥ ১২

* ১ম পুঃতে নাই।

১-১ মারুত গমনে সখি উত্তরিল ধরা। ২ কইঙ্গে

যাইতে আটক নাহি করে দরোয়ানি।
রাণী[১] দিল বসিতে আসন একখানি ॥ ১৩
কবি কৃষ্ণরাম বলে ষষ্ঠীর মঙ্গল।
মহীশূন্য ঋতুচন্দ্র শক সংবৎসর ॥ ১৪

২

কৌতুকে ভোজন করে রাজার মহিষী।
মাছ পোড়াএ খায় কনকাসনে বসি ॥ ১৫
ব্রাহ্মণীরে মহারাণী করিল জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কোথায় ঘর কহো সত্যভাষা ॥ ১৬
ধন কড়ি (চাহ কিবা) বসন ভূষণ।
এ বুড়া বএসে একা কহো কি কারণ ॥ ১৭
রাণীর বচন শুনি বলে নীলাবতী।
নিজ পরিচয় করি কর অবগতি ॥ ১৮
বর্দ্ধমানে (বাস) করি সদা কুতূহলী।
গঙ্গায় করিতে স্নান আইলেম চলি ॥ ১৯
সাতপুত্র চারি কন্যা অতুল সম্পদ।
ষষ্ঠীর প্রসাদে নাই কদাচ আপদ ॥ ২০
অদ্য যে অরণ্যষষ্ঠী বিদিত সংসার।
করিব দেবীর পূজা নাই উপহার ॥ ২১
ভাবিএ চিন্তিএ ক [থা] দড়াই মনে।
[আর গতি নাহি যাই রাণীর ভবনে ॥ ২২
পূজিব পরম দেবী রাণীর সহিত।
আসিএ তোমার কাছে দেখি বিপরীত ॥ ২৩
থাকুক পূজার দায় নাহি উপহার।
আমিষ ভোজন কর দেখি কদাকার ॥ ২৪
অপুত্র নাহিক প্রায় অনুমানে করি।
কি কাজ এতায় (আর) যাই অন্তপুরী ॥ ২৫

---

১ সখি

রাণী বলে কহো শুনি ষষ্ঠী বলো কারে।
কিবা মনোনীত হয় পূজিলে তাহারে ॥ ২৬
সখী বলে পরম দয়াল সেই দেবী।
কুলের ভাজন পুত্র হয় চিরজীবী ॥ ২৭
ত্রিভুবনে যতো নারী পুত্রবতী হয়।
কেবল তাঁহার কৃপা আর কারো নয় ॥ ২৮
আপনার মাকে যেবা করে (অব) হেলা।
পুত্রশোক সাগরেতে নাহি মেলে ভেলা ॥ ২৯
রাণী বলে আমার তনয় যদি হয়।
করিব ষষ্ঠীর পূজা কভু মিথ্যা নয় ॥ ৩০
তা সেবিএ পুত্রবর নিলো কোন জন।
কহো শুনি তবে সে আমার লয় মন ॥ ৩১
জিজ্ঞাসা [করিল] যদি শুনি এই কথা।
কৃষ্ণরাম ভাবি বলে পরম দেবতা ॥ ৩২

৩

শুন রাণী সত্যভামা স্বরনরনগযশা
[ত্রিভুবনে] আছে যত জন।
সর্ব্বশুভ করতলে ষষ্ঠীর পূজার ফলে
[পায়] রামা দিএ আয়োজন ॥ ৩৩
সনোকপুরেতে ঘর সায় নামে সদাগর
সাতপুত্র সাত বধূ তার।
পতিব্রতা তার জায়া সকলি দেবীর মায়া
শুনগো অপূর্ব্ব সমাচার ॥ ৩৪
ষষ্ঠীর দিবসে সতী যতন করিএ অতি
উপহার আনিল সকল।
ভকতি কি কবো আর যেমন শকতি তার
যাইতে দেবীর কুতূহল ॥ ৩৫
নানা দ্রব্য সাজাইল স্নান করিতে গেল
ছোট বউ রাখিএ প্রহরী।

কুবুদ্ধি তাহার এই আগে আগে দ্রব্য লই
উদর ভরিল চুরি করি ॥ ৩৬
শাশুড়ী আসিএ তার নাহি দেখে উপহার
মনেতে হইল বড় রোষ।
সেই দুরাচার নারী বাঁচে প্রবঞ্চনা করি
দিএ কালবিড়ালের দোষ ॥ ৩৭
সদাই এমন খায় কেহ টের নাহি পায়
রোষে বড়ো কালিএ বিড়াল।
লইতে দুঃখে দাদ মনে তার বড় সাধ
পিছে পিছে খেয়ে অনিবার ॥]* ৩৮
সেই গর্ভবতী ছিল পুত্র এক প্রসবিল।
কাঁদে সে শিশু ত্রিভুবনে।
কালিএ বিড়াল দেখে বালক করিএ মুখে
দিল লএ ষষ্ঠীর সদনে ॥ ৩৯
ক্রমে ক্রমে পুত্রছয় এমতি প্রসব হয়
কালিএ বিড়াল যায় লএ।
কাঁদিএ বিকল নারী কে যে পুত্র করে চুরি
কে আসে আমার কাল হএ ॥ ৪০
অপরূপ বলি শুন প্রসব সময় পুন
পলাইএ গেল দূর বনে।
জনেক না নিএ সাথে সুতাগাছি দিএ পথে
কবি কৃষ্ণরাম বিরচিল ॥ ৪১

৪

প্রসব হইল গিএ গহন কাননে।
পুত্রকোলে নিদ্রা যায় আমোদিত[১] মনে ॥ ৪২
কালিএ বিড়াল তার মনে আছে রাগ।
তবাসিএ কোনোখানে নাহি পায় নাগ ॥ ৪৩

* বন্ধনী-চিহ্নিত অংশটি দ্বিতীয় পুথিতে নাই। ১ আনন্দিত

পাইএ সুতার গেলে [যেতে] বনপথে।
দেখ পুত্র কোলে রামা বড় মনোরথে॥ ৪৪
বালক [করিয়া] মুখে চলে শীঘ্রগতি।
কাঁটা নাহি মানে [মনে] পরম পিরীতি॥ ৪৫
যত দেখে জগতে দেবীর সব মায়া।
বালকের রোদনে জাগিল সাধুজায়া॥ ৪৬
হাত বুলাইএ দেখে কোলে নাহি শিশু।
কাননে রোদন করে নাহি জানে কিছু॥ ৪৭
ব্যাকুল হইএ চলে না সরে বসন।
আলাইল কেশভার সজল নয়ন॥ ৪৮
মুখে চন্দ্রমায় তার কাজল অলক।
দেখিল বিড়াল যায় লইএ বালক॥ ৪৯
শিরে করাঘাত হানি করে হায় হায়।
চলিতে চরণে উচ্চোট কত খায়॥ ৫০
পুত্র বিনে কিছু না লয় তার মন।
কাঁটায় চিরিএ বস্ত্র হইল খান খান॥ ৫১
বসিএ আছেন ষষ্ঠী রম্যগুণধামে।
ঢুলায় চামোর যত অপসরিত গণে॥ ৫২
হেনকালে[১] কালিএ বিড়াল গেল তথা।
বালক করি মুখে মনে নাহি ব্যথা॥ ৫৩
থুইএ মুখের বালক ষষ্ঠীর সম্মুখে।
প্রণাম করিএ রহে পরম কৌতুকে॥ ৫৪
দেবী বলে বিড়াল তোমার নাহি দয়া।
কেমনে পরান ধরি আছে তার[২] জায়া॥ ৫৫
সাতপুত্র আনিএ করিলে কোল শূন্য।
সমন হইতে বুঝি তুমি নয় উন॥ ৫৬
কেমনে বাঁধিএ বুক আছে সেই ধনী।
তাহারে এতেক দুঃখ তুমি দাও কেনী॥ ৫৭

১ খোকা লয়ে ২ সাধু

অল্প অপরাধে তার এত অনুচিত।
এবার বালক দিএ কিছু কর হিত ॥ ৫৮
কবি কৃষ্ণরাম বলে পাঁচালি সরস।
নাএকের সংপদ বাড়ায় আর যশ ॥ ৫৯

৫

শুন মাগো করি নিবেদন।
সেই দুরাচার নারী নাহি পূজে তব বারি
কর্ম্ম তার উদর ভরণ ॥ ৬০
ভাল দিব্য যতো পায় বিরলে বসিএ খায়
দোষ দেহে সদাই আমার।
অপমান করে যতো অবিরত সব কত
নাহি মারি তরাসে তোমার ॥ ৬১
দেবী বলে করে দোষ ততাচ না হয় রোষ
ক্ষমি তার শাশুড়ীর গুণে ॥
ভকতি করিএ অতি পূজে আমা সেই সতী
শকতি যেমন প্রাণপণে ॥ ৬২
প্রধানের অপ [রাধে] সবে ঠেকে পরমাদে
প্রধানের গুণে সবে তরে।
অন্ন খায় যার ঘর ভাব কর যেনোপর
হেন যুক্তি কে দিলে তোমারে ॥ ৬৩
বিড়ালের পাছে পাছে আইল দেবীর কাছে
হেনকালে সাধুর রমণী।
পুলকে নয়ানে জল ভাবে গদগদ স্বর
স্তুতি করে পড়িএ ধরণী ॥ ৬৪
[তুমি জগতের মাতা বর দেহ শতশত
ষষ্ঠী দেবীর পদ করে হেলা] ।* ৬৫

* ১ম পুঃতে নাই।

ষষ্ঠীর নিকটে গিএ বলে ।
ছলিএ ইন্দ্রের জায়া তাহারে করিএ দয়া
পদছায়া দিলে কুতূহলে ॥ ৬৬
বসি আছেন সিংহাসনে লএ সব পুত্রগণে
কেহ কোলে কেহ আছে কাঁকে ।
নিবেদন করি দড় কেহ ছোট কেহ বড়
অপত্য সবার দয়া লাগে ॥ ৬৭
[প্রসবিনু পুত্র সাত কিবা মোর অপরাধ
কালিয়া বিড়াল সব আনে ।
অনুক্ষণ পোড়ে খোলা কত বা সহিব জ্বালা
কবি কৃষ্ণরাম রস ভণে ॥]* ৬৮

৬

দেবী বলে কেনে কান্দো সাধুয়ানি
চরিত্র বুঝিতে নারি ।
অপরাধ যত কর অবিরত
কত আর সহিতে পারি ॥ ৬৯
যবে ষষ্ঠী দিন পোড়াইএ মীন
অন্ন খায় চারিবার ।
খেমিএ সত্বর দিলেম পুত্রবর
তেমতি শীল আমার ॥ ৭০
[অপরাধ খেমি বর দিলেম আমি
সত্বরে যাও নিজ ঘর ॥] ** ৭১
যতো দ্রব্য পায় চুরি করে খায়
বিড়ালের দোষ দিএ ।
সেই অপরাধে ঠেকিলে প্রমাদে
সে কেনো বুঝিবে ইএ ॥ ৭২

* ১ম পুঃতে নাই । ** ২য় পুঃতে নাই ।

বলে সাধু নারী আমি দুরাচারী
যে বলো সকল বটে।
বিপরীত বুঝি তোমা নাহি পূজি
এতেক প্রমাদ ঘটে ॥ ৭৩
কালিএ বিড়াল দোষ দিএ তার
নিত্য চুরি করে খাই ॥
করিলে যেমন হইল তেমন
উচিত [তার] সাজাই ॥ ৭৪
খেম অপরাধ করহো প্রসাদ
দেহো সাত পুত্র দান।
নাহি দিলে বর নাহি যাবো ঘর
এথায় তেজিবো প্রাণ ॥ ৭৫
পুত্র প্রসবিনু নয়ানে দেখিনু
ক্রমে ক্রমে সাতদিন।
না লইল মো কোলে বদন মণ্ডলে
কভু না কইলাম চুম্বন ॥ ৭৬
শুনগো অভয়া না করিবে দয়া
কাটারি হাঁনিবো গলে।
রসান কাটারি করে লএ নারী
দেবীর নিকটে বলে ॥ ৭৭
বনে প্রবেশিনু তাহা হারাইনু
কি[১] আর বলিব ঘরে[১]।
কৃষ্ণরাম কয় দেবী কৃপাময়
কহিতে লাগিল তারে ॥ ৭৮

৭

দেবী বলে বলি শুনো সদাগর জায়া।
তোমার রোদনে মোর উপজিল দয়া ॥ ৭৯

১-১ কিবা লয়ে যাব ঘরে

সাতপুত্র (তব) সম্মুখে দেখ সতী।
লইএ চলিএ যাহ আপন বসতি ॥ ৮০
বুঝাইএ লহো পুত্র আমি নাহি রাখি।
যার যে কহিএ নাম কাছে আনো ডাকি ॥ ৮১
পুত্র সব যথায় বসিএ আছে তারা।
কাঁদিতে কাঁদিতে তথা গেল সাধুদারা ॥ ৮২
সাতপুত্র তিতাইলো নয়ানের জলে।
পুত্র পুত্র বলিএ চাপিএ ধরে কোলে ॥ ৮৩
পরাণ পুতলি বাছা কোলে অটো সবে।
জননী তোমার ঘর পরিচয় লবে ॥ ৮৪
কাঁদি কাঁদি যত (কথা) বলে সাধুয়ানি।
শুনিএ না শোনে তারা সেই প্রচণ্ড বাণী ॥ ৮৫
কে তোর অপত্য গো কাহার তুমি মা।
অকারণে করো কেনে সকরুণ রা ॥ ৮৬
যার পুত্র হই মোরা আছি তার ঘরে।
কোথাকার[১] নারী এসে ধরে মোর করে[১] ॥ ৮৭
ঠেলিএ মাএর হাত শিশু সাতজন।
ষষ্ঠীর নিকটে গিএ করে নিবেদন ॥ ৮৮
তোমার তনয় মোরা নিকটেতে থাকি।
পুত্র (বলে) নিতে চায় কোথাকার মাগি। ৮৯
শুনিএ হরিষ দেবী তা সবার কথা।
সম্মুখে রোদন করে সাধুর বনিতা ॥ ৯০
দিএ তো না দিল মাগো পুত্র সাতজনে।
না চিনে জননী আমি করিব কেমন ॥ ৯১
সকলি তোমার মায়া যেন শিখাইলে।
পরের ছাওয়ালগুলি কি লাগি রাখিলে ॥ ৯২
পূজিব (তোমার) পদে যেমন সকতি।
সুমতি লয়াও পুত্র আসুক সঙ্গতি ॥ ৯৩

১-১ দুখ কিছু নাহি জানি জননীর বরে

দেবী বলে নিত্য কিছু শিখাই তোমারে।
ষষ্ঠীর দিবসে পূজা নানা উপহারে ॥ ৯৪
কালিএ বিড়াল যত মোর অংশ তারা।
অপমান করিলে বালক হবে হারা ॥ ৯৫
মিছে কারি নাহি দেউ বিড়ালের দোষ।
পুত্র মারিলে মোর হবে বড় রোষ ॥ ৯৬
ষষ্ঠীর দিবসে স্নুতে তইল জল দিবে।
যতেক আকাট করে সকল সইবে ॥ ৯৭
করিব যেমন বলো বলে সাধুয়ানি।
শুনে কৃষ্ণরাম কবি ভরসা ভবানী ॥ ৯৮

৮

দেবীর পরম দয়া দেহো মাগো পদছায়া
সুমতি হইল পুত্রগণে।
ভকতি প্রণতি করি মাএর চরণ ধরি
বলে চলো আপন ভবনে ॥ ৯৯
দুঃখিনী সুপ্রভাত পাইল তনয় সাত
[এইরূপে করিলো গমন।
চলো চলো বাছা বলি কোলে কাঁকে কতগুলি
... ... ॥ ১০০
কেহ বলে রাঙ্গা বস্তর দোহো মোরে মা।
নহিলে না যাব ঘরে নাহি চলে পা ॥ ১০১
গাছের উপরে কেহ দেখে রাঙ্গা ফল।
কেহ বলে উহা মোরে দেহো গো সকল ॥ ১০২
নানা পরকার পাখী বেড়ায় চড়িএ।
কেহ বলে উহা মোরে দেহো গো ধরিএ ॥ ১০৩
এত বলি সাধু জায়া করিল গমন।
আপনার দেশে গিএ দিল দরশন ॥] * ১০৪

* বন্ধনীচিহ্নিত অংশ ২য় পুঃতে নাই।

৯

[হাঁড়িয়া তালের স্বড়ি আউসের গুড়ি।
যেমন বিধান আছে করিতেন শাশুড়ী ॥ ১০৫
দুর্গানামে ষষ্ঠী পূজি আশ্বিনে আনন্দ।
যেই বর মাগে পায় তার নাই সন্দ ॥ ১০৬
কার্ত্তিকে শ্মশানষষ্ঠী পূজে বরকর জুড়ি।
শ্মশান হইতে পুত্র আইসে বাহুড়ি ॥ ১০৭
বারমাসে বার ষষ্ঠী যেবা নারী করে।
রোগশোক দুঃখ কভু নহে তার ঘরে ॥ ১০৮
সোম শুক্রবারে পূজা নাই ক্ষিতিতলে।
নিমিতে গ্রামেতে বাস কৃষ্ণরাম বলে ॥ ১০৯

১০

শুনিয়া সখীর কথা রমণীরতন।
রাণী জিজ্ঞাসিল পুনঃ করিয়ে যতন ॥ ১১০
সন্দেহ হইল কত বুঝাইয়ে নিতি।
... ... ॥ ১১১
সখী বলে ইহার কারণ শুন কই।
জানি আমি একান্ত তাঁহার দাসী হই ॥ ১১২
ষষ্ঠীর মহিমা এ (ক) কর অবধান।
(সখী বলে) স্থর রণে কার্ত্তিকের দিলে প্রাণদান ॥ ১১৩
সে হইতে ত্রিভুবনে জয় জয় ধ্বনি।
প্রথমে করিল পূজা পার্ব্বতী আপনি ॥ ১১৪
পৃথিবী পাতাল কিবা আর কিবা স্বর্গবাসে।
ষষ্ঠীর মহিমা পূজা একদিন মাসে ॥ ১১৫
শচী আদি করি যত দেবতার জায়া।
সকলের প্রধান সারদা মহামায়া ॥ ১১৬
অশোকষষ্ঠীর দিন ষষ্ঠীপূজা করি।
সেদিন হইবে পুত্র জাইবে স্বর্গপুরী ॥ ১১৭

ভক্তিভাবে পূজা করে সদাই রোহিণী।
সেদিন তথায় ছিল মার্জার বাহিনী॥ ১১৮
গোকুল করিতে ভস্ম ভবানীর ক্রোধ।
না করিল কেবল কৃষ্ণের উপরোধ॥ ১১৯
দেবের সভাএ বলে দেবী মহামায়া।
নিয়ম ষষ্ঠীর পূজা যেদিন যথায়॥১২০
সোমবারে ষষ্ঠী তিথি যেই মাসে মাসে।
সেদিন কেবল পূজা হবে স্বর্গবাসে॥ ১২১
পৃথিবী পাতালে পূজা নবে সেইদিন।
কেহ যদি করে পূজা হবে পুত্রহীন॥ ১২২
যেই মাসে শনিবারে ষষ্ঠী তিথি হবে।
কেবল পাতালে পূজা অন্য ঠাঁই নবে॥ ১২৩
রবি শনি পূজ পূজ বুধবার বৃহস্পতি।
পৃথিবীতে পূজিবে যতেক পুত্রবতী॥ ১২৪
না মানিয়া ইহা যদি অন্যমত করে।
দেবজায়া নহে কেন তবু পুত্র মরে॥ ১২৫
পূজা রাণী সেদিন এইদিন যথা তথা।
উপবাস কেবল শুনিবে গুণকথা॥ ১২৬
না বুঝিয়া সোমবারে গান্ধারী পূজিল।
শতপুত্র মৈল তার সম্পদ ঘুচিল॥]* ১২৭

* ১ম পুঃতে নাই। ইহার পর পুথি খণ্ডিত।

রায়মঙ্গল

রায়মঙ্গল

১

করজোড়ে মহাকায় বন্দিলাম দক্ষিণরায়
ঠাকুরের চরণ কমল।
সঙ্গে লীলাবতী রাণী পঞ্চপাত্র সাথে আনি
উর ঘটে ভকতবৎসল॥ ১
তোমা বিনা প্রভু কেই যারে যাহা কর এই
আমল আঠারোভাটীর।
বহে হীরারাম ঘোড়া পরিধান দিব্য জোড়া
উড়নী ঘুরানী পরিপাটী॥ ২
বেশর যে তাড়বালা কনকের কণ্ঠমালা
কুণ্ডল উজ্জ্বল দুই কানে।
ঐরিদণ্ড অচিরাত কঠিন কামান হাত
তরকচ পরিপূর্ণ বাণে॥ ৩
পরিসর পিঠে ঢাল করে খর তলআর
কাটারি কোমরে করা ছুরি।
শোভে যার কুপিভাগে মণিচুণি ভাগে ভাগে
মনোহর মুকুতার ঝুরি॥ ৪
সোনার বরণ তনু অশ্বিনীনাগর জনু
নিসাদনি অশনি বিজয়।
বিশাল লোচন জোড় শ্রবণ অবধি ওর
চাহনি চমকে রিপুচয়॥ ৫
নল নাল মধু আর সর্ব্ব তুয়া অধিকার
মউল্যা মলঙ্গী করে সেবা।
যত দ্রব্য চলে নায় বাইচ ভাউলে যায়
রায় বিনা বর দেয় কেবা॥ ৬
পূজা করে একমনে কাষ্ঠ কাটে গিয়া বনে
বাহুল্যা বহুল্যা কত ঠাঞী।

পাইলে নাহিক খায় বাঘেরা বিমুখ যায়
তোমার কৃপায় ভয় নাঞি ॥ ৭
ডিঙ্গা জঙ্গ গঠে আর নৌকা কত পরকার
যথায় তথায় কারখানা ।
ঐপদ পূজিলে হয় নহিলে কিছুই নয়
অনুভব কতো ঠাঞি জানা ॥ ৮
মূঢ় যেবা নাই মানে ভালমতে শেষে জানে
কর্ম্মভোগ সকলের গোড়া ।
কুম্ভীরেতে ধরে গাঙ্গে কিবা কোপে ঘাড় ভাঙ্গে
রুষিয়া হাঁকিয়া দেও ঘোড়া ॥ ৯
বড়খাঁ গাজির সাথে মহাযুদ্ধ খনিয়াতে
দোস্তানি হইল তারপর ।
কালুরায় বন্ধু বটে সোয়ার ঘোড়ার পিঠে
একমনে পূজে কত নর ॥ ১০
রণে বনে রাজস্থানে সদত আনন্দ মনে
তোমার সেবকে দুঃখ কিবা ।
বলে কবি কৃষ্ণরাম নায়েকের পূর কাম
গায়নে বায়নে বর দিবা ॥ ১১

২

শুনহ সকল ধীর অপূর্ব্ব কথন ।
যেমতে রচিল এই কবিতা রচন ॥ ১২
খাসপুর পরগণা নামে মনোহর ।
বড়িস্যা তাহার এক তপা বিশ্বম্ভর ॥ ১৩
তথায়ে গেলাম ভাদ্রমাস সোমবারে ।
নিশিতে শুইলাম গোয়ালার গোলাঘরে ॥ ১৪
রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন ।
বাঘপৃষ্ঠে আরোহণ এক মহাজন ॥ ১৫
করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায় ।
পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায় ॥ ১৬

পাচালি প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
আঠারোভাটীর মাঝে হইব প্রচার ॥ ১৭
পূর্ব্বে করিল গীত মাধব আচার্য্য।
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য্য ॥ ১৮
মশান নাহিক তাহে সাধু খেলে পাশা।
চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা ॥ ১৯
মোর গীত না জানিয়া যতেক গায়ন।
অন্য গীত ফিরাইয়া গায়ে জাগরণ ॥ ২০
ফাকুটীনাকুটী আর করে রঙ্গীভঙ্গী।
পরম কৌতুকে শুনে মউল্যা মলঙ্গী ॥ ২১
তোমার কবিতা যার মনে নাই লাগে।
সবংশে তাহারে তবে সংহারিবা বাঘে ॥ ২২
শুনিয়া এইত কথা হইলাম কাতর।
করজোড়ে কহিলাম রায়ের গোচর ॥ ২৩
তোমার চরিত্র আমি নাহি জানি কিছু।
কেমনে রচিব গীত আমি অতি শিশু ॥ ২৪
হাসিয়া কহেন রায় মধুর বচন।
আমার কৃপায় গীত হবে অখণ্ডন ॥ ২৫
হেলা না করিও তবে পাইবা সকলি।
তুমি যে করিবা গীত শুন তাহা বলি ॥ ২৬
মুনিমুখে শুনিয়া নৃপতি প্রভাকর।
সদাশিব সেবিয়া পাইল পুত্রবর ॥ ২৭
আপুনি হইনু গিয়া তাহার নন্দন।
বসাইল নররাজ্য কাটিয়া কানন ॥ ২৮
বিবাহ করিনু ধর্ম্মকেতুর কুমারী।
দম্পতী কৈলাসে গেনু যোগে তনু ছাড়ি ॥ ২৯
হরবর দক্ষিণের ঈশ্বর হইয়া।
প্রথমে লইল পূজা পাটনে ছলিয়া ॥ ৩০
কালুরায় পাঠাইল হিজলি সহরে।
না মানে আমার তরে নরসিংহ নরে ॥ ৩১

মারিয়া তাহার পুত্র দিনু জিয়াইয়া।
যতনে পূজিল বহু বলিদান দিয়া ॥ ৩২
বড়দহে দেবদত্ত নাম সদাগর।
বহুদিন বন্দী ছিলো তুরঙ্গ সহর ॥ ৩৩
পুষ্পদত্ত তার পুত্র আমার বচনে।
সাতডিঙ্গা লইয়া গেল পিতা অন্বেষণে ॥ ৩৪
পথেতে ছলনা দেখি রাজারে কহিল।
না জানিয়া নরপতি কাটিতে লইল ॥ ৩৫
মরণে স্মরণ কৈল সাধুর নন্দন।
সঙ্কটে আমি গিয়া করিনু রক্ষণ ॥ ৩৬
বাঘ লইয়া আপুনি সমরে দিনু হানা।
বধিনু সুরথ রাজা আর যত সেনা ॥ ৩৭
রাজরাণী আসিয়া অনেক কৈল স্তব।
জিয়াইয়া দিনু আমি কৃপা অনুভব ॥ ৩৮
রত্নাবতী তনয়া সাধুরে বিভা দিল।
পিতাপুত্রে দুইজনে দেশেতে আইল ॥ ৩৯
করিয়া আমার পুরী আমার মন্দির।
যতনে পূজিল পুষ্পদত্ত মহাবীর ॥ ৪০
এমনি প্রকারে কর আমার মঙ্গল।
এতেক বলিয়া রায় গেল নিজস্থল ॥ ৪১
কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল।
বসু শূন্য ঋতু চন্দ্র সকের বৎসর ॥* ৪২

৩

ডিঙ্গা গঠাইব সাধু পাটনে যাইতে।
আদেশ করিল কাষ্ঠ কাটিয়া আনিতে ॥ ৪৩
চলিল শিরোপা পাইয়া বাউল্যা রতাই।
লইয়া প্রধান পুত্র আর ছয় ভাই ॥ ৪৪

* অতঃপর লেখকের উক্তি
"অতঃপর জাগরণ"

খরধার কুঠারী বাছিয়া সাতখান।
ভক্ষ্য দ্রব্য পরিপাটি নৌকায় সাজন॥ ৪৫
একে একে নৌকায় সুখে গায় সাড়ি।
অবিলম্বে সবে গিয়া উত্তরিল খাড়ি॥ ৪৬
ঘাটে চাপাইয়া নৌকা বাঁধিল খোটায়।
কুঠারি ধরিয়া সবে উঠিল ডাঙ্গায়॥ ৪৭
কাটিতে লাগিল কাষ্ঠ মনোমত যত।
কিরাপাপুত্তরি সুন্দরী আদি কত॥ ৪৮
রজনী দিবস কাটে লেখা জোখা নাই।
পর্ব্বত প্রমাণ মাত্র রাখিল সাজাই॥ ৪৯
বুঝিয়া রতাই বলে আর নাহি কাজ।
জয় হুলাহুলি হইল বাউল্যা সমাজ॥ ৫০
ইহাতে হইল ডিঙ্গা সপ্ত অষ্ট খান।
হইবেন পরমগুণি সাধুর সন্তান॥ ৫১
একথা শুনিয়া তবে বাউল্যা সকলি।
কুঠার ধরিয়া উঠে বড় কুতূহলী॥ ৫২
দক্ষিণরায়ের এক বৃক্ষ পূজামানি।
সেইত বনেতে আছে কেহ নাহি জানি॥ ৫৩
দেখিয়া ডাগর গাছ সবে মেলি কাটে।
তিলেক বিলম্ব কর পরমাদ ঘটে॥ ৫৪
দক্ষিণরায়ের ক্রোধ ইহাত জানিয়া।
আদেশিল ছয়বাঘ নিকটে আনিয়া॥ ৫৫
মামুদা কুমুদা সুদা বাঘ টঙ্গভাঙ্গা।
বজ্রদন্তখান দাউড়া চক্ষু যার রাঙ্গা॥ ৫৬
সমুখে রহিল তারা করিয়া প্রণাম।
হইল রায়ের আজ্ঞা বলে কৃষ্ণরাম॥ ৫৭

রতাই বাউল্যা আর পুত্র না মারিয়া তার
ছয় ভাই বধ এইক্ষণে।

তথা যেন নষ্ট নয় জিয়াইব পুনঃ ছয়
চলিল গাধুন ছয়ে জনে ॥ ৫৮
বাঘ তারা বড় রাড় ছয়জনার ভাঙ্গি ঘাড়
রক্তমাত্র পূরিল উদরে।
পেলাইয়া সেইখানে পুনঃ সাভাইল বনে
রায় তাহা দেখে রথভরে ॥ ৫৯
ছয় ভাই বাঘে মারে রতাই রোদন করে
কি হইল কি হইল পরমাদ।
গলায় কুঠারি মারি আপন পরাণ ছাড়ি
এ ছার জীবনে নাহি সাধ ॥ ৬০
যদি করি পরিণয় বহু পুত্র কন্যা হয়
সহোদর ভাই নাহি মিলে।
এককালে অদরশন হইল মোরে ছয়জন
এই ছিল এ পাপ কপালে ॥ ৬১
প্রাণের সংহতি জায়া ঘরেতে আইল থ্যুয়া
গোড়াইল আমার সংহতি।
তুলনা কহিব কত আজ্ঞা করি অবিরত
অভকত নহে একরতি ॥ ৬২
কি কাজ দেশেতে গিয়া কি বল বলিব জায়া
এ মুখ দেখাব কোন লাজে।
পুত্র তুমি যাও ঘরে কহিও সবার তরে
ছয় ভাই মৈল বনমাঝে ॥ ৬৩
কাঁদিয়া বাউল্যা সাথে কুঠার ধরিয়া হাথে
কাটিবারে আপনার গলা।
অন্তরীক্ষে রথে থাকি তাহারে বলেন ডাকি
দক্ষিণঈশ্বর হেন বেলা ॥ ৬৪
আমারে না জানি নর পূজামানি তরুবর
কাটিয়াছে কুঠারি ধরিয়া।
সেই অপরাধে রাগে আসিয়াছে ছয় বাঘে
ছয়ভাই পেলিল মারিয়া ॥ ৬৫

আমি দক্ষিণের রায় সর্ব্বলোকে গুণ গায়
আঠারোভাটিতে পূজে সবে।
পুত্র দিয়া বলিদান পূজ আমা সাবধান
ছয়ভাই জিয়াইব তবে॥ ৬৬
শুনিয়াতো এই কথা তিলেক নাহিক ব্যথা
মহাসুখী হইল রতাই।
আনিয়া কুসুমগণ গাছে করে আরোহণ
দক্ষিণের ঈশ্বর তথাই॥ ৬৭
হৃদয় পরম ভক্তি পূজা করে যেন শক্তি
স্নান করাইয়া পুত্র আনে।
নায়েকের পূর আশ এই মোর আর দাস
কবি কৃষ্ণরাম রস-ভণে॥ ৬৮

পুত্র বলে বাপেরে করিয়া জোড়পাণি।
শুভক্ষণে জন্ম মোর হইল ধরণী॥ ৬৯
লাগিব দেবের কার্য্যে ভালো হইবে গতি।
ছয়খুড়া জিয়াইব যশ পূর্ণ ক্ষিতি॥ ৭০
রায় যায় তুষ্ট হইবেন কি বলিব আর।
ইহার অধিক ভাগ্য নাহিক আমার॥ ৭১
শুনিয়া পুত্রের বোল কান্দিতে কান্দিতে।
হিয়া বড় উতরোল না পারে ধরিতে॥ ৭২
গাছে আরোহণ করি পূজে দক্ষিণেশ।
করে খড়্গ লইয়া পুত্রের ধরে কেশ॥ ৭৩
আমি কিছু নাই জানি সকল জানো রায়।
এক কোপে কাটিয়া দুখান করে তায়॥ ৭৪
পুত্র বলিদান দিয়া পূজিল রতাই।
সাক্ষাৎ হইল রায় আসিয়া তথাই॥ ৭৫
বাউল্যা প্রণতি করে পড়িয়া ধরণী।
পুত্র জিয়াইয়া তার দিলেন তখনি॥ ৭৬

অমৃত কুণ্ডের জল গায় দিল ফেলি।
ছয় ভাই জিয়া উঠে করে কোলাকুলি ॥ ৭৭
ভাই মুখে শুনিয়া রায়ের গুণাভব।
আটজন একত্র হইয়া করে স্তব ॥ ৭৮
ভকতবৎসল রায় গুণের সাগর।
বাউল্যার পূজা লইয়া বড় কুতূহল ॥ ৭৯
অভিমত বর দিয়া করিলেন গতি।
অন্তর্দ্ধান হইল দেব দক্ষিণের পতি ॥ ৮০
সিংহনাদ করি উঠে সবার কৌতুক।
ভাসিয়া চলিল তরী দেশ অভিমুখ ॥ ৮১
রায়ের প্রশংসাগুণ কহিতে কহিতে।
বড়দহে উত্তরিল বিলম্ব রহিতে ॥ ৮২
কহিল সাধুরে গিয়া সে সব কথা।
যেমত দিলেন বর ভাটীর দেবতা ॥ ৮৩
শুনিয়া পরম সুখী পুষ্পদত্ত সাধু।
করেতে পাইলো যেন আকাশের বিধু ॥ ৮৪
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হইবে জানেন মানসে।
অনেক শিরোপা দিয়া বাউল্যারা তোষে ॥ ৮৫
গড়াইতে নৌতুন ডিঙ্গা পড়্যে গেল সাড়া।
আদেশিল ফিরাইতে সুবর্ণ চেঙ্গড়া ॥ ৮৬
রায়পদ কমলে করিয়া পরণতি।
কৃষ্ণরাম কবি রচিল মধুর ভারতী ॥ ৮৭

৬

সাধু সদাগর সুতা পরম আনন্দযুতা
সুবর্ণ চেঙ্গড়া ফিরাইলো।
ডিঙ্গা যে গঠিতে পারো সত্বরে আসিয়া ধরো
এমনি নগরে জানাইলো ॥ ৮৮
কৈলাসেতে ভগবান বিশ্বকর্ম্মা হনুমান
আদেশ করিল দুহাকারে।

তবে দোঁহে হয়্যা নর　　　　পবনে করিয়া ভর
স্ববর্ণ চেঙ্গড়া আসি ধরে ॥ ৮৯
ততক্ষণে কর্ণধারে　　　　পান দিল দোঁহাকারে
লইয়া গেলা সাধুর গোচর।
দুইজন দেখ্যা সবে　　　　কতো দিনে ডিঙ্গা হবে
জিজ্ঞাসা করিলা সদাগর ॥ ৯০
হনুমান মহাবীর　　　　বিশ্বকর্ম্মা কহে ধীর
নর তাহা কেহ নাহি জানে।
সাত শত আছে সাথি　　　　যদি গঠে দিবা রাতি
সারা হবে মাস দুই তিনে ॥ ৯১
মাহিনা যে হয় তার　　　　যেবা করো পুরস্কার
এখন আমরা নাই চাই।
ডিঙ্গা আগে সারা করি　　　　পশ্চাতে লইব ধরি
যখন আমরা ঘরে যাই ॥ ৯২
কহিয়া সকল কথা　　　　বিদায় হইয়া তথা
গেলা বাসা করিবার ছলে।
অৰ্দ্ধেক রজনী জানি　　　　ভাবিয়া পিনাকপাণি
তরণী করিয়া সবে চলে ॥ ৯৩
হনুমান মহাবীরে　　　　কাষ্ঠ যত নোখে চিরে
কিবা তার কিসের করাতে।
বিশ্বকর্ম্মা পাটে পাটে　　　　লোহার পেরেক আঁটে
সাত ডিঙ্গা হইলো দণ্ডসাতে ॥ ৯৪
ব্যাল্লিশ নোঙ্গর গঠে　　　　মালুমে পতাকা উঠে
বহুদূর হইতে দেখা যায়।
দিব্য সিংহাসন আর　　　　ছৈঘর রতন আর
মোম ঢেলে কৈল সাত নায়ে ॥ ৯৫
তিলেকে সকল হয়　　　　গঠিলে কামান ছয়
কতো গাছ লোহার শিকলে।
তবে বীর হনুমান　　　　লইয়া তরী সাতখান
জলে রাখে বড় কুতূহলে ॥ ৯৬

শেষ জানি বিভাবরী তুহে নিজ রূপ ধরি
সাধুরে স্বপনে আসি বলে।
তুমি ভাগ্যবান অতি কৃপাময় পশুপতি
চলি যাও তুরঙ্গ নগরে ॥ ৯৭
পথে কোন বিঘ্ন নবে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হবে
দেশেরে আসিবে লয়া তরী।
রাজকন্যা বিভা করি নানারত্ন তরী পূরী
সহায় দক্ষিণদেশপতি ॥ ৯৮
নিমিতে গ্রামেতে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়েস্ত কুলেতে উতপতি।
হইয়া যে একচিত রচিল রায়ের গীত
কৃষ্ণরাম তাহার সন্ততি ॥ ৯৯

৭

পোহাইল বিভাবরী মুখ প্রক্ষালন করি
দেখি সপ্ত ডিঙ্গা মনোহর।
সদাগর গুণধাম পূজা করি থুইল নাম
প্রধান তাহার মধুকর ॥ ১০০
দিব্য সিংহাসন মাঝে কৌতুকে বসিয়া আছে
মদন নৃপতি গুণাকর।
বাহিরে রাখিয়া খুড়ি গলায় বসন জুড়ি
প্রণাম করিল সদাগর ॥ ১০১
শিশু অতি মনোহর দয়াল নৃপতি বর
বসাইলো আপনার পাশে।
রূপ জিনি রতিনাথ দেহে বুলাইলো হাত
আগমন কি হেতু জিজ্ঞাসে ॥ ১০২
বদন জিনিয়া বিধু বলে পুষ্পদত্ত সাধু
অবধান কর গুণনিধি।
দুখের অবধি নাই সদা মনস্তাপ পাই
আমারে বিমুখ বড় বিধি ॥ ১০৩

আনিবারে নানা রত্ন কহিয়া আনো যত্ন
পিতা মোর পাঠাইলা দূর।
জন্ম অবধি নাহি দেখি অকারণে ঝুরে আখি
নিশ্চিন্ত আছি নিজপুর ॥ ১০৪
কেবল জননী মোর দুখের নাহিক ওর
তেয়াগ করিল অন্নপানি।
হেন লয় মোর মনে যাই তাত অন্বেষণে
বিদায় করহ গুণমণি ॥ ১০৫
শুনি বলে মহীপাল তুমি অতি ছাওয়াল
কেমনে এমন কথা কহো।
মনে না ভাবিহ তাপ আসিবেক তোমার বাপ
স্থির হইয়া নিজঘরে রহো ॥ ১০৬
পুন পুন করি মানা পথে দুঃখ পাবে নানা
ডিঙ্গা গিলে পক্ষ বিষধর।
দুগ্ধগন্ধ বহে মুখে কেমনে যাইবে দুখে
সমুদ্র তরিয়া দেশান্তর ॥ ১০৭
সাধু বলে যাব সাচা অবধান কর রাজা
যত্ন করি [রাখ] মোরে যদি।
অনুতাপ অহর্নিশ খাইয়া মরিব বিষ
তবে সত্য হবে মোর বধি ॥ ১০৮
শুনিয়া সাধুর বাণী বড় উতরোল গুণী
খড়িবজ্র আনে ডাক দিয়া।
গণিয়া কহিল সার দনুজের গুরুবার
শুভ হস্তা নক্ষত্র তৃতীয়া ॥ ১০৯
গমন মঙ্গল হয় উত্তর না দিল তায়
প্রসাদে তুষিল সদাগর।
কৃষ্ণরাম বলে গাথা বিদায় হইয়া তথা
সাধু উত্তরিল নিজ ঘর ॥ ১১০

৮

কর্ণধার আনিয়া শিরোপা দিল তায়।
ঘরের খরচা আর কত ধন পায় ॥ ১১১
জন প্রতি শত তঙ্কা পথের গাবর।
আদর করিয়া অতি দিল সদাগর ॥ ১১২
শুভক্ষণে সাত ডিঙ্গা তুলাইল জলে।
গুরুভার নোঙ্গর কতেক ভাড়ি তুলে ॥ ১১৩
চালু দালি কলাই আর কতেক প্রকার।
চিনি মধু মিছিরি সন্দেশ তৈল আর ॥ ১১৪
পাট শন তিল চিনা গুবাক বিস্তর।
ভাণ্ডার হইতে তোলে তরণী উপর ॥ ১১৫
আপাঙ্গ লইল পোস্ত বহু রত্নজায়।
অর্দ্ধখান ডিঙ্গা পূরে হরিদ্রা আদায় ॥ ১১৬
গুয়াশালী পীতাম্বর চিকন বসন।
পেপলি লইল বড় করিয়া যতন ॥ ১১৭
শালিক লইল শুয়া পোষানিয়া পাখী।
ময়না দোয়েল বাজ ভাল ভাল দেখি ॥ ১১৮
হরিণ লইল খাসি গাড়র জুঝার।
রাজহংস ময়ুর কৌতুক কত আর ॥ ১১৯
আর আর যতো দ্রব্য লইল তুলিয়া।
বিশেষ হইতে আছে কি কাজ বলিয়া ॥ ১২০
তথায় সুশীলা রামা পরম বিকল।
রাখিতে না পারে দুটি নয়ানের জল ॥ ১২১
পাটনে হইবেক শুনি পুত্রের গমন।
পূজিয়া দক্ষিণরায় করেন স্তবন ॥ ১২২
তোমা বিনা গতি নাহি বলি করপুটে।
উদ্ধার করিয়া লবে বিষম শঙ্কটে ॥ ১২৩
ইন্দু নিন্দি বদন মদন জিনি রূপ।
তোমা বিনা কেবা আছে দক্ষিণের ভূপ ॥ ১২৪

সাত পাঁচ নাহি মোর এক পুত্র সবে।
চরণের ছায়া দিয়া আপনি রাখিবে ॥ ১২৫
ভকতদাসীর স্তবে রায় গুণমণি।
প্রসাদ মাল্য তারে দিলেন আপুনি ॥ ১২৬
রাখিব তোমার পুত্র সঙ্কট সকলে।
আমার প্রসাদে দুঃখ নাই কোনকালে॥ ১২৭
একথা শুনিয়া রামা হরিষ অন্তরে।
রায়ের প্রসাদ দিল তনয়ার তরে ॥ ১২৮
যতনে পাশেতে রাখো না ভাবিও আন।
রামের কবজ নহে ইহার সমান ॥ ১২৯
যখন বিপাক দেখ সংশয় জীবন।
ভাবিও দক্ষিণরায় দুখানি চরণ ॥ ১৩০
তিনি যদি সত্য হন আমি হই সতী।
কোনকালে না হইবেক তোমার দুর্গতি ॥ ১৩১
পরম যতনে এই কথা শিখাইল।
গর্ভপত্র আনিয়া পুত্রের হাতে দিল ॥ ১৩২
মধুকর ডিঙ্গা পূজে করে পরিহার।
সঁপিনু তোমার ঠাঞী তনয় আমার ॥ ১৩৩
অকূল সমুদ্র মাঝে যত দুঃখ ঘটে।
আপনি তরায়ে লবে বিষম সঙ্কটে ॥ ১৩৪
কাণ্ডারীর হাথেতে পুত্রের হাত নিয়া।
সঁপিয়া দিলেন সতী নিজ দিব্য দিয়া ॥ ১৩৫
দোষ যদি করে তবু রোষ না করিবে।
আমার সাধন এই হৃদয় রাখিবে ॥ ১৩৬
নয়দণ্ড হইল বেলা বলে সর্ব্বজন।
এই বেলা যাত্রা কর সাধুর নন্দন ॥ ১৩৭
রায়পদ যুগল মনে করিয়া প্রণতি।
কৃষ্ণরাম বিরচিল মধুর ভারতী ॥ ১৩৮

৯

হরিতেলগণ হেরি সদাগর ধীর।
ভাবিয়া দক্ষিণরায় হইল বাহির ॥ ১৩৯
জয় হুলাহুলি হইল পুরীর ভিতর।
জোড়া শঙ্খ বাজে শুনি পরম সুন্দর ॥ ১৪০
বেদে আশীর্ব্বাদ করে মহাদেবগণ।
শুভ যাত্রা হইল তবে সাধুর নন্দন ॥ ১৪১
অম্বপুরি সাত কুম্ভ সাত কুম্ভ কদম্ব।
বামে হেরি হরিষে চলিল অবিলম্ব ॥ ১৪২
ডাহিনে ধরণীদেব আর দেখে ফণী।
নগরে বিবিধ বাদ্য জয় জয় ধ্বনি ॥ ১৪৩
গাভী দেখে অন্যত্র বেগেতে ধাইল।
দধির পসরা শিরে গোপিনী আইল ॥ ১৪৪
যাইতে যাইতে পথে দেখিল সকল।
জানিল বাপের দেখা পাইব সকল ॥ ১৪৫
মধুকর ডিঙ্গায় উঠিল শুভক্ষণে।
ছৈঘর করিলেন নানান রতনে ॥ ১৪৬
গাঠ্ঠের গাবর যতো সবে তুলে গা।
সাধু বলে শুভক্ষণে চলে সাত না ॥ ১৪৭
নাইয়া পাইক সাড়ি গায় কলরব।
বিজয় দুন্দুভি বাজে কাহাল পলব ॥ ১৪৮
শিঙ্গা সিন্ধুনান বাজে শব্দ বিথার।
করিল নোঙ্গর তুলি ডিঙ্গায় হাজার ॥ ১৪৯
প্রথমে চলিল তরী নাম মধুকর।
ঘন করতাল বাজে দামামা দগর ॥ ১৫০
চিকণ তরণীমালা সাজে পরিপাটি।
রবাব কাহাল বাজে মাদল আস্থটি ॥ ১৫১
চৌঘড়ি কামান পাতা দিলেক আগুন।
জলদ জিনিয়া শব্দ হইল দারুণ ॥ ১৫২

একে একে সপ্ত ডিঙ্গা সারি দিয়া যায়।
দক্ষিণরায়ের কৃপা অনুকূল তায়॥ ১৫৩
বাহ বাহ বলি ডাকে সদাগর মণি।
বড়দহা ছাড়িয়া চলিল তরণী॥ ১৫৪
দেখিতে দেখিতে হইল নয়ানের দূর।
কৃষ্ণরাম বলে রায় আশা কর পূর॥ ১৫৫

১০

অকূল পবনে ডিঙ্গা চলিল গুণধাম।
পূজিয়া কল্যাণপুরে প্রভু বলরাম॥ ১৫৬
সঘনে আওয়াজ হয় মহা কুতূহল।
তাহার মিলনে গেলো ডিহি মেদনমল॥ ১৫৭
রায়পদকমলে সদাই মন আছে।
হোগলা পাথরঘাটা করিলেক পাছে॥ ১৫৮
দেখিল ডাহিন ভাগে নগর বসত।
বৈকুণ্ঠ সমান ধাম গ্রাম বারাসত॥ ১৫৯
পূজিয়া অনাদ্য শিব চরণ তাহার।
খনিয়ায় শুনিল দক্ষিণরায়ঘর॥ ১৬০
চাপাইয়া তরী করে প্রণাম যতনে।
পূজিল ভকতি যুতি নানান রতনে॥ ১৬১
তার কত দূরে দেখে পীরের মোকাম।
ঘিরিয়া ফকির করে হাজত সেলাম॥ ১৬২
হালাল মোরগ জবাই করে খাসি।
মনোহর কুসুম সন্দেশ রাশি রাশি॥ ১৬৩
শিরণি অনেক দিয়া সদাগর ভূপ।
কর্ণধারে জিজ্ঞাসিল একি অপরূপ॥ ১৬৪
মূরতি বানান নাহি মৃত্তিকার ঢিবি।
পূজা করে ফকিরেরা কেমন দেবদেবী॥ ১৬৫
বাঘের উপর নাঞি দক্ষিণের রায়।
একখানি মুণ্ডমাত্র বারা বলে তায়॥ ১৬৬

এমন প্রকারে পূজা কেন হয় এথা।
জান যদি কহ শুনি এই দুই কথা ॥ ১৬৭
কর্ণধার বলে ভাই ইহার কারণ।
না জান আমার ঠাঞী শুন বিবরণ ॥ ১৬৮
শুন্যাছ বড়খাঁ গাজি পরতেক পীর।
ঠাকুর দক্ষিণরায় আঠারোভাটীর ॥ ১৬৯
দুইজনে দোস্তানি হইয়াছিল আগে।
তারপর হুড়াহুড়ি মহাযুদ্ধ লাগে ॥ ১৭০
অধিকার বড় ধন সবে নিতে চায়।
ভাই ভাই বিরোধ কতেক ঠাঞী যায় ॥ ১৭১
দক্ষিণরায়ের বড় বুকে মারে গাজি।
পড়িয়া উঠিল কায় রহে মায়াবাজি ॥ ১৭২
বড়খাঁ হানিল খাড়া গলায় তাঁহার।
মায়ামুণ্ড ক্ষিতে পড়ে এমনি প্রকার ॥ ১৭৩
বিরোধ ভাঙ্গিয়া দিল আসিয়া ঈশ্বর।
তারপর দোস্তানি পাইল দোহাকার ॥ ১৭৪
কাটামুণ্ড বারাপূজা সেই হইতে করে।
কোনখানে দিব্যমূর্তি বাঘের উপরে ॥ ১৭৫
বড়খাঁ গাজির নামে যেখানে মোকাম।
সেইখানে অধিষ্ঠান মৃত্তিকার ধাম ॥ ১৭৬
মূরতি বানান নাহি কেবল ভাবনা।
ভকত জনের পূর্ণ করহ কামনা ॥ ১৭৭
রায়ের আঠারোভাটী আমল সমস্ত।
গাজির আমল তাহে ঠাকুরের দোস্ত ॥ ১৭৮
একের পূজায় দুইজন সুখী বটে।
তার সাক্ষী দেখ ভাই নিকটে নিকটে ॥ ১৭৯
পুষ্পদত্ত বলে কহ ইহা শুনি নাই।
কিজন্যে দুইজন যুদ্ধ হইল কোন ঠাঞী ॥ ১৮০
আসিয়া দিলেন বর কেমন ঠাকুর।
দোস্তানি হইল ফের বিসম্বাদ দূর ॥ ১৮১

কর্ণধার কহিতে লাগিল বিবরিয়া।
কবি কৃষ্ণরাম বলে শুন মন দিয়া॥ ১৮২

১১

ধনপতি সদাগর যাইতে পাটনে।
একঘাটে চাপাইল বিধির বিধানে॥ ১৮৩
দক্ষিণরায়ের বারা দেখিলেক কূলে।
হরবরপুত্র জানি পূজে গন্ধ ফুলে॥ ১৮৪
নানা রত্নভূষণ তেমনি দিবা কেবা।
বিদায় মাগিল শেষে জোড়হাথে সেবা॥ ১৮৫
বড়খাঁ গাজির পূজা না করিয়া যায়।
অনেক ফকির গিয়া ঘিরিলেক তায়॥ ১৮৬
কুপিল কুবুদ্ধি পাইল সদাগর মূঢ়।
ঢেকা দিয়া করিল তাহার ঘরে দূর॥ ১৮৭
ডিঙ্গায় উঠিয়া চলে নগর সিংহল।
পীরেরে কহিতে যায় ফকির সকল॥ ১৮৮
সেইত গ্রামেতে আছে গাজির আন্দর।
নগর বাজার হাট দেখিতে সুন্দর॥ ১৮৯
কাঁদিয়া পড়িল গিয়া ফকিরেরা সবে।
মল্লুকের খবর না লও বাবা এবে॥ ১৯০
পূজিয়া দক্ষিণরায় যায় সাধু বেটা।
তোমাকে নাহিক মানে দুঃখ বড় এটা॥ ১৯১
বাঙ্গালী গোয়ার ভয় নাহিক তিলেক।
মারিয়া আমার ঘর খেদাড়ে দিলেক॥ ১৯২
শরমে লোকের আগে নাহি তুলি মুখ।
না লব ফকির পালা আজি হইতে থুক॥ ১৯৩
হেনকালে বলে বাঘ নাম কালানল।
শিকার করিতে গেলে না পাই আমল॥ ১৯৪
দক্ষিণরায়ের বাঘে মুড়ি লয় কাড়্যা।
শুনিয়া তোমার নাম সবে দেয় তেড়্যা॥ ১৯৫

মহল্যা মলঙ্গি আর বাউল্যার ঠাই।
দোহাই দক্ষিণরায় বিনে আর নাই ॥ ১৯৬
এক বেটা মলঙ্গি খাইতেছিলাম রাগে।
ধাইয়া আসিল মোরে তিন কুড়ি বাঘে ॥ ১৯৭
দেখিয়া ঠাকুর বড় লাগিল আঁটিতে।
পীরের আমল নাই আঠারোভাটীতে ॥ ১৯৮
তোমার আজ্ঞা ধরে এই রাগ বুড়।
আজ্ঞা দিল কান কাট আর মাথা মুড় ॥ ১৯৯
আমার শালার পিসী লকলখি ছিল।
পড়িয়া রায়ের পায়ে বারণ করিল ॥ ২০০
জামিন লইয়া মোরে দিয়াছে খালাস।
জানাইতে আইলাম সাহেবের পাশ ॥ ২০১
একথা ওকথা শুন্যা গাজী গোসা খান।
সাপ দিল সাধুরে সভার বিদ্যমান ॥ ২০২
ভাগ গীয়া বেটাচোদ এবে কিআ কর আব।
হোগা হারামজাদ খানেখারাব ॥ ২০৩
শোন্তে হো দক্ষিণরায় এসা দাগাবাজী।
বাঁধকে লে আনেছে তবে হাম গাজী ॥ ২০৪
কানান সেবক তোড়নে কহে কান।
শীতাব দেখনে চাই কেছাই সয়তান ॥ ২০৫
আদিমীকু উপর রুক্তায় হররোজগাটা।
খাড়ায় মুলুক লৌটে বড়ি বড়ি পাট্টা ॥ ২০৬
কহে[১] জাকে[১] তিনকি মোকাম শীতাব করোকে ধোঁড়
উনকি মূরতি তোম সব ইতি বেরি তোড় ॥ ২০৭
একেতে ফকির রূঢ়া আরে এই বোল।
দড়বড় আসিয়া ভেজায় গণ্ডগোল ॥ ২০৮
ভাঙ্গিয়া ভাসায় জলে আগে ঘরখান।
বাঘের সহিতে তুড়ে মূরতি বানান ॥ ২০৯

১-১ কহন জাগে

বামুনেরে ধরিয়া জন্থর নিল কেড়্যা।
জড়াজড়ি কিলের পাবষ মারে পেড়্যা॥ ২১০
খানা খেলাইতে চাহে ফকিরের ফৌজ।
জাতি নেঙ্গে ইতিন্থর বেটাচোদ॥ ২১১
রায়ঠাকুরের তথা ছিল এক চেলা।
উঠিয়া পলায় দেখি ফকিরের চেলা॥ ২১২
খাড়ির বাড়িতে রায় লইয়া পরিবার।
বটেবেনে আসিয়া কহিল সমাচার॥ ২১৩
শুনিয়া রায়ের শুন কম্প গুণশালী।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি॥ ২১৪
এত বড় জুর্দ্ধতা[১] আমার ঘর ভাঙ্গে।
যাবন্ত ফকির কাটি খায়াইব বাঘে॥ ২১৫
খর তরয়ার লইয়া সঘনে ঝাকনি।
যেখানে যেখানে বাঘ সবারে হাকুনি॥ ২১৬
সাজ সাজ বলিয়া কাড়ায় দিল কাটি।
কবি কৃষ্ণরাম বলে বড় পরিপাটি॥ ২১৭

১২

বলে পাত্র জোড়হাত আঠারোভাটীর নাথ
অবধান করো মহাশয়।
সত্যমিথ্যা এই কথা জানিতে জন তথা
পাঠাও আমার মনে লয়॥ ২১৮
দোস্ত তোমার হয়ে জদি থাকে ধর্ম্ম ভয় অতি
তুষিয়া পাঠাও প্রিয় বলে।
হাসিয়া হইবে ক্ষমা এখন বাঘের জমা
কাজ নাই মিছা গণ্ডগোলে॥ ২১৯
তবে যদি দাগাবাজি করেন বড়খাঁ গাজী
করো দণ্ড কেবা মানে পীর।

১ যোগ্যতা

তিলেকে পাবেন টের উয়াটান হইয়া ফের
পাছাড়িব সমেত ফকির ॥ ২২০

ঠাকুর দক্ষিণরায়ে যুকতি মনেতে পায়ে
পাঠাইল লোহাজঙ্ঘ দানা।
বুদ্ধিমন্ত তুমি বট জানিয়া আইস ঝাট
বুঝিয়া পশ্চাতে দিব হানা ॥ ২২১

আকাশে উঠিল বেগে আসিয়া গাজীর আগে
মজুরে হজুরে খাড়া থাকি।
ইন্দ্র যেন স্বর্গমাঝ বড়খাঁ গাজীর সাজ
দেখিয়া জুড়ায় দুটি আঁখি ॥ ২২২

গীরিদা হেলান গা মউর পুচ্ছের বা
খাবাসে তুলিয়া দেয় পান।
মাথায় চিকন কালা হাথে ছিলিমিলি মালা
গাজী পড়ে বসিয়া কোরাণ ॥ ২২৩

সময় বুঝিয়া চেলা পরিচয় হেন বেলা
রায় পাঠাইল মোর বলে।
দোস্ত তোমার জানি তবে তার ঘরখানি
ভাঙ্গিয়া ভাসায় কেনো জলে ॥ ২২৪

সকল মূরতি ভাঙ্গে ফকিরে তুড়িয়া আগে
বামনে মারিয়া বধ হানে।
জান কি না জান তুমি জানিতে আইলাম আমি
যাই তবে তথায় তৎকাল ॥ ২২৫

কেহ টুটা নহ বটে কি কাজ মিছা হটে
পিরীতি উচিত এই ভালো।
কবি কৃষ্ণরাম গায় ঠাকুর দক্ষিণরায়
নায়েকের মনোনীত পালো ॥ ২২৬

১৩

কোপে কহেন গাজি কাঁহাকা আম্বক পাজি
জঙ্গুলি হয়েগা মহাদাপ।

হর রোজ চালুকেলা সাড়ে পাঁচ খায় ডালা
গোসাঞী আপকি কহে আপ ॥ ২২৭
ফের তাবে নিল ভাগ তলাশে না পাও লাগ
জরুকে হুজুর বৈটে আট।
বায়দামোকের সালো এড়িয়া মুড়ি একে মার ডালো
কোল হয়ে নেড়্যা মোর কাট ॥ ২২৮
আমল না পাও হাম জাহির উনকি নাম
তামাম মুল্যুক কিয়া হাত।
চকমক ইতি তেরি বাঁসো পাড়ো এতি বেরি
আউরথ মরধ এক সাথ ॥ ২২৯
দোস্তানি নাহিক হাম কায়ে এচা বদ কাম
মুক সামালে তোম রহ।
আপন ভালাই চাও বিলাথ জুড়িয়া দেও
শীতাব খবর তুনে কহ ॥ ২৩০
কোপে কাঁপাইয়া অঙ্গ বলে বাঘ লোহাজঙ্গ
আপন সামালে রহ বাবা।
রায়ের দেখেছ কম সমরে সাক্ষাৎ যম
এখনি এহার ফল পাবা ॥ ২৩১
যেন অঙ্গদের বলে রাবণ গরবে ভোলে
তিন লোকে রায়েরে কে আটে।
হারিলে যাহার ঠাঞী তাহা কি আমার মনে নাই
নাহি সকল উড়িয়া দেও সাটে ॥ ২৩২
এত বলি দানা যায় এথা গাজি ভয় পায়
দলবল রহে পুর মাজে।
ঠাঞী ঠাঞী দিল থানা কখন পড়িবেক হানা
দামামা দুন্দুভি ঘন বাজে ॥ ২৩৩
তলব বাঘের ঘর গেল দেশ দেশান্তর
দপ্তরে তালিকা নাম ধরা।
তথায় দক্ষিণরায় বাউল্যারা ধরে আর
চল চল বড় হইল ত্বরা ॥ ২৩৪

ভাবনা (করে) বাঘেরা শুনিয়া অতঃপরা
একেবারে দুইজনে ডাকে।
না যাব যাহার কাছে পরাণ লইবে পাছে
এযে বড় ঠেকিলাম বিপাকে ॥ ২৩৫
কবি কৃষ্ণরাম গায় কেন এতো কর ভয়
কাহার তলব হয় আগে।
সেই গিয়া তথা মিলো পশ্চাতে হইব ভালো
যুকতি আমার মনে লাগে ॥ ২৩৬

১৪

বড়খাঁ গাজি ভড়কে সাজি
আইলা অনেক বাঘ।
শমনে অবতার গমনে অনিবার
পবনে না পায় লাগ ॥ ২৩৭
বালাণ্ড বালিয়া যে ছিল চলিয়া
আইল পাইঘাটি আর।
বড়খাঁ বলবান না গেলে অপমান
রক্ষা বা আছে কার ॥ ২৩৮
মেদনমলে বাঘেরা সকলে
সাজিয়া চলিল আগে।
বরিদহাটী ময়দা তাহাতে জেয়াদা
ডাকিতে বড় ভয় লাগে ॥ ২৩৯
বেয়লা মাগুরা বলবান বাঘেরা
গিয়াছে রায়ের কাছে।
গাজির তলপে অলপে অলপে
আইসে যে যে আছে ॥ ২৪০
পরিণাম ভাবনা কি হয় জপনা
একেবারে দুইজনে টানে।
হাতি হাতি ঝগড়া ভাঙ্গে নল খাগড়া
যেমত সকলে জানে ॥ ২৪১

আরতি পাইয়া হোগলবুনিয়া
আইল লেখা নাহি তার।
কাগুয়া বাঘরোল আইল পালেপাল
ঘুস্থলে গামালে আর ॥ ২৪২
সিসিরি হিসিরা রণজয় তিমিরা
তবে খান দৌড়্যা রাঙ্গা।
অসিনিকুন্তা বড়বলবন্তা
রুষিয়া বেগে টঙ্গভাঙ্গা ॥ ২৪৩
তাতাল্যা তুঙ্গষদা মার্শ্মদা স্থর্ম্মন্থা
পাটুয়া নাটুয়া রায়।
ছঘর‍্যা স্থঘর‍্যা বড় বড় স্থম্বর‍্যা
সমর শুনিয়া ধায় ॥ ২৪৪
বাঘ বড় রাড় চলে বেতরাড়
সাট গরজে ঘোর।
দাবাড়্যা দড়বড় কাছুয়া দিল রড়
বাটপাড়্যা বিষম চোর ॥ ২৪৫
তুইটা চক্ষু দিয়টা করিয়া ভ্রূকুটি
চলিল হুটিয়া ঘোড়া।
যেন পড়ে উলুকা লাপে লাপে লঙ্কা
লেজ যেন স্থন্দরিয়া কোড়া ॥ ২৪৬
হুল হুল হাকিয়া বনেতে থাকিয়া
বাহির হইল হুড়া।
শিরেতে নাহি কম গায়েতে নাহি লোম
বিরাশী বৎসরের বুড়া ॥ ২৪৭
বড়বাঘ দারিয়া হাথি ফেলে মারিয়া
হাত তার যেন কুলা।
জুড়ি নাহি অলপে বিদ্যুত ঝলকে
মুড়িফাল দন্তগুলা ॥ ২৪৮
বাঘিনী ভ্রমেতে ডুম্বরি সহিতে
সাড়ে সাত হাজার যায়।

কাছুয়া বাঘরোল ধাইল পালে পাল
তালিক কেয়া নেয় তায় ॥ ২৪৯
গন্ধ পাইয়া দূর বাড়ী বাড়ী কুকুর
তরাসে করে ভেও ভেও।
বাঘের দলবল সহিতে প্রবল
ডাক লইয়াছে কেও ॥ ২৫০
রাত্রি দুই পরে আসিয়া সহরে
লোকেতে না জানিতে চায়।
বড়র্খা গাজী সভারে নেওয়াজী
হাত বুলাইল গায় ॥ ২৫১
তরজে গরজে বিক্রম যার যে
কহিতে লাগিল রীত।
কবি কৃষ্ণরাম করিয়া প্রণাম
ঠাকুর শুনহ গীত ॥ ২৫২

১৫

খান দাউড়া বলে আগে মোর মুখে কিবা লাগে
হাতির মগজে জলপান।
মহিষের মাংস খাইয়াছি লক্ষলক্ষ
গোঠে মাঠে বনে বা বাথানে ॥ ২৫৩
সিসিরে বলে তবে ইহাতে অবধান হবে
সিসিরি দ্বিগুণ বল গায়ে।
লুকাই বিঘেত বনে তপাসিয়া শতজনে
কেহ কি আমার লাগ পায়ে ॥ ২৫৪
তনু যদি করি গোট বিড়াল জিনিয়া ছোট
বুকেতে চলিয়া যাইতে থাকি।
মানুষ গরুর পাল দৈবেতে তাহার কাল
লাফ দিয়া ধরি কাছে পাখি ॥ ২৫৫
বলে বাঘ টঙ্গভাঙ্গা চক্ষু দুটা বড় রাঙ্গা
চুরিতে চতুর বড় আমি।

চাষা যতো খন্দ রাখে টঙ্গেতে শুইয়া থাকে
যাবন্ত আমার পেটলাগ ॥ ২৫৬
প্রলয় যমের বাড়া টঙ্গ ভাঙ্গি দিই নাড়া
ঠায় পড়ে খাইয়া আছাড়।
ফিকির জানিয়া মন বাঁশে জড়াইয়া চুল
কারো বা পাতিয়া ভাঙ্গি ঘাড় ॥ ২৫৭
খোড়াবাঘ বলে উঠি বাউলের প্রায় ছুটি
তবু মোর তিনখানি পা।
গণ্ডার হ্যবায় কোলে ক্রোধের সময় ফুলে
পর্ব্বত সমান হয় গা ॥ ২৫৮
বজ্রদন্ত বলে ধীর শুনহ সাহেব পীর
এত যে হইয়াছি বুড়া।
বজ্রতুল্য দন্ত সারি পাষাণে বসাইতে পারি
হাড়হুঙ্গাম করি গুড়া ॥ ২৫৯
যুবতি যতেক পাই যতন করিয়া খাই
পেটলি পেটের লোভ আগে।
না খাই বিয়ন্তগুলা রক্তহীন অর্দ্ধমূলা
কোলের ছাওয়াল ভাল লাগে ॥ ২৬০
দারিয়া বাঘের বেটা বলে বাঘ নাদাপেটা
না পারি পেটের ভরে যাইতে।
মাগুমোর কালচিতি শিকার করয় নিতি
কিছু কিছু দেয় মোরে খাইতে ॥ ২৬১
একে একে যতো আর বিক্রম যেমন যার
জানাইল দারুণ প্রতাপে।
শুনিয়া গাজীর সুখ সকল দক্ষিণ মুখ
কখন গালিম আসি চাপে ॥ ২৬২
লোহাজঙ্গ গিয়া তথা কহিল পীরের কথা
শুনিয়া দক্ষিণরায় কোপে।
কবি কৃষ্ণরাম কয় বাঘের তলপ হয়
হুঙ্কারিতে হাত দিয়া গোপে ॥ ২৬৩

১৬

প্রথমে আইল বাঘ নাম রূপচাঁদা।
সুমুখের দন্ত তার সোনা দিয়া বাঁধা ॥ ২৬৪
মারিয়া বনের হাথি যার ঘর ভক্ষ
রাক্ষস পলায় ডরে কিবা দানা দক্ষ ॥ ২৬৫
কাগুয়া বাঘের মাসুয়া বেশ কাল সারা।
দুটা চক্ষু জ্বলে যেন আকাশের তারা ॥ ২৬৬
বেড়াজাল বেকাল বাজাল কাল যায়।
বাতাল বেতাল তনু দাবানল প্রায় ॥ ২৬৭
উগ্রচণ্ড প্রচণ্ড অখণ্ড দণ্ডধর।
নাটুয়া সাটুয়া হুড়া তিন সহোদর ॥ ২৬৮
কুম্বব্যা বাঘের মামা নাম উল্যাদল।
তার শালা বলবন্ত জ্বলন্ত আনল ॥ ২৬৯
বুলুবুল্যা বেগে ধায় ডাকে ভরে দেশা।
মাগুরার ডাগর বাঘ দেখিবার দিশা ॥ ২৭০
লোটাকান উঠানি করিল ভাই তিন।
পিঠে লইয়া তিন পাঁচ বনের হরিণ ॥ ২৭১
পাথরা প্রখরা চিতি চঞ্চলা ধামলা।
বিজনি নেউলি পাতা হামলা সামলা ॥ ২৭২
গণ্ডগুলা গুড়গুড়্যা উড়নি চড়ই।
ফেটানাকা পাটাবুকা মটুকা মুড়ই ॥ ২৭৩
জামলা জোঝার বাঘ জোঞানিয়া হীরা।
গণ্ডার খাইয়া দাঁতে বসিয়াছে জিরা ॥ ২৭৪
বেড়াভাঙ্গা বাটপাড় হুড়কাখশালে।
মাতাল্যা তিতিল্যা কালা মটুকা মসাল্যা ॥ ২৭৫
ফুলায় শরীর খান ধূলায় সঞ্চার।
একে একে গোট হইল এগারো হাজার ॥ ২৭৬
প্রলয়ের কালে যেন সাগরের ঢেউ।
ফুকরে নিশান তার চারিদিকে ফেউ ॥ ২৭৭

হুমাগুলা বড় বড় দন্তমুড়ি ফাল।
শিকারে শিকারি যতো বাঘিমীর পাল ॥ ২৭৮
আইল যতেক বাঘ করিয়া বিক্রম।
অতপর শুন যতো বাঘিনীর নাম ॥ ২৭৯
তোমরি তোবলি তিরি তিবির গমন।
সাকিনি ছাকিনি হুকী লোকের শমন ॥ ২৮০
ঝমকি চমকি চিনি তিনি লোকনকি।
নাগিনিগহনি ধনি ফণী ফকফকি ॥ ২৮১
উদামী উদাম দামি চাতকি দলনি।
জাবক পাবকমুখি ঘোঘোর ঘেরিনি ॥ ২৮২
কিড়িমিড়ি পাহিড়ি হিড়িমি কালিধলি।
শুমিবুধি ডাগর ডোগর গলগলি ॥ ২৮৩
লাখেশ্বরী যাবন্ত দেখিতে ছোটগা।
অতি বেগে গতি ক্ষিতি নাঞী পড়ে পা ॥ ২৮৪
তলবে গুড়াইয়া রহে বাঘরোল রেলা।
জুড়িজুড়ি গুড়িগুড়ি খটাসের মেলা ॥ ২৮৫
সাড়ীআল উধ যতো যায় পাল বাঁধা।
মাচবাঘরোল তারা থাকে বিলকাধা ॥ ২৮৬
নামধরা যতো বাঘ যুদ্ধের আরম্ভ।
শুনিয়া কহিতে বাড়ে আপনার দম্ভ ॥ ২৮৭
বিজনি বাঘের কথা শুন কল্পতরু।
না পাই হস্তীর লাগ কতো খাব গরু ॥ ২৮৮
মানুষের মাংসগুলো মুখে লাগে তিতো।
সমস্ত বনের পশু আমার নামে ভীতো ॥ ২৮৯
হিমিরা বাঘের খুড়ি উড়ান চড়ই।
বলে অবধান কর অতঃপর কই ॥ ২৯০
মারিয়া পালের ষাঁড় পিঠে লইয়া তুলি।
মানুষের শিরে যেন তুলা ভরা ডুলি ॥ ২৯১
রড়াইয়া আগে যায় পবনের আগে।
শিকারি ফিকারে সোর কেবা আছে বাঘে ॥ ২৯২

ঢেঁকীর উপর উঠি ঘন দেই পাড় ।
গেরোস্তরা বাহির হইয়া বলে মার মার ॥ ২৯৩
তার ঘরে মানে চোর না চিনে আমায় ।
ঘাড়েতে পড়িলে তবে ডাকে পরিত্রায় ॥ ২৯৪
দারুণ তুরন্ত বলে বজ্রদন্ত বুড়া ।
মাথাটা ডাগর যেন পাঁচকাটা পুড়া ॥ ২৯৫
লাপ দিয়া ডিঙ্গায় দশবারো কাঠা ।
তাওকি এখন পারি বয়সেতে ভাটা ॥ ২৯৬
ধুলায়সঞ্চার বলে অপরূপ এই ।
মোরে কি দেখিতে পারে সংসারের কেই ॥ ২৯৭
গাঝাড়া মারিলে হই পর্ব্বত দেউল ।
ছপকি মারিলে হই খুদিয়া নেউল ॥ ২৯৮
ভূতলেতে আমার নামেতে হাঁড়ি ফাটে ।
খাড়া যেন খুরধার ছুঁতে মাটি কাটে ॥ ২৯৯
সমুখে পড়িয়া যায় গরু কি বা নর ।
যাহারে তোমার কৃপা তারে কিসের ডর ॥ ৩০০
হেনকালে হীরা বলে হাত করি জোড়া ।
আদাজল পান মোর মহিষের গোড়া ॥ ৩০১
গলাগলা পেট যদি ভরি মাংস খাইয়া ।
এক হাই ছাড়িলে ফুরায় পাক পাইয়া ॥ ৩০২
কবি কৃষ্ণরাম বলে সরসের সার ।
বলিতে লাগিল তবে বাঘ আর আর ॥ ১৬ ॥ ৩০৩

১৭

রূপচাঁদা বলে শুন ভকতবৎসল ।
সিংহের সহিত হইলে বুঝিব না বল ॥ ৩০৪
গণ্ডার কিসের খাই হাথি কোন ছার ।
তৃণবৎ দেখি যেন বনের বয়ার ॥ ৩০৫
রূষে বলে লাকেশ্বরী তুর্জয় প্রতাপ ।
পর্ব্বত ডিঙ্গাতে পারি দিয়া এক লাপ ॥ ৩০৬

যত বৃক্ষ দেউল আমার পায় নাব।
সমুদ্র তরিয়া বল কোন্ দেশে যাব ॥ ৩০৭
কুষব্যা শুষব্যা বলে তারপর হাস্যা।
হাঁড়িমুড়ি দিয়া আমি জলে যাই ভাস্যা ॥ ৩০৮
লাফ দিয়া নায় পড়ি বড়ভর দেখে।
করে বাজুকুতা বাঁচে মোর ঠাঞী ঠেকে ॥ ৩০৯
একদিন বিপাকে পড়িয়াছিনু রায়।
কুম্ভীরে ধরিয়া পাছে ছুপাইতে চায় ॥ ৩১০
চক্ষে তার বসাইলাম নোক দুই জুড়ি।
ছ্যাড়ে দিয়া দূরে গিয়া ছাড়ে ভুড়ভুড়ি ॥ ৩১১
হুড়কাখশালে বাঘ তারপর কয়।
রাত্রিযোগে হুড়কা খশাই তয়তয় ॥ ৩১২
ঘরের ভিতর গিয়া আমি বড় রাড়।
একে একে সমস্তগুলির ভাঙ্গি ঘাড় ॥ ৩১৩
বিশ্ব পরাজয় মোর তার সন্দ নাই।
সবে মাত্র হারিলাম মউল্যার ঠাঞী ॥ ৩১৪
একদিন এক বেটা মারিলেক ঠেঙ্গা।
সেই হইতে হইয়াছে কাকলীখানি ভাঙ্গা ॥ ৩১৫
ভূতলিয়া বাঘ বলে রায় পানে চায়্যা।
একদিন হাটে যায় জনকতো মেয়্যা ॥ ৩১৬
মাঝে এক মাগিরে ধরিল একলাপে।
আর মাগি আসি মোর অণ্ডকোষ চাপে ॥ ৩১৭
পলাইলাম উঠিয়া শিকার মিছামিছি।
সেই হইতে (মোর) ফুলেছে হোলবিচি ॥ ৩১৮
এতেক শুনিয়া বলে বাঘ দুরবার।
মায়্যে মানুষের নামে মোর নমস্কার ॥ ৩১৯
একমাগি প্রসব হইল এককালে।
বনের ভিতর ঘর বেড়া দিয়া জালে ॥ ৩২০
ভালিয়া চাহিয়া দেখি ছাওয়া নাই চাল।
লাপ দিয়া উঠিলাম তথায়ে তৎকাল ॥ ৩২১

দুই হাথে ধরিয়া চাল গলাইতে শির।
হেনকালে ওঠে মাগি জানিয়া ফিকির ॥ ৩২২
গরানকাঠেতে আগুন রাখেছিলো।
একখানি আনিয়া অমনি গোঁপে দিল ॥ ৩২৩
আতিবিতি বাহিরে পড়িয়া গড়াগড়ি।
গোপছুটা পোড়া যায় জ্বালা ধরে বড়ি ॥ ৩২৪
খোয়াড় ভাঙ্গার কথা শুন বলি রায়।
একদিন ঠেকেছিল প্রমাদিয়া দায় ॥ ৩২৫
গোয়ালের ভিতর গেলাম বাছুর খাইতে।
দুয়ারে লাগিল টাটী না পারি বাহিরাতে ॥ ৩২৬
বাহির হইতে আমি পথ নাই পাই।
মনে করি খাওয়া থাক পরাণ বাঁচাই ॥ ৩২৭
গরুর[১] ঢুসায় আমি মর্ম্মব্যথা পাই।
আজি বুঝি মরিলাম খাবার মুখে ছাই ॥ ৩২৮
পাঁজর ভাঙ্গিল মোর ষাঁড়ের গুতায়।
মড়ার আকার হইয়া রহিলাম ছুতায় ॥ ৩২৯
প্রভাতে গোয়ালাগণ বলে মড়াবাঘ।
টানিয়া ফেলিল দূরে গায় বৈসে কাক ॥ ৩৩০
কুকুরে ঘিরিল যতো গিধিনির রেলা।
উঠিয়া দিলাম রড় দেখাইয়া কলা ॥ ৩৩১
শুনিয়া বলেন রায় কর অবগতি।
ভাগ্যে সে নদীর কূলে আমার বসতি ॥ ৩৩২
যতো মড়া আসিয়া ফেলায় নরলোক।
কুচাই বনেতে থাকি সেই মোর ভোগ ॥ ৩৩৩
মেকমেকী নামে এক বাঘিনী পাইয়া।
দুইভাগে আধাভাবে করিলাম বিয়া ॥ ৩৩৪
শিকার করিতে তারে পাঠাইয়া বনে।
ডুম্বরি তুলিয়া খাই মহানন্দমনে ॥ ৩৩৫

---

১ গাড়রের।

আজি (দেখি) তাহার শিকার নাহি ঘটে।
একপা খাইলাম তার খোঁড়া হইয়া হাটে ॥ ৩৩৬
সরস কবিতা কবি কৃষ্ণরাম গায়।
বাঘের বিক্রম শুনি হাসিলেন রায় ॥ ৩৩৭

১৮

হীরা বাঘে সাজিয়া রায় হইল সোয়ার।
পৃষ্ঠে ঢাল কাটারি কোমরে যমধার ॥ ৩৩৮
দুই তরকছ বাধা পরিপূর্ণ বাণ।
কোপেতে কম্পিত রায় করেতে কামান ॥ ৩৩৯
পঞ্চপাত্র চলে পঞ্চ বাঘের উপর।
ঘোর অন্ধকার রাত্র আড়াই প্রহর ॥ ৩৪০
দলবল বাঘের লইয়া মহাকায়।
ধাইল উত্তর মুখে দক্ষিণের রায় ॥ ৩৪১
উত্তরিল খনিঅ আসিয়া অবিলম্ব।
হইতে লাগিল হুড়াহুড়ির আরম্ভ ॥ ৩৪২
ওথায় পীরের বাঘ ছিলো থানাথানা।
শুনিল সমর রায়ঠাকুরের হানা ॥ ৩৪৩
কাহার বসতি তার নিকট গোড়ায়।
যেন পঙ্গপাল মাত্র উড়িয়া পলায় ॥ ৩৪৪
ছয় বাঘ ধরা গেলো প্রধান প্রধান।
রায়ের আজ্ঞায় কাটে এক এক কান ॥ ৩৪৫
যতেক ফকিরগণ ধরিল ঘিরিয়া।
ঝুলিকাথা উরমল ফেলিল চিরিয়া ॥ ৩৪৬
কিল চাপড় মারে এই তার ভাষা।
ভাঙ্গ গিয়া এখন দক্ষিণরায়বাসা ॥ ৩৪৭
পোস্তের হুলনাগুলি মারিল আছাড়ে।
বাঘে রক্ত খায় কারো কামড়ায় ঘাড়ে ॥ ৩৪৮
মোরগ মুরগি যতো ছিলো হালোয়ান।
বাঘরাল সমস্ত করিল জলপান ॥ ৩৪৯

নিষেধ করেন প্রভু রায় মহারাজ।
ভিখারি মারিয়া মোর কত বড় কাজ ॥ ৩৫০
তোবা তোবা সওরে বাঁচিয়া অতপর।
বড়খাঁ গাজির কাছে জানায় খবর ॥ ৩৫১
কি কর বসিয়া গাজি কার মুখ চায়।
মটুকের বেটি লইয়া উঠিয়া পালায় ॥ ৩৫২
আসিয়া বেড়িল রায় বাঘে বেড়ে গাঁ।
বুঝিয়া বিধান কর গাজি বড়খাঁ ॥ ৩৫৩
কোথায় তোমার বাঘ কার নাই দেখা।
কেরামৎ কিবা আর কি করিবে একা ॥ ৩৫৪
যুকতি এখন যতো খালি অন্তঃসার।
ভাঙ্গিতে ওনার রস কদাচিত পার ॥ ৩৫৫
আমরা ফকির তবু এতেক ফৈজত।
তোমারে পাইলে করে না জানি কেমত ॥ ৩৫৬
এসকল কথা শাহেব বড় রুট্টা।
তারগার উপর পড়িল আসে ছুট্টা ॥ ৩৫৭
দেখা হয়ে উল্লুকে তুড়া বৈচে চাক।
হামুক কহে লে আউয়ে ইতি বেরিভাগ ॥ ৩৫৮
খানেক এক্তার ছব ক্ষুর কি ও মছনথ।
চুলামে ঘুছাড় কের কছু কলানথ ॥ ৩৫৯
কহিতে কহিতে রেগে যম অবতার।
খান দাউড়া বাঘেতে হইল সোয়ার ॥ ৩৬০
ঢাল তরআর দিয়া খাওয়াসের হাথে।
কামান তরকচ নিল পরিপূর্ণ সাথে ॥ ৩৬১
বাহির হইল বেগে অন্দর থাকিয়া।
পলাইল যতো বাঘ আনিল হাকিয়া ॥ ৩৬২
দুই দলে বাঘে বাঘে হইল রামরামি।
অবিচারে বসিয়া রহিল করি থামি ॥ ৩৬৩
আপনা আপুনি মোরা কাজ নাই হুড়।
জয় পরাজয়ে বুঝি কেহয়ে ঠাকুর ॥ ৩৬৪

প্রধানে প্রধানে দেখা গালাগালি লাগে।
গরজিয়া গাজিরে কহেন রায় আগে ॥ ৩৬৫
পায়েতে পড়িলি পূর্ব্বে মনে নাই এটা।
গোস্ত খাইয়া মস্ত হইলে দোস্ত আর কেটা ॥ ৩৬৬
মটুক বামনের বেটি লইয়া আইলে কাড়্যা।
ইমান এমনি বটে কর্ম্মা বাটপাড়্যা ॥ ৩৬৭
আমা হইতে পীর হইলে শিরনি পায়েন।
খাইতে আনিলাম কুচে গুদেরে ধায়ন ॥ ৩৬৮
বাঘের আমল পাইলে ফৌজ লইয়া মোর।
এখুনি আপনি কর্ত্তা আমি যেন চোর ॥ ৩৬৯
পিপীড়ার পালক উঠে মরণ লাগিয়া।
আমার মুরতি ঘর পেলাও ভাঙ্গিয়া ॥ ৩৭০
খনিয়ায় করিব খুন খানিক জিরাও।
নহে বা কুমতি অতি এখনি ফিরাও ॥ ৩৭১
শরণ লইলে ফের রাখিব তুষিয়া।
ভণে কৃষ্ণরাম গাজি কহেন রুষিয়া ॥ ৩৭২

১৯

বেমান কাফের তোম বেসোর কমজাত।
শুনরে আহাম্মথ গিধি মেরি এক বাত ॥ ৩৭৩
খাওকে জঙ্গুলি হুয়াকে মাতআলা।
এতাবড়ে কছুরথ দেওএ গালিগালা ॥ ৩৭৪
আভি নাই জাস্তেহ বড়েখাঁ গাজি পীর।
খোদায় মাদার দিয়া তুনিয়াকু জাহির ॥ ৩৭৫
সরিগাতা মুল্লুক তোমুকু কোন কিয়া।
কহ তাঁহা জায়েকে আমল নাই দিয়া ॥ ৩৭৬
নাহিক জবান জেঠাগেড়ে চুববে মেরা।
তবে হুবে সাজি জতো জবিজ তেরা ॥ ৩৭৭
ভালা আগে করো তোম জতেক করণে।
ভেজতাহোঁ জমকু হুজুরি চলোনে ॥ ৩৭৮

শুনিয়া হারামজাদ মহলিয়া ফোদ।
গোসাঞি পয়দা কিয়া সার বেটিচোদ॥ ৩৭৯
দোহাই দক্ষিণরায় ছব নাহি মানে।
দেতা নাই হামকু খোড়াই কুচ খানে॥ ৩৮০
আপকী ভালাই চাহ দূর জাহা ভাগ।
জাহা বিলাই তাহা জাকে লাগ॥ ৩৮১
তোড় দিয়া মুরতি ছাপর টুট গিয়া।
হেছমে গোছ খোয়কে করণে ছকো কিয়া॥ ৩৮২
হামকে রহেনে লাগা কালানল শের।
দাগাবাজি জাহির হুআতা ফেরফের॥ ৩৮৩
পাং মেরি পাকোড় বাঙ্গালি কুর্ত্তা বেরি।
ভাটিকু আমল কুচ ফের দেও তেরি॥ ৩৮৪
পয়দা জতেক কিছু হয় হররোজ।
তেরা আধা মেরা আধা এই বাত সোজ॥ ৩৮৫
লেখদেকে জকছে বিলাথ জায় আব।
গরিব খাতের গুনা মাপ কিয়াছব॥ ৩৮৬
গাজির গজব আর নারিল সহিতে।
হাসিয়া দক্ষিণরায় লাগিল কহিতে॥ ৩৮৭
কোথাকার কেবা তুমি কিসের আমল।
গাঁয় নাই মানে যেন আপনি মণ্ডল॥ ৩৮৮
যতো আমি ক্ষমা করি পূর্ব্ব আশনাই।
বাড়িতে বাড়িতে বড় বাড়িল বড়াই॥ ৩৮৯
পাপী যেমন পাপেতে মজিয়া যায় মন।
পরিণামে পায়ে টের যম দরশন॥ ৩৯০
নীচলোক বাড়িলে আকাশে মারে লাথি।
লছমি ছাড়িলে শেষে দুঃখ নানাজাতি॥ ৩৯১
তেমনি তোমার সাজা হইবেক চুর।
মর কিংবা পালাও পরাণ লইয়া দূর॥ ৩৯২
আনিয়াছে বাঘ যে যাহার সাথে সাথে।
কুচি কুচি করিয়া ভকিব এক সাথে॥ ৩৯৩

খান দাউড়া তোমারে পৃষ্ঠে বহে বটে।
ইহাই এখন রাখ এই বাণ ছুটে ॥ ৩৯৪
বলিতে বলিতে বেগে সিংহতুংখ বাণ।
এড়িলা হুঙ্কার দিয়া নব খরসান ॥ ৩৯৫
কপালে বাজিল গিয়া বজ্রসম ঘায়ে।
পড়িয়া পীরের ঘোড়া গড়াগড়ি যায় ॥ ৩৯৬
দাঁড়াইল বড়খাঁ বাহন গেল সেরা।
ডাকিল বাঘ অরে আও মেরা ॥ ৩৯৭
ভগল পড়িল কেবা রহে সেই বাতে।
সকল মিশায় গিয়া রায়ের জমাতে ॥ ৩৯৮
রুষিয়া বড়খান গাজি কষিলা কামান।
এড়িলা বিষম বড় বজ্রতুল্য বাণ ॥ ৩৯৯
ধনুক কাটিয়া পাড়ে দক্ষিণরায়ের।
আর বাণ আনিয়া যোগায় ক্ষণ করি ॥ ৪০০
অগ্নিবাণ এড়িলেন মহাক্রোধ পীর।
পলায় সকল বাঘ পোড়য়ে শরীর ॥ ৪০১
হীরাবাঘ অস্থির পুড়িল তাহার গোঁপ।
দেখিয়া দক্ষিণরায় ঠাকুরের কোপ ॥ ৪০২
এড়িলেন বরুণবাণ ভাবিয়া উপায়।
কৃষ্ণরাম বলে জলে আনল নিভায় ॥ ৪০৩

২০

মহা ভয়ঙ্কর সেল ফালা তার গজবেল
প্রতাপে পলায় দিবাকর।
দক্ষিণদেশের পতি গর্জন করিয়া অতি
এড়ে বাণ পীরের উপর ॥ ৪০৪
বাজে ঘণ্টা প্রচণ্ড যেমন যমের দণ্ড
বেগে যায় পবনের আগে।
নির্ভয় হইয়া তাথে ধরে গাজি বাম হাথে
ভাঙ্গিয়া দুখান কৈল রাগে ॥ ৪০৫

ধন্য ধন্য দেবগণে তবে রায় ততক্ষণে
আনল উথলে নীল শূন্য।
নিবারণ নাই যায় পড়িল প্রমাদ দায়
পীর ভাবেন পয়গম্বর ঘন (ঘন)॥ ৪০৬
দড়বড় বুকে বাজে পড়িয়া পৃথিবী মাঝে
সারিয়া উঠিল ফের গাজি।
সেইরূপ এক কায় মৃত্তিকায় শোভা পায়
ঈশ্বরের কথা মায়াবাজি॥ ৪০৭
শিবশূল নহে বৃথা রাখা গেল দুই তথা
রায়েরে ডাকিয়া বলে পীর।
পুত্রভেদ দিয়া জম বত্ত হায়ত কম
তেরি এভি বেরিলেঙ্গে শীর॥ ৪০৮
গিধড় বাঙ্গালি বাছা আউরথ রাখে আউপিছা
দেখান পাউনে নাই ফের।
এয়ার না নিয়াছব মহলিয়া কাহা আব
মানমাতু চালুকেলা টের॥ ৪০৯
এইরূপে বাকছলে ঘলঘুলি দিয়া টানে
চকমক একশত চারি।
কোপে কায় কম্পমান ছাড়িয়া কামান বাণ
খরশান খাঁড়া নিল ঝাকি॥ ৪১০
দিয়াছিলেন পয়গম্বর চোট বৃথা নহে যার
হীরাধার নিবসয় যম।
মারিতে দক্ষিণরায়ে ধায় গাজি অনিবারে
বলবন্ত সাহস অসম॥ ৪১১
বেড়িপাক দিয়া সাটে সাত হাজার বাঘ কাটে
ফুকারেতে অপর প্রলয়।
আকাশে দেখিল সবে সমুখে আসিয়া তবে
হানে কোপ রায়ের গলায়॥ ৪১২
কিঞ্চিত না করে কার উখাড়িয়া তরআর
তথাচ মহিমা তার এই।

সেইক্ষণে ক্ষিতি পড়ি মায়ামুণ্ড গড়াগড়ি
যেমন দক্ষিণরায় সেই ॥ ৪১৩
অকালে প্রলয়ে পড়ে ঢাল খাঁড়ায় তুহে নড়ে
সাঁজোয়ায় কোপ ঝনঝন।
ক্ষিতি করে টলমল হেন বুঝি যায় তল
বিকল সকল দেবগণ ॥ ৪১৪
কবি কৃষ্ণরাম ভণে দুই সিংহ যেন রণে
কার না করিহ অল্পবোধ।
শুন অপরূপ কথা ঈশ্বর আসিয়া তথা
উত্তরিলা ভাঙ্গিতে বিরোধ ॥ ৪১৫

২১

অৰ্দ্ধেক মাথায় কালা একভাগে চূড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি হাথে।
ধবল অর্দ্ধেক কায় অর্দ্ধনীল মেঘ প্রায়
কোরাণ পুরাণ দুই হাথে ॥ ৪১৬
এইরূপ দরশন পাইয়াছে দুইজন
ধরিয়া পড়িল দুই পায়।
তুলিয়া অখিলনাথে বুঝাইয়া হাথে হাথে
দুইজনে দোস্তানি পাতায় ॥ ৪১৭
এই ভাটি অধিকার সকল দক্ষিণরায়
হুড়াহুড়ি কেন পীর।
কেবা তোমা নাই মানে বেকত সকল খানে
ডাকপাক দুনিয়ায় জাহির ॥ ৪১৮
যেই তুমি সেই রায় বর্ব্বর লোকেতে তায়
ভেদ করে দুঃখ পায় নানা।
একমাত্র সবে সার যত কিছু দেখ আর
সকল মিথ্যাকার খেলা ॥ ৪১৯
বড়খাঁর মায়াকায় গোরে কেরামত তায়
হইবে লোকের কাম ফতে।

যেখানে পীরের নাম বারায় মকাম থান
যত ফয়তালা নামেতে ॥ ৪২০
মায়ামুণ্ড এইরূপ দক্ষিণদেশের ভূপ
পূজা করিবেক যতোজন।
বারতার ক্ষেয়াতি তবে ঠাঁই ঠাঁই (হবে) ভবে
কোনখানে মূরতি সকল ॥ ৪২১
শুভ দৃষ্টি দিয়া তবে মরাবাঘ জীল সভে
সমরে পড়িল গিয়া তথা।
খান দাউদা বাঘ শিরে তার হাত রাখে
হাসিয়া বলেন এই কথা ॥ ৪২২
কপালে বাজিয়া বাণ গিয়াছিল বটে প্রাণ
আজি হইতে আমি দিলাম বর।
তীর গুলি শেল শূল ঠিকিয়া যাইবে দূর
কপালে বাজিলে তোর ঘর ॥ ৪২৩
দুষ্ট জন্তু বড় রাড় পশিলে ভাঙ্গে ঘাড়
পাসরিল এইসে কারণে।
যদ্যপি ধরিয়া খাও তথা যেন ভয় পাও
দেখা হইলে মানুষের সনে ॥ ৪২৪
বারো বৎসরের পর সন্তান তোমার ঘর
শিকার সদাই নাই পাবে।
সূর্য্যের উদয় বেলা পাকাইয়া কাদা ডেলা
গরাসিলে ভোখ দূরে যাবে ॥ ৪২৫
এখন দক্ষিণরায় সব ভাটি অধিকার
হিজুলিতে কালুরায় থানা।
সর্ব্বত্রে সাহেব পীর সবে নোঞাইবে শির
কেহ তারে না করিবে মানা ॥ ৪২৬
এতবলি অন্তর্দ্ধান হইলেন দেব ভগবান
কাহার শকতি মায়া বুঝে।
অলঙ্ঘ্য তাহার বাণী নরে ঘরে ঘরে জানি
তদবধি এইরূপ পূজে ॥ ৪২৭

শুনি সাধু গুণধাম ভক্তিভাবে প্রণাম
করিয়া প্রসাদ নিল্লা ফুল।
কবি কৃষ্ণরাম বলে ডিঙ্গায় উঠিয়া চলে
পাইয়া পবন অনুকূল॥ ৪২৮

২২

ভক্তিভাবে প্রণমিয়া দক্ষিণের রায়।
তরণি লইয়া তবে সদাগর যায়॥ ৪২৯
অম্বুলিঙ্গ মহাস্থলে যথা ত্রিপুরারি।
অশেষ ভকতি সাধু প্রণাম করি॥ ৪৩০
ছত্রভোগে পূজা কৈল ত্রিপুরা ভবানী।
কাকদ্বীপ গজঘড়ি বাহিয়া তরণী॥ ৪৩১
পশ্চাত করিয়া কালসাপের মহাল।
মগরা বাহিয়া চলে সাধুর সন্তান॥ ৪৩২
বাহিয়া আছাড়ায় তরি ভিন্ন সলিল।
তরী গঙ্গা পরশিল বন্দিয়া কপাল॥ ৪৩৩
সাধু বলে মহাতপা কপিল বিষ্ণুঅংশ।
কোপেতে করিল ভস্ম সগরের বংশ॥ ৪৩৪
সেই বংশে ভগীরথ পাইয়া বড় সংজ্ঞা।
অনেক তপের ফলে আনিয়াছে গঙ্গা॥ ৪৩৫
হিমালয় হইতে আইল এই সতী।
ভগীরথের কৃপাহেতু নাম ভাগীরথী॥ ৪৩৬
এথায় আসিয়া দেবী শতমুখ হইল।
মুক্তিপদ পাইল যতো ব্রহ্মশাপে মৈল॥ ৪৩৭
ঐ দেখ সুরধুনী সাগরে মিশায়।
পুলকিত কর্ণধার সাধুর কথায়॥ ৪৩৮
সেদিন রহিল তথা উপবাস করি।
স্নানদান প্রভাতে চলিল সপ্ততরী॥ ৪৩৯
বাহ বাহ বলি ডাকে সাধুর নন্দন।
গঙ্গাসাগরেতে গিয়া দিল দরশন॥ ৪৪০

পতিতপাবন স্থান বড় অনুভব।
ভক্তি করি পূজা কৈল অনন্তমাধব ॥ ৪৪১
সঙ্গমে বাহিয়া সাধু চলে মনসুখে।
বেন্নতোরণের রাজ্য বাহিল কৌতুকে ॥ ৪৪২
বাহ বাহ বলি ডাকে সদাগর ধনী।
মার্কণ্ড রাজার দেশ বাহিল তরণী ॥ ৪৪৩
বাবুরমকাম বাহিয়া চলে তারপর।
কর্ণপুর দেশ দূর বাহিল সত্বর ॥ ৪৪৪
অকূল সমুদ্র দেখি সাধু ভয় মন।
উড়িষ্যার নিকটে দিলেন দরশন ॥ ৪৪৫
পাষাণদেউল দেখ পতাকা উপর।
অমরাবতীর তুল্য স্থান মনোহর ॥ ৪৪৬
কর্ণধার জিজ্ঞাসিল কহ সদাগর।
এ কোন নগর দেখি পরম সুন্দর ॥ ৪৪৭
সাধু বলে অপরূপ কথা শুন বলি।
কৃষ্ণরাম বিরচিল মধুর পাচালি ॥ ৪৪৮

২৩

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা নাম কলিতে কেবল রাম
ছিল উৎকলের অধিপতি।
সেইতো নৃপতিবর যশে জিনি শশধর
বিষ্ণুপদ ভাবনা সন্ততি ॥ ৪৪৯
যতনে সমুদ্রতীর পাষাণ মন্দির ধীর
দিলে চিরদিন অভিলাষি।
স্থাপি তথা নারায়ণ তেয়াগিয়া অপঘন
অবিরত বৈকুণ্ঠনিবাসী ॥ ৪৫০
দারুব্রহ্ম রূপ ধরি কলিযুগে অবতারি
সংহতি সুভদ্রা বলরাম।
দেখিলে না রহে পাপ হরে দুঃখ শোকতাপ
হয় বিষ্ণুপায় তার ধাম ॥ ৪৫১

বলে বণিকের মণি সর্ব্ব অঙ্গে হীন শুনি
মরে যদি আঠারোনালায়ে।
দিব্য কলেবর ধরি বিমানেতে ভর করি
অমর নগরে চলি যায়॥ ৪৫২
কি করে শমন আর জন্ম নাই পুনর্ব্বার
নহে ইন্দ্র তাহার সমান।
এই উড়িষ্যার মাঝে মনুষ্য যতেক আছে
অবনীতে সেই পুণ্যবান॥ ৪৫৩
প্রভু ত্রিভুবনের নাথ বাজারে বিকায় ভাত
ছেনাপানা অতি সুমধুর।
দেখিলে মানস হরে লইতে বাসনা করে
স্বয়ম্ভূ সমান যত সুর॥ ৪৫৪
বিশেষ কি কব আর শুন ভাই কর্ণধার
এই কলি সঙ্গ ভয়ানক।
লোক হইল দুরাচার ধ্যান জ্ঞান নাহি আর
পুন পুন বাড়য়ে পাতক॥ ৪৫৫
অসৎ ব্যয় করে ধর্ম্মকর্ম্মে নাহি মন
এই কলিকালের বেভার।
দ্বিজ আদি বর্ণ যতো যবন আদি করি কতো
পশ্চাত হইবে একাকার॥ ৪৫৬
হেন লয় মোর মনে তারিবেন পাপী জনে
জয় জগন্নাথ মহাপ্রভু।
ব্রহ্মা আদি যতো দেবে পরম যতনে সেবে
মুই কি মহিমা জানি কভু॥ ৪৫৭
চাঁদমুখ নিরমলে দেখ গিয়া কুতূহলে
আজি শুভ দিবস তোমার।
শমনের নাহি ভয় কলুষ হইবেক ক্ষয়
কবি কৃষ্ণরাম কহে সার॥ ৪৫৮

২৪

সদাগর কুতুহলে কর্ণধার সঙ্গে চলে
দেখিবারে প্রভু জগন্নাথ।

গাট্যার গাবর জতো সভে অতি হরষিত
পূরিবে মনের আজি সাধ ॥ ৪৫৯
পরম কৌতুক হইল বাজারে প্রবেশ কৈল
শতেক দোকান সারি সারি।
সুখে করে বিকিকিনি পুরুষ মদন জিনি
পদ্মিনী সমান যতো নারী ॥ ৪৬০
দেখি দিব্য পুরি রাজে পশিল মন্দির মাঝে
পরম ঈশ্বর মহাশয়।
করে কনকের সার গলায় মুকুতা হার
হেরি মুখ দুঃখ নাহি রয় ॥ ৪৬১
গলায় বসন দিয়া প্রণাম করিল গিয়া
সমুখে রহিল সদাগর।
অনেক রতন দিল মাগিয়া প্রসাদ নিল
খাইয়া মাথায় মুছে কর ॥ ৪৬২
কিনিয়া লইল ছেনা তোড়ানি মধুর পানা
সন্দেশ সুধারস কত।
পরম আনন্দে সবে ডিঙ্গায় উঠিল তবে
সদাগর আদি যতো ॥ ৪৬৩
বাইয়া তরী সাড়ি গায় পবন জিনিয়া যায়
সপ্ত তরণী মনোহর।
গিয়া সেতুবন্ধ পাছে ভকতি করিয়া পুছে
দয়ার অবধি রামেশ্বর ॥ ৪৬৪
সমুদ্রের জাঙ্গালি হেরি কর্ণধার আদি করি
জিজ্ঞাসিল সদাগর প্রতি।
কহ কহ অহে বন্ধু কেবা বান্ধিল সিন্ধু
এতো নহে নরের শকতি ॥ ৪৬৫
সাধু বলে শুন ভাই ইহা বিস্তারিয়া কহি
অপূর্ব্ব কাহিনী রামায়ণ।
শুনিলে অসংখ্য পুণ্য পাপতাপ হয় শূন্য
কৃষ্ণরাম করিল রচন ॥ ৪৬৬

২৫

অযোধ্যা নগরে ছিল রাজা দশরথ।
প্রজার পালন করে যেন পুত্রবৎ॥ ৪৬৭
সাত শতো বিভাতে প্রধান তিন নারী।
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সুন্দরী॥ ৪৬৮
চারি অংশে জন্ম লভিলা নারায়ণ।
রামচন্দ্র ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন॥ ৪৬৯
জনকরাজার কন্যা সীতা রূপধাম।
হরধনুক ভাঙ্গিয়া বিভা কৈলেন রাম॥ ৪৭০
কৈকেয়ী রাজার ঠাঁই মাগিলেন বর।
রামসীতা বনবাস চৌদ্দ বৎসর॥ ৪৭১
ভরতের রাজ্য দিয়া করি অভিষেক।
শুনিয়া মূর্ছিত রাজা বচন এতেক॥ ৪৭২
সংহতি লক্ষ্মণ সীতা গেলা বনবাসে।
শরীর ছাড়িল রাজা রামের হুতাসে॥ ৪৭৩
পরিধান বাকল মাথায় জটাভার।
জল আর ফলমূল কেবল আহার॥ ৪৭৪
সূর্পণখা নাম এক নিশাচরী রামা।
রামেরে আসিয়া বলে বিভা কর আমা॥ ৪৭৫
নাক কান তাহার লক্ষ্মণ বীর কাটে।
কান্দিয়া কহেন খরদূষণ নিকটে॥ ৪৭৬
আইল মারিতে রাম সেইত অজ্ঞানী।
সঙ্গে নিশাচর চৌদ্দ হাজার বাহিনী॥ ৪৭৭
বিনাশ করিল তাহা প্রভু নারায়ণ।
লঙ্কার ঈশ্বরবর শুনিলা রাবণ॥ ৪৭৮
হরিতে রামের সীতা কুবুদ্ধি পাইল।
মৃগরূপে মারীচ রাক্ষস পাঠাইল॥ ৪৭৯
তাহারে বধিতে গেলা শ্রীরঘুনন্দন।
শূন্য ঘরে জানকী হরিল দশানন॥ ৪৮০

বিকল হইল রাম জানকীর মোহে।
বসন তিতিয়া গেল লোচনের লোহে ॥ ৪৮১
কান্দিয়া বিকল রাম হারাইয়া সীতা।
বিশেষ কহিল পাখী জনকের মিতা ॥ ৪৮২
সুগ্রীব রাজার সনে করিয়া মিতালি।
বধিল তাহার রিপু বালি মহাবলি ॥ ৪৮৩
তুই অঙ্গ পবিত্র বধিয়া রাবণ।
জানকী লইয়া কৈল দেশেরে গমন ॥ ৪৮৪
লক্ষ্মণ ভাঙ্গিল সেতু শুন কর্ণধার।
কৃষ্ণরাম বিরচিল সঙ্গীতের সার ॥ ৪৮৫

২৬

সদাগরের মুখে শুনি রামায়ণ কথা।
কর্ণধার বলে কিছু কাজ নাই এথা ॥ ৪৮৬
বাহিয়া চলিল ডিঙ্গি জিনিয়া পবন।
শ্রীহাত্তা দহের নিকটে দিলেন দরশন ॥ ৪৮৭
নোঙ্গর করিয়া তথা ক্ষেয়া চাপাইল।
রন্ধন করিয়া সবে কৌতুকে রহিল ॥ ৪৮৮
জোয়ারে ভাসিল হ্রদ কূলে গিয়া লাগে।
তখনি বাহিয়া চলে সমীরণ বেগে ॥ ৪৮৯
তবেত কাঁকড়াদহে উত্তরিল গিয়া।
নির্ভয় সাধুর সুতা রায়েরে ভাবিয়া ॥ ৪৯০
পুড়িয়া ছাগোলগণ পেলাইয়া দিল।
তবে সবে জোকাদহে মাঝে উত্তরিল ॥ ৪৯১
জিনিয়া তালের গাছ জোকের শরীর।
রাখিল সাধুর ডিঙ্গা গাবর অস্থির ॥ ৪৯২
চূণখার ছালাছালা পেলে সেই জলে।
তরাসে যতেক জোক নামিল পাতালে ॥ ৪৯৩
দাড়াউভ করি (রহে) চিঙ্গুড়ির বার।
দেখিয়া হাসিয়া বলে সাধুর কুমার ॥ ৪৯৪

নল খাগড়া কোঁড়াবোন দেখি হে সাগরে।
ঘরে গেলে সরস কথা কহিব সভারে॥ ৪৯৫
কর্ণধার বলে সাধু ও নয় খাগড়া।
(পুরাণ) চিঙ্গুড়ি মৎস্য তার (এই) দাড়া॥ ৪৯৬
অবিলম্বে সপ্ততরী বাহিয়া চলিল।
সমুখে অনেক সর্প দেখিতে পাইল॥ ৪৯৭
জানিয়ত মুখ তার বড় পরমাদ।
হাঁ করিয়া তরণী গিলিতে করে সাধ॥ ৪৯৮
বুদ্ধিমন্ত কর্ণধার বড়ই চতুর।
মানসে ঔষধ বাঁধে ভাবিয়া গরুড়॥ ৪৯৯
রায়পদকমলে করিয়া পরণতি।
কৃষ্ণরাম বিরচিল মধুর ভারতী॥ ৫০০

২৭

সমুখেতে পক্ষিচয় উড়িয়া বেড়ায়।
ভয়ঙ্কর বড়ই পর্ব্বত সম কায়॥ ৫০১
ছুঁইলে গিলিবে ডিঙ্গা হেন (লয়) মন।
তরাসে রোদন করে সাধুর নন্দন॥ ৫০২
আজি যে (জানিল) মৃত্যু নিশ্চয় হইল।
সুশীলার নন্দন বড়ই দড়াইল॥ ৫০৩
কর্ণধার জানে তার ঔষধের ছলা।
কামানে ভরিয়া দারু দিলেক গোরলা॥ ৫০৪
অতি বিপরীত সেই গুরুগুরু শব্দ।
শুনিয়া খগের চয় হইল নিস্তব্ধ॥ ৫০৫
ছোট তাল বড়তাল করিয়া পশ্চাত।
সন্ধ্য কড়ি বন্দি করি যায় সাধুনাথ॥ ৫০৬
কালিদহ বাহিয়া সিংহল করি বাম।
রাজদহে উত্তরিল ভণে কৃষ্ণরাম॥ ৫০৭

২৮

রাজদহে গেল সাধুর তরী।
রায় সিরজিল সাগরে পুরী ॥ ৫০৮
সাগরের মাঝে পড়িল চর।
কত মনোহর সোনার ঘর ॥ ৫০৯
সিংহাসন মাঝে বসিলা নারায়ণ।
সমুখে সকল কিঙ্করগণ ॥ ৫১০
বামে নীলাবতী মূরতি জায়া।
সকলি জানিবে দেবের মায়া ॥ ৫১১
ডাহিনে সুগ্রীব আদেক পায়।
সমীরণ করে রায়ের গায় ॥ ৫১২
নানা পরকার চৌদিকে তরু।
অকালে সকল সরস চারু ॥ ৫১৩
নারিকেল কুল রসাল গুয়া।
দেখিল বহুল শালিক শুয়া ॥ ৫১৪
ক্ষণে ক্ষণে উঠে ক্ষণেক বসে।
বকুল বহুত অলি হরিষে ॥ ৫১৫
নানারূপ বেশে সকল পক্ষ।
একেন্তরে চলে ভক্ষকে ভক্ষ্য ॥ ৫১৬
হরিণ মহিষ মানুষ বাঘ।
ছাড়ে বসুমতী দারুণ ডাক ॥ ৫১৭
ময়ূর ভুজঙ্গ করয়ে খেলা।
কুন্জর কেশরী করয়ে মেলা ॥ ৫১৮
দেখিয়া সাধুর হৃদয় ধন্দ।
কৃষ্ণরাম বলে পাচালি ছন্দ ॥ ৫১৯

২৯

সাধু বলে কর্ণধার দেখ সরসের সার
সাগরের মাঝে রম্য পুরী।

অপূর্ব্ব রত্নের ঘর সিংহাসন মনোহর
নাচে গায় বারো বিদ্যাধরী ॥ ৫২০
দেখ এই বিদ্যমানে কহিব রাজার স্থানে
প্রমাণ করিল জনে জনে।
এমন অপূর্ব্ব আর দয়া কিবা দেখিবার
নাহি শুনি এ তিন ভুবনে ॥ ৫২১
শুনিয়া সাধুর বোল হিয়া বড় উতরোল
কর্ণধার আদি একে একে।
দৃষ্টি দেয় চারিভিত দেবমায়া বিপরীত
সাধু বিনে কেহ নাই দেখে ॥ ৫২২
কর্ণধার বলে হাসি হৃদয় এমন বাসি
স্বপন দেখিলে সদাগরে।
অতি অসম্ভব কথা কেমনে কহিবে তথা
নৌকা লয় অকূল সাগরে ॥ ৫২৩
বুদ্ধিমন্ত কর্ণধার উত্তর না দিল তার
বাহ বাহ ফুকরে বহুল।
অনেক দিনের পর ডিঙ্গা লইয়া সদাগর
সমুদ্র তরিয়া পাইল কূল ॥ ৫২৪
ঘাটে চাপাইল তরী বরগ গভীর ভেরী
দামামা বাজায়ে করতল।
সিলই কামান ধ্বনি ঘোরতর শব্দ শুনি
চিন্তিত হইল মহীপাল ॥ ৫২৫
স্নান পূজা কুতূহলে রন্ধন ভোজন করে
পরম হরিষে সদাগর।
ভাবিয়া দক্ষিণরায় কবি কৃষ্ণরাম গায়
নায়কের তরে দেহ বর ॥ ৫২৬

৩০

ঘাটে চাপাইল ডিঙ্গা করিয়া নঙ্গর।
সঘনে সিলই শব্দ ডাকে জলধর ॥ ৫২৭

সুরথ নৃপতি মহাবাদ্য কোলাহলে।
কোটাল নিকটে ডাকি এই বাক্য বলে ॥ ৫২৮
বিবিধ বাজনা বাজে ঘন করে আওয়াজ।
আইলো আমার রাজ্যে কোন মহারাজ ॥ ৫২৯
হেন বুঝি মোর দলে হানা দিল আসি।
অবিলম্বে জান গিয়া বলে গুণরাশি ॥ ৫৩০
চলিল কোটাল সাথে অনেক পদাতি।
আছিল আমারিকরা সাজে মাতাহাতি ॥ ৫৩১
তপত তাঁবার হাড়ি জিনিয়া বদন।
বরণ বিশাল কালো অবিরস মন ॥ ৫৩২
সপ্ত ডিঙ্গা দেখি গিয়া উত্তরিল ঘাটে।
পুষ্পদত্ত বসিয়াছে সুবর্ণের খাটে ॥ ৫৩৩
কোটাল জিজ্ঞাসা করে কহ তেরা ডেরা।
আপন ভালাই চাও হুজুর পাও মেরা ॥ ৫৩৪
সাহেব তলপ দিয়া চল গিধিজাই।
দাগাবাজি কর দূর আব মেরা চাই ॥ ৫৩৫
দিললাগা বেটিচোদ ডাকু সাচ তোম।
গরদান মারিতে তেরা সাহেব হুকুম ॥ ৫৩৬
এত শুনি কহে পুষ্পদত্ত সদাগরে।
না খাই আসিয়া জল তোমার নগরে ॥ ৫৩৭
কূলেতে উঠিতে এত তর্জ্জন তোমার।
ভাগ্যে কেহ নাই যাব নগর রাজার ॥ ৫৩৮
কর্ণধার বলে রাজা এত কেন ক্রোধ।
রাজার কোটাল বট তেই উপরোধ ॥ ৫৩৯
তবে সদাগরবর চিন্তিয়া মানসে।
টাকা দশবারো তাকে দিলেক জিনিষে ॥ ৫৪০
বাছিয়া লইল দ্রব্য ভেট উপায়ন।
রাজসম্ভাষণএ যায় লইয়া নানাধন ॥ ৫৪১
নারিকেল লইল বহুস গুয়াপান।
ঘৃত তৈল তণ্ডুল বসন কতোখান ॥ ৫৪২

গিরিদা হেলান দিয়া বসিলেন তায়।
ছদিকে সেবকগণ চামর ঢুলায়॥ ৫৪৩
দেখিতে দেখিতে যায় ভূপতি নগর।
অমরাবতীর তুল্য বলে সদাগর॥ ৫৪৪
চৌহারা বাজার দেখে অনেক দোকান।
পুরুষ রমণী কাম রতির সমান॥ ৫৪৫
যোগসিদ্ধ যোগীগণ আছে যোগাসনে।
বিভূতি ভুষণ বিনে অন্য নাহি জানে॥ ৫৪৬
কনকে বাধিল গোড়া রম্য তার কূল।
কদম্ব কদম্ব চাঁপা বিশাল বহুল॥ ৫৪৭
অবিলম্বে উত্তরিল রাজার নগরে।
বালকে ফারসী পড়ে আখোন হুজুরে॥ ৫৪৮
সোনার কলম কানে দোয়াতি সম্মুখে।
কিতাবৎ নিপুণ কায়স্থগণ লিখে॥ ৫৪৯
তারপরে বিহন্দে আছেন নরনাথে।
ছুয়ারে ছুরআনি কার না দেয় যাইতে॥ ৫৫০
কহিল সাধুর কথা রাজার গোচর।
হুজুরে আনহ গিয়া বলে নৃপবর॥ ৫৫১
চলিল কোটাল বড় হরষিত হইয়া।
রাজার সাক্ষাতে গেল সদাগরে লইয়া॥ ৫৫২
ভেট দ্রব্য আগে থুইয়া সাধুর নন্দন।
করজোড়ে নৃপতির বন্দিল চরণ॥ ৫৫৩
আদর করিয়া রাজা বসাইল পাশে।
কিবা হেতু আগমন সাধুরে জিজ্ঞাসে॥ ৫৫৪
সাধু বলে অবধান করহ রাজন।
যে কার্য্যে পাটনে আমি করিনু গমন॥ ৫৫৫
নিবাস আমার রাজ্য বরদানগরে।
তাহাতে পূজিত যে মদন নৃপবরে॥ ৫৫৬
দেবদত্ত নাম পিতা তথায় বসতি।
বহুদিন হইল তার পাটনেতে গতি॥ ৫৫৭

পিতার উদ্দেশ্যে তথা আইনু গুণধাম।
পুষ্পদন্ত মোর নাম ভণে কৃষ্ণরাম॥ ৫৫৮

৩১

শুনিয়া সাধুর অতি মধুর বচন।
দয়াল হইয়া বলে অবনীভূষণ॥ ৫৫৯
দূরদেশে পাঠাইয়া এহেন কুমার।
কেমনে পরাণ ধরে জননী তোমার॥ ৫৬০
প্রণতি করিয়া বলে সাধুর কুমার।
সাবিত্রী সমান সতী জননী আমার॥ ৫৬১
পতিবিনে সংসার অসার সব মনে।
দিবস রজনী তার পোহায় রোদনে॥ ৫৬২
দেখিতে না পারি আমি সদা মনস্তাপ।
কেমনে রহিব ঘরে দূর দেশে বাপ॥ ৫৬৩
পুত্রের এইত কার্য্য শুন নৃপমণি।
বিপদে উদ্ধার করে জনকজননী॥ ৫৬৪
রাজা বলে ধন্য ধন্য তোমার জীবন।
ভাগ্যমন্ত জন পায় এমন নন্দন॥ ৫৬৫
ধন্য ধন্য তোমার বাপ তোমায় জন্ম দিল।
ধন্য জননী তোমার উদরে ধরিল॥ ৫৬৬
বিবরিয়া সদাগর কহ দেখি শুনি।
কোন কোন দেশ দিয়া বাহিলে তরণী॥ ৫৬৭
সাধু বলে মহাশয় নাহি ভুলো মনে।
নিবেদন করি কিছু ও রাঙ্গা চরণে॥ ৫৬৮
পথের বৃত্তান্ত যতো কহিতে লাগিল।
দৈব বিড়ম্বিল দেখ প্রমাদ ঘটিল॥ ৫৬৯
গঙ্গা সাগরে প্রভু অনন্ত মাধব।
পতিতপাবন নাম বড় অনুভব॥ ৫৭০
এমনি স্থানের গুণ শুন নরপতি।
জলে স্থলে মানিলে অন্তরিক্ষে মুকতি॥ ৫৭১

দেখিনু সমুদ্রতীরে প্রভু জগন্নাথ।
দেবতা কিনিয়া খায় যাহার প্রসাদ ॥ ৫৭২
সাগরে জাঙ্গাল বড় বাঁধিল বানরে।
রাবণবধের হেতু রাম অবতারে ॥ ৫৭৩
অতি সত্য আমার বচন শুন ভূপ।
রাজদহে দেখিলাম বড়ই অপরূপ ॥ ৫৭৪
সাগরের মধ্যখানে পড়িয়াছে চর।
ভক্ষ্য আর ভক্ষকে চরে অতি মনোহর ॥ ৫৭৫
দিব্য পুরুষ এক রত্ন সিংহাসনে।
চারিদিকে চামর ঢুলায় দাসগণে ॥ ৫৭৬
একথা কহিল যদি সাধুর নন্দন।
শুনিয়া হাসিল রাজা অবনীভূষণ ॥ ৫৭৭
কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের আদেশে।
কৃপা করি রাখ প্রভু নীলকণ্ঠ দাসে ॥ ৫৭৮

৩২

হাসিল অবনীপাল সাধুর বচনে।
সাগরের মাঝে পুরী দেখিলে স্বপনে ॥ ৫৭৯
হেন কথা এথা না বলিহ পুনর্বার।
জুয়ারী ঢেমন সম চরিত্র তোমার ॥ ৫৮০
সাধু বলে কটু কেন বল নররায়।
দেখাব সাগরে পুরী কতবড় দায় ॥ ৫৮১
যদি দেখাইতে নারি সত্য এই কথা।
সাত ডিঙ্গা লইয়া কাটিয় মোর মাথা ॥ ৫৮২
যদি দেখাইতে পারি তবে হার কিবা।
নিজ রাজ্যখণ্ড আর কন্যা দেহ বিভা ॥ ৫৮৩
রাজা বলে সিন্ধুমাঝে যদি দেখি পুরী।
হারিব আপন রাজ্য আপন কুমারী ॥ ৫৮৪
এইত করিয়া পণ দুই মহাশয়।
দুহারে লিখিয়া দুহে দিলেক নিশ্চয় ॥ ৫৮৫

কোটাল আনিয়া রাজা তত্‌ক্ষণে কয়।
তরণী ত্বরায় কর যাব রাজদয় ॥ ৫৮৬
নৃপতির অঙ্গীকারে কোটাল ত্বরিতে।
সাজিল পদাতি কত সৈন্য সাথে সাথে ॥ ৫৮৭
শত দাঁড় কোষায় বসিল নরপতি।
হেমসিংহাসন মাঝে শিরে রত্নছাতি ॥ ৫৮৮
পাত্রমিত্র বসিল ভূদেব বুধজাল।
অনেক অনিক লইয়া চলিল কোটাল ॥ ৫৮৯
সদাগর চলিল লইয়া কর্ণধার।
পবন জিনিয়া তরী কৈল আগুসার ॥ ৫৯০
রতনের খুঙ্গি কতো নৌকার উপর।
ঝকমক অভেদ দর্পণ সুধাকর ॥ ৫৯১
বিজয় বাতাসে উড়ে শ্বেত পীত বানা।
উপনীত রাজদহে নৃপতির সেনা ॥ ৫৯২
চারিদিক নিরীক্ষণ করে নররায়।
জলবিনে আর কিছু দেখিতে না পায় ॥ ৫৯৩
রাজা বলে কহ পুষ্পদত্ত সদাগর।
কোথায় দেখিলে পুরী অতি মনোহর ॥ ৫৯৪
সদাগর বলে যদি না দেখ দেখিয়া।
দেখ দেখ যতো বলি মরিব ডাকিয়া ॥ ৫৯৫
তুরঙ্গ পাটনে ছত্র ধরিব এখন।
প্রমাণ দনুজরিপু দিয়াছ লিখন ॥ ৫৯৬
রাজা বলে নয়নগোচর মোর নয়।
তৃণগাছ না দেখি গভীর জলময় ॥ ৫৯৭
আমার যতেক লোক মিছা বলে যদি।
তোমার লোকের তরে মানিনু ইসাদি ॥ ৫৯৮
কহ কহ কর্ণধার নিশ্চয় বচন।
অকূল সমুদ্র তুমি দেখহ কেমন ॥ ৫৯৯
সাধু বলে অন্ধ নহে আমার কাণ্ডারী।
বলিবে এখন সাগরের মাঝে পুরী ॥ ৬০০

কর্ণধার বলে রাজা সত্য কথা কই।
জল বিনে আর কিছু দেখিতে না পাই॥ ৬০১
আসিবার কালে সাধু কহিল আমারে।
ইসাদী হইও সভে কহিব রাজারে॥ ৬০২
এখন না দেখি কিছু তখন না দেখি।
শুনিয়া স্থরথ রাজা পরম কৌতুকী॥ ৬০৩
কোটালেরে আদেশ করিল মহারাজে।
সাধুরে বাঁধিয়া রাখ কারাগার মাঝে॥ ৬০৪
সংহার করিঅ কালি দক্ষিণ মশানে।
সপ্তখানি ডিঙ্গা লুটি লহ এইখানে॥ ৬০৫
এতেক বলিয়া (তবে) ধরাপতিধর।
তরী পরিহরি করি চড়ি গেলা ঘর॥ ৬০৬
কোটাল বিকট বড় রাজার আদেশে।
বাঁধিল সাধুর স্থতা বিপরীত পাশে॥ ৬০৭
দুই হাথ বাঁধিল বিষম দিয়া ডোর।
লাগালি পাইল যেন প্রমাদিয়া চোর॥ ৬০৮
কাঁকালি বাধিয়া কাছি কতো বেড় দিল।
রত্ন অলঙ্কার যতো কাড়িয়া লইল॥ ৬০৯
রায়ের চরণ চারু অরবিন্দ ভাবি।
রচিল পাচালি ছন্দ কৃষ্ণরাম কবি॥ ৬১০

৩৩

কর্ণধার সহিত করিয়া কোলাকুলি।
কাতরে কহেন সাধু করি পুটাঞ্জলি॥ ৬১১
নিবেদন করি শুন অশেষ বিশেষ।
এথায় নাহিক কাজ যাহ নিজ দেশ॥ ৬১২
খণ্ডন না যায় কভু বিধির লিখন।
পাটনে আসিয়া মোর হইল মরণ॥ ৬১৩
তোমার সমান বন্ধু নাহিক আমার।
দেশে গিয়া জানাও মরণ সমাচার॥ ৬১৪

মরণে নাহিক দুঃখ নাহি তাহে তাপ।
জনম অবধি আমি না দেখিনু বাপ॥ ৬১৫
জনম দুঃখিনী মোর সুশীলা জননী।
অবিরত মনস্তাপ দিবস রজনী॥ ৬১৬
আর না যাইব আমি বরদানগর।
আর না দেখিব মদন নৃপবর॥ ৬১৭
পিরীতের কার্য্য কর যাও নিজ দেশ।
বুঝাইয়া জননীকে কহিবা বিশেষ॥ ৬১৮
কর্ণধার বলে আমি দেশে না যাইব।
তোমার মরণে সত্য প্রাণ না রাখিব॥ ৬১৯
আসিবার কালে সাধু তোমার জননী।
হাথে হাথে সঁপিয়া দিলেন মোরে আনি॥ ৬২০
কেমনে এমুখ গিয়া দেখাইব দেশে।
তোমার মরণ কব কেমন সাহসে॥ ৬২১
তখন করিনু মানা না শুনিলে কানে।
অসম্ভব ভারতী কহিলে রাজার স্থানে॥ ৬২২
আপনার দোষে ভাই এতেক প্রমাদ।
ভালমন্দ যতো কিছু বিধাতার হাথ॥ ৬২৩
সাগরের মাঝে কেন ডিঙ্গা না ডুবিল।
এমনি কর্ম্মের ফল ডাঙ্গায় ডুবিল॥ ৬২৪
কহিতে না দেয় কথা দারুণ কোটাল।
সাধুরে লইয়া গেল ঘোর কারাগার॥ ৬২৫
দেখিয়া সেইত স্থান সাধু করে ভয়।
মনে করে সশরীরে আইনু যমালয়॥ ৬২৬
হাজার হাজার লোক দিয়াছে শূলে।
কাটিয়া বিকট কতো ফেলিয়াছে খালে॥ ৬২৭
হুড়াহুড়ি মাংস খায় শিয়াল কুকুর।
ঝাকে ঝাকে শকুনি গৃধিনী প্রচুর॥ ৬২৮
সাধুরে বাঁধিয়া রাখে তাহার ভিতরে।
বুকেতে তুলিয়া দিল বিষম পাথরে॥ ৬২৯

কাতর হইয়া বলে সাধুর নন্দন।
রায়ের ভাবিয়া মনে করয়ে স্তবন ॥ ৬৩০
চৌত্রিশ অক্ষরে তাহা বিস্তারিয়া বলি।
কৃষ্ণরাম বিরচিল মধুর পাচালি ॥ ৬৩১

৩৪

করজোড়ে কহি কৃপা কর কল্পতরু।
কাতর হইল কলেবর কাঁপে উরু ॥ ৬৩২
খগেন্দ্রাসনের গুণাশয় সুশোভন।
খলগর্ব্ব খর্ব্ব করি রাখহ জীবন ॥ ৬৩৩
গুণের সাগর তুমি সর্ব্বলোকে ঘোষে।
গণ্ডগোল করিলে আনিয়া দূরদেশে ॥ ৬৩৪
ঘরে একা জননী বিদেশে পুত্রপতি।
কাটিবে কোটাল ঝাট কর অব্যাহতি ॥ ৬৩৫
উদ্ধারিয়া আনিলে বিষম সিন্ধুজল।
উদকসমুদ্রে কেন নাহি দেও স্থল ॥ ৬৩৬
চলন চরিত্র চণ্ড নৃপতি দারুণ।
চন্দ্রহাস হানিয়া কোটাল করে খুন ॥ ৬৩৭
ছলনা দেখিনু মায়া তোমার সকল।
ছলে প্রাণ ধন যায় এতো অমঙ্গল ॥ ৬৩৮
জগতে জন্মিয়া দুঃখ যতেক আমার।
যে বুঝি বলিতে নারে চারি মুখ যার ॥ ৬৩৯
ঝাকে ঝাকে গৃধিনী উড়য় মাংস আশে।
ঝাকিয়া খড়গ ঝাট কোটালিয়া আইসে ॥ ৬৪০
ইন্দুনিন্দ বদন মদন জিনি রূপ।
ইঙ্গিতে উদ্ধার কর দক্ষিণের ভূপ ॥ ৬৪১
টানিয়া আনিলে মোরে টনক বন্ধনে।
টুটিকে দুখান করি রাখহ জীবনে ॥ ৬৪২
ঠটীয়া ঠগর বন্ধ কোটাল দারুণ।
ঠায় নিপাতিবে মোরে বড় নিদারুণ ॥ ৬৪৩

ডাকিয়া ডাকিয়া বলি গদগদ স্বরে।
ডুবিল তরাসে সিন্ধু স্থান দিও মোরে ॥ ৬৪৪
ঢঙ্গ কোটাল অঙ্গ হেরি ভয় লাগে।
ঢাল অসি ধরে রুষি ধায় মোর আগে ॥ ৬৪৫
আনাইয়া বিদেশে কেন বধ কর দাস।
আননে তরাসে মোর নাহি সরে ভাষ ॥ ৬৪৬
তপ্ত তাঁবার হাড়ি কোটালের মুখ।
তরতরি তরাসে সঘনে কাঁপে বুক ॥ ৬৪৭
থানে থাকি কানে শুন দক্ষিণের রায়।
স্থান দেহ চরণে সহজে মহাশয় ॥ ৬৪৮
দুর্গত দাসের দোষে রোষ অনুচিত।
দুঃখিত দেখিয়া দয়া করিতে উচিত ॥ ৬৪৯
ধনজন হারা হইল সবে আছে প্রাণ।
ধিয়াই তোমার পদ কর পরিত্রাণ ॥ ৬৫০
নমনম লীলাবতী পতি মহাশয়।
নিবারণ করহ বড়ই পাই ভয় ॥ ৬৫১
পরম পুরুষ তোমা পরতেক জানি।
পরমাদে রাখ দাসসুতের পরানি ॥ ৬৫২
ফণিবর জিনি ভুজ তুমি সে ঠাকুর।
ফাফর হইলাম বড় ভয় কর দূর ॥ ৬৫৩
বয়সে না দেখি বাপ বসতি বিদেশ।
বিঘ্ন বিনাশন প্রভু হও কৃপালেশ ॥ ৬৫৪
ভরিয়া আইলাম ভরা ভবন হইতে।
ভরসা তোমার পদ ভাবিতে ভাবিতে ॥ ৬৫৫
মমতা না কর যদি দক্ষিণের রায়।
মরিলে মহিমা আর রহিবে কোথায় ॥ ৬৫৬
জন্মে না জনক জানি তুমি তেজবান।
যশের পীযূষ তুমি কর পরিত্রাণ ॥ ৬৫৭
রহুক মহিমা ক্ষিতি রাখ নিজ দাস।
রাজারে সুমতি দেও শুন স্তুতি ভাষ ॥ ৬৫৮

দ্রুতগতি যদি প্রাণ না রাখ আমার।
লইব শরণ নর কে আর তোমার ॥ ৬৫৯
বাপ আমি না দেখিনু না সেবিনু তোমা।
বিমুখ হইয়া কর অপরাধ ক্ষমা ॥ ৬৬০
স্বপনে কহিলে শুভ হইবেক সকল।
শরণাগতের দুঃখ হর অমঙ্গল ॥ ৬৬১
ষড়ানন সমান বিক্রম মহাশয়।
ষড়ঙ্গে পূজিব দেশে যদি দয়া হয় ॥ ৬৬২
সুশীলার তনয়ে তোমার দাস হই।
সুন্দর চরণ ছায়া অবিরত চাই ॥ ৬৬৩
হইল কাতর বড় আর নাহি গতি।
হও মোরে সদয় দক্ষিণদেশপতি ॥ ৬৬৪
ক্ষিতিতলে কলিকাতা জাহ্নবীর কূলে।
ক্ষীণ কৃষ্ণরাম বলে রায়পদতলে ॥ ৬৬৫

৩৫

সাধু সুতা কাটা যায় ধিয়ানে জানিলেন রায়
জিজ্ঞাসিল পঞ্চপাত্র প্রতি।
সঙ্কটে পড়িয়া মরে আমার স্মরণ করে
কি করিব বলনা যুকতি ॥ ৬৬৬
বলে লীলাবতী সতী শুন শুন প্রাণপতি
বিপরীত করম তোমার।
সুশীলা কিশোরী কন্যা সর্ব্বগুণময়ী ধন্যা
তুয়া বিনে গতি নাই আর ॥ ৬৬৭
চিরদিন তব দাসী কি করিল ভালবাসি
স্বামী বন্দী দ্বাদশ বৎসর।
যদিবা হইল সুত রূপেগুণে অদ্ভুত
তাহারে আনিলা দেশান্তর ॥ ৬৬৮
পূরাও মনের আশ সঙ্কটে রাখহ দাস
বিপাকে পড়িয়া কাটা যায়।

কি লাগি না হয় দুখ কেমনে তুলিবে মুখ
লাজ পাবে দেবতা সভায়॥ ৬৬৯
দয়ামায়া কিছু নাই কুলিশ সমান এই
হেন বুঝি তোমার হৃদয়।
শরণ লইবে কেবা কে আর করিবে সেবা
যদি মরে সাধুর তনয়॥ ৬৭০
শুনিয়া কুপিল রায় সে দিন কুনিল গায়
ডাকিয়া আনিল বাঘগণ।
যে রূপে যথায় ছিল কাছে আসি উত্তরিল
ঘোর নাদে পূরিল গগন॥ ৬৭১
লোহাজঙ্গ রূপ রায় বেলাকি সহিত ধায়
ঠাঞি ঠাঞি যতো ক্ষেত্রপাল। ৬৭২
দক্ষিণদেশের পতি আদেশিলা শীঘ্রগতি
যাহ সবে তুরঙ্গ পাটনে।
সদাগর কর্ণধার এ দুই প্রত্যেক আর
বধ কর প্রাণী যতো জনে॥ ৬৭৩
শুনিয়াত সবে ধায় পবন জিনিয়া যায়
তুরঙ্গ পাটনে উপনীত।
বরোলা ভিমরুল ঘন করে ভনভন
গরজে যাহার যেই রীত॥ ৬৭৪
সাধু রক্ষা এই কার্য্য বাঘেতে বেড়িল রাজ্য
কোটালের দেখে লাগে ভয়।
আছিল সতেক সেনা একচাপে দিল হানা
সঘনে ছাড়অ গুলিচয়॥ ৬৭৫
ধানুকী ধাইল রাগে ঢালি রায়বাঁশ্যা লাগে
লাখে লাখে কোটালের সেনা।
গোলন্দাজ যতো ছিল কামানে আগুন দিল
বাজে কতো বিবিধ বাজনা॥ ৬৭৬
দানব দুরন্ত বাঘে মানুষ দেখিয়া রাগে
ফুলসে গরজে অতিশয়।

কৃষ্ণরাম বিরচিত কোটালের সমুচিত
ত্বরিতে হইলে ভালো হয় ॥ ৬৭৭

৩৬

রোষে বাঘ লাকেশ্বরী ধাইল বিক্রম করি
মানুষ সেনার মাঝখানে।
হাতির উপর চড়ে কামড় মারিয়া ঘাড়ে
ফুলুস আবেশ বড় রণে ॥ ৬৭৮
রায় অঙ্গীকারে কোপে।
বজ্রদন্ত বাঘ বেগে কোটাল ধরিয়া রাগে
টানিয়া উপড়ে দাড়িগোঁপে ॥ ৬৭৯
লোহাজঙ্গ ধায় রাগে কোটালের মাথাভাগে
দোহাতিয়া মারিল মুদ্গর।
কেহ গিয়া গাছে উঠে লাকেশ্বরী বাঘ রুষে
পড়ে তার ঘাড়ের উপর ॥ ৬৮০
প্রতাপ বলিব কিয়া ঘাড় ভাঙ্গে রক্ত পিয়া
একে একে বধিল সকল।
সাধু কর্ণধার বই মশানে জনেক নাই
তুরঙ্গ পাটনে অমঙ্গল ॥ ৬৮১
সমুখে যবন পাড়া বাঘে গিয়া দিল দাড়া
সেখ সৈয়দ কাজি মোল্লা।
মাথায় নাহিক চুল কামড়ায় ভিমরুল
মৌপোক অগণন বল্লা ॥ ৬৮২
হইল বড় পরমাদ শিরে বুলাইল হাথ
বিসমিল্ল করে ছাড়ে ডাক।
ভূতগণে খায় খানা অবস্থা করিল নানা
ঘাড়ের উপরে পড়ে বাঘ ॥ ৬৮৩
বিড়াল কুকুর ধরি বাহির করিয়া ভুড়ি
ছাগল ধরিয়া দেয় গালে।

ছুটিয়া বেড়ায় ষাঁড় বাঘে তার ভাঙ্গে ঘাড়
তাহা সব বধে অবহেলে ॥ ৬৮৪
দোকানে দোকানিগণ বেচেকেনে নানাধন
একজাতি না রাখিল তার।
তেলিমালি বৈশ্য তাঁতি বধিল ছত্রিশ জাতি
দিবসে পড়িল মহামার ॥ ৬৮৫
কেহ পলাইয়া বেগে সুরথ রাজার আগে
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে বাণী।
বেতাল দানব ভূতো বাঘএর আরম্ভ যতো
চারিদিকে মৌপোক ভিমরুলি ॥ ৬৮৬
কোটাল মারিয়া ঠায় সাধুরে নাহিক খায়
প্রাণী নাহি তুরঙ্গ পাটনে।
তেজিয়াত এই পুর পলাইয়া যাহ দূর
এমনি আমার লয় মনে ॥ ৬৮৭
শুনি নরপতি রাগে সাজ সাজ ঘন ডাকে
রথে চড়ে লইয়া কামান।
মুরজ মাদল রোল জগঝম্প বাজে ঢোল
ভেরী বাজে সমর সমান ॥ ৬৮৮
লইয়া যে পরবল সাজিল তুরঙ্গদল
দামামা বাজায় রণ কাড়া।
কৃষ্ণরাম সুরচনে ভূপতি সাজিল রণে
চৌদিকে পড়িয়া গেলো সাড়া ॥ ৬৮৯

৩৭

সাজি চলে অনেক পাইক চতুরঙ্গ।
শিরে টোপ সোয়ার জামায় ঢাকা অঙ্গ ॥ ৬৯০
উত্তরিল মশানে সুরথ নররায়।
দেখিল দারুণ বাঘ গণন না যায় ॥ ৬৯১
মার মার করে রাজা আপন প্রতাপে।
রুষিয়া ধাইল সেনাগণ একচাপে ॥ ৬৯২

আকাশ ঢাকিয়া রহে বয়োলা ভিমরুল।
কামড়ে রাজার সেনা সকল আকুল ॥ ৬৯৩
ঝাপ দিয়া পড়ে জলে বিষম জ্বালায়।
সোয়ার সহিত ঘোড়া কুঞ্জর পলায় ॥ ৬৯৪
গোলন্দাজগণ যতো উপায় নিপুণ।
কামানে ভরিয়া দারু দিলেক আগুন ॥ ৬৯৫
মৌচাক ভিমরুল বল্লার পোড়া যায় পাক।
মৃত্যুকল্প হইয়া ক্ষিতি পড়ে লাখলাখ ॥ ৬৯৬
এখন রাজার সেনা সব কুতুহলে ॥
বাঘের উপর হানে মুদ্গার মুসলে ॥ ৬৯৭
রুষিল দারুণ বাঘ লইয়া মুদ্গার।
মশানে প্রবেশ করে বড় ভয়ঙ্কর ॥ ৬৯৮
দোহাতিয়া মুদ্গার হেলায় মারে তুলি।
পড়ে বাঘ লাকেশ্বরী ভাঙ্গিয়া কাঁকালি ॥ ৬৯৯
সোয়ার সহিত ঘোড়া করে চূরমার।
করের আঘাতে বধে অনেক সোয়ার ॥ ৭০০
দেখিয়া সেনায় ভঙ্গ নৃপতির দুখ।
এড়িয়া দিলেক বাণ নাম সিংহমুখ ॥ ৭০১
মহাবেগে চলে বাণ আনল উথলে।
হাজার হাজার বধে দানব সকলে ॥ ৭০২
(পলায় দানব সব) মুদ্গার লইয়া কাঁধে।
বিষম বাণের শব্দে বুক নাহি বাঁধে ॥ ৭০৩
দানবের ভঙ্গ দেখি রোষে যত বাঘ।
আলুম আলুম ছাড়ে বিপরীত ডাক ॥ ৭০৪
দেখিয়া বাঘের ভঙ্গ (যতেক) ধানুকী।
সন্ধান করিয়া হানে সমর কৌতুকী ॥ ৭০৫
তাহা সব মারিয়া পাড়ে বাঘ গজস্কন্ধ।
গায়ে অস্ত্র নাহি ফুটে বড়ই দুরন্ত ॥ ৭০৬
চলিল মাতাল হস্তী নানান প্রকারে।
সোয়ার সাধু না কাটে খরতলয়ারে ॥ ৭০৭

এরাকী ঘোড়ার কাছে বাঘ কিবা করে।
শুণ্ডে জড়াইয়া কতো তুলিয়া আছাড়ে ॥ ৭০৮
এরাকী ঘোড়ার কাছে কিবা করে বাঘ।
রড়াইলে সোয়ার না পায় যার লাগ ॥ ৭০৯
রূপচাঁদা দুই বাঘ দেখিয়া কুপিল।
নৃপতি মারিয়া গুড়ি পড়িয়া রহিল ॥ ৭১০
রড়াইলে সোয়ার লাফিয়া পড়ে ঘাড়ে।
এমন প্রকারে বধে আঁচড় কামড়ে ॥ ৭১১
ঢালি রায়বাঁশ্যা সব মারিল সভায়।
সুনিত নদীর মাঝে ভাসিয়া বেড়ায় ॥ ৭১২
রায়ের চরণ চারু অরবিন্দ ভাবি।
রচিল পাচালি ছন্দ কৃষ্ণরাম কবি ॥ ৭১৩

৩৮

দেখিয়া কুপিল সুরথ নৃপবর।
একেবারে দিল এড়ি তিনশত শর ॥ ৭১৪
আকাশ ছাড়িয়া বাণ চলে অবিলম্ব।
দেখিয়া পলায় ডরে শার্দূল কদম্ব ॥ ৭১৫
পালে পালে পলায় না হয় কেহ স্থির।
হান হান ডাকে রাজা সঘনে গভীর ॥ ৭১৬
দেখিয়া বাঘের ভঙ্গ রায় ক্রোধ করি।
পুনঃ পাঠাইল রণে দিয়া টিটকারি ॥ ৭১৭
রূপচাঁদ দুই বাঘ দুর্জয় প্রতাপ।
রথের উপরে ওঠে দিয়া এক লাফ ॥ ৭১৮
আট ঘোড়া বধ করে মারিল সারথি।
কুপিল সুরথ রাজা হইল বেরথি ॥ ৭১৯
এড়িয়া দিলেক বাণ নাম মহাকাল।
রূপচাঁদা দুই বাঘ পড়িল তৎকাল ॥ ৭২০
পড়িল প্রধান বাঘ রোষে লাকেশ্বরী।
অবিলম্বে রথে চড়ে মহাদর্প করি ॥ ৭২১

রাজার হাতের ধনুক লইল কাড়িয়া।
গায় আঁচড়িল রক্ত পড়িছে বহিয়া॥ ৭২২
মুদ্গর তুলিয়া মারে রাজা গুণশালী।
পড়ে বাঘ লাকেশ্বরী ভাঙ্গিয়া কাঁকালি॥ ৭২৩
মামুদা কুমুদা সুধা যতেক শার্দূল।
উভরড়ে পালাইয়া গেলো বহুদূর॥ ৭২৪
কুপিল দক্ষিণরায় পরাজয় মানি।
সমর কারণ রথে চাপিল আপনি॥ ৭২৫
করে শরাসন নিলে সাথে পঞ্চপাত্র।
উত্তরিল মশানে মাথায় দিব্য ছত্র॥ ৭২৬
রাজা বলে কে তুমি করহ পরিচয়।
কি লাগিয়া তোমার রণ মোর সঙ্গে হয়॥ ৭২৭
কহিতে লাগিল রায় নিজ সমাচার।
এইত আঠারোভাটি আমল আমার॥ ৭২৮
না কর ভকতি পূজা কাট মোর দাস।
এই অনুরাগেতে করিব সর্ব্বনাশ॥ ৭২৯
রাজা বলে তোমার গোসাঞী পালা বুঝি।
তিন লোক দেখুক খানিক চল জুঝি॥ ৭৩০
গালাগালি বোলাবুলি বাজিল সমরে।
কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল॥* ৭৩১

৩৯

কুপিল দক্ষিণদেশপতি গুণবান।
বাচিয়া বাচিয়া মারে লাখে লাখে বাণ॥ ৭৩২
রাজার টোপর কাটে আর কাটে ছড়া।
বিরথি সুরথরাজা রথ নেড়ামুড়া॥ ৭৩৩

*অতঃপর লেখকের উক্তি—"মশান বেড়া"

এড়িয়া দিলেক বাণ নাম হরিতালি।
উগরে গরল ঘন পরিসর ফণী ॥ ৭৩৪
কাটিয়া ফেলিল রায়ের হাথের ধনুক।
পুনরপি বাণ এড়ে পরম কৌতুক ॥ ৭৩৫
পঞ্চপাত্র বিধিয়া করিল জরজর।
জ্বলিল বিষম ক্রোধে দক্ষিণ ঈশ্বর ॥ ৭৩৬
মুদ্গর তুলিয়া নিল গুরুতর ভার।
বাহুশালী বৈসে তাহে যম অধিকার ॥ ৭৩৭
চৌদিকে ঘাঘর বাজে বেগে যায় চলি।
দেখিয়া না করে ভয় রাজা মহাবলী ॥ ৭৩৮
কর্ণমূলে তুলিয়া ধনু পাশবাণ এড়ে।
দুখান করিয়া সেই মুদ্গর কাটি পাড়ে ॥ ৭৩৯
দক্ষিণেশ অতি রোষ ইহাত দেখিয়া।
এড়িল ঐশিক বাণ মহেশ ভাবিয়া ॥ ৭৪০
অচ্যুত শিবের অস্ত্র মহাবেগে যায়।
দেখিয়া সুরথরাজা হৃদয় ডরায় ॥ ৭৪১
কাটিতে লাগিল বাণ বুকে গিয়া লাগে।
পড়িল নৃপতি ক্ষিতি আলিঙ্গন মাগে ॥ ৭৪২
জয় জয় শব্দ সকল বাঘ করে।
পাঠাইয়া দিলেন রণে তাহা সবাকারে ॥ ৭৪৩
জিয়াইল মরাবাঘ মন্ত্রের কারণ।
নিজস্থানে গেলা তবে লইয়া পাত্রগণ ॥ ৭৪৪
কিসনরামের গাথা বড় অপরূপ।
পড়িল সমর মাঝে প্রচণ্ড ভূপ ॥ ৭৪৫

৪০

রণে পড়েন রায় রাণী সমাচার পায়
সখী সঙ্গে হইল বাহির।
কি হইল কি হইল বলি ধাইল আউদড় চুলি
নয়ন যুগলে পড়ে নীর ॥ ৭৪৬

কাঁদিতে কাঁদিতে যায় রাণী।
যথায় হইল বধ দেখিল রুধির নদ
শিরে পড়ে করাঘাত হানি ॥ ৭৪৭
কোন দেবের সনে বাদ এতকেনে পরমাদ
পতির চরণ ধরি বলে।
তোমা বিনে অনাথিনী কহে আমি একাকিনী
এই ছিলো আমার কপালে ॥ ৭৪৮
অন্তরিক্ষ রথে থাকি রাণীরে বলেন ডাকি
দক্ষিণ ঈশ্বর মহাশয়।
আমি দক্ষিণের রাজা না কর আমার পূজা
কাট মোর দাসীর তনয় ॥ ৭৪৯
অকারণে কাঁদ কেন সত্য আগে কর হেন
সাধুরে তনয়া দিবে দান।
করিয়া আমার রূপ পূজা যদি করে ভূপ
তবে পুন পাইবেক পরাণ ॥ ৭৫০
শুনি রাণী বলে বাণী যতনে জুড়িয়া পাণি
সাধু মোর তনয়ার পতি।
শক্তি অনুরূপ পূজা তোমারে করিবেন রাজা
জিয়াইয়া দেহ মোর পতি ॥ ৭৫১
রাণীর করুণ ভাষে উরিল তুরঙ্গ দেশে
অমৃত কুম্ভের লইয়া জল।
পড়িল যতেক জীব সবার হইল শিব
জিয়াইল ভকতবৎসল ॥ ৭৫২
সৈন্যগণ জিয়া শেষে নরপতি পূর্ব্ব রোষে
উঠিয়া বসিল ততক্ষণে।
সমরে পড়িয়াছিল কোনজন জিয়াইল
বিস্ময় হইল বড় মনে ॥ ৭৫৩
রাণী বলে মহারাজে পড়িলে সমর মাঝে
দক্ষিণরায়ের সনে বাদ।

জিয়াইয়া দিল পুন আমার বচন শুন
পূজিলে পাইবা প্রসাদ ॥ ৭৫৪
এই সাধু তাঁর দাস লইয়া আপন বাস
কন্যারত্নাবতী দেহ বিভা।
বুঝাইয়া বলে রাণী এইত আমার বাণী
অন্যমত না ভাবিহ ইহা ॥ ৭৫৫
রায় বলে সদাগর ঘুচাইল দুঃখ ডর
এড়াইলে সুশীলার দায়।
বাপ তোর বন্দী ঘরে উদ্ধার করিয়া তারে
দেশে যাও চলিয়া ত্বরায় ॥ ৭৫৬
ধরিয়া সাধুর হাথ লইয়া মনুজনাথ
জামাতা বলিয়া সম্ভাষিল।
আপন গলার হার মূল্য নাহিক যার
সেইক্ষণে সদাগরে দিল ॥ ৭৫৭
নিমিতে গ্রামেতে বাস নাম ভগবতি দাস
কায়েস্থ কুলেতে উৎপতি।
হইয়া যে একচিত রচিল রায়ের গীত
কৃষ্ণরাম তাহার সন্ততি ॥ ৭৫৮

৪১

সভা করি বসিল লইয়া বুধগণ।
বিধুদেব সভা যেন বলে সর্ব্বজন ॥ ৭৫৯
রাজা বলে পুরোহিত ঝাট কর দিন।
তনয়া বিবাহ দিব বিলম্ববিহীন ॥ ৭৬০
নৃপতির আরতি সুমতি দ্বিজবর।
গণিল উত্তম দিন বড় কুতূহল ॥ ৭৬১
হেনকালে সাধু বলে রাজা বিদ্যমান।
তবে সে করিব বিভা দেহ একখান ॥ ৭৬২
বন্দিয়াল আছে যতো কারাগার মাঝে।
আমারে সকল তাহা দেহ মহারাজে ॥ ৭৬৩

রাজা বলে সকল দিলাম এইক্ষণে।
খালাস করহ কিবা যাহা লয় মনে ॥ ১৬৪
কোটাল আনিয়া রাজা বলে ততক্ষণে।
জামাতা লইয়া যাহ বন্দিয়াল ভুবনে ॥ ১৬৫
তসলীম করিয়া কোটাল কুতুহলী।
ঠাকুর জামাই চল বলে পুটাঞ্জলি ॥ ১৬৬
রঙ্গিম খড়ম পায় যায় সদাগর।
অবিলম্বে উত্তরিল যথা বন্দীঘর ॥ ১৬৭
সাধু বলে বন্দিয়াল একে একে আন।
নমস্কার আমার না করে কেহ যেন ॥ ১৬৮
চোরছিনার আর যতো বন্দী ছিল।
সাধুর হুকুমে তাহা সকল আনিল ॥ ১৬৯
একে একে সর্ব্বজন দিল পরিচয়।
যে জাতি যথায় ঘর যাহার তনয় ॥ ১৭০
তাহা সবাকারে দিয়া বস্ত্র অলঙ্কার।
বিদায় করিল দেবদত্তের কুমার ॥ ১৭১
বিষাদে রোদন করে বসিয়া ধরণী।
এত দুঃখেতে না দেখিনু বাপগুণমণি ॥ ১৭২
দেশে না যাইব আর না করিব বিভা।
ধন জন (দারা সুত) প্রয়োজন কিবা ॥১৭৩
হইল আকাশবাণী শুন সদাগরে।
লুকাইয়া রহে সাধু এই কারাগারে ॥ ১৭৪
হইল কৌতুকী বড় শুনি দৈববাণী।
ঘরের ভিতর গিয়া সাভায় আপুনি ॥ ১৭৫
কারাগার অতি ঘোর দিবসে আঁধার।
যতনে তবাস করে সাধুর কুমার ॥ ১৭৬
ধুকুড়ির চট গিয়া কোটাল তুলিল।
পাইল পাইল বলি চুলেতে ধরিল ॥ ১৭৭
বাহির করিল লইয়া অনাদরে অতি।
ডরে ডরে থরথর করে সাধু মহামতি ॥ ১৭৮

নাহিক শরীরে মাংস অস্থিচর্ম সার।
দাড়িচুল নখ যেন ভল্লুক আকার॥ ১৭৯
সাধুর নিকটে রহে জোড় করি পাণি।
নমস্কার করিতে নিষেধ আছে জানি॥ ১৮০
কি নাম তোমার সাধুতনয়া জিজ্ঞাসে।
কি লাগিয়া বন্দী আছো ঘর কোন দেশে॥ ১৮১
এক নারী এক পুত্র কি জাতি আপনি।
মনে না করিহ ভয়ে কহ দড় বাণী॥ ১৮২
তোমার রাজ্যের পতি কহ কোন রাজা।
খালাস করিয়া দিব যদি কহ সাচা॥ ১৮৩
শুনিয়া মধুর বাণী বলে দেবদত্ত।
বলে কৃষ্ণরাম কবি একের মহত্ত্ব॥ ১৮৪

৪২

নিবাস আমার রাজ্য বরদানগর।
তাহাতে পূজিত রাজা মদন নৃপবর॥ ১৮৫
গন্ধবণিককুলে আমার উৎপত্তি।
দেবদত্ত নাম মোর শুন মহামতি॥ ১৮৬
পঞ্চমমাস গর্ভবতী শুনিলা যখন।
রাজ অঙ্গীকারে এথা আমার গমন॥ ১৮৭
রাজদহে দেখিনু বড়ই অপরূপ।
তথায় কিছুই গিয়া না দেখিল ভূপ॥ ১৮৮
সেইক্ষণে সপ্ত ডিঙ্গা লুটিয়া লইল।
দক্ষিণ মশানে মোরে (কোটালে) বাধিল॥ ১৮৯
হেন জন নাহি মোর উদ্ধার না করে।
বিধাতা বিমুখ আর কি বলিব কারে॥ ১৯০
পরিচয় পাইয়া পুষ্পদত্ত সদাগর।
জানিল জনক বটে গুণের সাগর॥ ১৯১
আকাশের শশী যেন করেতে পাইল।
শুখাইল তরু যেন মন্ত্রেতে সৃজিল॥ ১৯২

কাটাইল নখদাড়ি আনিয়া গ্রামিনি।
বস্ত্র দিল বিচিত্র পরিতে একখানি ॥ ৭৯৩
তৈল মাখাইয়া তোলে শরীরের মলা।
মুক্ত করিল কেশ আনিয়া আমলা ॥ ৭৯৪
মাখাইল নারায়ণ তৈল একবাটি।
কর্পূর বাসিত জলে স্নান পরিপাটি ॥ ৭৯৫
মধুর সন্দেশ ক্ষীর করাইল পান।
হেন বুঝি সদয় হইল ভগবান ॥ ৭৯৬
দেবদত্ত মনে করে কাটিবে এখনি।
সাধুর নিকটে রহে করি জোড়পাণি ॥ ৭৯৭
সকল বন্দীর তরে খালাস করিলে।
অভাগ্যের তরে কেন যতনে রাখিলে ॥ ৭৯৮
শুনিয়া বাপের কথা নয়ন সজল।
পুষ্পদত্ত সাধু বলে জোড় করি কর ॥ ৭৯৯
সুশীলা জননী মোর তুমি জন্মদাতা।
পুষ্পদত্ত নাম মোর শুন সত্যকথা ॥ ৮০০
সাধু বলে কেন হেন বল মহাশয়।
রাজার জামাই তুমি রাজার তনয় ॥ ৮০১
অধম দেখিয়া কেন কর উপহাস।
কৃষ্ণরাম বিরচিল সঙ্গতি রসভাষ ॥ ৮০২

৪৩

বলে সাধু মহামতি কাতর হইয়া অতি
অবধান কর নৃপমণি।
ইতে বড় পাই ভয় শুন শুন মহাশয়
আমারে জনক বল কেনি ॥ ৮০৩
বসন তিতে নেত্র জলে করপুটে সাধু বলে
সত্য আমি তোমার তনয়।
পঞ্চমাস গর্ভে আমি পাটনে আইলা তুমি
অবধান কর মহাশয় ॥ ৮০৪

লোকধর্ম্ম ভয় মানি সুশীলা রমণী মণি
নিবেদিনু গর্ভ সমাচার।
দ্বিজগণে জানাইল লিখন করিয়া নিল
তুলাতে অক্ষর আপনার ॥ ৮০৫
মন বড় উতরোল নিবেদিয়া এই বল
লিখন বাপের হাতে দিল।
আপন অক্ষর দেখি হইল পরম সুখী
নেত্রজলে বসন তিতিল ॥ ৮০৬
পুত্রবটে জানিল নিশ্চয়।
চাপিয়া ধরিল কোলে গদগদ স্বরে বলে
আজি মোর বিধাতা সদয় ॥ ৮০৭
আমি বড় ভাগ্যবান ইহাতে নাহিক আন
তুমি হেন তনয় যাহার।
অকূল সমুদ্র তরি আইলে কেমন করি
কহ শুনি শুভ সমাচার ॥ ৮০৮
মদন জিনিয়া বিধু বলে পুষ্পদত্ত সাধু
অবধান কর মহাশয়।
নৃপতির অনুমতি পাটনে করিলে গতি
বহুদিন না গেলে আলয় ॥ ৮০৯
মনস্তাপ তোমা বিনে সুখ নাহি রাত্রদিনে
পুরী মধ্যে সকল বিকল।
জননী সতাই মোর তোমার চরণ জোড়
বিনে সদা নয়ন সজল ॥ ৮১০
তোমার যতেক কথা বসিয়া কহেন মাতা
তোমার সকল সমাচার।
কৃষ্ণরাম সুরচন পিতাপুত্রে দরশন
দূর দুঃখ আনন্দ অপার ॥ ৮১১

৪৪

যেনমতে পিতাপুত্রে হইলা একেত্তর।
কোটাল কহিল গিয়া রাজার গোচর॥ ৮১২
হেনকালে দেবদত্ত সাধু হৃষ্ট মনে।
উপনীত হইল গিয়া নৃপতির স্থানে॥ ৮১৩
বেহাই জামাই দেখি নরপতি উঠে।
আস্তেবেস্তে গিয়া তবে বসায় নিকটে॥ ৮১৪
রাজা বলে বহুদিন আছিলা দুঃখিত।
আমার নহেক দোষ ললাট লিখিত॥ ৮১৫
যত দুঃখ পাইলে আমারে কর দান।
মাগিয়া লইনু তাহা শুন গুণবান॥ ৮১৬
শুনি সদাগর বলে শুন মহাশয়।
সেবকের ঠাঞী কি প্রভুর অবিনয়॥ ৮১৭
সাধুর কৌতুকে ভাষে দেখিয়া রাজন।
জামাতারে পরিহাস করেন এখন॥ ৮১৮
হাজার হাজার বন্দী ছিল কারাগারে।
কেমনে চিনিলে তুমি বাপ কর কারে॥ ৮১৯
বাপ হারাইয়া কিবা কাহারে আনিলে।
জনমে না দেখ বাপ কেমনে চিনিলে॥ ৮২০
পুষ্পদত্ত হাসিয়া বলেন শুন মহাশয়।
কমলে বেড়িয়া থাকে কুমুদ সঞ্চয়॥ ৮২১
নিবেদন করি রাজা তোমার সাক্ষাতে।
চাঁদ কিনা চেনা যায় তারাগণ সাথে॥ ৮২২
কাচের সহিত নাকি স্থবর্ণ মিশায়।
হাসিয়া কোলেতে রাজা নিলা জামাতায়॥ ৮২৩
বাসাবাড়ি পাঠাইল বেহাই জামাই।
সিধাপরিপাটি বড় পাঠাইল তথায়॥ ৮২৪
দিব্য মৎস্য অনেক হরিণ আর খাসি।
ঘৃত তৈল পাঠাইল কলসকলসি॥ ৮২৫

সেবাহেতু পাঠাইল সেবক আপন।
দেবদত্ত সাধু কৈল রন্ধন ভোজন ॥ ৮২৬
হেমখাটে শয়ন করিল ফরমানি।
নকুতা করিতে রাজা চলিল আপুনি ॥ ৮২৭
সোনার খড়ম পায় রত্ন আসা করে।
পাত্রমিত্র সহিত চলিল নৃপবরে ॥ ৮২৮
নৃপতি আইল বলি সাধু গা তুলিল।
নৃপ সঙ্গে রাজরাণী কৌতুকে চলিল ॥ ৮২৯
পোহাইল বিভাবরী রবির প্রকাশ।
কবি কৃষ্ণরাম বলে আজি অধিবাস ॥ ৮৩০

৪৫

জানিয়া মঙ্গলবার পরম উল্লাস।
শুভক্ষণে করিব বরের অধিবাস ॥ ৮৩১
কন্যার অধিবাস কৈল গিয়া নিজপুরী।
কৌতুকে বসাইল যতো রাজার সুন্দরী ॥ ৮৩২
ষোড়শমাতৃকা পূজি দিল বসুধারা।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ রাজা সকল কৈল সারা ॥ ৮৩৩
রাজার রমণী লীলা সরসিজমুখী।
সধবা রমণীগণ আনাইল ডাকি ॥ ৮৩৪
বসাইল রত্নাবতী কনকআসনে।
নির্ম্মল করিল কুড় দিয়া অপঘনে ॥ ৮৩৫
বরকন্যা স্নান করাইল যতো নারী।
নানা অলঙ্কার দিলেন বলিতে না পারি ॥ ৮৩৬
বিভাহ সময়ে বর চলিল সাজিয়া।
সবে করে ধন্য ধন্য সুন্দর দেখিয়া ॥ ৮৩৭
জামাতা বরিল রাজা বিবিধ বিধানে।
স্ত্রী আচার করিল সকল রামাগণে ॥ ৮৩৮
নন্দিনী করিল দান সেইত ভূপাল।
বরকন্যা ঘরে নিল নিয়মিত কাল ॥ ৮৩৯

পোয়াইল বিভাবরী সবার কৌতুক।
বাসি বিভা হইল সবে দিলেন যৌতুক ॥ ৮৪০
কালরাত্রি কন্যাবরে দরশন নাই।
কালনাম ভালো বুঝি রাখিল গোঁসাই ॥ ৮৪১
পরদিন কুসুম শয়নে সুখ অতি।
বাড়িল দোহাকার ভাব দোহাকার প্রতি ॥ ৮৪২
এইরূপে বিভা করি আছেন সদাগর।
ধিয়ানে জানেন তাহা দক্ষিণঈশ্বর ॥ ৮৪৩
এই অর্দ্ধ রহিল নিশির জাগরণ।
কৃষ্ণরাম বলে ভাবি রায়ের চরণ ॥ ৮৪৪

৪৬

পাসরিয়া পিতামাতা সাধুর কুমার।
রহিলা লইয়া নারী শশুরের ঘর ॥ ৮৪৫
একদিন স্বপনে কহেন রায়মণি।
শুন অহে সদাগর মোর এই বাণী ॥ ৮৪৬
রহিলা এইত দেশে লইয়া মহিলা।
জনকজননী আদি সব পাশরিলা ॥ ৮৪৭
পণ্ডিত হইয়া কর অনুচিত কাজ।
প্রভাতে দেশেতে যাহ নহে পাবে লাজ ॥ ৮৪৮
এতেক বলিয়া রায় গেলা নিজালয়।
প্রভাতে চেতন পায় সাধুর তনয় ॥ ৮৪৯
স্বপন দেখিয়া তবে জাগে সদাগর।
রোদন করয় বসি শয্যার উপর ॥ ৮৫০
ধিক মোরে বলি কর কপালেতে হানি।
নারী লইয়া পাসরিনু জনকজননী ॥ ৮৫১
আছে কিনা আছে মোর বৃদ্ধ দুই মাতা।
স্ত্রীর বাধ্য হইয়া কৌতুকে আছি এথা ॥ ৮৫২
রাজকন্যা রত্নাবতী শুয়েছিল কোলে।
তিতিল তরুণী তনু পতিনেত্র জলে ॥ ৮৫৩

চেতন পাইয়া রামা উঠিয়া বসিল।
প্রভুরে আকুল দেখি বিকল হইল॥ ৮৫৪
জিজ্ঞাসে যতনে রামা জোড় করি হাত।
কি দুঃখে রোদন কর কহ প্রাণনাথ॥ ৮৫৫
রাজার জামাত্রি তুমি দুর্লভ সভায়।
কে বলিল কটু বাণী কহ সমাচার॥ ৮৫৬
কাহার ধৃষ্টতা বুঝি বলে কটুকথা।
সমুখ তাহার শনি বিমুখ বিধাতা॥ ৮৫৭
রন্ধ্র গতি শনিবার পঞ্চম মঙ্গল।
যাইতে যমের পুরী করে কুতূহল॥ ৮৫৮
সাধু বলে কেহ মোরে কটু নাই বলে।
স্বপন দেখিনু আজি নিশি শেষকালে॥ ৮৫৯
আমায় না দেখিয়া মোর বন্ধু যতজন।
বিকল হইয়া সদা করয়ে রোদন॥ ৮৬০
নিশ্চয় আমার অধোদেশে হইবেক গতি।
যাবে কি না যাবে সঙ্গে কহ গুণবতী॥ ৮৬১
মায়ের পরাণ তুমি রাজার কুমারী।
কি দুঃখে তথায় যাবে ছাড়ি বাপপুরী॥ ৮৬২
মন বুঝি সদাগর চাতুরি বচনে।
শুনি রাজকন্যা বলে রোদনবদনে॥ ৮৬৩
বনবাসে গেল রাম সত্য পালিবারে।
জনকনন্দিনী সীতা না রহিল ঘরে॥ ৮৬৪
দময়ন্তী দুঃখ পাইল অজ্ঞাত কাননে।
দ্রৌপদী সংহতি গেলা দুঃখ নাই মনে॥ ৮৬৫
অমৃতের সমান সেই রাজকন্যার বাণী।
তথাচ বিষের প্রায় শুনে সাধুমণি॥ ৮৬৬
বিষম নারীর কথা বুঝান না যায়।
যাইতে করয়ে মানা কৃষ্ণরাম গায়॥ ৮৬৭

৪৭

শুনিয়া না শুনে সাধু রমণীর কথা।
বিদায় হইয়া গেলো নরপতি যথা ॥ ৮৬৮
প্রণাম করিয়া বলে গদগদ স্বরে।
বিদায় করহ রাজা যাব নিজ ঘরে ॥ ৮৬৯
এতেক শুনিয়া বড় হইল কাতর।
জামাতা করিয়া কোলে বলে নৃপবর ॥ ৮৭০
এই দেশে ছত্রদণ্ড ধরহ আপুনি।
আনাইব যত্ন করি তোমার জননী ॥ ৮৭১
শুনিয়া সদাগর বলে শুন মহাশয়।
না কর যতন দেশে যাইব নিশ্চয় ॥ ৮৭২
রহিতে যতন বড় করিল ভূপতি।
কিছুই না শুনে তাহা সাধুর সন্ততি ॥ ৮৭৩
কোটাল আনিয়া রাজা বলে ততক্ষণ।
সাতডিঙ্গা লইয়া ঝাট পূর নানাধন ॥ ৮৭৪
নৃপতির আদেশে কোটাল কুতূহলে।
ভাণ্ডার হইতে রত্ন তরণীতে তোলে ॥ ৮৭৫
অগুরু চন্দন শঙ্খ মাণিক প্রবাল।
লইল অসিত শ্বেত চামর বিশাল ॥ ৮৭৬
সোনারূপা তাঁবা কাঁসা মাণিক নিকর।
হীরা গজবেল করি দসর বিসর ॥ ৮৭৭
কুঞ্জর অনেক ঘোড়া এরাকি তুরকি।
দেখিয়া সাধুর সুত পরম কৌতুকী ॥ ৮৭৮
কর্পূর মরিচা জিরা আর জায়ফল।
নানান অপূর্ব্ব দ্রব্য লইল সকল ॥ ৮৭৯
পূজিয়া দক্ষিণরায় সাধু গুণবান।
প্রণতি করিয়া দিল বহু বলিদান ॥ ৮৮০
পুরমাঝে গেলো রাজা কাঁদিতে কাঁদিতে।
কহিল রাণীর ঠাঞী কন্যা পাঠাইতে ॥ ৮৮১

কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়েরমঙ্গল।
শুনি রাজা রাণী কাঁদে হইয়া বিকল ॥ ৮৮২

৪৮

রত্নাবতী যাবে দূরে বিকল সবাই।
অধিক করুণা করে সহোদর ভাই ॥ ৮৮৩
রাজার নয়নে জল করে ছলছল।
কাঁদয়ে পূর্ব্বে লোক হইয়া বিকল ॥ ৮৮৪
কন্যারে লইয়া কোলে রাজরাণী কাঁদে।
বিকল রাজরাণী বুক নাহি বাঁধে ॥ ৮৮৫
অতিদূর দেশে বাছা তোমা পাঠাইয়া।
কেমনে রহিব ঘরে পরাণ ধরিয়া ॥ ৮৮৬
এইত তোমার পুরী অতি বিচক্ষণে।
কেমনে দেখিব ইহা তোমার বিহনে ॥ ৮৮৭
শিশুকালে খেলাইতে লইয়া পুতুলা।
তাহা দেখি দ্বিগুণ বাড়িল মনে জ্বালা ॥ ৮৮৮
যে দিন দিয়াছি গালি আজি হইল মনে।
অন্তর ফাটিয়া প্রাণ ধরিব কেমনে ॥ ৮৮৯
চন্দ্রাবতী নাম এক ছিলো সহচরী।
রাণীরে বুঝায় সখী করজোড় করি ॥ ৮৯০
অকারণে কাঁদ রাণী শুন দেখি বলি।
মনেতে ভাবিয়া দেখ সংসার সকলি ॥ ৮৯১
কেবা কার পুত্রকন্যা কেবা মাতাপিতা।
জ্ঞানবান জন তার না থাকে মমতা ॥ ৮৯২
তুমি জনমিলে কোথা বসতি কোথায়।
সংসার এমনি দেখ মোহিত মায়ায় ॥ ৮৯৩
কন্যারে বুঝায় রাণী করিয়া যতন।
দুহার নয়ন জলে তিতে দুই জন ॥ ৮৯৪
তুমি বিদগধ আমি বুঝাইব কিবা।
করিও যতনে অতি শাশুড়ীর সেবা ॥ ৮৯৫

দাসদাসীগণ যত্নো যতনে পালিও।
জনকজননী বলি সবাকে ডাকিও ॥ ৮৯৬
রোষ না করিহ কভু না কহিও বড় কথা।
তবে সে সবার ঠাঞী যশ পাবে তথা ॥ ৮৯৭
দারুণ পরের মন তিলে তিলে ফিরে।
আপনি হইলে ভালো ভয় কিবা কারে ॥ ৮৯৮
করিও স্বামীর সেবা সদা একমনে।
পতিবিনে গতি নাই জীবন মরণে ॥ ৮৯৯
তনয়া তুষিল সতী দিয়া নানাধন।
নানামতে আদরে তুষিল তার মন ॥ ৯০০
আইল কাহারগণ কাঁধে করি দোলা।
রাজা বলে মাহেন্দ্র সময় এই বেলা ॥ ৯০১
এতেক শুনিয়া রামা রোদন বদনে।
একে একে বন্দিল যতেক গুরুজনে ॥ ৯০২
বাপের চরণে সতী হইয়া বিদায়।
রায়েরমঙ্গল কবি কৃষ্ণরাম গায় ॥ ৯০৩

৪৯

জননীর চরণে বন্দিল গুণযুতা।
কাঁদিয়া বিকল রাণী কোলে করি সুতা ॥ ৯০৪
কন্যা বলে রহ মাগো হৃদয় বাধিয়া।
সকল বিকল কর আপনি কাঁদিয়া ॥ ৯০৫
দূরে বিভা দিলে মোরে সাগরের পার।
কাঁদিলে এখন তবে কি হইবেক আর ॥ ৯০৬
নীতিশাস্ত্র জানো মাগো কি বলিব বাড়া।
পুত্রবধূ লইয়া থাক মনে দিয়া পোড়া ॥ ৯০৭
কন্যা যেন হয় নাই এমনি জানিবে।
নয়ে যে নিকটে আর আমায় আনিবে ॥ ৯০৮
চলিল কাহারগণ কাঁধে করি দোলা।
কাপড়ের কাণ্ডার ঘুচায় নৃপতির বালা ॥ ৯০৯

খঞ্জন জিনিয়া আঁখি হইল চঞ্চল।
যতেক বাপের রাজ্য দেখিল সকল ॥ ৯১০
বালিকা কালের যতো খেলাড়ু সবাই।
কাঁদিয়া বিকল হইল আর দেখা নাই ॥ ৯১১
সময় বুঝিয়া তখন সদাগর রায়।
শাশুড়ীরে প্রণাম করি কহিয়া পাঠায় ॥ ৯১২
শিরপর লইয়া রাজার পদধূলি।
করজোড়ে বুঝায় সেইত গুণশালী ॥ ৯১৩
বিদগধ পণ্ডিত ভাজন বড় তুমি ॥
তোমার অপরিহার্য্য অনুগত আমি ॥ ৯১৪
পিতাপুত্রে রাজার স্থানে বিদায় হইয়া।
চলিলেন নিজদেশে বুহিত্র লইয়া ॥ ৯১৫
কবি কৃষ্ণরাম বলে রায়ের আদেশে।
হরি হরি বল সবে সাধু যায় দেশে ॥ ৯১৬

৫০

বসি দিব্য ছইঘরে বাহ বাহ ঘন করে
যায় ডিঙ্গা জিনিয়া পবন।
বাজে বাদ্য পুরমাঝ শতে শতে আওয়াজ
কূলে রহি দেখে কতোজন ॥ ৯১৭
রাজদহে মায়াজল যথায় রায়ের বল
তুরঙ্গ পাটন এড়াইল।
কালিদহ পদ্মমুখ পাছে করি মহাসুখ
সংখ কড়ি ডিঙ্গায় পূরিল ॥ ৯১৮
সেতুবন্ধ মাঝে গিয়া হরপদ প্রণামিয়া
চলে ডিঙ্গা পবন গমনে।
বাজে করতাল কাড়া দামামা দগড় পড়া
বহুদেশ রাখে পাছু আনে ॥ ৯১৯
উড়িষ্যায় জগন্নাথ যাহার প্রসাদভাত
কিনিয়া অমর নরে খায়।

বর্ণের বিচার নাই বৈকুণ্ঠ সমান ঠাই
মরিলে পরম পদ পায় ॥ ৯২০
বিস্তারিয়া কিবা কার্য্য বেষ্ট তোরণের রাজ্য
পাছে কৈল বাবুর মোকাম।
মার্কণ্ড রাজার পুর কর্ণপুর দেশদুর
ছাড়াইল সাধু গুণধাম ॥ ৯২১
যতেক ডিঙ্গার নায়্যা সঙ্গম গেলেন বায়্যা
তরণী লইয়া যায় ত্বরা।
গাটের গাবর যত বাহিতে বড়ই রত
ছাড়াইল দুর্জয় মগরা ॥ ৯২২
সোজা না বাহিয়া চলে কর্ণধার কুতূহলে
ধামাইবেতাই কৈল পাছে।
সাড়ি গায় জুড়িজুড়ি কাকদ্বীপ গজমুড়ি
ছাড়াইল বণিকের রাজে ॥ ৯২৩
ভাবিয়া দক্ষিণরায় ঠেঙ্গার পসড়বায়
হরষিত তরণীর লোক।
টীয়াখোল পাছুআন গঙ্গাদ্বারায় করি স্নান
উপনীত হইল ছত্রভোগ ॥ ৯২৪
অম্বুলিঙ্গ মহাস্থান নাহি যার উপমান
তথায় বন্দিল বিশ্বনাথ।
বাজে বাদ্য সুমধুর বাহিয়া হাজাবিষ্ণুপুর
জয়নগর করিল পশ্চাত ॥ ৯২৫
সঘনে দামামা ধ্বনি ভাবি রায় গুণমণি
বড়ুক্ষেত্র বাহিল আনন্দে।
বারাসতে উপনীত লইয়া সাধু হরষিত
পূজিল ঠাকুর সদানন্দে ॥ ৯২৬
বাহিল হাসুড়ি করি চাপাইল সপ্ততরী
মলুটি করিল পাছুআন।
দুই দুর্গা-ক্রমে বাহিয়া হরিষে ডিঙ্গা
বাজে কাড়াবরগ বিষাণ ॥ ৯২৭

সাধুঘাটা পাছে করি সূর্য্যপুর বাহে তরী
চাপাইল বারুইপুরে আসি।
বিশেষ মহিমা বুঝি বিশালক্ষী দেবী পূজি
বাহে তরী সাধু গুণরাশি ॥ ৯২৮
মালঞ্চ রহিল দূর বাহিয়া কল্যাণপুর
কল্যাণমাধব প্রণমিল।
বাহিলেক যত গ্রাম কি কাজ করিয়া নাম
বড়দহ ঘাটে উত্তরিল ॥ ৯২৯
কামানেতে দারু পূরি পাতিয়া যে সারিসারি
একেবারে দিলেন আগুন।
গুরু গুরু উরু শব্দ লোক যত হয়েত স্তব্ধ
বাজনার শব্দ দ্বিগুণ ॥ ৯৩০
নিমেতে গ্রামেতে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়েস্থ কুলেতে উৎপতি।
হইয়া যে একচিত রচিল রায়ের গীত
কৃষ্ণরাম তাহার সন্ততি ॥ ৯৩১

৫১

অনেক দিনের পর বহু দ্রব্য লইয়া।
দেশে উত্তরিল সাধু সদাগর বাহিয়া ॥ ৯৩২
মহারাজ মদন শুনিয়া কোলাহল।
ভয় বড় ভাবেন আইল পরদল ॥ ৯৩৩
চর পাঠাইয়া দিল জানিতে কারণ।
দেশেরে আইল সাধু জানিল তখন ॥ ৯৩৪
পুষ্পদত্ত সদাগর ভাবি মনমাঝে।
দূত পাঠাইয়া দিল জননীর কাছে ॥ ৯৩৫
বসিয়াছে সখী সঙ্গে সাধুর জননী।
করজোড়ে বলে দূত সুমঙ্গল বাণী ॥ ৯৩৬
রতনে তরণী পূর্ণ লইয়া রূপসী।
পিতাপুত্রে নিজ দেশে উত্তরিল আসি ॥ ৯৩৭

শুনিল এইত কথা বড়ই রুচির।
অমৃতে সৃজিল যেন দোঁহার শরীর ॥ ৯৩৮
দরিদ্র পাইল যেন হারাইয়া ধন।
সাগরে ডুবিয়া কূল পাইল যেমন ॥ ৯৩৯
তুষিল দূতেরে দিয়া অমূল্য রতন।
তনয় দেখিতে সুখে করিল গমন ॥ ৯৪০
কবি কৃষ্ণরাম বলে রায় পদতল।
ভকত নায়কে প্রভু করিবা কুশল ॥ ৯৪১

৫২

শুনিয়া দূতের কথা ঘুচিল মনের ব্যথা
দূতেরে নানান রত্ন দিল।
দুঃখরূপ জলনিধি পার করিল বিধি
শোকসিন্ধু দুইজনে তরিল ॥ ৯৪২
এয়োগণ সঙ্গে লইয়া বিলম্ব বিহনে গিয়া
দেখিল তনয়াবধূমুখ।
কোলে করি কন্যাবর হৃদয় হরিষ বড়
দূরে পলাইল যতো দুঃখ ॥ ৯৪৩
বিধাতা সকলি করে হরিষে নয়ন ঝরে
দুহাকার বসন তিতিল।
পুষ্পদত্ত মহামতি আদরে করিয়া স্তুতি
জননীর পদধূলি নিল ॥ ৯৪৪
রত্নাবতী নৃপবালা করজোড়ে প্রণমিলা
আশীর্ব্বাদ কৈল দুইজনে।
জয়ধ্বনি করি লোকে পুত্রবধূ লইয়া সুখে
নিকেতনে করিল গমনে ॥ ৯৪৫
গুয়া চিবাইয়া সুখে প্রথমে সাধুর মুখে
দিল রামা করিয়া যতনে।
শ্রীমতীরে দিতে চায় পুষ্পদত্ত নাহি খায়
হাসিয়া বিকল যতো নারী ॥ ৯৪৬

পূর্ণ পানি ধান্য তাথে দিল রত্নাবতীর মাথে
কনকের ঘট কাঁখে করি।
শিরে কুসুমের ধারা দিয়া রতনের ঝারা
দুহে প্রবেশিল নিজ পুরী ॥ ৯৪৭
নব কোটা পাতে পাটী বস্ত্র তাহে পরিপাটী
বৈসে বরবধূ লইয়া কাছে। ৯৪৮
জুয়া খেলায় বারেবারে কন্যা জিনে বর হারে
গদিয়ান উপহাস করে।
এই অহঙ্কার করো স্ত্রীর খেলায় হার
দাস করি রাখিবে তোমারে ॥ ৯৪৯
সকলি উহার হাত দিলে সে খাইবা ভাত
ডাকিবা বলিয়া ঠাকুরাণী।
বিভা যদি কর আর তবে দিবা গুণাগার
সাক্ষি হও যতেক রমণী ॥ ৯৫০
যে ছিলো (অন্য) বেহার তাহা কি বলিব আর
কন্যা বর একই মন্দির।
তবে রামা কুতূহলী দিয়া কালো ধলোবলি
ডিঙ্গা পূজি কৈল স্তুতিবার ॥ ৯৫১
তুলিল ডিঙ্গার ধন তুষিল গাবরগণ
বিলাইল দীনহীন জনে।
কবি কৃষ্ণরাম কয় লইয়া রতনচয়
সাধু যায় রাজা সম্ভাষণে ॥ ৯৫২

৫৩

রাজা সম্ভাষণে যায় লইয়া নানাধন।
লইল ভেটের দ্রব্য না যায় গণন ॥ ৯৫৩
অনেক চাকর যায় লইয়া দ্রব্যজাতি।
দুদিকে ঘিরিয়া যায় পেয়াদা সংহতি ॥ ৯৫৪
বসিয়াছে সভা করি সেই নৃপবর।
সুরপুর মাঝে যেন দেবতা সুন্দর ॥ ৯৫৫

হেনকালে সদাগর আইল তথায়।
আইস আইস তাঁরে ডাকেন নররায় ॥ ৯৫৬
বসিতে আসন দিল মেদিনীভূষণ।
বসিল রাজার পাশে বন্দিয়া চরণ ॥ ৯৫৭
রাজা বলে কহ পুষ্পদত্ত সদাগর।
এতদিন কোন কার্য্যে আছিলে সফর ॥ ৯৫৮
শুনিয়া এইত কথা সকল কহিল।
যেমনে দক্ষিণরায় উদ্ধার করিল ॥ ৯৫৯
শুনি বড় চমৎকার লাগিল সভায়।
প্রসাদ পাইয়া সাধু হইল বিদায় ॥ ৯৬০
তবে নরপতিবর কায়বাক্যমনে।
পূজিল রায়ের পদ বিবিধ বিধানে ॥ ৯৬১
ঘরে ঘরে যতো লোক পূজিল সকল।
দক্ষিণরায়ের মনে বড় কুতূহল ॥ ৯৬২
পিতাপুত্রে দুইজনে হরষিত মন।
পূজিল রায়ের পদ পরম যতন ॥ ৯৬৩
বিশ্বকর্মা পাঠাইলা রায় গুণমণি।
হইয়া মনুষ্যরূপ আইল ধরণী ॥ ৯৬৪
একে বিশ্বকর্মা তাহে পাইলা আদেশ।
নির্মাণ করিল পুরী সুন্দর অশেষ ॥ ৯৬৫
কনকের পোতা রত্ন মাণিকের দেয়াল।
চারুচাল করিল সোনার পাটীচাল ॥ ৯৬৬
দরজা করিল তার সিংহ দুয়ার।
দেখিয়া সাধুর মনে আনন্দ অপার ॥ ৯৬৭
গঠিল দক্ষিণরায় বাঘের উপর।
সোনার বরণতনু রূপ মনোহর ॥ ৯৬৮
পুরোহিত লইয়া সেই সাধুর নন্দন।
পূজিতে লাগিল রায় আনন্দিত মন ॥ ৯৬৯
নৈবেদ্য বাড়াইয়া দিল কনকের থালে।
ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু অপূর্ব্ব সকলে ॥ ৯৭০

পূরিয়া সোনার বাট্টা কর্পূর তাম্বুল।
উৎসর্গ করি বলি দিলেক বহুল॥ ৯৭১
ভকতের পূজা লইতে দক্ষিণের রায়।
সাক্ষাত হইলা প্রভু কৃষ্ণরাম গায়॥ ৯৭২[১]

৫৪

স্তব করে সদাগর হইয়া কাতর।
ভকত বৎসল তুমি গুণের সাগর॥ ৯৭৩
অপরাধ ক্ষমা কর বলি জোড়পাণি।
কৃপার সাগর প্রভু রায় গুণমণি॥ ৯৭৪
ইন্দুনিন্দ বদন মদন জিনি রূপ।
তোমাবিনে দক্ষিণের কেবা আছে ভূপ॥ ৯৭৫
অধমের পূজায় হইবা পরিতোষ।[২] ৯৭৬

১ ইহার পর পাঠ—"অতঃপর বলিদান।" ২ ইহার পর পুথি খণ্ডিত।

শীতলামঙ্গল

শীতলামঙ্গল

নমোহ শীতলা অখিলে মঙ্গলা
চরণ কমল যুগ ।
কাটি সুধাকর পুষ্পকরনিকর
নন্দিএ সুন্দর মুখ ॥ ১
অভয়বরদা আপদেতে সদা
বিগুণবিনাশিনী নাম ।
হেমকুম্ভ কাঁখে অবিরত থাকে
মার্জনী করে সুঠাম ॥ ২
কটিতে কিংকিনী চরণে নূপুর
ধান চারা বিরাজিত অঙ্গ ।
অঙ্গদ কংকন করে বিচক্ষণ
করে শোভা করে শংখ ॥ ৩
সর্ব্ব দুঃখ হরে দেগো বারিধারা
গলে শোভে হেমহার ।
জিনিএ চামর কেশ মনোহর
তুলনা নাহি দিবার ॥ ৪
অনিত্য নাশিবে শুভ সবাকারে
সেবকবৎসলা শিবে ।
ব্রহ্মা করে স্তুতি অমি মূঢ় অতি
মহিমা বলিব কিবে ॥ ৫
বলি করপুটে উরো গাএন ঘটে
শুনো গীত আপনার ।
যে তুআ ভকত সর্ব্ব বিগুণহত
দুঃখ কভু নাহি তার ॥ ৬
কৃপামই হএ আসরে উরিএ
(রাখহ) নায়কের কুল ।

অখিলে জগতে তুমি সর্ব্বভূতে
ধরণীরূপা রাউল ॥ ৭
কহিলে স্বপনে সেই সত্য মোনে
আর কিছু নাহি জানি।
সত্য এই ভাষা বিপদে ভরসা
তোমার পদ দুখানি ॥ ৮
লইএ বসন্ত রায়গুণমন্ত
ঘটে কর শুভ দৃষ্টি।
কৃষ্ণরাম কয় করিএ বিনয়
নায়কেরে কর দৃষ্টি ॥ ৯

২

আর লোকে বৈসে জলে পুণ্যস্থান সবে বলে
সপ্তগ্রাম মাণিক পাটন।
আরোহণ হয়বর ভ্রমিতে ধরণীতল
রায় তথা করিল গমোন ॥ ১০
আর কায়েস্থ মদনদাস সেইতো নগরে বাস
জগাত সাধয় বসি পথে।
অনেক পিয়াদা সাথে রাজপুত দুই ভিতে
কাগজ কলম তার হাতে ॥ ১১
তাহারে ছলিতে রায় আদেশিল মহাশয়
ডাকিল যতেক ব্যাধিগণে।
তখন বসন্ত রায় কলাই আকার হয়
কত ছালা না যায় গণন ॥ ১২
কামলা হারিদে তেল গলগণ্ড পাকা বেল
হএলো পশ্চিমে উভাতাল।
ঝুনা নারিকেল চয় সকলি কোরণ্ড হয়
চালিতে আমড়া বেথোজালি ॥ ১৩
খেড়ো হইল সনিপাত সন্দেশ হইলো বাত
তেলে হয় তিলের আকার।

কামলা সন্দেশ চিনি উদরি (হইল) ফেনি
ফোড়া (হইল) বদারি আকার ॥ ১৪
গোবাক গোদের বোঁজ কুষ্ঠ চন্দন হইল বুঝি
আদার স্বরূপ ঝেলো হয়।
পেলায় কাঁকুড় শসা অগ্রমাস পীলে খাসা
যার নামে লোকে লাগে ভয় ॥ ১৫
বলদেতে দিএ ছালা তলা ভেদিএ মালা
পঞ্চপাত্র চালাইএ যায়।
হাতে লএ পাকা দড়ি ছোছো মারে বাড়ি
চল বাছা বলিএ চালায় ॥ ১৬
হয়বরে ব্যাধিরাজে চলিলো সবার পাছে
বেপারির হইএ প্রধান।
মায়ায় গমোন হটে জগাত মুড়াঘাটে
অবিলম্ব গেল গুণধাম ॥ ১৭
জগাতেরে নাহি বলি চলে যান কুতূহলী
কুপিল মদন দাস (দেখি)।
আদেশে পেয়াদাগণে রাহাই সেইক্ষণে
(কৃষ্ণরাম) রচিল কৌতুকী ॥ ১৮

৩

আর কর তুমি তরী (মোর) কিছুই বুঝিতে নারি
বলদ বোচএ লবে কেনো।
আপনারা সবের কি লাগি লবে শির
কোন দেশে (হেন) নাহি শুনি ॥ ১৯
কোন বেটা হেন আছে যাইবো কাহার কাছে
কার ডর নাহিক আমার।
শুনে দলপতি কোপে ক্ষণে হাত দিএ গোঁপে
আগুর হেনে করি ত্বরা আয় ॥ ২০
দেবো তেরা হাত ঘাড়ে তুরবে কোটাল পাঁড়ে
মজ্জাক করএ মেরা সাত।

হাতিয়ার ঘোঁড়ে পর ছিনিএ নেওগে সব
মনেতে না গায় আগুনাত ॥ ২১
জাতে হায় তোম ঘোঁড়ে পর বহুত দিমাগ ভর
নজরে আয়তে নাহি হাম।
কোন তেরা ডেই সাড়ে রহো বেটিচোদ খাড়ে
খললাক আউ মেরা কাম ॥ ২২
রাম রাম বালা কিয়া নাহি গালি দিএ মোরাতেই
কেমন আকৃকেল বড়ই গোঁয়ার।
বাত নাহি মানাতা নাহি শুনো পাঁড়ে এ সভাই
গুইজাত নাতকা ইয়ার ॥ ২৩
দাগাবাজ জৈসা কাম শির লেগা তেরা হাম
শুনো আরে আম্বোক কেটোন।
কবি কৃষ্ণরাম কয় কুপিলে বসন্ত রায়
(ঘোরে) ঘন যুগল লোচন ॥ ২৪
দলপতি কহে মত চলো রহ খাড়ে (তোম শালে)
আলাগতি করি আগুযাই।
আয় তোমবালপুর চলে গা কেতেনা দূর
কাঁহা ডেরা সাঁচ কহো ভাই ॥ ২৫
কৈসা কৈসা মাল ভরা তেজার জচাই কারা
বহেলসে নেকাল সব ছালা।
সাহেব হুজুর আয় মুলাকাত করি যায়
তবেত হোয়েগা তেরা ভালা ॥ ২৬
বসেন বসন্তপতি বেপার করিতে গতি
নিবাস আমার বর্দ্ধমান।
কুতূ [হলে] যাই চলি তুমি কৌন শালা (বলি)
আপনার লাজ নাই জ্ঞান ॥ ২৭

৪

জগাতর কোনকালে নাহি নাজ ভয়।
উপরোধ না শোনে গোঁসাই যদি হয় ॥ ২৮

দেখ দেখি জগাতের পরম কুমতি।
পাইএ অনেক দ্রব্য কুতূহলঅতি ॥ ২৯
জগাত মুড়ার লোকে করিএ প্রহার।
দ্রব্য যত লএ যায় আপনার পুর ॥ ৩০
তুষ্ট হইল বড়ো লইল যত জন।
ঘরের ভিতরে লয় করিএ যতন ॥ ৩১
বাছিএ মিষ্ট দ্রব্য কচকচ খায়।
অন্তরিক্ষে থাকিএ হাসেন ব্যাধিরায় ॥ ৩২
সেই তইল মাথে স্নান করে যেই জন।
হারিদ্রা কামলা তারে ধরে ততক্ষণ ॥ ৩৩
মিষ্টি পাত্র চিনি ফেলি খায় পেট ভরি।
কাঁসর হইলো তার বিষম উদরি ॥ ৩৪
পিলায় জুড়ে পেট শশা যে খাইলো।
ঝুনা নারিকেল খাএ কোরণ্ড হইল ॥ ৩৫
পাকাতাল খাইএ শরীর তোলপাড়।
উরুস্তম্ভ হইলো বিষম নালে গাঁড় ॥ ৩৬
গোবাক খাইএ কৌতুকে বড় হাস।
বোঁজর সহিত গোদ হইলো অগ্রমাস ॥ ৩৭
সকল শরীরে কুষ্ঠ ধবল আকার।
খেড়ো খাএ সান্নপাত হইল সবার ॥ ৩৮
দর্পণে দেখিতে মুখ চক্ষে পড়ে ছানি।
হাকপাক পাপতাপ সকলের বাণী ॥ ৩৯
উচিত সাজাই হয় অধম জগাতি।
কলাই বসন্তরূপ ধরে নানা জাতি ॥ ৪০
বড়ই বিষম চিনি আর পোস্তবীচি।
হাম আর বসন্ত হইল আর কাল পেঁচি ॥ ৪১
ধুকাড় বসন্ত হইল ধুকাড়ি সকল।
মাসকলাই বসন্ত হইল ঘোর মাহসে দল ॥ ৪২
জনেক নাহিকো দড় পড়িল সবাই।
কবি কৃষ্ণরাম বলে উচিত সাজাই ॥ ৪৩

৫

কৌতুকে পরিল গলে প্রবালের হার।
রক্তদল বসন্তেতে প্রাণ যায় তার ॥ ৪৪
পড়িল মদনদাস জগাতি বিটোল।
রাজপুতগণ পড়ে হইএ আকুল ॥ ৪৫
এখন না কর কেন জগাতের কোপ।
সকল মুখেতে ফোঁড়া উপজিল খোপ ॥ ৪৬
ডাগোর বসন্ত হইল চেরিল ইজার।
কালপোঁচ বসন্তে শরীর ছারখার ॥ ৪৭
হাতিয়ার পড়ে রহে জামাজোড়া পাগ।
নাঙ্গট হইয়া ডাকে বিপরীত ডাক ॥ ৪৮
তবেত বসন্তরায় পূর্ব্বরূপ ধরি।
পুনুবার গেলেন রায় করিতে চাতুরি ॥ ৪৯
সর্ব্বস্ব লুটিলি মোর পড়ে পাএ জো।
এখোন কোঁতায় কেন জগাতির পো ॥ ৫০
কাতর মদনদাস কহে করপুটে।
করিলাম অনেক দোষ তোমার নিকটে ॥ ৫১
কোন মহাশয় তুমি পরিচয় কর।
পূজিব চরণযুগ যদি ব্যাধি হরো ॥ ৫২
নিশ্চয় করিএ বলি শুনহ দয়ালে।
ব্রাহ্মণের জগাত না লবো (কোন) কালে ॥ ৫৩
সন্ধ্যা পূজা করে যেই যে ব্রাহ্মণ।
শূদ্রের দেব তারে বলে সর্বজন ॥ ৫৪
পরিচয় দিলেন রায় গুণের সাগর।
শীতলার পুত্র আমি বসন্তঈশ্বর ॥ ৫৫
আমার ঘটে পূজা কর না পাইবে দুখ।
অনেক তোর বাড়িবেক নানাজাতি সুখ ॥ ৫৬
এতেক বলিএ প্রভু গেল নিজপুর।
স্তু হইল জগাতের সর্ব্ব ব্যাধি দূর ॥ ৫৭

মনোহর মন্দির গঙ্গার তীরে দিল।
শীতলা বসন্ত রায় তথায় স্থাপিল ॥ ৫৮
দিএ নানা উপহার করিলেন পূজা।
ভয় অতি খলমতি অতঃপর উজা ॥ ৫৯
ছাগমেষ বলিদান দিএ হরষিত।
সপুটে করিল পূজা একমনচিত ॥ ৬০
মানুষের অধম জগতে আমরা সাধে।
না পারিলেম চিনিতে এমন গুণনিধে ॥ ৬১
অপরাধ ক্ষমা কর ভকতবৎসল।
পদে পদে অপরাধ ক্ষমিবে সকল ॥ ৬২
সদয় হইএ রায় দিলেন প্রসাদ।
সকল জগাত নাচে জয় জয় নাদ ॥ ৬৩
কৌতুকে বসন্তরায় গেল নিজ পুরী।
কহিল সকল কথা শীতলা বরাবরি ॥ ৬৪
মধ্যখানে রঘুনাথ বামেতে জানকী।
দক্ষিণে লক্ষ্মণবীর দুর্জয় ধানুকী ॥ ৬৫
এইরূপে কৃষ্ণরাম দিবানিশি ভাবে।
কাজী লএ গীত শুন অতঃপর সবে ॥* ৬৬

আছেন শীতলা দেবী কনকআসনে।
ঢুলায় চামর যত অপসরীগণে ॥ ৬৭
হেনকালে আইল নারদ মুনিবর।
অন্তরিক্ষে উপনীত দেবীর গোচর ॥ ৬৮
দেবী বলে কি লাগি আইলে নৃপমণি।
ভালোবাসো আমারে দয়াল বট তুমি ॥ ৬৯
বলে মুনি বচনেতে কর অবগতি।
সুরলোকে পূজে তোমায় পরম ভকতি ॥ ৭০

* অতঃপর পাঠ—১ পালা প্রথম

পাতালে পাইলে পূজা আপনার গুণে।
দানব মানব পূজা করে সব জনে ॥ ৭১
সবেমাত্র পৃথিবীতে আছে জন কত।
না করে তোমার পূজা অন্যদেব গত ॥ ৭২
মুনি বলে নাম একবর কাজি।
পীর বিনে নাহি ভাবে পরম দাগাবাজি ॥ ৭৩
অনেক মোচলমান আছে তো সেখানে।
শেখাও তাহারে যেন ভালমতে জানে ॥ ৭৪
উজানি নগরে রাজা চন্দরশিখর।
সেইতো না পূজা করে হতবুদ্ধি নর ॥ ৭৫
চন্দ্রভানু রাজা আর হিরণ্যপাটোনে।
যে বুঝি কুবাদী মর্তে এই কয় জনে ॥ ৭৬
এতেক বলিএ মুনি করিল গমন।
রুষিল শীতলাদেবী লোহিতলোচন ॥ ৭৭
মোচলমানের ঘর হইল কুমতি।
কবি কৃষ্ণরাম বলে মধুর ভারতী ॥ ৭৮

শুনিএ কাজির কথা জরবাঁন মুখে।
সম্ভ্রমে উঠিল রায় অতি মনোদুখে ॥ ৭৯
মানুষ হইএ এত অপমান করে।
আজ পাঠাইয়ে দিব শমনের ঘরে ॥ ৮০
স্থানে স্থানে যত ব্যাধি ছিল।
তখনি স্মরণ করে নিকটে আনিল ॥ ৮১
আইল বসন্ত আদি যতেক সকল।
যার যেই বড়াই করেঅ কুতূহল ॥ ৮২
মন্দ আগোন বলে শুনো রায়গুণাকর।
সকল ব্যাধির মূল আমি ভয়ঙ্কর ॥ ৮৩
তারপর বলে ঝেলে সে বড় প্রবল।
তিলেক সকল রক্ত আমি করি জল ॥ ৮৪

হাত পা হিম হই সেইখানে মরে।
দেখিব কেমন সয় তাহার উপরে ॥ ৮৫
গলগণ্ড বলে আমি কুরণ্ডের[১] খুড়া।
কাস বলে জোয়ান করিতে পারি বুড়া ॥ ৮৬
ছাড়বাঁনড়া জে গন্ধ পায় বাড়ে বল।
শরীর শুকায় শির বিপাক সকল ॥ ৮৭
কহিতে উদ্যত তবে করি পুটোনজাল।
গার রক্ত টানিয়া মাতার পুটোনজাল ॥ ৮৮
কপের ঔষধ খাএ (বায়ু) বাড়ে তারে।
মাএর প্রসাদে সুখ কভু নাহি কারে ॥ ৮৯
গোঁদ বলে আমি গিএ ধরি হাত পা।
নাড়িতে নাহিক পারে পরবশ গা ॥ ৯০
কুমারি বলেন শুনো রায়গুণাকর।
ছ_গার করিতে নারে আমি ধরি যারে ॥ ৯১
তবেতো মোরগী[২] ব্যাধি সে বড় বিষম।
মানুষের উপরেতে দিতে এক যম ॥ ৯২
গোদ আমি গিএ হই দুই পায়।
বোঁজ আর কুঁয়াজ্বর পায়ে পায়ে ধায় ॥ ৯৩
রক্তদল বলে আমি যার কাছে যাই।
সে জনের নিস্তার কোথায় গেলে নাই ॥ ৯৪
ওলাউঠা বলে আমি যার কাছে যাই।
সে জনের নিস্তার কোথায় গেলে পাই ॥ ৯৫
এইরূপে ব্যাধিগণ কহিতে লাগিল।
শুনিএ দেবীমনে বড় কুতূহল ॥ ৯৬
কবি কৃষ্ণরাম বলে শুনগো শীতলা।
রচিলো তোমার গীত যে মতে কহিলা ॥ ৯৭

১ পাঠ কুণ্ডরে   ২ মৃগী

৮

রায়ের বচন শুনি আগে যায় মন্দআগোন
প্রবেশিল সবার উদরে।
তবে জ্বরবানি গেল জ্বরে তো বড়ুয়ল হইল
আস্ত দলানা আস্ত দলে ॥ ৯৮
বসন্ত দিলেন দেখা অগোণ নাহি লেখা
রক্তদল কাল চাঁমড়ে।
তবে ধরে জ্বরবাঁন জ্বরেতে হরিল জ্ঞান
ছটফট দেখ গড়াগড়ি ॥ ৯৯
কোন কোন অগেয়ানে পীরের হাজুত মানে
দ্বিগুণ যাতনা বাড়ে আর।
ত্রিদশ পিলায় জুড়ি ঝোলানা বেয়াধি করি
কোরগু হইল কারকার ॥ ১০০
মোচলমানের পাড়া সকলের মাতানেড়া
নালি গাড় হইল তাহায়।
ঘরঘর করে গলা সকল শরীরে জালা
আবিরত স্মরে খোদায় ॥ ১০১
মুখে হাত দিতে কোপ উপজিএ গুটে খোপ
কার কার হইল উদরি।
পিলায় জুড়িল এই শশা যে খাইল সেই
কার কার হইল উদরী ॥ ১০২
কবি কৃষ্ণরাম বলে শুনগো শীতলা।
রচিল তোমার গীত যেমতে কহিলা ॥ ১০৩

মার মার বলে দেবী গগনমণ্ডলে।
এখন কাজির পুরী জীয়ন্ত সকলে ॥ ১০৪
নগরে ভাল নাই পশু পক্ষ নর।
কাজির বাটিতে হানা দিল অতঃপর ॥ ১০৫

মন্দ আগোন আদি ব্যাধি একে একে চাপে।
রুষিলো বসন্তরায় রাখে কার বাপে॥ ১০৬
গর্ভবতী নারীর হইল গর্ভপাত।
ধনুষ্টঙ্কার ব্যাধি যাতনা নির্ঘাত॥ ১০৭
খামুকা গলিএ পড়ে দুই পয়োধর।
দিগম্বরী শয্যায় অবশ কলেবর॥ ১০৮
ছয় পুত্র ছয় বধূ পড়ি রহে তার।
সকল জীবের মৃত্যু ধাতা মাত্র সার॥ ১০৯
প্রাণ মাত্র পাড়িএ কোথায় ঠাঁই ঠাঁই।
তত্ত্ব লয় জনেক এমন আর নাই॥ ১১০
রক্তদল বসন্তে প্রবাল প্রায় অঙ্গ।
ফুটিএ ফাটিল যেন খোদার ঘরঙ্গ॥ ১১১
বুকটান পিঠে টান প্রাণ যায় ভোকে।
হারমে হইল গোসা হাঁসের বিপাকে॥ ১১২
হারমে হইল যত কুকুর পাগল।
ফুটিএ বেড়ায় দন্তমোলএ সকল॥ ১১৩
পাইসালে ঘোড়া মরে থানে বাঁধা হাতি।
চেলাদার মাহুত উদ্ধত নানা জাতি॥ ১১৪
গাধার অবধি নাই উট কত মরে।
বিপরীত পচাগন্ধে চারিদিকে ভরে॥ ১১৫
কাজির হইল গোদ দুই চক্ষে ছানি।
কি হইল কি হইল বলি শিরে কর হানি॥ ১১৬
বিবি ফতমার তরে হাজুত মানিল।
শীতলাদেবীর খেলা তবু না বুঝিল॥ ১১৭
সেই তো কাজির জরু মন্দিরে আছিল।
হইএ বিষম ব্যাধি পড়িএ রহিল॥ ১১৮
জ্ঞান শূন্য হএ পড়ে যতেক গোলাম।
বিহ্বলে খানেরা বলে হারামহারাম॥ ১১৯
বিকল সকল বাঁদি রোগের জ্বালায়।
বিবি বলে ডাক ছাড়ে পরিত্রায়॥ ১২০

পড়িএ খিয়ায় আল্লা যত চেলাদার।
কাজি পাড়া লইএ পড়িল মহামার॥ ১২১
কাটনাকাটি যে খাইতে যত ঝাড়।
হাত পায় মাতার হইল লালিগাড়॥ ১২২
বকারিনিকর মরে জোড়াজোড়া খাসি।
মোরগমোরগি মরে মাচার তলে আসি॥ ১২৩
দেখিএ বসন্তরায় বড় কুতূহলী।
কৃষ্ণরাম বিরচিল সরস পাঁচালি॥ ১২৪

১০

তবে তো বৈদ্যের বেশে জ্বরবান গিএ।
পাতি করি চাতুরি কাজিরে বুঝাইএ॥ ১২৫
রাজবৈদ্য আইলাম আমি তোমার আলয়।
এখনি করিব চেঙ্গ্যা নাহি কর ভয়॥ ১২৬
কাজি বলে মোরে চেঙ্গ্যা করিলে কি সুখে।
পাই যে অনুপাতেই রহোবাত সুখে॥ ১২৭
তবে জ্বরবাঁন বলে শুনো শুনো কাজি।
এই সব ঔষধ কর চেঙ্গ্যা হবে আজি॥ ১২৮
লঙ্কা মারিচ বেঁটে দেহো সর্ব্ব গায়।
ঘুচিবে সকল জ্বালা ইহার উপায়॥ ১২৯
সিদ্ধি ঘাটিএ খায় উদর ভরিএ।
যতনে পাকাচুল মুখ প্রস্রাব করিএ॥ ১৩০
কোরও মাকায়াহ এক তেল রাখো।
এখনি করিব চেঙ্গ্যা বাত যদি রাখো॥ ১৩১
গড়গড়ি যায় কাজি হাত পা আছাড়ে।
দুরবে হারামজাদ দাগাবাজি পাঁড়ে॥ ১৩২
কবি কৃষ্ণরাম বলে শুনগো শীতলা।
রচিল তোমার গীত যেমত কহিলা॥ ১৩৩

১১

ধরিএ ব্রাহ্মণ বেশ মাথায় পিঙ্গল কেশ
জবর্বান করিল গমন।
হরোষিত মনে আছে গিএতো কাজির পাশে
কহিতে লাগিলো বিবরণ ॥ ১৩৪
শুনো শুনো ওহে কাজি কি লাগি এমন আজি
পীর কেন আসিএ না রাখে।
আমার বচন ধর খোদায় স্মরণ কর
তবে মুক্ত হইবে বিপাকে ॥ ১৩৫
স্বরূপে আসি এথা কাছে লেয়াব শেষ কাতা পাছে
পূজিবারে জননী শীতলা।
খেদারিয়েছিলে তুমি সেই সে ব্রাহ্মণ আমি
গরবে করিলে অবহেলা ॥ ১৩৬
লোকমুখে লাজ পাবা সাহেব বকতার বাবা
এখন কোঁতাও কেন এত।
কি লাগি না কর কোপ কোথায় গেলে লাপগেপ
কোথায় গোলাম সেই যত ॥ ১৩৭
কাজি বলে মহাশয় যে বলো সকল হয়
অমন অজ্ঞান বটে আমি।
নয়ান থাকিতে সন্দ না বুঝে বলিলেম মন্দ
কি লাগি আসিয়েছিলে তুমি ॥ ১৩৮
এখন বুঝিলেম ভাবি শীতলা পরম দেবী
পূজিব তাহার পদযুগ।
তিনি সকলের সার যতো ব্যাধি আদি তার
নিন্দি অধম পায় দুখ ॥ ১৩৯
বিচার করিএ দেখি কোরাণ পুরাণ একি
সারদা বসতি সর্বঘটে।
হিঁদুকি মোচোলমানে পয়দা একই স্থানে
আচারেতে জুদাজুদা বটে ॥ ১৪০

শুনিএ কাজির স্তুতি দয়াল হইএ অতি
জরবান গেলো কুতূহলে।
কবি কৃষ্ণরাম বলে শীতলার পদতলে
পরিতুষ্ট যাহারে ভবানী ॥ ১৪১

১২

ব্যাধি হইলে হত (তবে) মোচোলমান।
পূজিতে শীতলাদেবী হরষিত মন ॥ ১৪২
গ্রামের ভিতরে দিল উত্তম মন্দির।
গড়াইল শতকুম্ভ নেতোর প্রাচীর ॥ ১৪৩
গঠিল বসন্তরায় ঘোড়ার উপর।
গলায় সোনার হার রূপ মনোহর ॥ ১৪৪
পূজিল পরম দেবী ব্রাহ্মণ আনিএ।
পূজিল ভকতি বোধ যেমত জানিএ ॥ ১৪৫
এইরূপে পূজা হইল অবন্তীনগরে।
অতঃপর শুন সবে প্রতি ঘরে ঘরে ॥ ১৪৬
উজানি নগরে রাজা চন্দশিখর।
সেইতো না পূজা করে হতবুদ্ধি নর ॥ ১৪৭
চন্দ্রভানু রাজা আর হিরণ্য পাটোনে।
যে বুঝি কুবাদী মর্তে এই কয়জনে ॥ ১৪৮
কবি কৃষ্ণরাম বলে শুনো গো শীতলা।
রচিল তোমার গীত যেমতে কহিলা ॥ ১৪৯

১৩

হৃষীকেশ নামে সাধু সেই তো নগরে।
দূত গিএ শীঘ্রতে আনিল তাহারে ॥ ১৫০
রাজা বলে শুন শুন সাধু হৃষীকেশ।
হিরণ্য পাটোনে যায় আমার আদেশ ॥ ১৫১
আনিবে মাণিকচয় ভারিএ তরণী।
পূজিব শীতলা দেবী জগতজননী ॥ ১৫২

মধুর বচনে পুনঃ বলে মহারাজ।
শুভক্ষণ যায় বিলম্বে কি কাজ॥ ১৫৩
এইতে বলিব আর কি বলিব বাণী।
তবে সে ঘুচিবে মোর নয়ানের ছানি॥ ১৫৪
সাধু বলে অবধান কর মহাশয়।
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্যে যাইব নিশ্চয়॥ ১৫৫
এক নিবেদন করি শুনো নৃপমণি।
ঘরেতে রহিল মোর জনকজননী॥ ১৫৬
চলিতে শকতি নাহি তাহা দোঁহাকার।
আমা বিনে অপত্য জনেক (নাই) আর॥ ১৫৭
অনেক দিনের পথ হিরণ্য শিখর।
কৃপা করি তবাস লইবে নৃপবর॥ ১৫৮
কবি কৃষ্ণরাম বলে শুনগো শীতলা।
রচিল তোমার গীত যেমত কহিলা॥ ১৫৯

১৪

আর দামামা দগড় কাড়া রা ঘুন ঘুন বাজে পড়া
অতি সুমধুর শুনি শিঙ্গে।
কদম্বতলার ঘাট এড়াইল রাজহাট
শমন সমান যায় ডিঙ্গে॥ ১৬০
সেবিএ শীতলাপদ বাহিএ অজয়নদ
ঈশান হইল উপনীত।
বামে নবদ্বীপচর ডাহিনে পাতোরপুর
শান্তিপুর এড়ায় তুরিত॥ ১৬১
ডাহিনে আঁবুয়া রাখে বামে শান্তিপুর থাকে
গুপ্তিপাড়া করিল পশ্চাত।
চণ্ডিপাতা পারিহরি কুণ্ডে ছাড়ায় তরী
ত্রিবেণী আইল সাধুনাথ॥ ১৬২
কি কহিব অনুভব যত করিএ স্তব
দিবানিশি (মুনি) সাতজন।

জাহ্নবী কলুষহারা তিন দিকে ত্রয়োধারা
স্নান করে লোক অগণন ॥ ১৬৩
স্নান অতি অবিরাম ক্ষিতিতলে গুণগ্রাম
সেই ঘাটে চাপায় তরণী ।
চাপিএ চিকোন দোলা নগর ভ্রমিতে গেলা
সাথে কর্ণধার গুণশালী ॥ ১৬৪
সড়ক দোকানী চয় দেখিএ আনন্দময়
নানা দ্রব্য কেনে সবে মেলি । ১৬৫
তণ্ডুল কিনিল আগে সরু মোটা ভাগেভাগে
ক্ষেত্রিচিনি তৈল কতো জালা ।
হাসিহাসি লয় পোস্ত যতনে আনন্দ সেস্ত
ভাঙ্গে পুরিলো কত ছালা ॥ ১৬৬
বস্ত্র কিনে পূরে আশা মকমল সালখাসা
কত গড়াতসর রেশম ।
গালিচা জাজিম সাত সতরঞ্চি সগল্লাদ
ছিট ভোট কম্বল উত্তম ॥ ১৬৭
পাগরি উড়নী পাগরি ইজের জামা
পামোরি পেটিকা বালাবন্ধ ।
খরশানি তরয়ার মগরবি খরধার
হাতিয়ার কেনে নানা ছন্দ ॥ ১৬৮
বর্শা বাছিএ ছুরি কামানে পুরিএ তরী
খঞ্জর কাটারি কত শূল ।
পিতল তামার হাঁড়ি পিতলের হাতাবেড়ি
চিকোন কলমদান শূল ॥ ১৬৯
নানা দ্রব্য পরিপাটি তুতি লোটা ঘটিবাটি
আমিস্তি অনেক সামসই ।
রতন রিকাব দীপ পদ্মাসন টাট সীপ
কিনিল পূজার সাজপাই ॥ ১৭০
সাট হরিদ্রা আদা লোন কিনি লয় সাত মণ
ভারিএ তরণী (তবে ছয়) ।

কৌতুকে সাধু স্নান পূজা করিল ভোজন
উঠে (চলে) মধুকর নায় ॥ ১৭১
ডাকে অনুকূল বায় বাহো বাহো (সাত নায়)
(এবে কিছু) না কর বিলম্ব ।
শীতলা চরণ (তলে) কবি কৃষ্ণরাম বলে
অপরূপ রসের কদম্ব ॥ ১৭২

১৫

তরণী বাহিএ যায় সবে কুতূহলী ।
বামে বাঁকিয়াপুর ডাহিনে হুগলী ॥ ১৭৩
চুঁচুড়ায় পূজিল শঙ্কর শূলপাণি ।
বোরোতে বন্দিলো গিএ সারদাভবানী ॥ ১৭৪
বামেতে মণিরামপুর ডাহিনে দিগঙ্গ ।
নিমগাছে ওড়ফুল শুনি বাড়ে রঙ্গ ॥ ১৭৫
বায়ত বাজনা বাজে হারিষ বিশেষ ।
চানক পশ্চাত রহে ডাহিনে মাহেশ ॥ ১৭৬
কোন্নগর কোতোরঙ্গ এড়াইল ক্রেমে ।
পেনেটি আগোড়পাড়া রহে তার বামে ॥ ১৭৭
বরাহনগর বালি পিছে কতদূর ।
সর্ব্বমঙ্গলাদেবী পূজে চিতপুর ॥ ১৭৮
পশ্চাত করিল বেগে ডিহি কলকাতা ।
কালীঘাটে পূজিল কালী ত্রিজগতমাতা ॥ ১৭৯
বড়দয় এড়াইল দক্ষিণ রায়বারা ।
নানা উপহার দিল কুসুমের সারা ॥ ১৮০
ডোমখাড়মুখা এড়াএ পড়ে ভাঁটা ।
এড়াইল কল্যাণপুর আর সাতঘাটা ॥ ১৮১
অন্নদামহেশ পূজে গিএ বারাসত ।
বামেতে পাতোরঘাটা নগর বসত ॥ ১৮২
অম্বুলিঙ্গ ঘরে স্নানদান যাহাতে মহেশ ।
ঘরদোর পাছু করি ছুরেতে প্রবেশ ॥ ১৮৩

তবে গঙ্গা দেখিল কপিল মহামুনি।
গঙ্গাসাগর উত্তরিল বাহিএ তরণী ॥ ১৮৪
বিবেদোবোঁনের রাজ্য বাবুর মোকাম।
পশ্চাত কারিলো দেখে সাধুগুণধাম ॥ ১৮৫
অকূল সমুদ্র দেখি সাধু ভয় মন।
উড়িষ্যা নিকটে ডিঙ্গে দিল দরশন ॥ ১৮৬
পাষাণ দেউল দেখি পতাকা উপর।
অমরাবতীর তুল্য পুরী মনোহর ॥ ১৮৭
সদাগরে জিজ্ঞাসিল শুনে কর্ণধার।
এ কোন নগর দেখি অতি মনোহর ॥ ১৮৮
কর্ণধার বলে সাধু শুনো হের বলি।
কৃষ্ণরাম বিরোচেন সরস পাঁচালী ॥ ১৮৯

১৬

(আর) দেখি দিব্য পুরোসাজে   পাষাণ মন্দির মাঝে
প্রভু মহেশ্বর কৃপাময়।
করে কনোকের সার   গলায় মুকুতা হার
হেরি মুখ দুখ নাহি রয় ॥ ১৯০
গলায় কাপড় দিএ   ভূমিষ্ঠ হইএ
প্রণাম করিল সদাগর।
অনেক রতন দিল   প্রসাদ মাগিএ নিল
খাইএ মাথায় মুছে ফের ॥ ১৯১
জুড়ি জুড়ি সারি গায়   পবন জিনিএ যায়
সপ্ত তরণী মনোহর।
গিএ সেতুবন্ধ কাছে   ভকতি করিএ পুছে
দয়ার অবধি রামেশ্বর ॥ ১৯২
সমুদ্র জাঙ্গাল দেখি   সাধু বড় হইল সুখী
জিজ্ঞাসিল কর্ণধার প্রতি।
কহো কহো অহে বন্ধু   এ কে বান্ধিল সিন্ধু
এতো নয় নরের শকতি ॥ ১৯৩

কর্ণধার বলে (ভাই) ইহা বিস্তারিয়া কই
অপূর্ব কাহিনী রামায়ণ।
শুনিতে অসংখ্য পুণ্য ত্রিভুবনে ধন্য ধন্য
কৃষ্ণরাম করিল রচোন ॥ ১৯৪

১৭

অযোধ্যানগরে রাজা ছিল দশরথ।
প্রজার পালন রাজা করে পুত্রবৎ ॥ ১৯৫
সাতশত প্রধানা যে বিহরেন নারী।
কৌশল্যা কৈকেয়ী সুমিত্রা সুন্দরী ॥ ১৯৬
চার অংশে জনম লভিলা নারায়ণ।
রাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন ॥ ১৯৭
রঘুনাথের আদিবাস করে নৃপবর।
হেনকালে কৈকেয়ী মাগিএ লয় বর ॥ ১৯৮
পূর্ব্বে মোরে বর দিতে করিলে আশ্বাস।
চৌদ্দ বৎসর বনবাসে পাঠাও রঘুনাথ ॥ ১৯৯
তবে মোর সত্য পার হবে নৃপবর।
ভরতের রাজা (যদি) কর দণ্ডধর ॥ ২০০
রাজা বলিল কি বলিলে দুঃসহ বাণী।
তোমা বিনে ত্রিভুবনে নাহি চণ্ডালিনী ॥ ২০১
বংশের তিলক (রাম) আমার জীবন।
রঘুনাথ বিনে হবে আমার মরণ ॥ ২০২
বরং আমি এই রাজ্য দিলাম ভরতে।
বনবাসে তবু না পাঠাবে রঘুনাথে ॥ ২০৩
পিতৃসত্য পালিবারে রাম গেলে বনে।
পুত্রশোকে দশরথ তেজিল জীবন ॥ ২০৪
সূর্পনখা নামে এক সহচরী রামা।
রামের নিকটে বলে বিভা কর আমা ॥ ২০৫
নাক কান তাহার লক্ষ্মণ বীর কাটে।
কাঁদিএ পড়িল খরদূষণ নিকটে ॥ ২০৬

মারিতে যাইল রাম সেই অজ্ঞেয়ানী ।
সঙ্গে নিশা (চর) চৌদ্দ হাজার বাহিনী ॥ ২০৭
বিনাশিলো তা সভায় প্রভু নারায়ণ ।
লঙ্কার ঈশ্বর তাহে শুনিল রাবণ ॥ ২০৮
হরিতে রামের সীতা কুমতি হইলো ।
মৃগরূপে মারিচ রাক্ষসে পাঠাইলো ॥ ২০৯
তাহারে মারিতে রঘুনাথ বান্ধে সেতু ।
পশ্চাতে লক্ষ্মণ যান অন্বেষণ হেতু ॥ ২১০
শূন্য ঘরে জানকী হরিল দশানন ।
বিকল হইএ রাম ভ্রমেণ কানন ॥ ২১১
সুগ্রীব বানরের সাথে করিএ মিঁতালি ।
নাশিল তাহার সহায় বালি মহাবলী ॥ ২১২
হইএ সহায় তারা মারিল রাবণ ।
জানকী লইএ দেশে করিল গমন ॥ ২১৩
লক্ষ্মণ ভাঙ্গিল সেতু শুন সদাগর ।
কৃষ্ণরাম বিরচিল সরসের সার ॥ ২১৪

১৮

কর্ণধার মুখে শুনে রামায়ণ কথা ।
সাধু বলে ঝট চল কাজ নাই এথা ॥ ২১৫
বাহিএ চলিল ডিঙ্গা জিনিএ পবন ।
হাদেয়াকুলেতে ডিঙ্গে (দিল দরশন) ॥ ২১৬
(নঙ্গর করিয়া তথা) খেনেক রহিলো ।
রন্ধনভোজন করি কৌতুক জানিল ॥ ২১৭
জোয়ারে ভাসিএ ডিঙ্গে হাদিকুলে লাগে ।
তখন বাহিএ যায় সমীরণ বেগে ॥ ২১৮
তবেত কাঁকড়া দয় উত্তরিল গিএ ।
নির্ভয় সাধুর বালো শীতলা ভাবিএ ॥ ২১৯
পোড়াএ ছাগল জলে ফেলাইএ দিল ।
তবে সবে জোকাদয় মাঝে উত্তরিল ॥ ২২০

চুণক্কার ছালাছালা ফেলে সেই জলে।
তবেত সকল জোঁক সেঁদোয় পাতালে ॥ ২২১
দাঁড়া উভু করি রহে চিঙ্গড়ীর বার।
দেখিএ হাসিএ বলে সাধুর কুমার ॥ ২২২
নল খাঁগড়া ভাই দেখোহে সাগরে।
দেশে গেলে সরস কহিবে সবাকারে ॥ ২২৩
কাণ্ডার বলেন ভাই এ নয় খাকোড়া।
পুরাণ চিঙ্গড়ী মাছ তার এই দাড়া ॥ ২২৪
বেলাকে কাটিএ সুখে বাহিএ চলিল।
ভুজঙ্গ দহে ডিঙ্গে তবে উত্তরিল ॥ ২২৫
জিনিএ তামালহুরু বড় পরমাদ।
হাঁ করিএ তরণী গিলিতে করে সাধ ॥ ২২৬
বুদ্ধিমন্ত কর্ণধার বড়ই চতুর।
মালুমেই ঔষধ বাঁধে ভাবিএ গরুড় ॥ ২২৭
গন্ধে পালাএ যায় ভুজঙ্গের গণ।
ডিঙ্গে তখন বাজে বিবিধ বাজন ॥ ২২৮
সমুখেতে পক্ষগণ উড়িএ বেড়ায়।
ভয়ঙ্কর বড়ই পর্বত সমকায় ॥ ২২৯
ছুঁইয়া গিলিবে ডিঙ্গে হেন লয় মন।
তরাসে রোদন করে সাধুর নন্দন ॥ ২৩০
এইবারি মৃত্যু হইল নিশ্চয় জানিলো।
বসন্তরায়ের পদ ভাবিতে লাগিলো ॥ ২৩১
কর্ণধার জানে যতো প্রমাদের ছলা।
কামানে আগুন দিএ পারিল গোরলা ॥ ২৩২
ছুটিল সাধুর গোলা গুরু গুরু শব্দ।
তরাসে খগেরগণ হইল নিস্তব্ধ ॥ ২৩৩
ছোটতাল বড়তাল করিল পশ্চাত।
শংখ কড়ি বন্দি করি যায় সাধুনাথ ॥ ২৩৪
কালীদয় বাহিল সিংহল রহে বাম।
রাজদহে উত্তরিল সাধুগুণধাম ॥ ২৩৫

পবন পশ্চাতে রহে তুরঙ্গ পাটন।
মায়াদহে গিএ কর্ণধার যতজন ॥ ২৩৬
শুনহ বসন্ত বটু কহেন শীতলা।
ছলিব সাধুরে কৃষ্ণরাম বিরচিলা ॥ ২৩৭

১৯

ছাডাইএ দুঃখ দয় সদাগর মায়াদয়
সুখে করে রন্ধন ভোজন।
শুনিএ সখীর কথা শীতলা আইল তথা
ছলিবারে সাধুর নন্দন ॥ ২৩৮
সমুদ্রের মাঝেতে হইলা পুরী।
অপূর্ব্ব রঙ্গের ঘর সিংহাসন মনোহর
নাচে গায় বারো বিদ্যাধরী ॥ ২৩৯
রমণী কেহ (বা) নাচে খেলে (মানুষবাঘে পাছে)
রত্ন অলঙ্কার বিভূষিত।
ভক্ষক ভক্ষকে চরে কেহ কারে নাহি ধরে
এমতি যে মায়ায় মোহিত ॥ ২৪০
সমুখে বিরাকাপি একশত নর দেখি
কুম্ভীর কেশরী দোঁহে মেলা।
দন্তপুরে রহে ফণী মস্তকে জ্বলে মণি
ময়ুর সহিত করে খেলা ॥ ২৪১
রসাল আদি নানাতরু অকালে সকল চারু
হয় নানা পক্ষ সুশোভন।
উডে (পাখী) ঝাকে ঝাকে সমুখে মধুর ডাকে
কুতুহলে করেঅ রমণ ॥ ২৪২
সেইতো পুরের মাঝে বিশাল বঁইচির গাছে
ফুটিয়াছে তাহাতে প্রবাল।
সহচরীগণ মেলা বসিএ তাহার তলা
শীতলা সহিত শিশুজাল ॥ ২৪৩

কে পারে বুঝিতে কাজ মায়ায় সাগর মাঝ
তুলেন বঁইচির গাছপালা।
মূর্তিমন্ত ব্যাধি যত বেচে কেনে শত শত
মসুর মটর ছালা ছালা॥ ২৪৪
নৃত্য করে অপসরা মুনির মানসহরা
গীত গায় পরম কৌতুকে।
কবি কৃষ্ণরাম কয় দেখিএ (বড়) বিস্ময়
সুমধুর বচন নাই মুখে॥ ২৪৫

২০

নাই বুদ্ধি সদাগরে বুঝাইএ কাণ্ডারি (রে)
আনি তবে শুনিএ প্রমাণ।
বাজে বাদ্য পুরোঠাটে হিরণ্য পাটনের ঘাটে
চাপায় তরণী সাতখান॥ ২৪৬
মহাশব্দ ঘোরতরে পৃথিবী আঁধার করে
করে যত কামান খালাস।
সদাগর দিল বার শোভে নানা অলঙ্কার
কাম যেন পাইল প্রকাশ॥ ২৪৭
শুনি বাদ্য কোলাহল রাজ্য করে টলমল
চন্দ্রভানু নৃপ ধন্দ লাগে।
চাপিএ পরের দলে কোটা(ল ডাকি)য়ে বলে
জানি এ তৎকাল কহো আগে॥ ২৪৮
চলে সেই পুরে চান্দ অপবেজতুয়ো কিড়ন্তে
তুরোকিতে হএ আসোয়ার।
ঘোরঘটা আগে পাছে চলিলো সাধুর কাছে
বুঝিএ (যেন) গজাবতার॥ ২৪৯

* * * *

২১

* * * *

দেখো দেখো দেবমায়ার হেতু।
জিজ্ঞাসিলো রাজা ধরমকেতু॥ ২৫০

কহে কহে সাধু বিশেষ কথা।
কিরূপে বাইএ আইলে এথা ॥ ২৫১
সাধু বলে ভাল করে মনে।
নিবেদন করি তব চরণে ॥ ২৫২
ত্রিবেণী নামেতে উত্তম স্থান।
যথা সপ্তরিসির ধ্যান ॥ ২৫৩
কালীঘাটে কালী বিদিত ক্ষিতি।
অম্বুলিঙ্গ হর জগতপতি ॥ ২৫৪
উড়িষ্যা নামেতে জগতবন্ধু।
জয় জগন্নাথ গুণের সিন্ধু ॥ ২৫৫
সাগরে মাঝে দেখিলেন খাল।
এড়ালেম দুর্গম নানা বিশাল ॥ ২৫৬
জপিএ ত্রিদিবা তোমারি নাম।
সিংহল পাটোন রহিলো বাম ॥ ২৫৭
মায়াদহ মাঝে দেখিলেম যত।
এক বদনেতে কহিব কত ॥ ২৫৮
দিব্য পুরমাঝে বসতি তথা।
অতি অপরূপ এইসে কথা ॥ ২৫৯
মূষিক বিড়ালে হইল মেলা।
মউর সর্পের (দেখিলাম) খেলা ॥ ২৬০
ঘোড়ায় মহিষে মানুষ বাঘে।
খেলা করে ফেরে সবার আগে ॥ ২৬১
বৈঁচির গাছেতে প্রবাল ফোটে।
অনুপম রামা তাহার নিকটে ॥ ২৬২
সড়কদোসারি দোকানিগণ।
বেচে কেনে তারা নানা রতন ॥ ২৬৩
শুনিএ হাসিল ধরণীপাল।
কৃষ্ণরাম গায় রসবিশাল ॥ ২৬৪

২২

হাসিল অবনীপাল সাধুর বচনে।
সমুদ্রমাঝেতে দেখিল স্বপনে॥ ২৬৫
হেন কথা হেথা না বলিও পুনরায়।
জুয়ারী ঢেমন তুল্য চরিত্র তোমার॥ ২৬৬
সাধু বলে কটু কেন বল নররায়।
দেখাবো সাগরে পুরী কত বড় দায়॥ ২৬৭
যদি দেখাইতে নারি সত্য এই কথা।
সপ্তডিঙ্গে লুটিএ কাটিও মোর মাথা॥ ২৬৮
যদি দেখাইতে পারি তবে হার কিবে।
দড় এই লিখন করিএ মোরে দিবে॥ ২৬৯
প্রমাণ পরমেশ্বর দুইজন হটে।
অন্যায় হবেক কেন ধন্য সবা বটে॥ ২৭০
পাত্রমিত্র বসিল ভূদেব বুধজাল।
অনেক অনিক লএ চলিল কোটাল॥ ২৭১
সদাগর চলিল সহিত কর্ণধার।
পবন জিনিএ বেগে যায় তরী তার॥ ২৭২
রতনের খুঙ্গি কত নৌকার উপর।
ঝকমক করে যেন জিনি সুধাকর॥ ২৭৩
বিজয় বাতাসে ওড়ে শ্বেত পীত বানা।
সৈন্য সহিত মায়াদহে উতরিল না॥ ২৭৪
চারিদিক নিরীক্ষণ করেন নররায়।
জলবিনে আর কিছু দেখিতে না (পায়)॥ ২৭৫
রাজা বলে কোনখানে দেখিলে বাজার।
কোথায় দেখিছ পুরী কহো সদাগর॥ ২৭৬
প্রবাল ফুটেছে কোন বঁইচির গাছে।
মিথ্যা কথা কহিলে যে জানা যাবে পাছে॥ ২৭৭
দেখাও দেখাও সাধু কি ভাব মনেতে।
প্রমাণ সকল লোক নারিবে বাঁচিতে॥ ২৭৮

সাধু বলে অই দেখ রতনের পুরী।
বসিএ প্রবালতলে পরম সুন্দরী ॥ ২৭৯
দেখিএ না দেখ যদি তবে কি করিব।
হিরণ্য পাটোনে ছত্র অবশ্য ধরিব ॥ ২৮০
কুপিল নৃপতি অতি সাধুর বচনে।
মিথ্যা কথা কস বেটা মোর বিদ্যমানে ॥ ২৮১
সবা সাক্ষ্য করি রাজা বাঁধে সদাগরে।
রাজবাক্যে নিশীশ্বর লুটে মধুকরে ॥ ২৮২
কোটাল রুষিএ ওঠে ঘোর তরবরে।
সাধুরে লইতে যায় যথা কারাগারে ॥ ২৮৩
দেখিএ সেইতো স্থান মনে লাগে ভয়।
মনে করে সদাগর আইলেন যমালয় ॥ ২৮৪
হাজার হাজার মাথা সুখাএছে সানে।
কাটিএ বিকট কত ফেলেছে সেখানে ॥ ২৮৫
হুড়াহুড়ি মাংস খায় শৃগাল কুকুর।
ঝাঁকে ঝাঁকে গৃধিনী শকুন প্রচুর ॥ ২৮৬
পাথরের কারাগার অতি ভয়ঙ্কর।
ঠাঁই ঠাঁই পাতকুয়া তাহার ভিতর ॥ ২৮৭
ডাঁড়ুকা জিনজির তোক বুকেতে পাথর। ২৮৮
বাহিরে প্রহরী রহে সৈন্যগণ বসি ॥
দিবানিশি জাগে তারা ধরে ঢাল অসি। ২৮৯
উচ্চনাদে কাঁদে সাধু হইএ বিকল।
ভাবিএ বসন্তরায় চরণকমল ॥ ২৯০
শীতলায় ডাকে সাধু কাঁদিতে কাঁদিতে।
কাছে কর্ণধার বুক না পারে বাঁধিতে ॥ ২৯১
রায়ের মঙ্গল কবি কৃষ্ণরাম গায়।
কেবা কি করিতে পারে শীতলা সহায় ॥ ২৯২

২৩

কাতর হইএ অতি করে করপুটে স্তুতি
কৃপা কর জগতজননী।
খুন করে নৃপবর খলো অতি খরতর
নফরেরে রাখো গো আপনি ॥ ২৯৩
(আপোন) গতি জিনি গতমতি পার উপরে স্তুতি
গুণবতী গলে রক্তহার।
ঘুচায় আপদ শোক ঘুষিয়ে সকল লোক
(আর) ঘোরে ঘনঘনে দুঃখবারি ॥ ২৯৪
উদ্যত বিষময় খাড়া (উ) দেবী গো সহিতে নারি
উদ্ধার করিএ লয় পাশে।
চরণে শরণ চাই চাহো চতুর্ভুজ মাই
চাহো গো বদন তুলি দাসে ॥ ২৯৫
ছলিলে আসিতে পথে ছুতায় মনুজনাথে
ছিদ্র পাই করএ দুর্গতি।
জগতজননীজায়া জান এ যতেক মায়া
জননী খণ্ডয় দুর্গতি ॥ ২৯৬
ঝাঁকড় ঘূচাএ ঝাটো উরোমাএ
ঝটিতে রাখ জীবন।
টঙ্গটাঙ্গি ধর টানিয়া ইহার মারো
টলটল মোর মোন ॥ ২৯৭
ঠাকুরাণী উর ঠেকি নিশাচর
ঠারে হানিবার তরে।
ঢঙ্গ ঢাঙ্গাতি ঢল করে অতি
ডরে সাধু মরে ঘরে ॥ ২৯৮
ঢঙ্গে ঢঙ্গোতে ( )
ঢোল ঢাক পিছে বায়।
তপনতাপিনী তাপস কারিণী
ত্রাণ করো গো ত্বরায় ॥ ২৯৯

থরথর করি থাকে আজ ঐরি
থির করে স্থাপো শিরে।
দুর্গা দুর্গা পারা দক্ষ মক্ষ হারা
দুর্গতি রাখহ দীনেরে ॥ ৩০০
ধারিনি ধারিণী ধরা প্রিয়ধনী
ধরি পদে রাখ প্রাণে।
নন্দে রণাঙ্গনে নন্দসুত বানে
নন্দপ্রিয়া রাখ দীনে ॥ ৩০১
পদ্মে পদ্মাপ্রিয়া পদ্মাবতী জায়া
পার্ব্বতী পর্ব্বতসুতা।
ফেরু কক্ষ শিরা ফাঁপর ত্রিপুরা
ফল এই হইল মাতা ॥ ৩০২
বুদ্ধি প্রদায়িনী বন্ধন নাশিনী
বাঁধা দূর কর মাতা।
ভবের ভাবিনী ভব প্রিয়ধনী
ভবানী ভব পূজিতা ॥ ৩০৩
মস্তক মালিনী মুকুট ধারিণী।
মহিষ মুণ্ড নাশিনী।
যমুনা যামিনী যমের ভাগিনী
যমেরে ভয় ভাবিনী ॥ ৩০৪
রাকিনি রমণী রমণী বেগভানী
রক্ষ রক্ষ রাজস্থান।
লীলামতি লাপা লক্ষ্মী কর কৃপা
লইনু তব শরণ ॥ ৩০৫
বিধিবিষ্ণু মায়া বিধি বিষ্ণুপ্রিয়া
বরণমই বিষ্ণুধাতা।
সংখিনি শূলিনী সংকর গৃহিণী
শৈলসুতা সিবাদাতা ॥ ৩০৬
হরিহর বিধি হএ নিরবধি
হৈমবতী সদাশিবে।

ক্ষম ক্ষেমাঙ্করি ক্ষেয় অরি ভারি
ক্ষণেকে আসি রাখিবে ॥ ৩০৭
সাধু হৃষীকেশ আনিএ বিদেশ
কেন প্রাণে মারো মা।
এ রাজ দুরন্ত ভএ কাঁপে অন্তর
ক্ষমা কর দাসে উমা ॥ ৩০৮
ওমা আসি মায়াদয় দেখি মায়া তায়
রাজারে কহিলাম দেখি।
কাণ্ডারী বাঙ্গাল এরা হয় কাল
তারা না দেয় সাক্ষি ॥ ৩০৯
কবি কৃষ্ণরাম (বলে অবিরাম)
শুনো গো শীতলা।
রচিলো তোমার গীত (রসসার)
যেমোত কহিলা ॥ ৩১০
সাধুস্তব করে চৌত্রিশ অক্ষরে
চরণকমল ভাবি।
সবে নাম নিল তারে জিজ্ঞাসিলো
শীতলা পরম দেবী ॥ ৩১১

২৪

গর্দভ উপরি সাজের আরম্ভ।
মাথায় সোনার কুলো কাঁখে হেমকুম্ভ ॥ ৩১২
সাজিল বসন্তরায় তুরকি ঘোড়ায়।
কলেবর শোভা পাএ লোচন জুড়ায় ॥ ৩১৩
হাতে শক্তি শরাসন তূণপূর্ণবাণ।
চাঁদ করে ঝকমক পিঠে ঢালখান ॥ ৩১৪
জ্বরখাঁন আদি বলে পাত্র পঞ্চজন।
মূর্তিমন্ত ব্যাধি চলে না যায় গণন ॥ ৩১৫
পবন জিনিএ বেগে কি কহিব ত্বরা।
পদভরে থরো থারো কাঁপে বসুধারা ॥ ৩১৬

নারদ বরদমুনি তথায় আসিএ।
শীতলারে এই কথা কহেন হাঁসিএ॥ ৩১৭
মানুষ মারিব তোমার এতো বড় সাধ।
সদাশিব শুনিলে পাইবে বড় লাজ॥ ৩১৮
হেলায় জিনিলে যম পুরন্দর আদি।
ধরাতলে প্রবল ভূষণ কেবা বাদি॥ ৩১৯
শোনএ মুনির বাণী দলবল রহে।
রাজারে স্বপনে দেবীময়ীরূপে কহে॥ ৩২০
আমিতো শীতলাদেবী বলি নররায়।
জনমে না দিলি ফুল থাকুক তার দায়॥ ৩২১
আমার সেবক সাধু রিসিকেশ বটে।
তারে বন্ধ করিয়াছ বিষম সঙ্কটে॥ ৩২২
মালপত্র লুটিয়াছ শুধু প্রাণ আছে।
এ হেতু লইতে চায় আমি তার পাছে॥ ৩২৩
খালাস করিএ পূজা বিলম্ব না হতে।
নহেবা করিব তল রাজ্যের সহিতে॥ ৩২৪
স্বপন এমন দেখে নরপতি জাগে।
জানাইলো পাত্রমিত্র সবাকার আগে॥ ৩২৫
হাসিএ সকলএ বলে শীতলা কে আর।
স্বপন দেখিলে বুঝি বাএর বিকার॥ ৩২৬
কোটাল ডাকিএ রাজা করে মহাঘাট।
দক্ষিণ মশান গিএ সাধুবেটা কাট॥ ৩২৭
তিনবার তেহারিএ নিশ্চয় জানিলো।
শীতলার পদ সাধু ভাবিতে লাগিলো॥ ৩২৮
বাঁম হাতে ধরি কেশ দক্ষিণ হাতে অসি।
রাহু গ্রাসিলো যেন পূর্ণিমার শশী॥ ৩২৯
শীতলায় ডাকে সাধু কাঁদিতে কাঁদিতে।
কাছে কর্ণধার বুক না পারে বাঁধিতে॥ ৩৩০
মার মার বলে দেবী গগন মণ্ডলে।
এ কোন রাজার পুরী জীয়াস্ত সকলে॥ ৩৩১

নগরেতে ভালো নাই পশুপক্ষী নর।
রাজার বাটিতে হানা দিলো অতঃপর ॥ ৩৩২
মন্দআগোন আদি ব্যাধি একে একে চাপে।
রুষিলে বসন্তরায় রাখে কার বাপে ॥ ৩৩৩
গর্ভবতী নারীর হইলো গর্ভপাত।
ধনুষ্টঙ্কার ব্যাধি যাতনা নির্ঘাত ॥ ৩৩৪
খামুকা গলিএ পড়ে দুই পয়োধর।
দিগম্বর শয্যায় অবশ কলেবর ॥ ৩৩৫
ছয়পুত্র ছয় বধ্‌ পড়ি রহে তার।
সকল জীবের মৃত্যু ধাতা মাত্র সার ॥ ৩৩৬
প্রাণ মাত্র পাড়িএ কোঁতায় ঠাঁই ঠাঁই।
তত্ত্ব লয় জনেক এমন আর নাই ॥ ৩৩৭
রক্তদল বসন্তে প্রবাল প্রায় অঙ্গ।
ফুটিএ ফাটিল যেনো খোদার ঘারেঙ্গ ॥ ৩৩৮
বুকটান পিটটান প্রাণ যায় ভোকে।
হারেমে হইলো গোসা হাসের বিপাকে ॥ ৩৩৯
হারেমে হইল যত (কুকুর পাগোল)।
ছুটিএ বেড়ায় দন্ত মেলিএ সকল ॥ ৩৪০
পাইসালে ঘোড়া মরে থানে বাঁধা হাতি।
চেলাদার মাহুত উদ্ধত নানাজাতি ॥ ৩৪১
গাধার অবধি নাই উট কত মরে।
বিপরীত পচাগন্ধে চারিদিকে ভরে ॥ ৩৪২
রাজার হইল গোদ দুই চক্ষে ছানি।
কি হলো কি হলো বলি শিরে কর হানি ॥ ৩৪৩
রাজা বলে কি কহিব ভাগ্য হেন ভায়া।
আবছায়া দেখিতে পায় শীতলার মায়া ॥ ৩৪৪
দিব্য পরী সহচরী তাহে করি আলো।
তুলিলো বঁইচির গাছে লোহিত প্রবাল ॥ ৩৪৫
ভক্ষক ভক্ষ্যকে চরে অপরূপ নানা।
অনুভাব তেমতি মায়ার কারখানা ॥ ৩৪৬

তেমতি বিষমঘোর সমুদ্র তরঙ্গ।
সাধু কর্ণধার দেখি শিহরিল অঙ্গ ॥ ৩৪৭
রাজার নয়ানে ছানি তখনি ঘুচিল।
দৈবমায়া বিপরীত দেখিএ বুঝিল ॥ ৩৪৮
রাজা বলে সদাগরে কন্যা দিব বিভে।
দেশের দুর্গতি যতো দূর কর সবে ॥ ৩৪৯
জানিলাম সারদা করুণাময়ী দেবী।
সুমতি সবারে দেহো পাদপদ্ম সেবি ॥ ৩৫০

২৫

নরপতি সদাগরে মুখ প্রক্ষালন করে
স্নান দান করে নান্দিমুখ।
ঘটার বলিবো কিবা গোধূলি সময় বিভা
বাজে বাদ্য বিবিধ কৌতুক ॥ ৩৫১
দিব্য সুকুমার বর তনু অতি মনোহর
অন্ধ করে রোহিণীর মন।
দেখি রামাগণ বলে ভাগ্যবতী পুণ্যফলে
পাইয়াছে তনয় এমন ॥ ৩৫২
হাতি ঘোড়া দলবলে চৌদিক ঘেরিএ চলে
ঘন ঘন গরজে আওয়াজ।
জামাই সভায় আনি পরিতোষ কুশপানি
বরণ করেন মহারাজ ॥ ৩৫৩
অন্তপুরে নিলো ধরি বেড়ে যতো সহচরী
কনক আসনে রত্নাবতী।
হুলাহুলি জয়জয় পুষ্পের ছাউনি হয়
তবে আনে সভায় দম্পতি ॥ ৩৫৪
শুভ কর্ম্মের পর ঘরে নিল কনে বর
কিঞ্চিত ভোজন করে খির।
বাজে বাদ্য নানা জাতি জাগিএ পোহায় রাতি
শোভা যেনো গগনে মিহির ॥ ৩৫৫

বাসি বিভে হইল তবে বরকন্যা দেখে সবে
ধন্য ধন্য কত শত বাণী।
ধনে আর কোন কাজ বাছিএ বাছার সাজ
কৌতুকে জৌতুক দিল রাণী॥ ৩৫৬

২৬

স্বপনে আসিএ দেবী কহে সেই বাণী।
পাসরিলি পিতামাতা অভাগী জননী॥ ৩৫৭
তোমাবিনে রাজারাণী দুখে মরে তারা।
মা বাপ হইতে বুঝি পাইয়াছ দারা॥ ৩৫৮
নিজালয় গেলো (দেবী) পোহাইল রাতি।
চৈতন্য পাইলো কায়া পুণ্যবান অতি॥ ৩৫৯
মাএর আকার ভাবি করএ রোদন।
ধিক রূপগুণ মোর জীবন যৌবন॥ ৩৬০
পিতা না সেবিএ নারী লএ কুতূহল।
পীযূষ তেজিএ যেন ভকএ গরল॥ ৩৬১
ধুলায় ধূসর রাণী শিরে হানে হাত।
অভাগিনীর তনু কেন না হয় নিপাত॥ ৩৬২
কেমনে রহিব ঘরে তোমার বিহনে।
নিশির থাকুক দায় অন্ধ করি দিনে॥ ৩৬৩
পরাণ পুতলি মোর কন্যা কোন গোঁজা।
জনমের মত আর না দেখিব বাচা॥ ৩৬৪
বিমাতা সকল কাঁদে ভাই সহোদর।
হাহাকার করে যতো পুরের ভিতর॥ ৩৬৫
কাদিএ কমলমুখী করুণা কোথায়।
জননীর পদধূলি করিলো মাথায়॥ ৩৬৬
একে একে বন্দিলেম উচিত যারে যারে।
জোড় হাতে বলে সতী পাসোরো আমারে॥ ৩৬৭

২৭

বড়ো বড়ো বাছিএ লইল শংখ দল ।
ছোটছোট গুলাএ এড়িল অল্প মূল ॥ ৩৬৮
ছাড়াইলো ঘোর যত দহ একে একে ।
রামের জাঙ্গাল সব সদাগর দেখে ॥ ৩৬৯
পূজিল কপিল মুনি তবে দড়বড় ।
কাঁকাদহো পশ্চাত করিল হেতেগড় ॥ ৩৭০
পূজিলো বসন্তরায় খাড়িতে আসিএ ।
কৃপায় পাইনু কূল সাগরে ভাসিএ ॥ ৩৭১
তবে স্নান দান শঙ্কর পূজিএ ।
বাহিলো না অল্প জলে পবন বুঝিএ ॥ ৩৭২
কামান খালাস করে পারি ভুরটাটে ।
চাপাইলো পূর্ব্বকূল খনিয়ার ঘাটে ॥ ৩৭৩
দয়া শীতলাদেবীর রায়পদযুগ ।
কবি কৃষ্ণরাম বলে সাধুর কৌতুক ॥ ৩৭৪

২৮

বিজয় পবনে বায় শীতলার কৃপায়
তীরের গমনে যায় তরী ।
কালীঘাটে পূজে কালী বরাহনগর বালি
কোতোরঙ্গ আদি পাছে করি ॥ ৩৭৫
চানকে পূজিএ হর মণিরামপুরের পর
ঘোরোতে সারদা ভগবতী ।
পূজিএ বুঝিএ তায় ত্রিবেণী আনন্দ হয়
স্নান দান করিলো সুমতি ॥ ৩৭৬
গুপ্তিপাড়া শান্তিপুর নদীয়া রহিলো দুর
পাইল অজয় নদী গিএ ।
উত্তরিলো (গিএ) ঘাটে বাজে বাদ্য পুরো (ঠাটে)
কামানেতে আওয়াজ দিএ ॥ ৩৭৭

শুনি শুভ সমাচার বৃদ্ধ পিতামাতা তার
আনন্দে অবধি কবো কত।
পুত্রবধূ নিলো ঘরে জয় জয় ধ্বনি করে।
সধবা রমণীগণ যত ॥ ৩৭৮
পূর্ণ হইলো মনোরথ বলি দিএ শত শত
পূজা কর্লো মধুকর তরী।
লইএ মণিসার কত রতন অলঙ্কার
সাধু গেল নৃপ বরাবরি ॥ ৩৭৯
কহিল সকল কথা বিপদ অসংখ্য তথা
শুনিএ রাজার চমৎকার।
শিরোপা বসন হাতি রত্ন দিল নানা জাতি
তুষিএ পাঠায় নিজাগার ॥* ৩৮০

* ইহার পর পুথি খণ্ডিত।

কমলামঙ্গল

৪

লক্ষ্মীর চরণ ভাবি কি করিব কে ॥ ১
দূর দূর বাঘিনী আমারে নাই চিন।
কমলা কিঙ্কর হই ভয় দেখাও কেন ॥ ২
কি করিতে পার মোরে তোমার শকতি।
কায় মনে আছি তাঁর চরণে ভকতি ॥ ৩
বাঘিনী শুনিয়া তবে দর্প করি যায়।
মুখ বিস্তার করে দেখ্যা লাগে ভয় ॥ ৪
পিয়ালগাছের আরে বল্লভ ব্যানিয়া।
লক্ষ্মীর দোহাই দিল বিপদ জানিয়া ॥ ৫
আপনি কহিলে পথে কোন দুঃখ না হইবে।
ও মা দারুণ বাঘিনী পথে উপায় কি হবে ॥ ৬
এতেক দেখিয়া ভক্তি সাহস বুঝিয়া।
অন্তর্দ্ধান হইল সখি সেরূপ তেয়াগিয়া ॥ ৭
সাধুর সুত তবে সাহস পাইল।
সখারে ধরিয়া তুলে মুখে দিয়া জল ॥ ৮
ইহাতে কাতর কেন হইয়াছ ভাই।
ব্যাঘ্র খেদাড়িয়া দিলাম লক্ষ্মীর দোহাই ॥ ৯
ঘোড়া লইয়া তুই সখা সেই সরোবরে।
জল খায় তিনজন হরিষ অন্তরে ॥ ১০
সেই জলে এক সর্প দিব্য শরীর।
বিশেষ বলিব কিবা দোসর কালীর ॥ ১১
জলের জতেক জন্তু সব তার ভক্ষ্য।
হস্তী ঘোড়া খাইয়াছে গণ্ডার কত লক্ষ ॥ ১২
সেই কূলে মৎস্য আদি নাহি এক প্রাণী।
তাহার বিক্রম কথা সর্ব্বদেশে জানি ॥ ১৩

পাইয়া মনুষ্য গন্ধ তুলিলেক ফণা।
দূরে হইতে দেখে তাহা সখা দুইজনা॥ ১৪
বেগেতে ধাইয়া আসে মুখখানা মেলি।
বিস্থা দুই ধান্য ধরে যেন বড় ডুলি॥ ১৫
শিরে মণি জ্বলে জিহ্বা সঘনে নিহালে।
ঘোড়া ছাড়ি দুই সখা পড়ে ভূমিতলে॥ ১৬
আসিয়া গিলিল ঘোড়া চক্ষের নিমিষে।
বক যেন ক্ষুদ্র মৎস্য পাইয়া গরাসে॥ ১৭
পুনঃ লুকাইল গিয়া আছিল যথায়।
বসিয়া লক্ষ্মীর মায়া এতেক দেখায়॥ ১৮
দুই সখা এক দেখি ভাবিল উপায়।
কি করিলে মা লক্ষ্মী হওগো সদয়॥ ১৯
বিশ্বশ্রবার সম হয় হারাইলাম যদি।
কি কাজ জীবনে আর প্রবেশিব নদী॥ ২০
জনার্দ্দন বলে ভাই পাসর আপনা।
লক্ষ্মীর চরণ পদ্ম করহ অর্চ্চনা॥ ২১
বিষম বাঘের হাতে রক্ষা কৈল যে।
এমন তুরগ কত দিতে পারে সে॥ ২২
পাঁচালি সরস কবি কৃষ্ণদাস গায়।
কিন্তু না করিহ কিছু কমলা সহায়॥ ২৩

মনে মনে স্তব করি ভাবিয়া কমলা।
স্থানে থাকি কানে শুন ভকত বৎসলা॥ ২৪
ছাড়িয়া আপন দেশ যাইব কাঞ্চিপুর।
মধ্যখানে সরোবর সাগরের কূল॥ ২৫
বুঝিয়া সাধুর মন অভয় বরদা।
হইয়া ব্রাহ্মণী মূর্তি আইলা সারদা॥ ২৬
দুই সখা (বসিয়া ক্রন্দন) করে যথা।
মায়া পাতি গুটি গুটি উত্তরিল তথা॥ ২৭

জিজ্ঞাসা করিল দোঁহে কান্দ কি কারণ।
কি জন্য ভাবনা কর কহো (বিবরণ) ॥ ২৮
তন্ত্র মন্ত্র জানি আমি ব্রাহ্মণের ঝি।
ততক্ষণে ফলে যারে সাঁপ গালি দি ॥ ২৯
সাধুর নন্দন বলে করি কর জোড়া।
এই সরোবরে সর্প গিলিয়াছে ঘোড়া ॥ ৩০
দেবী বলে পক্ষী পুষে অতি যত্ন করি।
আহার না পাইয়া তারে সর্প খায় ধরি ॥ ৩১
গরুড়ের সাড়া পাইয়া লুকাইল অহি।
মধ্যখানে সরোবরে পক্ষী গিয়া রহি ॥ ৩২
রুষিয়াত চঞ্চু পাতি ঘন মারে ছো।
ডাঙ্গায় তুলিয়া করে ভুজঙ্গের পো ॥ ৩৩
ছটফট করে সর্প উগারে গরল।
গোটাতিন তালগাছ জিনিয়া দিঘল ॥ ৩৪
উদরে লুকায় তার হাতী কতো গোটা।
ভাবে বুঝি ইহা হইতে হয় কত মোটা ॥ ৩৫
নখেতে উদর চিরে খগপতি তার।
মাংস সব রাশিরাশি পর্ব্বত আকার ॥ ৩৬
করিল অমৃত বৃষ্টি দেবী ততক্ষণ।
গৰ্জ্জিয়া উঠিল ঘোড়া সাধুর বাহন ॥ ৩৭
হাতী ঘোড়া হরিণ বয়ার পালে পাল।
প্রাণ পেয়্যা বনে গেলা গণ্ডার বিশাল ॥ ৩৮
ছলিবারে সাধুরে গরুড় মহাবীর।
গিলিলেক সেই সর্প দুর্জ্জয় শরীর ॥ ৩৯
সদাগর বলে মাতা করি নিবেদন।
সঙ্কটে সত্বর আসি দিবে দরশন ॥ ৪০
কানে হইতে খসাইলেন কমলের ফুল।
বল্লভে দিলেন দেবী হইয়া অনুকূল ॥ ৪১
বিপদ সময়ে (কমল) লইও মাথে।
বিপদে পড়িলে উদ্ধার হইবে তাতে ॥ ৪২

বন্দিল দেবীর পদ করিয়া প্রণতি।
চলিলেন দুইজন ঘোড়ার (উপর) ॥ ৪৩
দেবীর প্রসাদে সর্প উগারে গরুড়।
জিয়াইয়া মহালক্ষ্মী গেল মধুপুর ॥ ৪৪
পুনর্ব্বার সর্প গিয়া রহে সেই জলে।
সাধু না (জানিল) কবি কৃষ্ণরাম বলে ॥ ৪৫

৬

হয়বর আরোহণে চলে সখা দুইজনে
রম্য গ্রাম দেখিতে দেখিতে।
দিব্য পুরীর ঠাঞি সবার সমা(ন নাঞি)
পূজার আকার চারিভিতে ॥ ৪৬
শুন লোক অপূর্ব্ব কথন।
নানা ফুল নানা গাছে তেমনি সকল আছে
প্রাণী মাত্র (নাহি) একজন ॥ ৪৭
সহায় পরম দেবী চরণ কমলার সেবি
তিলেক উদরে নাহি উরে।
সমুখে রাজার পুর দেখিয়াত কত (দূর)
প্রবেশ করিল গিয়া গড়ে ॥ ৪৮
বোরজে কামান পাতা দ্বারে গুলি আছে তথা
অস্ত্র শস্ত্র তেমনি সকল।
অস্থিমাংস ঠাঁই ঠাঁই কেবল মানুষ নাই
দুই সখা হৃদয়ে বিকল ॥ ৪৯
জনার্দ্দন বলে ভাই পুনঃ পুনঃ ভয় পাই
পুরী প্রবেশিয়া নাই কাজ।
সাঁপ দিল কেহ আসি ভস্ম হইল হেন বাসি
রাজ্যের সহিত মহারাজ ॥ ৫০
কিবা কাল সর্প আসি প্রাণী খাইল রাশি রাশি
অস্থি মাত্র রাখিল এথাই।

বুঝি বুদ্ধিমন্ত বট তুরগ লইয়া ঝাট
এদেশ থাকিয়া চল যাই ॥ ৫১
বল্লভ শুনিয়া কয় এত কেন পাও ভয়
অবশ্য দেখিব পুরীখান।
ভাবিয়া (মনুষ্য) কেই তাহার উপমা এই
বিশ্বকর্ম্মা করিল নির্ম্মাণ ॥ ৫২
অপূর্ব্ব কতেক আছে দেখিয়া শুনিয়া পিছে
হয় নয় যাব কাঞ্চি দেশ।
( ) বনি পুর দিয়া প্রথম বৃহন্দে গিয়া
অবিলম্বে করিল প্রবেশ ॥ ৫৩
যথায় বৈঠকখানা চিত্র বিচিত্র নানা
সিংহাসন র(ত্ন) নির্ম্মাণ।
ছিট ভোট সন্ধনাদ ডুলিচা গালিচা পাগ
বিছানা বলিব কত শায় ॥ ৫৪
উপরেতে দিব্য চাঁদা ধবল চামর বান্ধা
অভি(নব) মুকতার ঝারা।
বৃহন্দ তাহার পর দেখি দিব্য সরোবর
ফুটিছে কমল মনোরমা ॥ ৫৫
চৌদিকেতে নানা ফুল উড়ে বৈসে অলিকুল
মন্দির সুন্দর সারি সারি।
হর গৌরী গণপতি বিষ্ণু লক্ষ্মী সরস্বতী
রতন কলাপি কূলধারি ॥ ৫৬
তৃতীয় বৃহন্দে দেখে ভক্ষ্য (দ্রব্য দিকে দিকে)
সন্তোষ মধুর উপহার।
কুবেরের পুরী জিনি উপমা ভুবনে তিনি
কত শত রতন ভাণ্ডার ॥ ৫৭
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার ( ) হার
ঠাঞি ঠাঞি পড়িয়াছে কত।
কবি কৃষ্ণরাম ভণে বিস্ময় দোঁহার মনে।
চতুর্থ বৃহন্দে কৈল গতি ॥ ৫৮

৭

( ) সে যেন পর্ব্বত গোটা
অতি উচ্চ গগনমণ্ডলে।
রত্ন সিংহাসন মাঝে মহা অলঙ্কার সাজে
বসিয়াছে তুঙ্গ ( ) ॥ ৫৯
( ) শরীর ডাগর কি আমি বলিব আর
ধরিয়া অমনি গিলে হাতী।
দিঘিঘর উজ্জ্বলা গলে নরমুণ্ডমালা
দোঁহার জোড়া নাহি সাথি ॥ ৬০
নখগুলা হাত পার চোখ যেন খুরধার
কোটরে গভীর দুটি আঁখি।
বাহু তাল তরুহংগ পর্ব্বত সমান বুক
পর্ব্বতের গুহা যেন দেখি ॥ ৬১
রাশি রাশি মাংস কাছে সাজ রক্ত পড়িয়াছে
পড়্যা আছে মহিষ গণ্ডার।
লাগিয়াছে অ( ) কড়মড় করে হাড়
দাঁতগুলা মূলার আকার ॥ ৬২
দুই সখা এই দেখি কোথায় রহিব লুকি
ভাবিয়া উপায় নাহি পায়।
জীবনে ( ) আশ এখনি করিব গ্রাস
কায়মনে কমলা ধিয়ায় ॥ ৬৩
জোড় হাত করি কয় কাঁপিতে কাঁপিতে রয়
রাক্ষসীরে প্রণাম করিল।
ভালমন্দ নাহি বলে বসন ধরিয়া গলে
জোড় হাতে সাক্ষাতে রহিল ॥ ৬৪
দেখি দোঁহে কম্পমান দেহত অভয় দান
জিজ্ঞাসা করিল নিশাচরী।
কিবা প্রয়োজন আছে বলহ আমার কাছে
অরাজক এই শূন্য পুরী ॥ ৬৫

কোন জাতি নাম কিবা নিজ পরিচয় দিবা
আমারে করিহ নাহি (ডর)।
যেই দ্রব্য অভিলাষ পূরিবে দোঁহার আশ
তুরগ লইয়া যাবে ঘর ॥ ৬৬
নির্ভয় হইয়া কয় নিবেদিল মহাশয়
বল্লভ সকল কথা (কয়)।
যেবা জাতি দুইজন দূর দেশে যে কারণ
যেমতে ভুজঙ্গ বশ হয় ॥ ৬৭
চলি যাব কাঞ্চি দেশ এই রাজ্য দিয়া পরবাস
করিনু অনেক পুণ্যফলে।
তোমার চরণ যুগ দেখিয়া পরম সুখ
দুঃখ দূর হইল সকল ॥ ৬৮
শুনিয়াত এই বাণী বড় অনুগত জানি
নিশাচরী মনে মনে করে।
( ) রাজকন্যা রূপেগুণে বড় ধন্যা
দিব বিভা ব্রাহ্মণের তরে ॥ ৬৯
কবি কৃষ্ণরাম ভণে বুঝ বুঝ সর্ব্বজনে
যারে মাতা দেন বরাভয়।
সুখে যায় রাত্রিদিবা সাপ আর বাঘ কিবা
কাহারে নাকি তার ভয় ॥ ৭০

কহে নিশাচরী দোঁহার তরে।
স্নান করিবাহে ঐ সরোবরে ॥ ৭১
ভক্ষ্য দ্রব্য কিছু অভাব নাই।
শয়নের দেখ সুন্দর ঠাঞি ॥ ৭২
থাক দিন কত এ পুর মাঝে।
দেশে শেষে যাবে সুন্দর সাজে ॥ ৭৩
যদি না বলিয়া কর পয়ান।
সংহারিব তবে ধর্ম প্রমাণ ॥ ৭৪

শুনিয়া তখনি করিল স্নান।
পূজিল যামিনী নাহিক আন ॥ ৭৫
রন্ধন ভোজন করিল রঙ্গে।
একেত্রে শয়ন দিব্য পালঙ্কে ॥ ৭৬
দ্বিজের তনয় অধিক ভয়।
কাঁপিতে কাঁপিতে সখারে কয় ॥ ৭৭
রাক্ষসী এখনি খাইবে ধর‍্যা।
রক্ষা নাই আজি এ শূন্য পুরে ॥ ৭৮
শুন শুন সখা প্রাণের ভাই।
ঘোড়া লয়্যা চল পলায়ে যাই ॥ ৭৯
এই পুরী ছিল প্রাণী যতেক।
সংহারিল সব নাহি জনেক ॥ ৮০
এক গ্রাসেতে এ তিন প্রাণী।
উদরে রাখিবে নিশ্চয় জানি ॥ ৮১
হাসিয়া বল্লভ সখারে কয়।
সহায় কমলা কাহারে ভয় ॥ ৮২
যদ্যপি রাক্ষসী করএ মায়া।
আমাদের প্রতি হবেক দয়া ॥ ৮৩
খাইয়া এখনি করিত গ্রাস।
অভয়া দয়া আছে নাহিক ত্রাস ॥ ৮৪
পলাইবে হেন কর‍্যাছ সাধ।
আপনি করিবে তবে পরমাদ ॥ ৮৫
বলিতে কহিতে নিশি পোহায়ে।
রাক্ষসী প্রভাতে চরণে যায়ে ॥ ৮৬
কহিল রাজার কন্যার তরে।
তোমা(রে এই) ব্রাহ্মণ বরে ॥ ৮৭
পালিনু যতনে ঝি প্রায় ভাবিয়া।
যৌবন কালেতে হউক বিভা ॥ ৮৮
মহাসুখ ভাবে নৃপের বালা।
দূর হবে যাবে (বিরহ) জ্বালা ॥ ৮৯

এ মুখ ও মুখ তুমুখ দিবে।
হাসিয়া হরিষে অধর পিবে ॥ ৯০
তখনি মনেতে বুঝিয়া দড়।
স্বর্গে নাহি সুখ এহার বড় ॥ ৯১
ধরিয়া যখন দিবেক কোল।
স্মরণ করিয় আমার বোল ॥ ৯২
এতেক শুনিয়া সরস কথা।
লজ্জায় রূপসী নোঙায় মাথা ॥ ৯৩
পুরুষ প্রথম শিহরে গা।
অবশ হইল না চলে পা ॥ ৯৪
নিশাচরী গেল চরিতে বনে।
কৃষ্ণরাম বলে আনন্দমনে ॥ ৯৫

স্নান করি নৃপবালা (পরি) তার রত্নমালা
পুরী মাঝে কুসুম কাননে।
শুন অপরূপ কথা হরগৌরী পূজে যথা
নৈবেদ্য রচিয়া একমনে ॥ ৯৬
দিন বরপতি অভিলাষ।
বর হয় শূলপাণি ঘটনা করিয়া আনি
এখন পূরিবে তার আশ ॥ ৯৭
রাক্ষসী চরণে গেলা জনার্দ্দন হেনবেলা
পুষ্পবন ভ্রমণ করিতে।
মা তোমার মহিমা হেতু বিধাতা নিবন্ধ সেতু
দেখি সেই কন্যার সহিতে ॥ ৯৮
দ্বিজপুত্র নিরক্ষিয়া বামে মুখ লুকাইয়া
লাজে রহে (শুনিয়া ই) শাদ।
বাড়িল অনঙ্গ রঙ্গ কত করে রঙ্গ ভঙ্গ
নাহি ছাড়ে যৌবনের পাশ ॥ ৯৯

দেখি সেই রূপবতী মদনে মোহিল অতি
হইয়া মোহিত (লোচন) ।
কামপীড়া লাজ ভয় কদাচিত নাহি হয়
জিজ্ঞাসিল বিনয় বচন ॥ ১০০
মোরে পরিচয় দিবা দেবকন্যা হও কিবা
দানবী মানবী অপ্‌সরা ।
কুসুম কাননে কেনি বসিয়াছ একাকিনী
এরূপ উজ্জ্বল করি একা ॥ ১০১
কিবা হেতু কহ সতী হারাইয়া প্রাণপতি
ভ্রমিয়া বেড়াও দুঃখমনে ।
বিধাতার গুণপনা এহা বুঝি গেল জানা
নিরমিল রমণী কারণে ॥ ১০২
ধন্য ত্রিভুবন মাঝে স্বর্গে কিবা সুখ আছে
যে তোমা করিল পরিণয় ।
না বুঝিয়া মুনিসব করয়ে কঠোর স্তব
মূর্খ তেঁহ হরের তনয় ॥ ১০৩
মনে আমি হেন বাসি বিমান হইল শশী
তবুত মুখের নাহি তুল ।
কি (আছে) উপমা দিতে আছে স্বর্গ পৃথিবীতে
কোন ছার কর্ণের ফুল ॥ ১০৪
দিব্য লোচন জোর শ্রবণে আবৃত তোর
চপলা চঞ্চলা (আঁখি দু)টি ।
কামধেনু পরাপক্ষ কটাক্ষে শরের লক্ষ্য
হৃদয়ে রহিল লোদ ফুটি ॥ ১০৫
জিনিয়া মৃগের রাজ অতি ক্ষীণ দেখি মাঝ
( ) লুকায় ধরণী ।
রূপবতী তিলোত্তমা ইন্দ্রাণী আর সত্যভামা
সকলের হইতে তব রূপ ॥ ১০৬
মদনের শরানলে (দাহ করে) কলেবরে
সরস রস কৃষ্ণরাম কয় ।

কর মোরে কৃপাদৃষ্টি বচনে অমৃত বৃষ্টি
শুনি যেন হৃদয় জুড়ায় ॥ ১০৭

এতেক শুনিয়া বলে নৃপতির বালা।
রাজার নন্দিনী আমি নাম রত্নমালা ॥ ১০৮
বীরসিংহ রাজা ছিল দেশ অধিকারী।
এক মুখে গুণ তার কি বলিতে পারি ॥ ১০৯
পঞ্চপুত্র পঞ্চকন্যা একশত রাণী।
কন্যা মাত্র আমি সবে আছি অভাগিনী ॥ ১১০
সাঁপ দিল রাজারে দুর্ব্বাসা নামে ঋষি।
রাজ্যের সহিত রাজা খাউক রাক্ষসী ॥ ১১১
আচম্বিতে পুরীতে আইল নিশাচরী।
একে একে সকল সংহার কৈল পুরী ॥ ১১২
চৌদিগে নগর আদি আছে যত প্রাণী।
মনুষ্য ছাগল আদি নাহি এক প্রাণী ॥ ১১৩
আমারে রাখিল তেঁহো ঝিয়ারী করিয়া।
দাসী হইয়া আছি তাঁর চরণ সেবিয়া ॥ ১১৪
হরিণ শূকর আনে পোড়াইয়া দিই।
কপালে লিখন আছে করা যায় কি ॥ ১১৫
লোহার মুসল দিয়া চাপি হাত পা।
জাগায় সমস্ত রাত্রি পরবশ গা ॥ ১১৬
মা বাপের শোক আর বিরহে আগুন।
অনুক্ষণ পোড়ে মোন বিরহে আগুন ॥ ১১৭
জন্ম সহিতে মোর কভু নাহি দেখা।
অভাগিনী পাতকিনী অনাথপুরী একা ॥ ১১৮
এহা শুনি জনার্দ্দন পরম কৌতুকী।
লাজ মুখ হইয়া বলে শুন রসমুখী ॥ ১১৯
দেখিয়া তোমার রূপ মনে নয় আন।
আলিঙ্গন দিয়া মোর রাখহ পরান ॥ ১২০

এক তিল লই(য়া তোমারে) সুখে ভুঞ্জি।
তবে সে রমণ হয় মনে হেন বুঝি ॥ ১২১
রাক্ষসী আসিয়া যদি বধ করে আমা।
তথাচ এখনি আমি না ছাড়িব তোমা ॥ ১২২
ব্রাহ্মণের পুত্র আমি প্রথম বএস।
আইলাম সখার সঙ্গে ভ্রমিতে বিদেশ ॥ ১২৩
তুমিত যুবতী বট নৃপতির বালা।
আমার উচিত তুমি দেহ বরমালা ॥ ১২৪
রাজার নন্দিনী বলে স্থির কর মন।
তোমার রমণী আমি না যায় খণ্ডন ॥ ১২৫
গমন সময় অদ্য কহিল রাক্ষসী।
ব্রাহ্মণের পুত্রে তুমি ধরিয়ো রূপসী ॥ ১২৬
না কহিলেন আমার লাজ আছে কিবা।
শুভক্ষণ জানি মোরে কর পুষ্পবিভা ॥ ১২৭
ইহা শুনি বীরদর্পে বলে ভাগ্যবান।
স্বর্গের চন্দ্র পাইল যেন বাড়াইয়া হাতখান ॥ ১২৮
সময় বিচরে আর না লয় বিলম্ব।
করিল কুসুম বিভা দোঁহা অনুবন্ধ ॥ ১২৯
শুভদৃষ্টি দোঁহে দোঁহার কৈল নিরীক্ষণ।
মদন অলসে খসে দোঁহার বসন ॥ ১৩০
কুসুম কাননে যেন ভ্রমর গুন্‌জরে।
পরিচয় বুঝিয়া মঙ্গল গান করে ॥ ১৩১
জ্ঞান পঞ্চবাণে হরে মুনিগণের মন।
তথায় করিল দোঁহে কুসুম শয়ন ॥ ১৩২
ভুঞ্জিলেন রতিরস নানান প্রকারে।
বাড়িল দোঁহার ভাবে ভাব দোঁহাকারে ॥ ১৩৩
কবি কৃষ্ণরাম বলে পাঁচালির রস।
বিধাতা সহায় বুঝি গুরু একাদশ ॥ ১৩৪

১১

চিরদিন দোঁহার পূরিব মন আশ।
স্নান করি তখনি পরিল দিব্য বাস ॥ ১৩৫
লজ্জায় আকুল রামা সাঁধাইল ঘরে।
দ্বিজের তনয় গেলা সখার গোচরে ॥ ১৩৬
হাসিয়া সকল কথা কহেন বিশেষ।
উপায় ধরিনু ভাল আসিয়া বিদেশ ॥ ১৩৭
বিধাতা মিলাইল বুঝি রমণীর গুণ।
কি আর বলিব সখা দেখিতে তখন ॥ ১৩৮
রন্ধন করিল রামা তবে দুইজন।
স্নানপূজা করি গেলা করিতে ভোজন ॥ ১৩৯
রাজকন্যারূপ তবে দেখিয়া বল্লভ।
সখারে হাসিয়া বলে জগত দুর্ল্লভ ॥ ১৪০
চিরদিন ছিলে ভাই আছিলে বিকেলে।
বহু পুণ্যফলেতে এমন ভক্ষ্য মিলে ॥ ১৪১
মোরে না কহিয়া দিল বঞ্চনা স্বরতি।
কেহ কার নহে ভাই পাইলে যুবতী ॥ ১৪২
দেওর সম্বন্ধ বুঝি সরস কথায়।
নৃপবালা দিল জল সাধুর মাথায় ॥ ১৪৩
বাহির হইল দোঁহে হাসিতে হাসিতে।
আচমন করি বৈসেন তাম্বুল খাইতে ॥ ১৪৪
রাক্ষসী আইল ঘরে উদর পূরিয়া।
হাতী গোটাদশ বারো গণ্ডার লইয়া ॥ ১৪৫
কন্যারে নিরস্ত দেখি জিজ্ঞাসে হাসিয়া।
দুঃখ ঘুচাইল বুঝি ব্রাহ্মণ আসিয়া ॥ ১৪৬
ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে শরীরখানি বটে।
বিরহ সাগরে বিধি উঠাইল তটে ॥ ১৪৭
উত্তর না দিল রামা ঈষৎ হাসিয়া।
এমনি রহিল কন্যা অধোমুখ হয়্যা ॥ ১৪৮

রজনী বঞ্চিল শুভ পতির সহিত।
উদয় তিমির পদ্ম হইল বিকশিত॥ ১৪৯
রাক্ষসীর নিকটে বল্লভ গিয়া কয়।
কাঞ্চি দেশে যাব আমি যদি আজ্ঞা হয়॥ ১৫০
নিশাচরী বলে যাহ সহায় কমলা।
তথায় করিবা বিভা নৃপতির বালা॥ ১৫১
আসিবার কালে এই দেশ দিয়া পথ।
পূরাইব দোঁহার কামনা মনোরথ॥ ১৫২
প্রণাম করিল দোঁহে রাক্ষসীর তরে।
দুই সখা সওয়ার হইল হয়বরে॥ ১৫৩
তাহার উত্তর দিক দিয়া কত দূর।
উত্তরিল সঙ্গী শুদ্ধ সমুদ্রের কূল॥ ১৫৪
পর্ব্বত সমান ঢেউ পরশে গগন।
কেমনে হইব পার ভাবে দুইজন॥ ১৫৫
স্তব করি লক্ষ্মীরে ভকতি কায়মনে।
ও মা সমুদ্রে করহ পার আমা দুইজনে॥ ১৫৬
তোমাবিনা গতি নাই দেখিলাম ভাবিয়া।
কেন আর দুঃখ দেহ বিদেশে আনিয়া॥ ১৫৭
কমলা দেবীর মায়া দেখ সর্ব্বজন।
নদী মধ্যে জাঙ্গাল হইল ততক্ষণে॥ ১৫৮
বামেতে সাগর আর সাগরের বংশ।
ডাহিনে কমলাদহ নদী এক অংশ॥ ১৫৯
ঘোড়ায় চড়িয়া দোঁহে জাঙ্গাল বাহিয়া।
কমলাদহেতে গেল নিকট হইয়া॥ ১৬০
বিকট কমল তথা অপরূপ কথা।
সাধুরে ছলিতে দেবী উত্তরিল তথা॥ ১৬১
অলঙ্কার ধান্যের পরিয়া কুতূহলে।
কবি কৃষ্ণরাম বলে বসিলেন কমলে॥ ১৬২

১২

ছলিতে দাসীর পুত্রে হরষিত মন।
বসিল কমলদলে কমলা আসন ॥ ১৬৩
আভরণ ধান্যের পরিয়া নবরঙ্গে।
বিবরিয়া বলি কিছু সঙ্গীত প্রসঙ্গে ॥ ১৬৪
পদাঙ্গে লক্ষ্মীর অঙ্গে আলতা পরিধানে।
কিরণ দেখিতে যেন আলতা সমানে ॥ ১৬৫
তবে ত কনকচুর পরিলেন পাসুলি।
নূপুর গরুড় ধান্য সিতভোগগুলি ॥ ১৬৬
বাকমল পাতামল কামিনী উজ্জ্বলে।
কিঙ্কিণী জামাই নাড়ু আর পদ্মদলে ॥ ১৬৭
খৈই হার ধান্যের মালা পরিল গলায়।
দোসুতি সিতল জিরে হরিভোগ তায় ॥ ১৬৮
পারিজাত ধান্যের পরিলা বক্ষহার।
উরুর উপরে পরেন শোভা বড় তার ॥ ১৬৯
সূর্য্যভোগ চন্দ্রমণি কোমরে পরিল।
নয়ানে অঞ্জনলক্ষ্মী কাজল করিল ॥ ১৭০
মুক্তাশালী সিতায় সিন্দূর শোভা পায়।
কবরী আঁটিল ধান্য কামিনী জটায় ॥ ১৭১
লক্ষ্মীভোগ পুণ্যভোগ খোপায় রাখিল।
মুক্তাঝুরি পাটথোপ পিঠেতে তুলিল ॥ ১৭২
শঙ্খনাদ নাউফলা পরিলা সাজাই ॥ ১৭৩
আজানে সাজান কৈল তাড় দুই বাহে।
হইল মধু মরিচ রোসন কোশা তাহে ॥ ১৭৪
বাজুবন্ধ নীলাবতী আর খয়ের চুর।
অঙ্গুরী তুলসী বাকই বেড়িল প্রচুর ॥ ১৭৫
সুরাসর শূলপাণি জটা রত্নাবলী।
সাজয়ে সুন্দর বড় পরেন কাঁচলি ॥ ১৭৬
চামর ব্যজন যত সহচরী করে।
গায় শুনি নৃত্যগীত মুনির মন হরে ॥ ১৭৭

সমুদ্র সমান নদী মধ্যখানে তার।
সকল ধান্যের ক্ষেতে দেখি চমৎকার॥ ১৭৮
কত পাকে কত ফুলে কত থোড় তার॥ ১৭৯
কায়মনবাক্যে সবে হইয়া একমনা।
বিবরিয়া কহি শুন ধান্যের বন্দনা॥ ১৮০
ইহা শুনে যেই জন লক্ষ্মী নাহি ছাড়ে।
দিনে দিনে সম্পদ সুখ পরমাই বাড়ে॥ ১৮১
স্বপনে আসিয়া মোরে কহিলেন কমলা।
তেমনি চরণে কহিলাম না করিলাম হেলা॥ ১৮২
কবি কৃষ্ণরাম বলে সেবিয়া কমলা।
এইরূপে নাএকেরে করিবে উজ্জ্বলা॥ ১৮৩

১৩

ধান্যমুড়ি পারিজাত কল্পলতা প্রাণনাথ
নাউচিকে চাই পদ্মদল।
কমলা প্রসাদ মাগি মেগবই তুয়া রাখি
বগড়া গিকলা গঙ্গাজল॥ ১৮৪
সূর্য্যভোগ কালিন্দী গুয়াশালী নিসিন্দি
চন্দ্রমণি জগন্নাথশালী।
হেঁউড়্যা চড়ুই নেচা মেঘবর্ণ কলামচা
লক্ষ্মীর কজ্জল কেশুর কেলি॥ ১৮৫
জোয়ান্যা কামিনী থাড়ু জেইন্দি জামাই নাড়ু
কিয়া পদ্ম পুন মউলতা।
কৃষ্ণকেলি মাটীচালি সীতাশালী খয়েরশালী
রাজমহিষী বেন্যাবউ॥ ১৮৬
হরগৌরী রত্নমালি পাতরা কর্পূরশালী
ঘোটারে না লঙ্কার ধূসন।
কামরঙ্গে বেনাফুল কনকচুরের ফুল
মালতী গোখবী সোয়ালতা॥ ১৮৭

ছায়ারস্ত শংখচূড় বাগিনী কর্পূর
রক্তশালী ধান্য কেস্থর কেলি।
হরিসখুরি কিয়াপাতি আগুনবান নানাজাতি
দুগ্ধভোগ এপানিকলস ॥ ১৮৮
কে জানে লক্ষ্মীর চূড়া মাএর গাএ নানাগুড়া
একে একে কত লব নাম। ১৮৯
কামিনী উজ্জ্বল আছে ক্ষীর সিন্দূরের মাঝে
দুধকলম ধান্য নীলাবতী।
সুয়াশালী শীতল জিরা কমলা মোহন হীরা
রাঙ্গামুখ সুজন সারথী ॥ ১৯০
আগুনবান শুনফুলি আকই মরিচশালী
পানিকলস শীতল জটা।
সকল কাএস্থ কত দেখ ভাই প্রকাশ যত
কে জানে ধান্যের নাম কটা ॥ ১৯১
টেনিয়া হা ( ) না ধায় কত শত জনা
ছিচার ক্ষেদায় পালে পালে।
চারিদিকে ক্ষেতভরা যাহা যার মনহরা
দামাশ বাজায় কেহো মনে ॥ ১৯২
গুলতেই বাটুল মারে হায় হায় শব্দ করে
কোনখানে রাগই বালাই।
গণনা নাহিক যায় ঠেকিয়াছে গায় গায়
পর্ব্বত সমান ভিন্ন আছে ॥ ১৯৩
মহামায়ার অনুবন্ধ দেখিয়া হৃদয় ধন্ধ
নিরীক্ষণ খেদে করে দৃষ্টি।
মুনির মন করে চুরি জলের উপরে পুরী
অসম্ভব বিধাতার সৃষ্টি ॥ ১৯৪
ধন্য রাজা কলানিধি সদয় হৃদয় বিধি
ধনধান্য এমতি কাহার।
হের দেখ তার কাছে অনুগ্রহ হইয়াছে
পরিয়া ধান্যের অলঙ্কার ॥ ১৯৫

এমন প্রকার আর থাকুক দেখিবার
শ্রবণে করএ নাহি কেহ।
দুর্গতি নাশিনী দেবী বলে কৃষ্ণরাম কবি
চরণ কমলে ছায়া দেহ ॥ ১৯৬
অপরূপ অতিশয় দেখিয়া কমলা দয়
সখাসঙ্গে তনয় সাধুর।
তিলেক নাহিক রয় আর মহানদী ছয়
প্রবেশ করিল কাঞ্চীপুর ॥ ১৯৭

১৪

রাজ্য তার সুবিষম ধরণী ধরিয়ে সম
লক্ষ্মী সরস্বতী সম দেখি।
অতি সুখী সর্ব্বলোক নাহি তথা রোগ শোক
রূপে গুণে সুন্দর সুন্দরী ॥ ১৯৮
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ কুবের জিনিয়া পদ
পুরুষ সব কামদেব সমান।
কনকবরণী শ্যামা রূপবতী তিলোত্তমা
টুটাইল উর্ব্বশীর নাম ॥ ১৯৯
দেবদ্বিজে অনুরক্ত সুমতি অতীব ভক্ত
অসাধু জনেক নাহি তথা।
কলিযুগ তথাকারে প্রায় না যাইতে পারে
সবে নহে সব মিথ্যা কথা ॥ ২০০
রাজা বড় পুণ্যবন্ত দেওয়ান মতাবন্ত
দানে কল্পতরুর সমান।
যশেতে সদাই ইন্দ্র শরণগণের বন্ধু
প্রতাপে তপন পুণ্যবান ॥ ২০১
পরের উপরে যম সমরে অর্জ্জুন সম
জলধি অবধি অধিকার।
কি কহিব পুরী খান বিশ্বকর্ম্মার নিরমান
সবে সেই সংসারের সার ॥ ২০২

সরোবর রম্য অতি মকরকলাপ তথি
সুমন সুসার আর বিধি।
বকুল করতলে বেশে দোঁহে কুতুহলে
জগদম্বা চরণ প্রসাদে ॥ ২০৩
দেখিয়া দেশের সভা অধিক হইল লোভা
ধন্য ধন্য বলে বারেবার।
যতগুণ আছে সেই স্বর্গের সমান এই
সবে আছে নিকট গঙ্গার ॥ ২০৪
সম্ভাষিতে নররায় কুঞ্জরে চড়িয়া যায়
প্রচণ্ড কোটাল হেনবেলা।
বিদেশী পুরুষ দুই তরুতলে ঘোড়া থুই
তথাকারে গিয়া জিজ্ঞাসিল ॥ ২০৫
তিল আদি নাহি ভয় দোঁহে দিল পরিচয়
না করিল প্রণাম আদর।
দম্ভে কোটালিয়া কোপে হাত নাড়া দিয়া
তোরা কোন নৃপতির চর ॥ ২০৬
পাইলাম শুক্লপক্ষে ঠেকেছ আমার চক্ষে
পলাবার আর নাই পথ।
রাজার সভায় চল বুঝিয়া পাইবে ফল
ধর্ম্ম সেই জগতবিদিত ॥ ২০৭
ঘোড়া থুয়্যা বৃক্ষতলে পদভরে দোঁহে চলে
অবনীভূষণ সম্ভাষণে।
স্বপনে যেমত সার সেইরূপ পরকার
সরস কৃষ্ণরাম ভণে ॥ ২০৮

১৫

কনক সিংহাসনে নৃপতি আনন্দমনে
কাছে পাত্রমিত্রগণ বীর।
কোতয়াল কুতুহলী গরীব নেওয়াজ বলি
আগে গিয়া নোয়াইল শির ॥ ২০৯

শুন বলি নৃপবরে বসিয়া যুকতি করে
দুষ্ট দুই বিপক্ষের চর।
যে হয় আপনি বুঝ সমাচার কিছু পুছ
আনিলাম করহ গোচর॥ ২১০
ব্রাহ্মণের বড় ভয় নাজানি কেমন হয়
অপরাধ বিনে দায় পড়ি।
সাধুর কুমার বীর কাছে গিয়া নৃপতির
প্রণমিল ধরি করি করজোড়ে॥ ২১১
কেহ ডাকাতি চোর নই নিজ পরিচয় কই
গোউড় রাজ্য নগর সনত।
জাহ্নবী দেবীর কূল মহীতল নাহি তুল
চালে চালে নিগূঢ় বসত॥ ২১২
রাজা তার চন্দ্রবান দেখিয়া তাহার দান
পাতালে প্রবেশ কৈল বলি।
অধর্ম্মের নাহিক লেশ ধন্য ধন্য পুণ্য দেশ
নিকট যাইতে নারে কলি॥ ২১৩
সারদা বিরাজ তথা বিতরণে কল্পলতা
জনক অনেক পুণ্যবান।
বল্লভ আমার নাম বিদেশ ভ্রমণে কাম
গন্ধবেনে কুলের প্রধান॥ ২১৪
জগন্নাথ দরশনে হয়বর আরোহণে
আইলাম নগর উৎকল।
দিনকত রহি তথা শুনি বড় গুণকথা
দেখিতে বড় কুতূহল॥ ২১৫
অনেক সঙ্কটে আসি তুমি রায় গুণরাশি
পাইলাম তোমার দরশন।
কোন অপরাধ ফলে কোটাল আনিল বলে
কিবা পাইলে দুষ্টের লক্ষণ॥ ২১৬
রাজা বলে দোষী বট আপনি হইলে নট
আপন কথায় অদুভ্রমে (?)।

গৌউড় হইতে সদাগর আইসে রাজার চর
ডিঙ্গাভরা বহুশ্রমে ॥ ২১৭
সমুদ্র বিষম ফুলে কেমনে তরিলে
সমুদ্র দেখিয়া ভয় পায়।
তরণী না মানে টান তোমার তুরগ টান
আইলে কেমন করি তায় ॥ ২১৮
সদাগর বলে বাণী শুন রাজা গুণমণি
ঘোড়া মোর নাম পক্ষরাজ।
পবন জিনিয়া গতি পরশ না মানে ক্ষিতি
তুলনা নাহিক ভুবন মাঝ ॥ ২১৯
সবে সেই ঘোর নদী তরিতে নারিনু যদি
কমলা ভাবিনু একমনে।
জাঙ্গাল হইল তায় পার হব কিবা দায়
সরস কৃষ্ণরাম গায় ॥ ২২০

১৬

বসিয়া লক্ষ্মীর খেলা সেবকে ছলিতে।
পথের সকল কথা লাগিল কহিতে ॥ ২২১
যুক্তি করি একত্রে বসিল দুইজন।
বিদেশ ভ্রমণে বড় হইল বাসন ॥ ২২২
স্বপনে কহিল লক্ষ্মী যাহ কাঞ্চিপুর।
কলানিধি রাজা তার দয়ার ঠাকুর ॥ ২১৩
প্রসাদ দিলেন ঘোড়া হরিহর জিনে।
জননী না জানে এই দুই সখা বিনে ॥ ২২৪
উৎকলে দেখিব তিন লোকের ঠাকুর।
অবিলম্বে উত্তরিলাম করবীর পুর ॥ ২২৫
দিব্য সরোবর দেখি ফুটেছে কমল।
নাবিয়া ঘোড়ায় হইতে খাওয়াইতে জল ॥ ২২৬
সর্পজঙ্গ তাতে শরীর দুর্জ্জয়।
দেখিয়া পলাইলাম মোরা মনে পাইয়া ভয় ॥ ২২৭

ধরিয়া গিলিল ঘোড়া কুচ্ছিত বদন।
বসিয়া রোদন করি বাহন বিহন ॥ ২২৮
বৃদ্ধ এক ব্রাহ্মণী আইল কোথা থাকি।
পাছে পাছে তাহার আইল এক পাখী ॥ ২২৯
বুড়ির বচনে পক্ষী সর্প আনিল ধরি।
চিরিল শরীর তার বড় শব্দ করি ॥ ২৩০
বাহির করিল অস্থি কত রাশি রাশি।
কি আর বলিব তাহা দেখ্যা ভয় বাসি ॥ ২৩১
খেয়্যাছিল প্রাণী যত নাম নাহি জানি।
জিয়াইয়া দিল সব বুড়া ঠাকুরাণী ॥ ২৩২
পক্ষী লইয়া গেলা তিনি নিজালয় চলি।
তুরগ পাইয়া দোঁহে বড় কুতূহলী ॥ ২৩৩
সেই দেশে রাজা প্রজা নাহি কোন জন।
রাক্ষসীতে খাইয়াছে নাহি একজন ॥ ২৩৪
দৈবযোগে উত্তরিলাম রাজার নগর।
নিশাচরী উত্তরিলা ধরিয়া আকার ॥ ২৩৫
রাজার নন্দিনী এক বড় রূপবতী।
সখারে দিলেন বিভা করিয়া ভকতি ॥ ২৩৬
তথা হৈতে এদেশে আসিতে দুইজন।
সমুখে দারুণ নদী সমুদ্রতুলন ॥ ২৩৭
কেমনে হইব পার মনে বড় ভয়।
ততক্ষণে দেখিনু জাঙ্গাল হইল তায় ॥ ২৩৮
বামেতে অর্দ্ধেক ভাগ নদী অর্দ্ধভাগে।
অপূর্ব্ব কমলদহ দেখিলাম আগে ॥ ২৩৯
কমল উপরে এক রমণী রতন।
বসিয়াছে পরিয়া ধান্যের আভরণ ॥ ২৪০
চৌদিকে ধান্যের ক্ষেত বেড়িয়া তাহারে।
দেখিয়া জুড়ায় আঁখি নানান প্রকারে ॥ ২৪১
কোনখানে কাটে ধান্য কোনখানে বোনে।
কেমনে হইল রাজা ভয়ঙ্কর মনে ॥ ২৪২

রাজা বলে হেন কথা না বলিহ আর।
মিথ্যা কথা কহিলে সাজাই আছে তার॥ ২৪৩
বিষম তরঙ্গে ডিঙ্গা টলমল করে।
তাহাতে রমণী বসি কমল উপরে॥ ২৪৪
বেড়িয়া ধান্যের ক্ষেত হেন কথা কও।
চঙ্গ বড় গুয়ার ঢেমন তুমি হও॥ ২৪৫
ভালই কোটাল তোরে আনিল ধরিয়া।
খেদাড়িয়া দিল দেশ বাহির করিয়া॥ ২৪৬
কবি কৃষ্ণরাম বলে মিথ্যা নহে কিছু।
কমলাদেবীর মায়া জনান যাবে পিছু॥ ২৪৭

১৭

শুনি সর্ব্বজন হাসে মহারাজা আদি।
কোথায় আছিল বেটা বড় মিথ্যাবাদী॥ ২৪৮
করবীর পুরে বটে আছে সরোবর।
বিষম ভুজঙ্গ বটে তাহার ভিতর॥ ২৪৯
সেই সর্প কৈল বধ বুড় এক মাগি।
নিশ্চয় বুঝিনু বেটা বড় মিথ্যাবাদী॥ ২৫০
বিষম রাক্ষসে রাজ্য বধ কৈল যে।
তুহারে পাইয়া কন্যা বিভা দিল সে॥ ২৫১
রাম অবতারে হরি যাইতে লঙ্কায়।
বান্ধিল সাগর কপি বানর সহায়॥ ২৫২
সেই বুঝি বিষ্ণু কিবা রাম গুণমণি।
মহানদী পিট দিল পরাক্রম জানি॥ ২৫৩
সমুদ্রের মাঝে দেখি কামিনী কমল।
যাহার তরঙ্গে তরী যায় রসাতল॥ ২৫৪
জলের উপরে কত দেখিয়াছে ধান।
ত্রিভুবনে নাই শুনি এমন বন্ধান॥ ২৫৫
এতেক শুনিয়া সাধুর তনয়।
পুনর্বার কহে কিছু হইয়া নির্ভয়॥ ২৫৬

মরে নাই সর্প যদি আমি মিছা বলি।
সেই সরোবরেতে কমল দিব তুলি॥ ২৫৭
নদীতে জাঙ্গাল নহে কামিনী কমল।
ধান্য আদি যদি থাকে তেমনি সকল॥ ২৫৮
যতেক কহিনু আমি যদি হয় আন।
তুরগ লইয় আর বধিয় পরাণ॥ ২৫৯
দেখ যদি এ সকল তবে হয় কিবা।
সত্য কর মহারাজা কন্যা বিভা দিবা॥ ২৬০
উত্তরিল রাজকন্যা দেবী পদ্মালয়া।
বলে অৰ্দ্ধরাজ্য দিব এই কন্যা সমর্পিয়া॥ ২৬১
দুইজনে লিখিয়া পড়িয়া কৈল পণ।
প্রমাণ পণ্ডিত সব আর নারায়ণ॥ ২৬২
মীরবরে ডাক দিয়া বলে নরপতি।
একশত ডিঙ্গা কর পুরসাজ অতি॥ ২৬৩
কোশা আদি তুরিত সাজন করি রঙ্গে।
দলবল হইয়া যান রিপুভয় সঙ্গে॥ ২৬৪
ততক্ষণে রাজা আজ্ঞা পাইয়া অবিরত।
বাছিয়া বাছিয়া ডিঙ্গা সাজে একশত॥ ২৬৫
বড়বড় কামানেতে তরী পুরী ঠাটে।
পৰ্ব্বত না মানে টান কামানের চোটে॥ ২৬৬
নানা পতাকা উড়ে শ্বেত পীত লাল।
চৌদিকে বাদ্য বাজে সবদে বিশাল॥ ২৬৭
উপরে সোনার ছই হেম সিংহাসন।
বৈসে রাজা কলানিধি আনন্দিত মন॥ ২৬৮
পাত্রমিত্র আদি যত পরম হরিষে।
সখাসঙ্গে সদাগর তার একপাশে॥ ২৬৯
মোর যত ডিঙ্গায় সিফাই খলপে।
ভয় পায় পরদল আসি চাপে॥ ২৭০
সদাগর বলে আগে সরোবরে গিয়া।
সবা বিদ্যমানে দিব কমল তুলিয়া॥ ২৭১

আসিবার কালে ধান্য দেখাব নরমণি।
বিশাল জাঙ্গাল সেই নদীতে তেমনি ॥ ২৭২
রাজারে কহিল যদি অনুকূল বায়।
করবীর পুর তথা অবিলম্বে যায় ॥ ২৭৩
ডাঙ্গায় উঠিল রাজা লইয়া দলবল।
গেলা সরোবর যথা ভুজঙ্গ সকল ॥ ২৭৪
সর্প তথা মরিয়া যেন পাইল প্রাণদান।
বল্লভ না জানে হোথা পাইল প্রাণদান ॥ ২৭৫
কবি কৃষ্ণরাম গান ॥ ২৭৬
সরোবর ঘেরিয়া সকল লোক রয়।
কমলে তুরিত গেলা সাধুর তনয় ॥ ২৭৭
শব্দ পাইয়া সর্প উঠিল বিশাল।
সরোবর মাঝে যেন উঠিল জাঙ্গাল ॥ ২৭৮
ভয় পাইয়া সদাগর উঠিল ডাঙ্গায়।
প্রথমে হেরিয়া মুখ সংখ হইয়া যায় ॥ ২৭৯
হাসিয়া কহেন রাজা কি কহিব ভায়া।
চতুরের ঠাঞি কোথা যাবে পলাইয়া ॥ ২৮০
ইহা শুনি বলে রায় সভামধ্যে থাকি।
উগরিয়া সর্পকে পুন জিয়াইল পাখী ॥ ২৮১
হাসিয়া রুষিয়া সবে চড়ে গিয়া ডিঙ্গে।
বিজয় দুন্দুভি বাজে করতাল সঙ্গে ॥ ২৮২
ছাড়িয়া সমুদ্র তবে মহানদী গেলা।
যথায় কমলদহ বাহিয়া চলিলা ॥ ২৮৩
কোথায় জাঙ্গাল সেই রমণীরতন।
কোথায় ধানের ক্ষেত আর লোকজন ॥ ২৮৪
খেলা তব ভাঙ্গিল সকল হইল মিছে।
দণ্ড চারি দুঃখ আছে দৈব নিলে পাছে ॥ ২৮৫
রাজা বলে জাঙ্গাল এখন হইল কিবা।
কোথায় রমণী এখন দেখাইয়া দিবা ॥ ২৮৬

কিছু না দেখিয়া সাধুর মুখে ধুলা উড়ে।
কাতর হইয়া কিছু বলে করজোড়ে॥ ২৮৭
আমারে বিপক্ষ বিধি হেন বিপরীত।
হারিনু এখন রাজা যে হয়ে উচিত॥ ২৮৮
জাঙ্গাল হইনু পার দেখিনু নয়ানে।
উহাতে এমন হবে জানিব কেমনে॥ ২৮৯
নহেবা রাখহ কিবা মনে হয় যে।
যে আছে কপালে তাহা খণ্ডাইবে কে॥ ২৯০
শুনিয়া সদয় কিছু হইল মহাভাগে।
দন্তে তৃণ করি কহ সকলের আগে॥ ২৯১
বাজারে বাজারে তোরে ফিরাইব লয়্যা।
বেড়াইব উচ্চস্বরে এই কথা কয়্যা॥ ২৯২
তবে তোমায় না মারিব করিব বিদায়।
না বল এমন কথা যেন সর্ব্বদায়॥ ২৯৩
সাধু বলে দেখিয়াছি শুন মহাশয়।
প্রাণভয়ে বলি তবু মনে নাহি লয়॥ ২৯৪
মিছা কথা কহি যদি পরকাল নট।
আপনি ভাবিয়া দেখ ধর্ম্মশীল বট॥ ২৯৫
যদি রাজা মনে কর এই পৃথিবীর।
তবু মিথ্যা কথা মুখে না হবে বাহির॥ ২৯৬
বলিয়াছি আগে যেই সেইত প্রমাণ।
কি করিব কোথা যাব যাউক পরান॥ ২৯৭
খণ্ডন না যায় কভু কমলার মায়া।
কুপিল ধরণীপাল দূর কৈল দয়া॥ ২৯৮
ঘাটে গিয়া চাপাইল ডিঙ্গা সপ্তখান।
কোটালেরে ডাক দিয়া বলে গুণবান॥ ২৯৯
হারিয়াছে সদাগর নাই কয় ধর্ম্ম।
ফলভোগ অবশ্য যেমন জান কর্ম্ম॥ ৩০০
অশ্বের রক্ষকে দেহ মনুষ্য ডাকিয়া।
ঝাট লইয়া কাট উহার কি কাজ রাখিয়া॥ ৩০১

দুঃখ যেন নাই পায় দ্বিজের কুমার।
সঙ্গদোষে জানিয়াছি না জানে বেভার ॥ ৩০২
পাঁচালি সঙ্গীত বলে কবি কৃষ্ণরাম।
তবে মহারাজ গেল আপনার ধাম ॥ ৩০৩

১৮

নৃপ আজ্ঞা করে কোটাল তাহারে
কাঁকালে দিলেক ডোর।
ধাক্কা মারি তায় কোটাল উঠায়
যেমত পাইয়া চোর ॥ ৩০৪
বাজে সিঙ্গা কাড়া কাঁশি বাঁশী পড়া
দামামা গভীর ভেরি।
সৈন্য পাছে পাছে চলে কাছে কাছে
তর্জ্জন গর্জ্জন করি ॥ ৩০৫
তনয় সাধুর বচন মধুর
অভিন্ন মদন প্রায়।
খসিল কুন্তল মন চঞ্চল
ধুলা মলা সর্ব গায় ॥ ৩০৬
রাহু কোটালিয়া মেঘেতে রহিয়া
গিলিতে আইসে চান্দে।
দুর্গতি এমন দেখি লোকজন
বুক বিদারিয়া কান্দে ॥ ৩০৭
যে ছিল যেমন শুনি ততক্ষণ
দেখিতে আইসে লোক।
মৈল সদাগর রাজার নগর
পুত্রের অধিক শোক ॥ ৩০৮
যতেক রমণী কান্দয়ে অমনি
নয়নে বহয়ে ধারা।
কেন হেন দেশ করিল প্রবেশ
পরান করিতে হারা ॥ ৩০৯

দুঃখ বড় হয় কেহ কেহ কয়
কপালে হানিয়া ঘা।
দেখিতে এমন বুঝিল কেমন
কেমন করিয়া মারে ॥ ৩১০
চাঁদ নিরমল জিনিয়া কমল
মুখানি সুন্দর অতি।
দেখিয়া করুণ বধিবে পরান
কেমন অবনীপতি ॥ ৩১১
শত অপরাধী হইলে বিবাদী
অল্প বয়েস হয়।
বচনের দোষে প্রাণ নিল শেষে
দ্বিতীয় সময় নয় ॥ ৩১২
প্রজা যত আর রহিব কে আর
এদেশে আগুন দিতে। ৩১৩
কেহ বলে আর সাধুর কুমার
এ কভু মানুষ নয়।
দেখি সবে কয় কমলা সহায়
ঘুচিবে সকল ভয় ॥ ৩১৪
রক্ষ ভগবতী আর নাহি গতি
বিপদে ভরসা তুমি।
দুর্গতি নাশিনী নাম সবে জানি
বিপদ ভারথ ভূমি ॥ ৩১৫
লক্ষ্মী পদতলে কৃষ্ণরাম বলে
পাঁচালি সরস কথা।
লৈয়্যা সদাগর আইল সত্বর
দক্ষিণ মশান যথা ॥ ৩১৬
অক্ষয় নামেতে বট নিকট পানে মট
চামুণ্ডার বসতি তথায়।
নিত্য হয় পূজাবলি রুধির খর্পর ভরি
লৈয়্যা যত যোগিনী যোগায় ॥ ৩১৭

কুণ্ড কত ঠাঞি ঠাঞি শকুনি অবধি নাই
পালে পালে শৃগাল আনন্দে।
মাংস খায় ঝাকে ঝাকে গৃধিনী শকুনি ডাকে
ভূত প্রেত পলায় পচাগন্ধে ॥ ৩১৮
বিকট সিকট মড়া কতগুলা শূলে চড়া
কোটাল চঞ্চল সমীরণে।
কনকের পুরী ছাড়ি আইলাম যমের বাড়ী
সদাগর চিন্তা করে মনে ॥ ৩১৯
তথা রম্য সরোবর বিকশিত শতদল
চরে রাজহংস অনুকূল।
বিশ্বকর্ম্মা অনুমান বান্ধিয়াছে ঘাটখান
চারিদিকে কতশত ফুল ॥ ৩২০
ভকতি করিয়া অতি কহে কোটালের প্রতি
কান্দিতে কান্দিতে সদাগর।
যে আজ্ঞা করহ ভাই আগে জল পান খাই
জন্ম শোধ ভরিয়া উদর ॥ ৩২১
কোটালিয়া কোপে জ্বলে দাড়ি মুচড়িয়া বলে
পলাইবি বেটা তোর মন।
হের আইস আগে কাটি জ্ঞাতি (তোর) যমের বাটী
জলপান করিহ ভক্ষণ ॥ ৩২২
কোটালের সহোদর নাম তার হরিহর
নেভ কোটালিয়া শুদ্ধমতি।
সাধুরে লইয়া যায় দেখি অতি দয়া হয়
স্নান করাইতে যত্ন করি ॥ ৩২৩
খসাইয়া হাতের দড়ি বুঝায় করুণা করি
ভাব ইষ্টদেবতা আপন।
সংসার সমুদ্র তরি আইলে যমের পুরী
যদি হইল অকাল মরণ ॥ ৩২৪
ছায়া যেন কাছে কাছে ব্রাহ্মণের পুত্র আছে
বলে সাধু দেখিয়া তাহায়।

কহিয়া মধুর বোল বাহু তুলি হরি বোল
এ জন্মের হইনু বিদায় ॥ ৩২৫
ছাড়িয়া সংসার মায়া রাজকন্যা হেন জায়া
মোর সঙ্গে সদা অনুকূল ।
বিধাতা লাগিল পাছে লিখন কপালে আছে
আমার রহিল বড় শেল ॥ ৩২৬
প্রাণের সমান সখা আর না হইবে দেখা
মাথায় তুলিয়া দেহ পা ।
বড় দুঃখ একবার দেশেতে না গেনু আর
না দেখিব গুরু বাপ মায় ॥ ৩২৭
চল গ্রহ দেশখান রহিলে হারাবে প্রাণ
যমসম এই নৃপমণি ।
রাক্ষসীর কাছে গিয়া পায়ে ধরি প্রণমিয়া
দেখ গিয়া জনকজননী ॥ ৩২৮
দেখিলে যেমন হেথা কহিবে সকল কথা
কপালে যেমন ছিল মোর ।
কবি কৃষ্ণরাম কয় ঘুচিবে সকল ভয়
ভাবিলে কমলাপদোজোড় ॥ ৩২৯

১৯

দ্বিজের নন্দন করিয়া ক্রন্দন
বলে গদগদ স্বরে ।
হেন লয় মনে তোমার বিহনে
আর কি যাইব ঘরে ॥ ৩৩০
আগে কোটালিয়া আমারে বধিয়া
পশ্চাতে করুক সেই ।
এহ নয়ে যদি হইয়া সপ্তবাদী
পশিব সাগরে সেই ॥ ৩৩১
রমণী রতন রাজ্য নিকেতন
নহে মোর মনে কিছু ।

বিধাতা বৈমুখ কপালে যে দুখ
খণ্ডিবারে কেবা পারে ॥ ৩৩২
বিষম রাক্ষসী দেখি ভয় বাসি
সে দিল অভয় দান।
রাজা ধর্ম্মশীল অপরাধ ছিল
এহা না করিয় আন ॥ ৩৩৩
এক কথা মনে হইল এক্ষণে
হৃদয় ভরসা বড়।
জিয়াইয়া হয় দিয়াত অভয়
ব্রাহ্মণী করেছে দড় ॥ ৩৩৪
বিপদ যখন করিমু স্মরণ
দরশন দিব আসি।
বিষ্ণুর ঘরনী ব্রহ্মা সনাতনী
এমন মনেতে বাসি ॥ ৩৩৫
যাহার ভাবনে হইল ততক্ষণে
মহান বিনন্দ হেতু।
নানারূপ ধরি পরম ঈশ্বরী
নিস্তার কারণে সেতু ॥ ৩৩৬
শুনিয়া এমন সুমতি বল্লভ
স্নান করি অবিলম্বে।
ধৌতবস্ত্র পরি সজল উত্তরী
যোগাসনে বসে দম্ভে ॥ ৩৩৭
দেবী পূর্ব্বে দিল বসনে আছিল
প্রসাদ কমল ফুল।
জনার্দ্দন আনি যোগাইল পানি
ভকতি পাইয়া তুল ॥ ৩৩৮
সাধু স্তুতি করে চৌত্রিশ অক্ষরে
ভাবিয়া কমলাপদ।
কৃষ্ণরাম ভণে আসিব এখনে
তিনি জগতের মাতা ॥ ৩৩৯

২০

কৃপাময়ী তোমা বিনে কে আর তোমারে চিনে
কমলা করগো পরিত্রাণ।
স্থিরতর কর মন আসিবেন এখন
গোবিন্দ গৃহিণী পূর কাম ॥ ৩৪০
দেখি ধন্দ অন্ধকার ঘরে না যাইব আর
লাথি মারে কোটাল গোলাম। ৩৪১
উদ্ধার করহ মাতা উমা মহী কর যাত্রা
উদ্বেগ জানিয়া উগ্ররূপা।
চোর যেন দুঃখ পাই চরণে শরণ চাই
তরাতরি কর কৃপা ॥ ৩৪২
ছলিয়া আপনি নদী ছলনায় নৃপতি যদি
ছলনেতে বিষম প্রহার।
জানকী গহন বনে হরিলেন দশাননে
পুনরপি হইল উদ্ধার ॥ ৩৪৩
আমি মরি নাই দায় তব নামে কলঙ্ক রয়
আমি অতি ক্ষুদ্রজীবী নর।
কৃপা কর কৃপাময়ী এ জনমের মত যাই
মৃত্যুকালে দেহ মাতা দেখা ॥ ৩৪৪
মাঠরগণ মার মশান ভিতর
দেখা দেহ কৃপাময়ী।
মুখেতে না সরে রা বিদেশে আনিয়া মা
হেন দশা কেন মোরে কর ॥ ৩৪৫
তিনলোক তুমি সার তোমা বিনা কেবা আর
তিমির তপন রূপ হারি।
থাকুক জগতে নাম পদ্মে কর বিশ্রাম
দেহগো অভয় বর মাগি ॥ ৩৪৬
দুরন্ত দৈত্যের গণ দহিল যেমত বন
বীরের দুর্গতি দূর নাশে।

নারায়ণ মনোরমা নেত্র নীলপদ্ম শ্যামা
অনুগতের প্রাণ যায় রাখ ॥ ৩৪৭
আমারে করহ পার পদ্মদলে অবতার
পরিয়া ধান্যের আভরণ।
ফণী গিলে হয়বর ফাফর দেখিয়া নর
সে দুঃখ করিলে বিমোচন ॥ ৩৪৮
বাপ মা রহিল ঘরে বিদেশে আনিয়া মোরে
বিমুখ হইলে কোন দোষে।
মধুকৈটভের রিপু মহেশ না জানে কিছু
মহিমা অপার মহাবিদ্যা ॥ ৩৪৯
যদুনাথ নিতম্বিনী জনভয় নিবারণী
যাহারে ভাবিলে হয় সিদ্ধ।
রহিয়া কমলদয় রঙ্গ দেখি অতিশয়
রাজা কাটিতে আজ্ঞা দেয় ॥ ৩৫০
জানি লক্ষ্মী নারায়ণী উদ্ধারহ জননী
দেখা দিয়া উদ্ধারহ আমায়।
করজোড়ে শূলপাণি সর্ব্বত্রই এক জানি
শরণ লইনু শিবেশ্বরী ॥ ৩৫১
সম্পদ দায়িনী নাম সেবকেরে কেন বাম
সুন্দর চরণে রাখ দেখি ॥ ৩৫২
হীন দেখি হেলা কর বিপদ নাশন কর
দুর্গতি নাশিনী ধর নাম।
ক্ষয় কর রিপুচয় ক্ষীণ কৃষ্ণরাম কয়
ক্ষিতিমাঝে আনি দুঃখধাম ॥ ৩৫৩

২১

স্তব করে সদাগর ভক্তি করে মনে।
বৈকুণ্ঠ থাকিয়া দেবী জানিল ধিয়ানে ॥ ৩৫৪
নীলাবতী সখীরে কহিলা চন্দ্রমুখী।
অপযশ আমার রহিল তিনলোকে ॥ ৩৫৫

ভক্ত সদাগর মোর দাসীর কুমার।
কোটাল কাটিতে গেল আদেশ রাজার॥ ৩৫৬
যদি অনুমতি দেহ মনে হেন বাসি।
রাজ্যের সহিত রাজা করি ভস্মরাশি॥ ৩৫৭
সখী বলে সংসারে কে আছে তোমা বই।
লোকের কি দোষ দেখ শুন কৃপাময়ী॥ ৩৫৮
বিচার করিয়া যদি বুঝ ঠাকুরাণী।
রাজার কথার দোষ কিছুই না জানি॥ ৩৫৯
প্রত্যুত্তরে হারিয়াছে সেবক তোমার।
আপনি করিলে মায়া নানান প্রকার॥ ৩৬০
ভাবিয়া যুকতি এক নিবেদন করি।
কোটালের আগে যাহ বুড়িরূপ ধরি॥ ৩৬১
খানিক কৌতুক করি সাধু মাগ দান।
দৈবে না দিবেক বেটা কোটাল অজ্ঞান॥ ৩৬২
শরণ লইবে রাজা সমাচার পায়্যা।
এমন প্রকারে পূজা লইবে আসিয়্যা॥ ৩৬৩
কাঞ্চিদেশে প্রচারিয়া তুমি পূজা লবে।
পূর্ব্বের সাধন বুঝি পাসরিলে তবে॥ ৩৬৪
এতেক শুনিয়া দেবী পরম হরিষে।
হইল ব্রাহ্মণী বুড়ি আঁখির নিমিষে॥ ৩৬৫
শ্বেত বস্ত্র পরিধান বেত্রবাড়ি হাতে।
থাবোর থাবোর চুল কত মাথে॥ ৩৬৬
আঁচলে বদন ঢাক্যা ঘন কাঁপে বুড়ি।
করিল বিষম মায়া চলে গুড়ি গুড়ি॥ ৩৬৭
চলিতে ঢলিয়া পড়ে ঘন ঘন কাশে।
দেখিয়া বুড়ির রূপ সখিগণ হাসে॥ ৩৬৮
ডাকিয়া গরুড় পক্ষী আনিল তখন।
খেলা কিছু করি চল মরত ভুবন॥ ৩৬৯
অতি ক্ষুদ্র পক্ষীরাজ হইল ইহা শুনি।
খাঁচায় ভরিয়া নিল যেন টুনটুনি॥ ৩৭০

লইয়া আইল সেই দক্ষিণ মশানে।
প্রফুল্ল কমলফুল কমলার কানে ॥ ৩৭১
জিয়াইল তুরগ যেরূপে দিল দেখা।
সেই বুড়ি সেইরূপে আসি দিল দেখা ॥ ৩৭২
সে রূপ দেখিয়া আগে দ্বিজ জনার্দ্দন।
সিংহনাদ ছাড়িয়া উঠিল ততক্ষণ ॥ ৩৭৩
সখারে ডাকিয়া বলে আর নাই ভয়।
সেই বুড়া ঠাকুরাণী জানিনু নিশ্চয় ॥ ৩৭৪
যোগাসন হইতে উঠিল সদাগর।
দেখিয়া হইল বল দশগুণ তার ॥ ৩৭৫
দণ্ডবৎ করিল পড়িয়া মহীতলে।
পুলকে ঝরয়ে জল বহিছে দুকূলে ॥ ৩৭৬
কৃপাময়ী পদ্মালয়া হইলা অনুকূল।
বসিল সাধুর কাছে হইয়া ব্যাকুল ॥ ৩৭৭
তুলিয়া সাধুরে পদ্মহস্ত দিল গায়।
অস্ত্রশস্ত্র কভু যেন না ফুটে তোমায় ॥ ৩৭৮
তোমার কিসের চিন্তা আমি যার মা।
কৃষ্ণরাম ভাবি বলে ঐ দুটি পা ॥ ৩৭৯

২২

কুপিয়া কোটাল বলে সৈন্যের সমাজ।
ঝাট আনি কাটি সাধু বিলম্বে কি কাজ ॥ ৩৮০
কোথা হইতে আইল কাঙ্গালী এক বুড়ি।
তাহারে প্রণাম কেন করে করজুড়ি ॥ ৩৮১
আদেশ পাইয়া তবে সত্বরে উঠায়।
ধরিয়া সাধুর চুল মারে মুষ্টি ঘায় ॥ ৩৮২
কিল মারি উঠাইতে কান্দে ডাক ছাড়্যে।
বসাইল সদাগরে কিল দিয়া ঘাড়ে ॥ ৩৮৩
সদাগর বলে মাতা এই আমি মরি।
কখন রাখিবে আর জগত ঈশ্বরী ॥ ৩৮৪

নিজ পুত্র বলে তোমার নাহিক তরাস।
যমেতে না পারে তোমায় করিতে বিনাশ॥ ৩৮৫
প্রচণ্ড কোটাল বেটা এহা শুনে সে।
কে আছে ব্রাহ্মণী বেটিকে খেদাড়িয়া দে॥ ৩৮৬
তাহার সুমুখে গিয়া বুড়া ঠাকুরাণী।
মায়া পাতি বলে বুড়ি সকরুণ বাণী॥ ৩৮৭
অবধান করি বলে পরিচয় দি।
কমলা আমার নাম ব্রাহ্মণের ঝি॥ ৩৮৮
পুত্রকন্যা পতি মোর নাহি সংসারে।
ভিক্ষা করি বুলি আমি সব ঘরে ঘরে॥ ৩৮৯
রাত্রিকালে তরুতলে আমার বিশ্রাম।
পুষি এই পক্ষীরে লওয়াই রামনাম॥ ৩৯০
এই সদাগর মোর দাসীর তনয়।
মহাপ্রাণী বধ কেন কর মহাশয়॥ ৩৯১
চোর ডাকাতি নহে সাধু সুশীল।
অপরাধ কখন না করে এক তিল॥ ৩৯২
ভিক্ষা মাগি তব স্থানে দেহ এই দান।
পুণ্য কর অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান॥ ৩৯৩
বুঝ দেখি কতকাল আসিয়াছ জীতে।
চিরকালে মনুষ্য জন্ম বহুত ভাগ্যেতে॥ ৩৯৪
যাহারে আমার দৃষ্টি সেই সে উত্তম।
আমারে যে না মানে সে মূঢ় অধম॥ ৩৯৫
কোটালিয়া বলে তোর মুখখানা যে নড়ে।
লোকের শরীরে রক্ত তোর গালে পড়ে॥ ৩৯৬
ঝাড়িবারে মন্ত্র জানি কি করিবে বুড়ি।
জলেতে ফেলিব লয়্যা পূরিয়া ধুকড়ি॥ ৩৯৭
বুড়াকালে কুরকুরানি এক কামরসে।
যুবকাল হইলে পুরুষ না রাখিতিস দেশে॥ ৩৯৮
বুঝিলাম তোমার যাহাতে অভিলাষ।
কাট আগে আমারে খাইও রক্তমাস॥ ৩৯৯

দেবী বলে দোষী নই নই নিশাচরী।
অভিমান কর কেন এতেক চাতুরী ॥ ৪০০
মাগিলে না দেও যদি কি পারি করিতে।
কাট লয়্যা সদাগরে যে লয় চিতে ॥ ৪০১
বলিতে কহিতে বুড়ি গেল কতদূর।
খাঁচা হাতে তাহাতে গরুড় মহাশূর ॥ ৪০২
কোটাল মারিল চোট শরীর উপরে।
তিনখান হইল খাঁড়া উখাড়িয়া পড়ে ॥ ৪০৩
কুপিয়া কোটাল পুন লইল চোখ খাঁড়া।
ঠেকিয়া সাধুর অঙ্গে হইয়া গেল গুঁড়া ॥ ৪০৪
কবি কৃষ্ণরাম বলে পাঁচালি প্রবন্ধ।
সাধুরে দেখিয়া কোটালেরে লাগে ধন্ধ ॥ ৪০৫

২৩

লোহার মুদ্গর বেটা কর্য়া নিল হাতে।
বেগেতে তুলিয়া মারে সাধুর মাথেতে ॥ ৪০৬
কমলা সাধুর ভাগ্যে হইল সুপ্রসন্ন।
গাএতে ঠেকিয়া মুদ্গর হয়্যা গেল চূর্ণ ॥ ৪০৭
আনিলেক মত্ত হস্তী উচ উত্তাল।
জোয়াইয়া দিল তবে হস্তী মাতোয়াল ॥ ৪০৮
সুন্দর সাধুর গাএর শুভগন্ধে।
পলায় সুন্দর হস্তী মাহুত বেটা কান্দে ॥ ৪০৯
অঙ্কুশ মারয়ে হস্তী ঘন ঘন ডাকে।
চীৎকার হানয়ে সদা নাই যায় আগে ॥ ৪১০
শুণ্ড গুড়াইয়া পালায় থর থর কাঁপে।
গরুড় দেখিয়া যেমন পলায়ে যায় সাপে ॥ ৪১১
তবে কোটালিয়া তখন অতি কোপে জ্বলে।
সৈন্যগণ প্রতি তখন ডাক দিয়া বলে ॥ ৪১২
যাহার যেমন শক্তি যেজন যেমন।
একচাপ হইয়া বেটার বধহ পরান ॥ ৪১৩

শুনিয়া তাহার কথা যত সর্ব্ব ঠাটগণ।
একত্র হইয়া অস্ত্র নিল সর্ব্বজন॥ ৪১৪
মারয়ে তরয়ার তার অতি তীক্ষ্ণ ধার।
জলজলি করিয়া মারে অতি শব্দ তার॥ ৪১৫
শরীর পরশে অস্ত্র তৎক্ষণাৎ টুটে।
হেতের বরশা বাণ গায় নাই ফুটে॥ ৪১৬
কামানে পূরিয়া গুলি গোলা মারে তার গায়।
মারিতে না পারে শিশু সেনা বিসাশয়॥ ৪১৭
কাহার মুখেতে কিছু উত্তর না পায়।
নেভ কোটালের প্রতি ডাক দিয়া কয়॥ ৪১৮
ঐ যে দেখ্যাছে বুড়ি শকতি বিহীন।
ত্রিভুবনে কেবা আছে করিবারে রণ॥ ৪১৯
কৃপাময়ী জগতি বিষ্ণুর জায়া।
যত দেখ সকলি ঐ জননীর মায়া॥ ৪২০
সেবক রাখিতে মাতা আইলেন ক্ষিতিমহী।
সেবক পাইলে দুঃখ আমি স্থির নহি॥ ৪২১
সাধু দিয়া চল গিয়া পশিব শরণ।
তবেত ইহার হাতে বাঁচিব জীবন॥ ৪২২
আর সব যুঝারি বলে কি বলিলে ভাই।
যুঝিলে এহার সাথে নিস্তার নাই॥ ৪২৩
বুড়িরে সেবিলে তাই পাব বহু ফল।
উদর পূরিয়া চল খাই গিয়া জল॥ ৪২৪
বুড়ীরে দেখিয়া ভাই প্রাণ নহে স্থির।
এহারে দেখিয়া মোর চিত্ত নহে স্থির॥ ৪২৫
পরম ঈশ্বরী ইনি জগতের মা।
ইহারে দেখিয়া মোর শক্তি হয় না॥ ৪২৬
বৃথা জনমিনু ভাই পুরুষ হইয়া।
বিবাদেতে কার্য্য নাই থাকি উহার চরণে পড়িয়া॥ ৪২৭
প্রচণ্ড কোটাল বেটা পাকালয়ে আঁখি।
সকল সৈন্যেরে তবে কহিতেছে ডাকি॥ ৪২৮

ধীরে ধীরে বুড়ী এসে করে নানা তন্ত্র।
বিজিবিজি বলি বুড়ি পড়িলেক মন্ত্র ॥ ৪২৯
কোটালিয়া বলে সবে মোর কথা শুন।
সাধুরে ছাড়িয়া বুড়ীর বধহ পরান ॥ ৪৩০
মারিতে চলিল সবে বড় ক্রোধ হয়্যা।
শেল টাঙ্গি লইয়া সবে যায় ধায়্যা ॥ ৪৩১
কৃষ্ণরাম রস গায় মঙ্গল গাথা।
ঈষৎ হাসেন লক্ষ্মী জগতের মাতা ॥ ৪৩২

২৪

এতেক শুনিয়া দেবী হাসিতে হাসিতে।
বাহির করিল পক্ষী পিঞ্জর হইতে ॥ ৪৩৩
আপনার মূর্তি ধর শুন পক্ষীরাজ।
খেলা কিছু করি চল সৈন্যের সমাজ ॥ ৪৩৪
কোটালের ছোটভাই শুদ্ধমতি হয়।
ঐ ব্রাহ্মণ আর সাধুর তনয় ॥ ৪৩৫
তিন জন ছাড়্যা আর যতজন পাও।
মারিয়া যমের ঘরে সত্বরে পাঠাও ॥ ৪৩৬
অস্থিমাত্র রাখ শেষে জিয়াইতে চাই।
উড়াইয়া দিল পক্ষী এতেক বুঝাই ॥ ৪৩৭
অবিলম্বে উধাও করে গগনমণ্ডলে।
পর্ব্বত প্রমাণ হইয়া পড়ে রণস্থলে ॥ ৪৩৮
কোটাল কোপেতে জ্বলে সৈন্যের চমৎকার।
এমন দুর্গতি অপেক্ষা নাহি আর ॥ ৪৩৯
গরুড়ের পাকসাটে কে পারে সহিতে।
শত শত সেনাপতি পড়িল মহীতে ॥ ৪৪০
হাতীর উপর মাহুত নিল উড়াইয়া।
মাহুত সমেত সবে ফেলে আছাড়িয়া ॥ ৪৪১
কতগুলা হস্তীর খুলিয়া খায় আঁখি।
ঘুরিয়া বেড়ায় তারা পথ নাহি দেখি ॥ ৪৪২

ঠোকর মারিয়া কার শুণ্ড ফেলে কাটি।
চীৎকার করিয়া কেহ দন্তে কাটে মাটি॥ ৪৪৩
গোলন্দাজ যতগুলা বড়াই করিয়া।
কামানে পলিত্যা দিয়া গুলিত পূরিয়া॥ ৪৪৪
মহাশব্দে বিনতাসুতের গায় পড়ে।
শরীর বজ্রের সম গায়ে হইতে গোলা ঠিকরে॥ ৪৪৫
ক্রোধভরে ঠোটে করি ঘুরিয়া ফেলায়।
এক প্রহরের পথ অন্তরীক্ষেতে পড়য়॥ ৪৪৬
কামান সহিত তারা আর দেশে পড়ে।
সৃষ্টি বিনাশ যেন প্রলয়ের ঝড়ে॥ ৪৪৭
অনেক মন্দার নদী বড় বড় গাছ।
জল হইতে ডাঙ্গায় উঠিয়া পড়ে মাছ॥ ৪৪৮
হাঙ্গর কুম্ভীর উঠে তার নাহি লেখা।
ধূলায় অন্ধকার নাই যায় দেখা॥ ৪৪৯
দুই সখা একেত্র বসিয়া আছে রঙ্গে।
না লাগে পাখীর সাড়া দুইজনার অঙ্গে॥ ৪৫০
সদাগর যত্ন করে গরুড়ের ঠাঞি।
প্রণতি করিয়া বলি শুনহ গোসাঞি॥ ৪৫১
বিপদের বন্ধু তুমি আমার অতিশয়।
জানিয়া অভয় দান দেহ মহাশয়॥ ৪৫২
কোটালের ভাই হয় তব বাধ্য।
করিয়াছে ভাল মোর যত ছিল সাধ্য॥ ৪৫৩
খগের ঈশ্বর বলে ভয় নাই থাক।
কমলাকিঙ্কর তার না হয় বিপাক॥ ৪৫৪
দয়া ধর্ম্ম আছে যার দুঃখ তার কিবা।
সহায় আপনি লক্ষ্মী জগতের মাতা॥ ৪৫৫
পাঁচালি সরস কবি কৃষ্ণরাম গায়।
কোটালের হেতু এখন গরুড় তাকায়॥ ৪৫৬

২৫

একজন সৈন্য নাহি পড়িল সকল।
প্রচণ্ড কোটাল ভয় পাইল কেবল ॥ ৪৫৭
পড়িয়াছে রণস্থলে অনেক কুঞ্জর।
কোটালিয়া লুকাইয়া তাহার ভিতর ॥ ৪৫৮
সাধুর নন্দন বলে শুন খগরায়।
কোটালিয়া হের দেখ মিটিমিটি চায় ॥ ৪৫৯
শুনিয়া গরুড় বীর আইল নিকট।
হাসিয়া হাসিয়া বলে বচন বিকট ॥ ৪৬০
সাধুরে আসিয়া কাট এই বেলা গো।
লুকায়ে রয়্যাছে কেন কোটালের পো ॥ ৪৬১
সহর কোটাল তুমি দুর্জ্জয় শরীর।
ক্ষুদ্র পক্ষী দেখিয়া এখন ভয় কেন কর ॥ ৪৬২
বলিতে বলিতে বীর ঘন পাখা নাড়ে।
ঠোকর মারিয়া তার চক্ষু দুটি কাড়ে ॥ ৪৬৩
দাড়ি গোঁপ ছাড়িয়া ছিঁড়িল দুটি কান।
দুর্গতি এমন আর না সহে পরান ॥ ৪৬৪
বাপ বাপ বলিয়া সঘনে ডাক ছাড়ে।
বিপদ দেখিয়া এখন উত্তর না কাড়ে ॥ ৪৬৫
দেবীর নিকট গেল খগের ঈশ্বরে।
তুষ্ট হইয়া গায় তার বুলাইল করে ॥ ৪৬৬
দ্বিজপুত্র সদাগর কোটালের ভাই।
জোড়হস্তে প্রণামিয়া চরণ ধিয়াই ॥ ৪৬৭
প্রণাম করিয়া স্তব করে নানামতে।
কে পারে তোমার ক্রোধ মা সহিতে জগতে ॥ ৪৬৮
নীলায় অসুরকুল বধিয়ে প্রবল।
তাহাতে কোথায় আছে মনুষ্য সকল ॥ ৪৬৯
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন লোকের জননী।
অযোনীসম্ভবা তুমি হরের নন্দিনী ॥ ৪৭০

দেবী বলে শুন পুত্র সাধুর নন্দন।
হইল তোমার যত দুঃখ বিমোচন॥ ৪৭১
তোমার জননী মোর হয় কৃতদাসী।
শুধিল তোমার ধার মশানেতে আসি॥ ৪৭২
করিব যেন তাহা মনে মোর আছে।
অবিলম্বে তোমা লয়ে দিব তার কাছে॥ ৪৭৩
এইরূপে থাক তুমি মশানে বসিয়া।
দেখিব কি করে সেই নৃপতি আসিয়া॥ ৪৭৪
তোমারে পূজিয়া যদি মোরে করে স্তব।
জিয়াইয়া দিব আমি এই সৈন্য সব॥ ৪৭৫
কোন চিন্তা না করিও না করিও ভয়॥
গরুড় লইয়া দেবী গেলা নিজালয়॥ ৪৭৬
সখীরে সকল কথা কহিল হাসিয়া।
না জানি কেমন করে নৃপতি আসিয়া॥ ৪৭৭
সখী বলে সেই রাজা সম্পদের মানে।
ছাড় তার পুরী খান ভাল মতে জানে॥ ৪৭৮
ধন সুখ সম্পদ যত তোমার প্রসাদে।
সেই দেশে আছ মাত্র যার যার ঘরে॥ ৪৭৯
দণ্ড দুই ছাড় তুমি রাজার নগর।
তাহা দূর করিয়া জিয়াবে পুনর্বার॥ ৪৮০
কবি কৃষ্ণরাম বলে পাঁচালি সরস।
নাএকের সম্পদ বাড়াবে আর যশ॥ ৪৮১

২৬

শুনিয়া সখীর কথা অখিল ধরণী।
ছাড়িল রাজার মায় দুর্গতি নাশিনী॥ ৪৮২
বিশেষ বলিব কিবা সভা যত আছে।
সে সকল আইল দেবীর পাছে পাছে॥ ৪৮৩
চন্দ্র অস্ত গেলে যেমন কুমুদ না রয়।
দেখিতে দেখিতে তিলে পড়িল প্রলয়॥ ৪৮৪

খাট পাট সিংহাসন ছত্র নবদণ্ড।
অলক্ষিতে অভিন্ন সকল রাজ্য খণ্ড ॥ ৪৮৫
ধান্য আর চালু যত ছিল ঠাঞি ঠাঞি।
শূন্যকার সে সকল এক মুঠা নাই ॥ ৪৮৬
মাণিক মুকুতা আর স্বর্ণ আদি যত।
কিছু না রহিল আর নাম লব কত ॥ ৪৮৭
বস্ত্র অলঙ্কার ছিল যার যার অঙ্গে।
হরিয়া লইল লক্ষ্মী আপনার সঙ্গে ॥ ৪৮৮
রাজারাণী পুত্রকন্যা দাসদাসী গণ।
দিগম্বরী বেশ হইল নাজানে কারণ ॥ ৪৮৯
নাহিল সকল দ্রব্য সকলি ঘুচিল।
অকালে প্রলয় যেন মহা অন্ধকার ॥ ৪৯০
রহিল শরীর মাত্র শূন্য ঘর দ্বার।
খায় পরে হেন দ্রব্য কিছু নাই আর ॥ ৪৯১
প্রভাতে ছাআল কান্দে অন্ন খাবার তরে।
কান্দিতে লাগিল রাজা দেখিয়া নগরে ॥ ৪৯২
সর্ব্বনাশ কি হইল ঘটিল প্রমাদ।
ঈশ্বরের ঠাঞি কিছু হইল অপরাধ ॥ ৪৯৩
বস্ত্র অলঙ্কার আদি কিছু দ্রব্য নাই।
কি দোষে এমন মোরে করিল গোসাঞি ॥ ৪৯৪
বিমূঢ় হইল রাজা অন্ধকার দেখি।
এবেশে এমন দায় কখন না ঠেকি ॥ ৪৯৫
বলিতে বলিতে এতেক বলিয়া।
অন্দর মহলে রাজা উত্তরিল গিয়া ॥ ৪৯৬
রাণী দিগম্বরী দেখে আর বহু ঝি।
দেখিল রাজার দুঃখ তবে আর কি ॥ ৪৯৭
গুড়ি সুড়ি দিয়া তারা লুকাইল লাজে।
হেট মাথা হইয়া রাজা বৈসে ক্ষিতিমাঝে ॥ ৪৯৮
বাক্য না সরে কার না করে আদর।
লক্ষ্মীছাড়া হইলে হয় এমত সকল ॥ ৪৯৯

বাক্য নাই পূরে কেহ না করে আদর।
চারবার ডাক দিল কোটালের তরে ॥ ৫০০
শুনিয়া না শুনে কেহ না দেয় উত্তরে ॥ ৫০১
গর্জ্জন করিয়া তারে বলে দূরে থাকি।
কি হবে উপায় রাজা বলহ কি ॥ ৫০২
পুত্র সব বলে বাপা লাজ পাও।
বহুঝির কাছে আসি অঙ্গ দেখাও ॥ ৫০৩
দরিদ্র হইলে তুমি কাজ নাই জীয়ে।
মর কেনে বাপা তুমি গঙ্গায় ডুবিয়ে ॥ ৫০৪
ধরিয়া এমন রূপ যার বাড়ি যাবে।
কিসের গৌরব আর অপমান পাবে ॥ ৫০৫
ক্ষুধায় আকুল হইনু কম্পমান তনু।
হেন দ্রব্য নাই খ্যায়া রাখিতে পরান ॥ ৫০৬
বাহির যাইতে নারি বস্ত্র নাই পরি।
গরল পাইলে খেয়্যা পুরী শুদ্ধ মরি ॥ ৫০৭
তুমি যত বল কিছু নাই লাগে মিঠ্যা।
কাটা ঘায়ে যেমত লাগায়ে নুনের ছিট্যা ॥ ৫০৮
কবিচন্দ্র কৃষ্ণরাম বলে কমলার পায়।
প্রজা আদি এমত সকল ঘরে ঘরে ॥ ৫০৯

২৭

যখন কমলা ছাড়ে নানাজাতি দুঃখ বাড়ে
জীয়ন্ত শরীরে সবে মরা।
বলবুদ্ধি ঘোচে যশ পিতা পুত্রে করে রোষ
রমণী বলএ কটুত্তর ॥ ৫১০
সেই প্রজা সব রাজা সেই ত সকল প্রজা
কেহ কার বাক্য নাই ধরে।
তিলেকে প্রমাদ ভাল আদর গৌরব গেল
সেবকেতে অপমান করে ॥ ৫১১

দেখিয়া পুরীর হাল কান্দে রাজা মহীপাল
খাইয়া পুরীর গালাগালি।
রমণ অধিক বাসি বাহির হইয়া আসি
হৃদয়ে পরম দুঃখ জানি ॥ ৫১২
অমঙ্গল ঠাঁই ঠাঁই হাতীর খোরাক নাই
ঘোড়াতে না পায় দানা ঘাস।
মাহুত যতেক আর অন্ন ভাবে চেলাদার
জীবনের সবে ছাড়ে আশ ॥ ৫১৩
অন্নবস্ত্রহীন সৈন্য সবার এমত বর্ণ
দেখিয়া রাজার চমৎকার।
না বান্ধে মুকুত চুল ভাবিয়া না পায় কূল
নগরে কেমন জানি আর ॥ ৫১৪
বস্ত্র বিনে নৃপবরে কলার বাসনা পরে
সবে হইল ভূতের সমান।
প্রজা যত ঘরে ঘরে কে কি কেমন করে
দেখিতে চলিল দেশখান ॥ ৫১৫
গাছে নাই ফুলফল পদ্ম নাই সরোবরে
পক্ষী আহার নাহি পায়।
দোকানে দোকানীগণ বসিয়াছে বিবসন
কোন দ্রব্য নাহিক তথায় ॥ ৫১৬
যাহারে ডাকেন রায় কেহ না ফিরিয়া চায়
নাহি করে আদর প্রণাম।
বসিয়া তরুর তলে নয়ানে সলিল গলে
জানিনু বিধাতা মোরে বাম ॥ ৫১৭
কেহ হইল এমনরূপ বসিয়া ভাবেন ভূপ
দাণ্ডাইতে রাজা নাই পারে।
শরণ লইব কার এ দুঃখ সাগর পার
কোনজন কহিবে আমারে ॥ ৫১৮
কোটালের ছোট ভাই কহিতে রাজার ঠাঞি
অতি বেগে কর‍্যাছে গমন।

চিনিয়া তাহার তরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে
উচ্চস্বরে অবনীভূষণ ॥ ৫১৯
আমার যেমত হাল এইরূপ সবাকার
দ্রব্যজাত উঠিল সবার।
কেহ কিছু নাই জানে আচম্বিতে এইখানে
দেশের হইল অমঙ্গল ॥ ৫২০
সাধুরে ডাকিতে গেলা কোথারে কর‍্যাছ মেলা
রড়ারড়ি করিতে করিতে।
কৃষ্ণরাম কহে সার মশানের সমাচার
বিবরিয়া লাগিল কহিতে ॥ ৫২১

২৮

হাতে লইয়া ক্ষুদ্র পক্ষী আইল কোথায় থাকি
বুড়া এক ঠাকুরাণী তথা।
সাধুরে অভয় দিয়া কোটালের নিকট গিয়া
বিনয় কহিল এই কথা ॥ ৫২২
মোরে দান দেহ সদাগর।
ভাই মোর কটু বলে এহা শুনে কোপে জ্বলে
বিকট মূরতি খরধার ॥ ৫২৩
সাধুরে ধরিয়া আনে অস্ত্র শস্ত্র যে যা জানে
ঠেকিয়া ঠিকরে তার গায়।
সেনাগণ একচাপে কি করিব কার বাপে
দেখিয়া সবাই চমৎকার ॥ ৫২৪
খাঁচা হইতে পাখী উড়ে সঘনে উড়িয়া পড়ে
ঝড়ে যেন কলা বিছাইল।
তিলেকে সকল বধি করিল রুধির নদী
কোটালের চক্ষু কানা হইল ॥ ৫২৫
বিষ্ণুর বাহন পক্ষী ভুজঙ্গ যাহার ভক্ষ্য
গরুড় নামেতে মহাবীর।

সেই দেবী পদ্মালয়া সেবকেরে করে দয়া
মানবী হইয়া ধরাতল ॥ ৫২৬
ততক্ষণে অন্তর্দ্ধান গেল আপনাস্থান
খগবর লইয়া সঙ্গতি।
ঘুচিল দুর্গতি অহি সদাগরে গেল কহি
পরম ঈশ্বরী গেলা তিথি ॥ ৫২৭
তুমি রাজা ভাগ্যহত পাত্রমিত্রগণ যত
যুক্তি দিয়া করিল অকার্য্য।
উপায় কহিবে আর দিনে ঘোর অন্ধকার
কমলা ছাড়িল এই রাজ্য ॥ ৫২৮
দেখিয়াছি ঠাঞি (ঠাঞি) অন্নবস্ত্র কার নাই
এককালে ঘুচিল সকল।
সর্ব্ব দুঃখে লোক কান্দে সঘনে অমর ছান্দে
বৃক্ষে নাই ফল ফুল ॥ ৫২৯
এই যুক্তি এই বুঝ সাধুরে আনিয়া পূজ
তিনি দিবে বলিয়া উপায়।
সে দিবে আপন কাজ এহাতে কিসের লাজ
কহিলাম আপনায় ॥ ৫৩০
যুধিষ্ঠির রাজ্য ছাড়ি বিরাট রাজার বাড়ী
চাকর রহিল পঞ্চজন।
বিরাট রাজার ঘরে অনেক বিলাপ করে
কৈল তার ঘোড়ার পালন ॥ ৫৩১
নেভ কোটালের বাণী উপায় বিশেষ জানি
মশানে চলিল মহারাজ।
তার বস্ত্র একখানি পরিলেন নৃপমুনি
বাসকানা ফেলি পূর সাজ ॥ ৫৩২
রক্তের নদীর স্থল উড়ে বাস যার তল
সব তনু ভাসিয়া মোজায়।
অনেক ভূত প্রেত দেখ্যা যত ভয় যুত
ডাকিনী যোগিনী সাত রয় ॥ ৫৩৩

দেখিয়া রাজার ধন্দ কমলা পদারবিন্দ
কৃষ্ণরামের এই সার।
ততক্ষণ সদাগর উঠিয়া নৃপতিকর
হাস্য মুখে আনন্দ অপার ॥ ৫৩৪

২৯

সাধুরে দেখিয়া রাজা কোল দিল ধরি।
মধুর বচনে বলে অতি যত্ন করি ॥ ৫৩৫
আগেতে না জানি তুমি কোন মহাশয়।
দেখিতে দেখিতে তিলে হইল প্রলয় ॥ ৫৩৬
দেখিলাম শিখিলাম এই মোর শিক্ষা।
অপরাধ ক্ষমা কর দেহ মোরে ভিক্ষা ॥ ৫৩৭
কমলা ছাড়িল মোরে হইল কুরূপ।
রত্নশূন্য হইল রাজ্য হইলেন বিরূপ ॥ ৫৩৮
বারেক সদয় যদি হন দেবী শিবা।
তোমার অর্দ্ধ রাজ্য দিব কন্যা বিভা ॥ ৫৩৯
উপায় করিয়া দেহ করিব কেমনে।
নহিলে যাইব আমি গহন কাননে ॥ ৫৪০
সদাগর বলে রাজা শুন এই হিত।
লক্ষ্মীর চরণ ভাব হইয়া এক চিত ॥ ৫৪১
সকলের শক্তি তিনি জগতের মাতা।
সত্বরে কহিনু রাজা এই সত্য কথা ॥ ৫৪২
ঈশ্বরের শকতি তিনি ভাবিলে এক হয়।
ভাবিলে মুকতি পদ শুন মহাশয় ॥ ৫৪৩
এতেক শুনিয়া রাজা পড়িল ধরণী।
হৃদয় কমলা ভাবে বিষ্ণুর ঘরণী ॥ ৫৪৪
তোমাবিনে গতি নাই তুমি সে সকল।
আগে না জানিনু আমি দুরন্ত পাগল ॥ ৫৪৫
পতিতপাবন মাতা কৃপা কর যদি।
চরণে শরণ লইলাম জনম অবধি ॥ ৫৪৬

তনয় অধিক মোর সাধুর নন্দন।
সত্য কৈনু বিভা দিব তনয়া আপন ॥ ৫৪৭
ভাগ্যবান নাহি আর সাধুর সমান।
দরশন দিয়া মোরে করিলে কল্যাণ ॥ ৫৪৮
দেখিব চরণ দুটি বড় আছে সাধ।
করগো করুণাময়ী অভয় প্রসাদ ॥ ৫৪৯
নহে তনু ত্যাগিব জীবনে কিবা কাজ।
এমনি অনেক স্তব করে মহারাজ ॥ ৫৫০
যুক্তি করেন দেবী সখীর সঙ্গতি।
পূর্ব্ব শাপ মশানেতে যাহ ভগবতী ॥ ৫৫১
রুধিরের নদীর মধ্যে পড়িল জাঙ্গাল।
চৌদিকে ধান্যের ক্ষেত নানা পরকার ॥ ৫৫২
কেহ দায় কেহ বুনে কেহ করে মাপ।
কমলে বসিল পরি ধান্যের কলাপ ॥ ৫৫৩
সদাগর আসি যেমত করিল ভকতি।
সেই সরোবর হৈল মশানেতে অতি ॥ ৫৫৪
দুর্জ্জয় সর্প দেখি দিব্য জল।
দেবীর দেখিয়া মন বড় কুতূহল ॥ ৫৫৫
বল্লভ জলেতে নাবি তুলেন কমল।
নিঃশব্দে রহিল সর্প জলের ভিতর ॥ ৫৫৬
পানির ভিতরে সাপ রহিলেক বরে।
কমল তুলিয়া দিল নৃপতির করে ॥ ৫৫৭
প্রণাম করিল রাজা চরণকমলে।
অভিষেক করে দুটি নয়ানের জলে ॥ ৫৫৮
জগতজননী তুমি সনাতনী একা।
সদয় হইয়ে নিজ রূপ দিয়া দেখা ॥ ৫৫৯
সকল তোমার মায়া আর কার নয়।
প্রতিজ্ঞায় হারিনু সাধুর হইল জয় ॥ ৫৬০
কবি কৃষ্ণরাম বলে ভকতবৎসলা।
চতুর্ভুজ নিজরূপে হইল কমলা ॥ ৫৬১

পুলকে আকুল ভূপ ভরিয়া দুকূল।
অনিমিখ নয়ানে চরণে পদ্মফুল ॥ ৫৬২
ঘুচিল সকল মায়া কিছু নাহি আর।
কেমনে হইব মাতা ভবসিন্ধু পার ॥ ৫৬৩
দেবী বলে সাধুরে লইয়া যাও ঘরে।
বিভা দিবা নন্দিনী পূজিবে জোড় করে ॥ ৫৬৪
শুভ দৃষ্টি হইল মোর তোমার নগরে।
দেখ গিয়া তেমতি সকল ঘরে ঘরে ॥ ৫৬৫
আমাবিনে কেহ নাই জানিলে এখন।
পূজ কিনা পূজ রাজা যেই লয় মনে ॥ ৫৬৬
রাজা বলে তোমা বই আর আছে কেবা।
যেমন শকতি যার করিবেক সেবা ॥ ৫৬৭
ব্রহ্মা বিষ্ণু হর যার নিত্য পূজা করে।
তাহারে করিতে স্তব কোনজন পারে ॥ ৫৬৮
ভকতবৎসলা নাম ধর নারায়ণী।
কেবল ভরসা তুমি আর নাহি জানি ॥ ৫৬৯
পড়িল যতেক সৈন্য গণন না যায়।
কৃপা করি জিয়াইয়া দেহ মহামায় ॥ ৫৭০
করিল অমৃত বৃষ্টি শশী সহোদরা।
ততক্ষণে জীয়ে উঠে যত ছিল মরা ॥ ৫৭১
অস্ত্র বস্ত্র যাহার যেমত ছিল যেই।
মার মার বলিয়া ডাকে রস বড় এই ॥ ৫৭২
জানিয়া বিশেষ কথা শেষ হয় স্থির।
সাধুর চরণে আসি নোয়াইল শির ॥ ৫৭৩
চক্ষু কর্ণ পাইয়া আনন্দ বড় তার।
সাধুরে প্রণতি করে একশত বার ॥ ৫৭৪
ঘরে ঘরে পূজে লক্ষ্মী যার যেই শক্তি।
নানা উপহার দিয়া কায়মনে ভক্তি ॥ ৫৭৫
অন্তর্দ্ধান হইল তবে জগতের মাতা।
সাধুরে সম্ভাষে রাজা বলিয়া জামাতা ॥ ৫৭৬

দলবল সহিত রাজা আইল নিজ পুর।
হরি হরি বল সবে দুঃখ গেল দূর॥ ৫৭৭
সেই পুরী সেই দেশ সেই পুত্র জায়া।
ফিরিল সকল মূর্ত্তি কমলার মায়া॥ ৫৭৮
পুরোহিত দিল করিয়া বিচার।
কন্যা বিভা দেহ রাজা সুশীতল বর॥ ৫৭৯
হইল বরের বাস দিব্য এক বাড়ী।
সহজে কামান বাদ্য বিশাল চৌঘুড়ি॥ ৫৮০
অধিবাস হইল বরের রজনী প্রভাতে।
বিদ্ধি শ্রাদ্ধ কৈল সাধু দিব্য নানা মতে॥ ৫৮১
গোধূলি সময় বিভা বর গেল সাজি।
বিবিধ বাজনা বাজে বাজে নানা জাতি॥ ৫৮২
যেমতি সুন্দর বর তেমতি রমণী।
সবে বলে এমত রূপ না দেখি না শুনি॥ ৫৮৩
বিবাহ হইল শাস্ত্র মত বিহিত যেমন।
দময়ন্তী আনন্দ রঙ্গে করিল শয়ন॥ ৫৮৪
বাসি বিভা প্রভাতে শুভক্ষণ রাতি।
করিল কুসুম শয্যা সুখে দময়ন্তী॥ ৫৮৫
বিদগধ রাজকন্যা নাগর রসিক।
বাড়িল দোঁহার ভাব দোঁহেতে অধিক॥ ৫৮৬
এইরূপ অনেক দিবস আছে তথা।
কবি কৃষ্ণরাম বলে অপরূপ কথা॥ ৫৮৭

বিভা করি সদাগর রহিল শ্বশুর ঘর
প্রমাদ পাইয়া প্রিয়া দান।
সখী সঙ্গে পরিহরি কহে দেবী বরাবরি
বঞ্চন সুরতি রস পান॥ ৫৮৮
সখীর নাম নীলাবতী কহিল দেবীর প্রতি
অবগতি কর ঠাকুরাণী।

সেবক বিদেশে লয়্যা রহিল নিশ্চিন্ত হয়্যা

রাত্রিদিন কান্দে সাধুরাণী ॥ ৫৮৯

সবে একপুত্র সার দময়ন্তী বিকলে তার

না জানি গিয়াছে কোন ঠাঞি।

দেখি যে কেমন দায় নিপুত্র করিয়া মায়

কি বুঝি জগতে আর নাই ॥ ৫৯০

অগোচর আছে কিবা সখী বাক্য শুন্যা শিবা

স্বপনে সাধুরে কন যত।

কলি হৈল প্রবর নারী লইয়া চল ঘর

জনক জননী মরে তথা ॥ ৫৯১

শুন সদাগরের তনয়।

প্রভাত সময় কাল নারী লইয়া ঘরে চল

লইয়া রমণী রত্নময় ॥ ৫৯২

ভকতবৎসলা নাম দেবী গেল নিজধাম

রজনী প্রভাত হেনকালে।

স্বপনে এতেক শুনে জাগিল বল্লভ ব্যানে

কান্দে কর হানিয়া কপালে ॥ ৫৯৩

প্রফুল্ল কমলমুখী রাজকন্যা এহা দেখি

জিজ্ঞাসিল করজোড় করে।

কিবা দুঃখ উঠে মনে কান্দ তুমি কি কারণে

প্রাণনাথ কহ দেখি মোরে ॥ ৫৯৪

সাধু কহে অধোমনে আমা হেন দুঃখী জনে

শুন রামা যদি জিজ্ঞাসিলে।

মোর সম দুরাচার পাতকী নাহিক আর

আমা বাড়া অবনীমণ্ডলে ॥ ৫৯৫

বাপমায় না কহিয়া হয়বর আরোহিয়া

বহুদূর আইনু ভ্রমণে।

পুত্র নাই আমা বই সদত আকুল হই

কেমনে আছেন দুইজন ॥ ৫৯৬

হৃদয় না যায় রাখা বিধি যদি দেয় পাখা
উড়িয়া তথায় গিয়া পড়ি।
বিলম্বে নাহিক কাজ যথা সেই মহারাজ
নহিলে তুমি রহ বাপবাড়ী॥ ৫৯৭
যাব আমি শুভক্ষণে যাহ যদি লয় মনে
বিদায় (বাপের) কাছে হও।
বিলম্বে নাহিক কাজ যথা সেই মহারাজ
নহিলে বাপের বাড়ী রও॥ ৫৯৮
নিশ্চয় জানিয়া গতি বলে সেই রতি সতী
তোমা ছাড়ি রহিব কোথায়।
যেন তনু তেন ছায়া তেমনি পুরুষ জায়া
সাপ যথা নেউল তথায়॥ ৫৯৯
এক নিবেদন রাখ দিনকত সুখে থাক
তারপর যাব নিজ পুর।
নহে পাঠাইয়া তরী আন যতন করি
ঠাকুরাণী সহিত ঠাকুর॥ ৬০০
জিনিয়াছ এই বাধা এই রাজ্য লহ আধা
রাজা হও আমি হব রাণী।
কবি কৃষ্ণরাম কয় যত বল কিছু নয়
মার ঠাঞি মাগল মেলানি॥ ৬০১

৩১

না শুনে প্রিয়ার বোল হিয়া বড় উতরোল
পরিহরি রজনী তাম্বুল।
রাজপ্রিয়া ত্যাগ করি মুখ প্রক্ষালন করি
বাহির হইল সদাগর॥ ৬০২
দ্বিজের তনয় যথা অবিলম্বে গেল তথা
লইয়া চরণধূলি কয়।
দেশেরে লইল মন যাত্রা কর শুভক্ষণ
দেখি গিয়া যার যে আলয়॥ ৬০৩

জনার্দ্দন বলে ভাই কুতূহলে দেশে যায়
কোলাকুলি হইল তখন।
যথায় অবনীপতি উত্তরিল শীঘ্রগতি
প্রণামিল সাধুর নন্দন ॥ ৬০৪
ধরিয়া জামাতারে বসাইল নৃপবরে
আদর করিয়া নিজ পাশে।
সদাগর করজোড়ে বলে নিবেদন মোর
বিদায় হইয়া যাই দেশে ॥ ৬০৫
শুনিয়া দুঃখিত অতি বলে কম্বুপের পতি
এই দেশে হও মহারাজ।
আমার ভাণ্ডার আছে কিসের অভাব তাতে
আজ্ঞায় চলিবে যত কাজ ॥ ৬০৬
জোড় করি নম্র শির সাধুর কুমার ধীর
বলে হেন না বলিয় আর।
বাপমায় দেখি গিয়া আবেশে জুড়ায় হিয়া
দুঃখ বড় হৃদয়ে আমার ॥ ৬০৭
গমন নিশ্চয় জানি মীরবরে কাছে আনি
গদগদ বাণী বলে রায়।
চৌদ্দ ডিঙ্গা পূরসাজ ঝাট কর মীররাজ
নানা রত্ন পূর যত নায় ॥ ৬০৮
যৌতুক দিলাম তোমা সঙ্গে লহ পুত্র রামা
সুখে যাহ আরোহিয়া তরী।
গঙ্গাতীর পুণ্যস্থান নাহি যার অপমান
গৌউড় রাজ্য সুনিত নগরী ॥ ৬০৯
জানিয়া শুনিয়া দড় কৌতুক হইল বড়
ভাণ্ডার হইতে লয় ধন।
প্রণতি করিয়া তরী মধুকর আদি করি
বিবরিয়া না যায় গণন ॥ ৬১০
কে করে গণন তায় শ্বেতদন্ত হস্তী লয়
হাতী লইল নানা প্রকার।

যেই দ্রব্য মন ভোলে হুকুমে ডিঙ্গায় তোলে
ভাগ্যবান সাধুর কুমার ॥ ৬১১
পূরিয়া তরণীগণ পরম আনন্দমন
স্নান পূজা করিল ভোজন।
তবে রাজা কলানিধি মনেতে চিতিল বিধি
দ্বিজে দিলেন বহু ধন ॥ ৬১২
কপালে কঙ্কণ হানি কন্যা কোলে কান্দে রাণী
দরশন এই জন্মশোধ।
যদ্যপি সকল মিছে মায়ামোহ পিছে
হৃদয় না মানএ প্রবোধ ॥ ৬১৩
নানারত্ন দিয়া কত সাথে সখী এক শত
মুখে মুখে বুঝাইল নীতি।
কৃষ্ণরাম বলে শিবা বিপদে তর্যা নিবা
নাহি আর এমন গতি ॥ ৬১৪

৩০

জননীর গলা ধরি অনেক রোদন করি
কান্দিয়া বিদায় মেগ্যা লই।
বুকে করাঘাত হানি কন্যা কোলে কান্দে রাণী
অচেতনে পড়িল তথাই ॥ ৬১৫
বাপের চরণধূলি লইল মাথায় তুলি
আকুল হইল যত রামা।
নিদারুণ নাই হইবে বারেক তল্লাস নিবে
বিদেশে পাঠাইয়া দিলে আমা ॥ ৬১৬
কান্দে রাজা বলে মাতা বড় অবিচার ধাতা
কেন সৃষ্টি করিল এমন।
কোন দেশে জনমিয়া কাহার বসতি গিয়া
এজনমে নাহি দরশন ॥ ৬১৭
সহোদর ভাই আর প্রিয় হয় সবাকার
পরিহার অনেক করিয়া।

পুরীমাঝে দোলা আছে সখীগণ তার মাঝে
শুভক্ষণে বসায় ধরিয়া ॥ ৬১৮
অষ্ট দিন পূর করি নয়ানে শ্রীমুখ হেরি
দেখে রামা বাপের নগর।
যতলোক দুই সারি কান্দয়ে পুরুষ নারী
নেত্রজলে তিতিল অম্বর ॥ ৬১৯
উঠে গিয়া মধুকরে সিংহাসন ছইঘরে
ফুলেতে বসিল যেন অলি।
তবে সাধু ভাগ্যবান শাশুড়ীরে প্রণাম
তুষিয়া পাঠায় কুতূহলী ॥ ৬২০
বিস্তর করিল স্তুতি জামাতারে নরপতি
বুঝাইল নানাপরকার।
না জানিয়া পূর্ব্বেকৃত হইয়াছে অশঙ্কিত
অপরাধ না নিবে আমার ॥ ৬২১
লইয়া চরণধূলি সদাগর কুতূহলী
চাপিয়া বসিল যেথা জায়া।
সখারে রাখিয়া পাশে বৈসে সাধু পরিহাসে
দেখ দেখ কমলার মায়া ॥ ৬২২
পূর্ব্বের বাহন হয় অধিক যতনে লয়
রতন প্রধান করি শুনি। ৬২৩
নারীরত্ন অপ্সরা জিনি রূপ মনোহরা
রাজকন্যা বিবাহ করিয়া।
কোন দুঃখ নাই মনে দেশে যায় শুভক্ষণে
নানা রত্ন তরণী ভরিয়া ॥ ৬২৪
যেজন কমলা ভাবে পরিণামে মুক্তি পাবে
মহাসুখে যায় সেই কাল।
অভকত জন যেই দুঃখেতে পাতকী সেই
পায় পায় তাহার জঞ্জাল ॥ ৬২৫
এমন শরণ যেবা সেই নর দুর্ল্লভা
তাহার সমান কেহ নহে।

ডিঙ্গায় কামান করে ডিঙ্গা বায় কর্ণধারে
বাহ বাহ বলে সদাই বলএ ॥ ৬২৬
অনুকুল সমীরণ চলিল তরণীগণ
কূলেতে দেখিল সর্ব্বজন।
বাহ হে কাণ্ডারগণ কান্দয়ে লোকজন
আর প্রাণ সহিতে না পারি ॥ ৬২৭
কান্দে যত প্রজাগণ রাজা রাণী অচেতন
দেখ্যা মোর পরাণ বিকল্যা।
ঘরে কান্দে বাপভাই কমলার আজ্ঞা নাই
এখানে কান্দয় যত লোক ॥ ৬২৮
ধৈরজ ধরিতে নারি বাহ বাহ শীঘ্র করি
যেন নাই ক্রন্দনের রোল ॥ ৬২৯
স্বপনে যেমত সার সেইরূপ প্রকার
সরস কৃষ্ণরাম গায়।
একমনে যেই শুনে সুখে থাকে সেই জনে
লক্ষ্মীপুত্র হয় সেই নরে ॥ ৬৩০

৩৩

শুভক্ষণে গতি কৈল বন্দিয়া জলধি।
বামেতে কমলাদহ রহে মহানদী ॥ ৬৩১
করবির পুর দেখি করবির মটে।
নোঙ্গর করিয়া ডিঙ্গা চাপাইল ঘাটে ॥ ৬৩২
চড়িয়া তুরগ সেই সখা দুইজনে।
চলিল রাক্ষসী যথা রমণী সদনে ॥ ৬৩৩
ভাবিয়া কমলাদেবী কারে নাই ডর।
প্রবেশ করিল গিয়া গড়ের ভিতর ॥ ৬৩৪
বসিয়া আছে রাজকন্যা নিশাচরীর কাছে।
ভক্ষ্য উপহার যত্ত চারিদিকে আছে ॥ ৬৩৫
বাহিরে তুরগ রাখে বড় কুতূহলী।
প্রণাম করিল গিয়া গলে বস্ত্র করি ॥ ৬৩৬

পতিরে দেখিয়া সতী অতি সুখমনে।
লজ্জায় আকুল রামা সভায় ভবনে ॥ ৬৩৭
আজ্ঞায় বসিল দোঁহে রাক্ষসীর আগে।
কহে সমাচার যত সাধু মহাভাগে ॥ ৬৩৮
যেমন ছলনা দেখি দেবী পদ্মালয়া।
বিপদে যেমনে আসি করিলেন দয়া ॥ ৬৩৯
কন্যা বিভা দিল রাজা প্রতিজ্ঞা হারে।
নানা রত্ন দিয়া তুষ্ট করিল আমারে ॥ ৬৪০
তোমার আসিসে আর দেবী অনুবলে।
অনেক দিনের পর যাই নিজ ঘরে ॥ ৬৪১
রন্ধন করিল রামা কহিতে না উঠি।
নানা রসে ভোজন করিল পরিপাটি ॥ ৬৪২
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন।
উঠিয়া বসিল তবে সখা দুইজন ॥ ৬৪৩
প্রণাম করিয়া রহে রাক্ষসীর কাছে।
ভালমন্দ নাই বলে ভয় কিছু আছে ॥ ৬৪৪
কন্যারে ডাকিল কিছু বলে নিশাচরী।
পুষিণু তোমার তরে অতি যত্ন করি ॥ ৬৪৫
তুমিতো আমার তরে সদত সেবিলে।
জনক জননী তাহা মনে না করিলে ॥ ৬৪৬
ব্রাহ্মণের বিভা দিনু যাহ নিজ ঘরে।
করিহ স্বামীর সেবা পরম আদরে ॥ ৬৪৭
অপরাধ আমার সকল কর ক্ষেমা।
নিন্দাবাদ না করিহ ভাগ্যবতী রামা ॥ ৬৪৮
বলিতে বলিতে দুটি চক্ষে জল ঝরে।
কন্যার গলা গিয়া মমতায় ধরে ॥ ৬৪৯
অমূল্য রতন তবে জামাতায় দিয়া।
হাতে হাতে কন্যাকে দিলেন সমর্পিয়া ॥ ৬৫০
জনকজননী বল্লভ সহোদর।
পালন করিবে বাপা লইয়া নিজ ঘর ॥ ৬৫১

প্রণাম করিয়া দোঁহে রাক্ষসীর পায়।
ততক্ষণে দুই সখা হইল বিদায় ॥ ৬৫২
তপস্যা করিতে তবে গেল নিশাচরী।
কৃষ্ণরাম বলে দেবী দূর কর বৈরি ॥ ৬৫৩

৩৪

ধন্য ধন্য দেখ এই দ্বিজর কুমার।
পাইল অনেক দ্রব্য নানা পরকার ॥ ৬৫৪
বন্দিয়া সেইত পুর চলিল অমনি।
ঘাটে উত্তরিল গিয়া যথায় তরণী ॥ ৬৫৫
দুই সখা একত্রে বসিল কুতূহলে।
ছইঘরে মনোহর ডিঙ্গার মধ্যস্থলে ॥ ৬৫৬
দুই রাজকন্যা তবে হইল দরশন।
হাসিহাসি পরিহাস্য হরষিত মন ॥ ৬৫৭
দোঁহের সমান রূপ দোঁহে গুণবতী।
বৈসে এক সিংহাসনে পরম পিরিতি ॥ ৬৫৮
জোকাদহ বাকদহ আদি করি যত।
পশ্চাত রহিল যত কে কহিবে কত ॥ ৬৫৯
সেতুবন্ধে উত্তরিল পরম ভকতি।
রামের স্থাপন হর পূজেন হৃষ্টমতি ॥ ৬৬০
নীলাচলে জগন্নাথ দেখিয়া ঠাকুর।
আখির নিমিষে ডিঙ্গা গেল বহুদূর ॥ ৬৬১
পূজিয়া মধুর গঙ্গাসাগরের জল।
তীর্থ উপবাস কৈল ভকতি অতুল ॥ ৬৬২
দেখিয়া কপিলমুনি ধায় দড়বড়।
কাকদ্বীপ এড়াইয়া গেল হেতেগড় ॥ ৬৬৩
অবলীতে স্নান করি শঙ্কর পূজিয়া।
আখির নিমিষে গেল ত্রিবেণী বাহিয়া ॥ ৬৬৪
ব্রাহ্মণেরে দিয়া দান স্নান পূজা করি।
গমন করিল তবে ভাবিয়া ঈশ্বরী ॥ ৬৬৫

নদীয়া পশ্চাত করি আর যত গ্রাম।
কি করি করিব তাহা সবাকার নাম ॥ ৬৬৬
গরুড় ছাড়িয়া তবে সাধু গুণনিধি।
দেশেরে চলিল বাহ মহানদী ॥ ৬৬৭
পাইয়া আপন পথ নগর সাতন।
অমরাবতীর তুল্য নিগূঢ় বসত ॥ ৬৬৮
ঘাটে চাপাইল ডিঙ্গা নঙ্গর করিয়া।
সঘনে দুন্দভি বাজে অমনি পূরিয়া ॥ ৬৬৯
ভগীরথ সদাগর লইয়া রমণী।
পুত্রের কুশল চিন্তা দিবস রজনী ॥ ৬৭০
তাহার বাটীর লোক আসিয়াছে ঘাটে।
চৌদ্দ ডিঙ্গা সঘনে দেখিল পুরঠাটে ॥ ৬৭১
জিজ্ঞাসিল জানিয়া বল্লভ সদাগর।
একে একে কুশল আছ যে যাহার ঘর ॥ ৬৭২
সাধুরে দেখিয়া তবে গেল নিকেতনে।
কবি কৃষ্ণরাম গায় লক্ষ্মীর চরণে ॥ ৬৭৩

৩৫

রড়ারড়ি উত্তরিল সাধুর আলয়।
রাজকন্যা বিভা করি তোমার তনয় ॥ ৬৭৪
অনুকূল রাণীর কামনা আর কিবা।
কৃষ্ণরাম বলে মাতা পূর মন আশা ॥ ৬৭৫
চৌদিকে সকল লোক জানিয়া নিশ্চয়।
রড়ারড়ি উত্তরিল সাধুর আলয় ॥ ৬৭৬
পুত্রবধূ আইল তব কি আর ভাবন।
আজি হইতে হইল তব দুঃখ বিমোচন ॥ ৬৭৭
ভগীরথ এহা শুনি পরম আনন্দ।
নয়ান পাইল যেন জনমের অন্ধ ॥ ৬৭৮
অমলা তাহার নারী বল্লভের মাতা।
দুঃখের সাগরে পার কর হরি ধাতা ॥ ৬৭৯

সমাচার যে কহিল নানা রত্ন পায়।
দরিদ্র দ্বিজেরে কত ধন বিলায়॥ ৬৮০
শুনিয়া এসব কথা দ্বিজ হরিহর।
বনিতা সহিত ঘাটে আইল সত্বর॥ ৬৮১
আইয়গণ সাথে করি আইল ব্রাহ্মণী।
অবিলম্বে উত্তরিল যথায় তরণী॥ ৬৮২
তরী হইতে দুই সখা রমণী লইয়া।
কূলেতে উঠিল তবে কুতূহল হইয়া॥ ৬৮৩
পুত্রবধূ লইয়া দোঁহে গেল নিজ ঘরে।
মনের যতেক দুঃখ সব গেল দূরে॥ ৬৮৪
পুত্র পাইয়া মমতায় কান্দিয়া করে কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমলে॥ ৬৮৫
বধূমুখ দেখিয়া পরম কুতূহলী।
বিজয় দুন্দুভি বাজে মৃদঙ্গ রসাল॥ ৬৮৬
চৌদিকে রামাগণ দেই হুলাহুলি।
ঘরে ঘরে নিল পুত্রবধূ শুভক্ষণ বেলি॥ ৬৮৭
করিল ডিঙ্গার পূজা বড় কুতূহল।
শকটে বহিল দ্রব্য আনন্দে সকল॥ ৬৮৮
বিলাইল অনেক দেখিয়া দ্বিজগণ।
তুষ্ট হইয়া গেল পুরী যতেক ব্রাহ্মণ॥ ৬৮৯
রাক্ষসীর যত ধন জনার্দ্দন নিল।
জায়া লইয়া জনার্দ্দন ঘরেতে চলিল॥ ৬৯০
ভগীরথ জিজ্ঞাসিল পুত্রেরে তখন।
কোথায় করিলে বিভা কেবা দিল ধন॥ ৬৯১
ঈষৎ হাসিয়া তবে হেট কৈল মাথা।
আদ্যঅন্ত বিশেষ কহিল সব কথা॥ ৬৯২
শুনিয়া সাধু মনে পরম বিস্ময়।
জানিলা লক্ষ্মীর মায়া আর কার নয়॥ ৬৯৩
পূজিতে কমলাদেবী অধিক আরম্ভে।
গড়াইল মন্দির সুন্দর অবিলম্বে॥ ৬৯৪

স্বর্ণকারে ডাকিয়া করিল অঙ্গীকার।
লক্ষ্মীনারায়ণ দেহ গড়িয়া সোনার॥ ৬৯৫
দুইশত তোলা স্বর্ণ দিল ততক্ষণ।
নির্ম্মাণ করিল তবে পরম যতন॥ ৬৯৬
কবি কৃষ্ণরাম বলে লক্ষ্মীর মায়া।
করগো করুণাময়ী নাএকেরে দয়া॥ ৬৯৭

৩৬

বিচিত্র মন্দির তাহে রত্নসিংহাসন।
উপরে বিচিত্র চাঁদোয়া মণিরতন॥ ৬৯৮
পুরোহিত হরিহর গুণের গরিমা।
শুভক্ষণে আরাধিল সোনার প্রতিমা॥ ৬৯৯
নানারত্ন আভরণ পরাইয়া গায়।
মন প্রীত হইল বড় কি কহিব তায়॥ ৭০০
কিসের অভাব আছে কহিতে না আটি।
আয়োজন করিল পূজার পরিপাটি॥ ৭০১
একশত ছাগ বলি বাছিয়া ধবল।
রুধির খর্পর ভরি ভকতি করিল॥ ৭০২
সদাগর গলে বস্ত্র বল্লভপ্রিয়দা।
চারিজন করে স্তব ভাবিয়া সারদা॥ ৭০৩
সদয় হইল তবে দেবী মহামায়া।
ভকতবৎসলা নাম লোকে গুণ গায়॥ ৭০৪
পরিল প্রসাদ ফুল পাইয়া ততক্ষণ।
মাথায় করিয়া তবে নাচে চারিজন॥ ৭০৫
প্রচার হইল পূজা অবনীমণ্ডলে।
অনুভব জানিয়া সকল ঘরে ঘরে॥ ৭০৬
রাজকন্যা গর্ভবতী বল্লভের রামা।
গর্ভবতী হইল রামা গুণে নাই সীমা॥ ৭০৭
কতদিনে প্রসবিল পুত্র মনোহর।
শুভক্ষণ জানিয়া দেখিল সদাগর॥ ৭০৮

ছয়মাসে অন্ন দিল সেই ভাগ্যবান।
বাছিয়া তাহার নাম রাখে শুক্রবান॥ ৭০৯
পঞ্চ বৎসরের কালে হাতে দিল খড়ি।
পড়াইল নানা শাস্ত্র অতি যত্ন করি॥ ৭১০
কৃষ্ণরাম কয় অপূর্ব কথন।
দ্বাদশ বৎসর হইল সাধুর নন্দন॥* ৭১১

* অতঃপর লেখকের উক্তি—

ইতি যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং
লিখ্যতে দোষঃ নাস্তি।
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গঃ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম॥
ইতি সন ১২৩৬ সাল, তাং ৯ই কাত্তিক॥

ইহার পর পুথি খণ্ডিত।

পরিশিষ্ট

ক—কৃষ্ণরামের রচনায় ব্যবহৃত আরবী, ফার্সী, হিন্দী ও তুর্কী শব্দ

[সঙ্কেত :—আ—আরবী। ফা—ফার্সী। অ—অর্থ।]

আসা—আ, অ—রাজদণ্ড।
আখোন—ফা—আখুঁন্, অ—শিক্ষক।
আমল—আ, অ—অধিকার।
আন্দর—ফা—অন্দর, অ—ভিতর।
আমারি—আ, অ—হাওদা।
আসোয়ার—ফা—সবার, সওয়ার, অ—আরোহী।
আউরথ—আ—আওরত, অ—স্ত্রী।
ইজার—আ, অ—পাজামা।
ইসাদী—আ—ইশ্‌হাদ, অ—সাক্ষী।
ইমাম—আ, মুসলমান ধর্মনেতা।
উজবেগ—তুর্কী—উজ্‌বক্, অ—উজবেকী সিপাহী।
উরমাল—ফা, অ—রুমাল।
কাবাই—আ—কবা, অ—ঢিলা অঙ্গরাখা।
কামান—ফা—কমান, অ—তোপ, বন্দুক।
কেরামৎ—আ—করামৎ, অ—বাহাদুরি।
কিতাবৎ—আ, অ—লেখাপড়া।
কলমদান—আ—কলম, ফা—দান, অ—কলম রাখিবার পাত্র।
কবজ—আ—কব্‌জ, অ—রসিদ।
কাফের—আ—কাফর, অ—যে ঈশ্বরকে মানে না।
কম—ফা—কম্, অ—অল্প।
খাওয়াস—হিন্দী—খবাস, অ—ভৃত্য।
খারাব—আ—খরাব, অ—মন্দ।
খামুকা—ফা—খোআমখোআ, অ—হঠাৎ।
খললাক—আ—খলল্, অ—ব্যাঘাত।
খালাস—আ, অ—মুক্তি।
খুন—আ, অ—রক্ত।

খোদা—আ—খুদা, অ—ঈশ্বর।
গরদান—ফা—গর্দন, অ—গলা।
গুনা—ফা—গুনাহ, অ—পাপ।
গোসা—আ—গুস্‌সহ, অ—রাগ।
গোস্ত—ফা—গোশত্, অ—মাংস, এখানে গোমাংস।
গজব—আ, অ—অভিসম্পাত।
গোরে—ফা, অ—কবরে।
গুণাগার—ফা—গুণাহ্‌গারী, অ—অপরাধীর জরিমানা আদায়ের টাকা।
গীরিদা—ফা—গির্দ, অ—তাকিয়া।
গালিম—আ, অ—শত্রু।
গালিচা—ফা—কলীচা, অ—কম্বলবিশেষ।
ছিট—হিন্দী—ছীট।
জবাই—আ, অ—কণ্ঠনালী কাটিয়া পশুবধ। মুসলমান সমাজে প্রচলিত।
জামিন—আ, অ—প্রতিভূ।
জেয়াদা—আ—জিয়াদৎ, অ—বেশী।
জরু—হিন্দী, অ—পত্নী।
জিনজির—ফা—জন্‌জীর, অ—শৃঙ্খল।
জুদাজুদা—ফা—জুদাহ্, অ—স্বতন্ত্র।
জাদা—ফা—জাদাহ, অ—জাত।
জামা—ফা—জামহ, অ—পোষাকবিশেষ।
জাজিম—ফা, অ—ফরাশ বিছানা ইত্যাদির চাদর।
জচাই—হিন্দী, অ—মূল্য নির্ধারণ। বাংলা—যাচাই।
জরু—হিন্দী, অ—পত্নী।
জাহির—আ, অ—খ্যাত।
জবান—ফা, অ—ভাষা।

ডেই—হিন্দী—ডেরা, অ—আবাস।
ডিহি—ফা—দেহ্, অ—গ্রামসমষ্টি।
তামাম—আ—তমাম, অ—সমস্ত।
তুতি—ফা—তুতী, অ—তোতাপাখী, টিয়া।
তেজার—আ—তিজারৎ, অ—বাণিজ্য।
তবকি—তুর্কী—তপক্‌চী, অ—বন্দুকধারী।
তোবাতোবা—আ—তোবা, অ—পশ্চাত্তাপ।
তলব—আ, অ—আহ্বান।
তালিকা—আ, অ—ফর্দ।
তসলীম—আ, অ—স্বীকার, সেলাম।
তাজী—ফা, অ—আরবী ঘোড়া।
তোক—আ—তব্‌ক, অ—হাতকড়ি।
তক্ত—আ—বখৎ, হিন্দী—বখত্, অ—সময়।
তবাস—আ—তালাশ্, অ—অন্বেষণ। ইহা হইতে 'তবাসিয়া', 'তবাসিল' প্রভৃতি।
তরকচ—ফা—তরকশ্, অ—তূণীর।
দুনিয়া—ফা, অ—পৃথিবী।
দাদ—ফা, অ—প্রতিশোধ।
দপ্তর—আ—দফ্‌তর, অ—কাছারি।
দাগাবাজ—ফা, অ—প্রতারণায় দক্ষ। দগা, বাজ—উভয়ই ফার্সী।
দোস্তানি—ফা—দোস্ত, অ—বন্ধুত্ব।
নিমকহারাম—ফা—নমক, অ—লবণ। আ—হারাম, অ—অধর্মী।
নুর—ফা—নূর, অ—দাড়ি।
নেক—ফা, অ—সাধু।
নোঙ্গর—ফা—নঙ্গর, অ—নোঙর।
নেওয়াজী—ফা—নেবাজ্, অ—পালনকর্তা।
নেকাল—হিন্দী—নিকল, অ—বাহির হয়।
পয়গম্বর—ফা, অ—ঈশ্বরপ্রেরিত দূত।
পাগ—হিন্দী, সংপ্রগ্রহ—প্রাক্—পগগহ, অ—উষ্ণীষ। পাগড়ী।
পয়দা—ফা, অ—জন্ম।
পীরের মোকাম—পীর—ফা, অ—মুসলমান সাধু। মোকাম—আ, অ—বাসস্থান।
পোতা—সং—পোত, অ—ভিত।
ফয়তালা—আ—ফয়সলাহ, অ—বিচারফল।
ফৈজৎ—আ—ফজীহৎ, অ—অপমান।
ফিকির—আ—ফিক্‌র, অ—উপায়।
ফৌজ—আ, অ—সৈন্যদল।
ফরমানি—ফা—ফরমানো, অ—ফরমাশ করা।
বাট্টা—হিন্দী, অ—শুল্ক।
বেঝা—ফা—বেজায়জ্, অ—অসঙ্গত।
বুরুজ—আ—বুর্জ, বহুবচন বুরুজ, অ—দুর্গাদির প্রাচীরের মধ্যে সুউচ্চ গোল গৃহ।
বিহন্দে—ফা—বন্দ, অ—পুরীতে, মহলে।
বিসমিল্লা—আ, অ—ঈশ্বরের নামগ্রহণ।
ভেজায়—হিন্দী—ভেজনা, অ—পাঠান।
মালুমে—আ, অ—মাস্তুল।
মজুরে—ফা—মজদুর, অ—পারিশ্রমিক অথবা শ্রমজীবী।
মজুরা—ঐ।
মুলুক—আ—মুলুক্, অ—দেশ।
মগজ—ফা—মগ্‌জ, অ—মস্তিষ্ক।
মজাক—হিন্দী, অ—ঠাট্টা।
মুলাকাত—হিন্দী, অ—সাক্ষাৎ।
মগর—হিন্দী, অ—পদাভরণ বিশেষ।
মাহিনা—ফা—মাহ্, অ—মাসিক।
মকমল—আ—মখ্‌মল্, অ—কোমল স্থূল চিক্কণ বস্ত্র।
মীর—আ, অ—মুসলমান সর্দার, প্রধান সৈয়দের উপাধি।
মাপ—আ—মুআফ, অ—মার্জনা।
মছনদ—আ, অ—রাজসিংহাসন।
মহশীল—আ—মহস্‌সিল, অ—আদায়।
রিকাব—ফা, অ—ছোট থালা।
লোটা—হিন্দী, অ—ঘটি।
হাজত—আ, অ—বিচারাধীন আসামীর কারা।
হালাল—আ—হলাল, অ—প্রাণান্ত।
হুজুর—আ—হুজূর, অ—প্রভু।

হালোয়ান—আ—হলাল, অ—প্রাণান্ত।

হাকিমহুকুম—আ, অ—শাসনকর্তার আদেশ।

হাভুয়াল—আ—হায়ালাহ্, অ—জিম্মা।

হলকা—আ, অ—দল।

হাজির—আ—হাজর্, অ—উপস্থিত।

শিরণি—ফা—শীরীণী, অ—পীরের নৈবেদ্য।

শরম—ফা—শর্ম, অ—লজ্জা।

শূল—ফা—সিয়া, অ—কালি।

সতরঞ্জি—আ—শৎরঞ্জী, অ—শয্যাদ্রব্য বিশেষ।

সোয়ার—ফা—সবার, অ—আরোহী।

সাজা—ফা—সজা, অ—শাস্তি।

সিক্কা—আ—সিক, অ—বাদশাহী বা কোম্পানীর আমলের টাকা।

সিপাই—ফা—সিপাহী, অ—সৈনিক।

সেলাম—আ—সলাম, অ—নমস্কার।

সগল্লাদ—আ, অ—মূল্যবান্ রেশমী বস্ত্র।

খ—কৃষ্ণরামের রচনায় সাধারণ শব্দ

[সঙ্কেত :—পৃষ্ঠা—পৃ, অর্থ—অ, রায়মঙ্গল—রা. ম., কালিকামঙ্গল—কা. ম., শীতলামঙ্গল—শী. ম. কমলামঙ্গল—ক. ম., ষষ্ঠীমঙ্গল—ষ. ম.]

অপঘনে—অ, দেহে।

অর্দ্ধমূলা—'না খাই বিয়ন্তগুলা, রক্তহীন অর্দ্ধমূলা'—রা. ম.।

অন্নপানি—'তেয়াগ করিল অন্নপানি'—রা. ম.।

অসুবলি—'নবসির অসুবলির সুখ'—কা. ম.।

আপাঙ্গ—অপামার্গ। অ, ঔষধবিশেষ, ভেষজ্।

আমার ঘর—'মারিয়া আমার ঘর খেদাড়ে দিলেক'—রা. ম.। 'আমাদিগকে' অর্থে এখনও হুগলী জেলায় ইহার ব্যবহার আছে।

আটে—'তিন লোক রায়েরে কে আটে' —রা. ম.। অ, পরাজিত করিতে সমর্থ।

আঁটিতে—'দেখিয়া ঠাকুর বড় লাগিল আঁটিতে' —রা. ম.। অ, ক্রোধ প্রকাশ করিতে।

আতিবিতি—'আতিবিতি লইলাম বেসাতি ফুরায়'—কা. ম.। অ, দ্রুত।

আস্তেবেস্তে—'আস্তেবেস্তে গিয়া তবে বসায় নিকটে'—রা. ম.। অ, দ্রুত।

আদেক—'ডাহিনে সুগ্রীব আদেক পায়। সমীরণ করে রায়ের গায়॥'—রা. ম.। অ, একপায়ে?

আইবড়—অবিবাহিত।

আইয়—আয়তি (অবিধবত্ব)। অ, সধবা।

আঠারোভাটী—ভাটীর অর্থ নিম্নভূমি। আঠারোটি ভাটার সাহায্যে অতিক্রম করা হইত বলিয়া সুন্দরবনের দক্ষিণাংশকে আঠারোভাটি বলা হয়।

আলাইলো—'আলাইলো কেশভার সজল নয়ন'—ষ. ম.

আউদড়চুলি—অ, আলুলায়িত-কুন্তলা।

আটক—'যাইতে আটক নাহি করে দরোয়ানি' —ষ. ম.। অ, বাধা।

উচোট—'চলিতে চরণে উচোট কত খায়'—ষ. ম.। বর্তমানে 'হোঁচট' চলিত।

উজা—'ভয় অতি খলমতি অতঃপর উজা'—শী. ম.।

উলিয়া—'রথে হইতে ধরণী উলিয়া জায়াপতি' —কা. ম.।

উখাড়িয়া—অ, উৎপাটন করিয়া।

উয়াটান—'তিলেকে পাবেন টের উয়াটান হইয়া ফের পাছাড়িব সমেত ফকির।' —রা. ম.।

একরতি—'অভকত নহে একরতি'—রা. ম.। অ, বিন্দুমাত্র।

একজাতি—'একজাতি না রাখিল তার'—রা. ম.। অ. একটুও।

এড়—'বলে রামা এড় মেনে একবার নই'—কা. ম.। অ, ত্যাগ কর।

ঐরিদণ্ড—সংস্কৃত 'অরি' এবং বৈরী শব্দদ্বয়ের অর্থ এবং উচ্চারণ-সাদৃশ্যে গঠিত। অ, অরিকে শাস্তি দিবার দণ্ড।

কেটোন—কমঠ। অ, কাছিম।

কোলছাছা—'বিত্তা মোর কোলছাছা দূর দেশে যাবে বাছা'—কা. ম.।

কুরকুরানি—'বুড়াকালে কুরকুরানি এত কামরসে'—ক. ম.।

করাছুরি—অ, ধারালো ছুরি।

কুপিভাগে—সংস্কৃত কুর্পর হইতে কুপি। অ, হাথল অংশে।

কোষায়—কোষক। অ, নৌকায়।

কুড়—'নির্মল করিল কুড় দিয়া অপঘনে'—রা. ম.।

কাটনাকাটি—অ, চরকায় সুতা কাটা।

খার্থার—'হায় হায় কি হইল কুলের খার্থার'—কা. ম.

খুঙ্গি—অ, ছোট ঝাঁপি।

ক্ষেরা চাপাইল—'নোঙ্গর করিয়া তথা ক্ষেরা চাপাইল'—রা. ম.।

খরসান—অ, খরশান, তীক্ষ্ণধার।

খামি—অ, মুখভঙ্গি।

খুদিয়া—'ছপকি মারিলে হই খুদিয়া নেউল'—রা. ম.।

খন্দ—অ, খানা, গর্ত।

খেদাড়ে—অ, তাড়াইয়া দেওয়া।

খলপে—'মোর যত ডিঙ্গার সিফাই খলপে'—ক. ম.।

খড়িবজ্র—অ, গণৎকার। আসামে 'খড়ি' শব্দে এখনও গণৎকার বুঝায়।

খুজুরা—'লিখিয়া খুজুরা দ্রব্য বুঝ কতগুলা'—কা. ম.।

গড়া—অ, মোটা কাপড়বিশেষ।

গড়খাই—গড়খাত। অ, পরিখা।

গাধুন—'চলিল গাধুন ছয়জনে'—রা. ম.।

গোড়াইল—'প্রাণের সংহতি জায়া ঘরেতে আইল থুয়া গোড়াইল আমার সংহতি।' —রা. ম.।

গুবাক—অ, সুঁপারি।

গাড়র—অ, মেষ।

গা—'সবে ভুলে গা'—রা. ম.।

গাটার গাবর—অ, নৌকার দাঁড়ি।

গোট—'তনু যদি করি গোট'—রা. ম.। অ, গুটানো।

গুতায়—'পাজর ভাঙ্গিল মোর ষাঁড়ের গুতায়' —রা. ম.।

গজবেল—'মহা ভয়ঙ্কর শেল ফলা তার গজবেল' —রা. ম.।

গোরিলা—'কামানে ভরিয়া দারু দিলেক গোরিলা'—রা. ম.।

গদিয়ান—অ, গদির মালিক।

গ্রামিনি—'কাটাইল নখদাড়ি আনি গ্রামিনি'—রা. ম.। অ, নাপিত।

গিধিনির রেলা—অ, গৃধিনীর দল।

গাথা—'কৃষ্ণরাম বলে গাথা'—রা. ম.।

ঘলঘুলি—'এইরূপে বাক ছলে ঘলঘুলি দিয়া টানে'—রা. ম.।

চুট্টা—'তার গার উপর পড়িল আসে চুট্টা'—রা. ম.। অ, ঘা।

চারুচাল—'চারুচাল করিল সোনার পাটচাল' —রা. ম.।

চিতুরে চিতুরে—'মধুর সমান বোল চিতুরে চিতুরে'—কা. ম.।

চেলা—অ, শিষ্য।

চিনা—অ, ধান্যবিশেষ।

ছেনাপানা—'ছেনাপানা অতি সুমধুর'—রা. ম.।

ছিলিমিলি—অ, মুসলমান ফকিরের জপের মালা।

ছৈঘর—'দিব্য সিংহাসন আর ছৈঘর রতন আর মোম ঢেলে কৈল সাত নায়ে।'—রা. ম.।

জঙ্গ—'ডিঙ্গা জঙ্গ গঠে আর নৌকা কত পরকার'—রা. ম.। অ, জাহাজ।

জুঝার—জুঝারিয়া। অ, যুদ্ধকারী।

জমুর—অ, যজ্ঞসূত্র।

জলপান—'হাতির মগজে জলপান'—রা. ম.।

জমধার—অ, অতিশয় ধার।

টুটা—'কেহ টুটা নহ বটে'—রা. ম.। অ, খাটো।

টঙ্গেতে—অ, উচ্চ মাচায়।

টাটী—'দুয়ারে লাগিল টাটী না পারি বাহিরাতে' —রা. ম.। অ, আগড়।

টাট—'গোমহিষ পশুপক্ষবৃক্ষপর টাট'—কা. ম.।

টুঙ্গি—অ, জলের উপর ছোটঘর।

টোপ—টোপর। অ, বড় টুপি।

ঠাট—'চৌদিকে ধাইল যত কোটালের ঠাট'—কা. ম.। অ, সৈন্যদল।

ডাঁড়ুকা—অ, শৃঙ্খল।

ডাগর—'দেখিয়া ডাগর গাছ সবে মেলি কাট' —রা. ম.। অ, বড়সড়।

ডাকপাক—'ডাকপাক দুনিয়ায় হাজির'—রা. ম.।

ঢিবি—অ, স্তূপ।

ঢুসায়—'গরুর ঢুসায় আমি মর্ম্মব্যথা পাই'—রা. ম.।

ঢেকায় ঢেকায়—'ঢেকায় ঢেকায় এড়ে বাহির করিয়া'—কা. ম.।

তুরকি টাঙ্গন—অ, তুর্কী টাট্টু ঘোড়া বিশেষ।

তুরগ—অ, ঘোড়া।

তরতর—'রাত্রিযোগে হুড়ুকা খশাই তরতর'—রা. ম.। অ, আস্তে আস্তে।

তুড়ে—অ, ভাঙ্গে।

তোড়ানি—অ, কাঁজি, আমানি।

থুক—'নালব ফকির পালা আজি হইতে থুক' —রা. ম.।

থানা—'ঠাঞী ঠাঞী দিল থানা'—রা. ম.। অ, আস্তানা গাড়িল।

দিশা—'মাগুরায় ডাগর বাঘ দেখিবার দিশা' —রা. ম.। পাঠ—দিস্যা। এখানে অর্থ দৃশ্য।

দড়াইল—'ও পদ কমলে যার দড়াইল মন'—কা. ম.।

দড়বড়—'দড়বড় আসিয়া ভেজায় গণ্ডগোল'—রা. ম.।

দিয়টী—দীপবর্তিকা। অ, প্রদীপ।

দাড়াউভ—অ, উচু দাড়া।

দোহাতিয়া—দোহাতিয়া মুদ্গর। অ, বড় মুগুর।

দেউল—দেবকুল। অ, দেবমন্দির।

দড়—'শুনিয়া ভাবিত দড় বাঘাই বিস্মিত বড়'—কা. ম.। অ, খুব।

দুলিচা—অ, ছোট গালিচা।

ধুকুড়ি—ধুকড়ি। অ, ছেঁড়া কাঁথা।

নৌতুন—'গড়াইতে নৌতুন ডিঙ্গা পড়্যে গেল সাড়া'—রা. ম.।

না—'সাধু বলে শুভক্ষণে চলে সাত না'—রা. ম.। অ, নৌকা।

নারায়ণ তৈল—'মাখাইল নারায়ণ তৈল এক-বাটি'—রা. ম.।

নাইয়া—'নাইয়া পাইক সাড়ি গায় কলরব'—রা. ম.। অ, নাবিক।

নেড়ামুড়া—'বিরথি সুরত রাজা রথ নেড়ামুড়া' —রা. ম.।

স্থ্যবায়—'গঙায় স্থ্যবায় কোলে'—রা. ম.।

পাশ—'জানাইতে আইলাম সাহেবেরপাশে'—রা. ম.। অ, নিকট।

পামোরি—অ, মূল্যবান বস্ত্রবিশেষ।

পেটিকা—অ, কটিবন্ধ।

পাসুলি—'তবে ত কনকচুর পরিলেন পাসুলি' —ক. ম.।

পান দিল—'পান দিল দোহাকারে'—রা. ম.।

পুছে—গ্রাম্য ব্যবহার। অ, জিজ্ঞাসা করে।

পাইসালে—অ, ঘোড়াশালা।

পাছাড়িব—অ, আছাড়িব।

পেটলাগ—'যাবন্ত আমার পেটলাগ'—রা. ম.।

পেটলি—'পেটলি পেটের লোভ আগে'—রা. ম.।

পুড়া—পুটক। অ, মড়াইয়ের বড়ের সাহায্যে নির্মিত বীজধান রাখিবার স্থান।

পায়েন—'আমা হইতে পীর হইলে শিরণি পায়েন'—রা. ম.।

প্রমাদিয়া চোর—অ, ভয়ানক চোর।

পাইক—প্রাচীন ইরানীয় শব্দ। অ, পদাতিক।

পোষানিয়া—অ, পোষা, পালিত।

ফাকুটী নাকুটী—'ফাকুটী নাকুটী আর করে রঙ্গীভঙ্গী'—রা. ম.। অ, ফষ্টিনষ্টি।

ফাঁফর—'পুরুষ না দেখি তথা হইল ফাঁফর'—কা. ম.।

বরাবরি—'সখী সঙ্গে পরিহরি কহে দেবী বরাবরি বঞ্চব সুরতিরস বাস।'—ক. ম.। অ, সোজাসুজি।

ব্যাজ—অ, কালবিলম্ব।

বন্ধান—'কে তোমারে শিখাইল এমন বন্ধান' —কা. ম.।

বাধক—'কোনমতে পরাভব নহি যে বাধক'—কা. ম.।

বাইচ—অ, নৌকাবিশেষ।

বানা—অ, পতাকা।

বাহুল্যা—'পূজা করে একমনে কাষ্ঠ কাট গিয়া বনে বাহুল্যা বহুল্যা কত ঠাএী।'—রা. ম.।

বধি—'তবে সত্য হবে মোর বধি'—রা. ম.।

বুড়—'তোমার আজ্ঞা ধরে এই রাগ বুড়'—রা. ম.। অ, অতিশয়।

বা—'মউর পুচ্ছের বা'—রা. ম.। অ, বাতাস।

বিঘেতবনে—'লুকাই বিঘেতবনে'—রা. ম.। অ, অল্প অরণ্যে।

বাড়া—'প্রলয় যমের বাড়া'—রা. ম.।

বিয়স্ত—অ, যে সদ্য প্রসব করিয়াছে।

বাঘরোল—অ, গোবাঘা।

বাতে—'ভগল পড়িল কেবা রহে সেই বাতে' —রা. ম.। অ, কথায়।

বাড়ুরি—'কলাবতী নামে এক বাড়ুরিব্রাহ্মণী' —কা. ম.। অ, বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিকিকিনি—'সুখে করে বিকিকিনি'—রা. ম.।

বেকাঠেঙ্গা—'বেকাঠেঙ্গা ছাগলের ছড়ি'—কা. ম.।

ভাউলে—ভাউলিয়া। অ, বড় নৌকা।

ভাষা—'চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা' —রা. ম.। অ, কবিতা।

ভড়কে—'বড়খাঁ গাজি, ভড়কে সাজি, আইলা অনেক বাঘ'—রা. ম.। অ, ভয়ে।

ভাটা—'তাও কি এখন পারি বয়েসেতে ভাটা' —রা. ম.। অ, কম।

ভুড়ভুড়ি—'ছ্যাড়ে দিয়া দূরে গিয়া ছাড়ে ভুড়ভুড়ি'—রা. ম.।

ভাড়ি—'গুরুভার নোঙ্গর কতেক ভাড়ি তুলে' রা. ম.।

ভালিয়া—'ভালিয়া চাহিয়া দেখি ছাওয়া নাই চাল'—রা. ম.।

ভেজ্ঞায়—'কোকিলেরে ভেজ্ঞায় বায়সে'—কা. ম.।

ভেটীতে—'ভেটীতে চলিল কান্ত রূপ উপায়ন' —কা. ম.। অ, সাক্ষাৎ করিতে।

মিলনে—'তাহার মিলনে গেল ডিহি মেদনমল' —রা. ম.।

মুড়ি—অ, মুণ্ড।

মুড়িফাল—'মুড়িফাল দন্তগুলা'—রা. ম.।

মাছবাঘরোল—অ, মাছখেকো বাঘ।

মুই—অ, আমি।

মরকেনে—'মরকেনে বাপা তুমি গঙ্গায় ডুবিয়া' —ক. ম.।

মলঙ্গী—অ, লবণ-উৎপাদক।

মউল্যা—অ, মধু-সংগ্রহকারী।

যার ঘর ভক্ষ্য—'মারিয়া বনের হাতী যার ঘর ভক্ষ্য'—রা. ম.। ঘর অর্থ প্রতিদিন।

রাড়—'বাঘ তারা বড় রাড় ছয় জনার ভাঙ্গি ঘাড় রক্ত মাত্র পূরিল উদরে'—রা.ম.। অ, রাগী।

রড়—'কাছুয়া দিল রড়'—রা. ম.। অ, দৌড়।

রূঢ়া—'একেতে ফকির রূঢ়া আরে এই বোল' —রা. ম.। অ, রাগী।

রড়াইয়া—'রড়াইয়া আগে যায় পবনের আগে' —রা ম.। অ, দৌড়াইয়া।

রুট্টা—'এসকল কথা সাহেব বড় রুট্টা'—রা. ম.। অ, রুষ্ট।

রামরামি—'দুই দলে বাঘে বাঘে হইল রামরামি' —রা. ম.। অ, সাক্ষাৎ।

রোহেল—অ, বোহিলখণ্ডবাসী।

রেলা—অ, ভীড়, দল।

রড়ারড়ি—'রড়ারড়ি উত্তরিল সাধুর আলয়'— ক. ম.। অ, দ্রুত।

লেখাজোখা—'রজনী দিবস কাটে লেখাজোখা নাই'—রা. ম.। অ, হিসাব।

লাগ—'পবনে না পায় লাগ'—রা. ম.। অ, ধরা।

লাব—অ, বটের পাখী।

লাপগেপ—'কি লাগি না কর কোপ কোথা গেলে লাপগেপ'—শী. ম.। অ, আস্ফালন।

হাড়িয়া তালের—অ, বড় তালের।

হুলাহুলি—'চৌদিকে রামাগণ দেয় হুলাহুলি'— ক. ম.।

হটে—'কি কাজ মিছা হটে'—রা. ম.। অ, আড়াআড়ি।

হুড়—'আপনাআপনী মোর কাজ নাই হুড়'— রা. ম.। অ, যুদ্ধ।

হাড়হুঙ্গাম—'হাড়হুঙ্গাম করি গুড়া'—রা. ম.।

হাটকে—অ, স্বর্ণে।

হুড়া—'বন্দুকের হুড়া মারে কেহ ছোড়ে তীর' —কা. ম.।

শিরোপা—অ, সম্মান বা পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত পাগড়ি।

সাড়ি—'একে একে নৌকায় সুখে গায় সাড়ি' —রা. ম.।

সাচা—অ, সত্য।

সাট—অ, সড়।

সোর—'শিকারী ফিকারে সোর কেবা আছে বাঘে'—রা. ম.।

সাঁজোয়ায়—অ, বর্মে।

সবদি—অ, দিব্য, শপথ।

সেঁদোয়—অ, প্রবেশ করে।

সড়ক দোসারি—অ, সড়কের দুইধারে।

সিলই—অ, হাউই।

সান্ভায়—অ, প্রবেশ করে।

সিপ—সীপ। অ, তামার কোশা।